গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ



২০২৬ সনে জারিকৃত আইনসমূহ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা
(অনলাইন তথ্য)

বাংলাদেশ গেজেট

সূচীপত্র

১.	Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2026	০৩
২.	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬	১৮
৩.	মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬	২৯
৪.	সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬	৫৬
৫.	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৯২
৬.	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৯৩
৭.	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৯৫
৮.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬	১৩৯
৯.	Negotiable Instrument (Amendment) Act, 2026	১৫১
১০.	জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬	১৫৩
১১.	সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬	১৬৮
১২.	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি ভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬	১৭০
১৩.	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০২৬	১৮৫
১৪.	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২৬	২০০
১৫.	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Act, 2026	২০৮
১৬.	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (রহিতকরণও পুনঃপ্রচলন) আইন, ২০২৬	২২৩
১৭.	Bangladesh Bank (Amendment) Act, 2026	২২৫
১৮.	বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০২৬	২২৬
১৯.	জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) আইন, ২০২৬	২৩৭
২০.	জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন আইন, ২০২৬	২৪০
২১.	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০২৬	২৫১
২২.	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষবিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২৬	২৫৮
২৩.	ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০২৬	২৬১
২৪.	Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2026	২৬৩
২৫.	Public Examinations (Offences) (Amendment) Act, 2026	২৭০
২৬.	Registration (Amendment) Act, 2026	২৭৪
২৭.	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০২৬	২৭৭
২৮.	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৩০০
২৯.	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬	৩৪৭
৩০.	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬	৩৭৫
৩১.	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ তফসিল	৩৯৮

৩২.	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ আইন, ২০২৬	৩৯৯
৩৩.	বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬	৪১১
৩৪.	বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ ফর্ম	৪২৩
৩৫.	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬	৪২৪
৩৬.	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৫৮৪
৩৭.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৫৮৬
৩৮.	বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৫৮৮
৩৯.	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৫৯২
৪০.	বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬	৫৯৫
৪১.	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) আইন, ২০২৬	৬১৯
৪২.	স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬	৬২১
৪৩.	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৬৩২
৪৪.	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৬৩৪
৪৫.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৬৩৬
৪৬.	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৬৩৮
৪৭.	Bangladesh Law Officers (Amendment) Act, 2026	৬৪১
৪৮.	Civil Courts (Amendment) Act, 2026	৬৪৩
৪৯.	অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬	৬৪৬
৫০.	অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ তফসিল	৭৩২
৫১.	আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬	৭৫৮
৫২.	ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন, ২০২৬	৭৭৪
৫৩.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৮১০
৫৪.	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৮১৮
৫৫.	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৮১৯
৫৬.	ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬	৮২০
৫৭.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০২৬	৮৭৫
৫৮.	সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬	৮৮২
৫৯.	নির্দিষ্টকরণ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬	৮৮৯
৬০.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০২৪-২৫ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬	৮৯৩
৬১.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২৬	৮৯৬
৬২.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২৬ তফসিল	৮৯৭
৬৩.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২৬	৯০১
৬৪.	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২৬ তফসিল	৯০২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১১ নং আইন

Code of Criminal Procedure, 1898 অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ধারা ১২ এর বিধান ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে এবং অন্যান্য বিধান ১০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৬১১৯)
মূল্য : টাকা ১৬.০০

২। Act No. V of 1898 এর section 32 এর সংশোধন।—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898), অতঃপর উক্ত Code বলিয়া উল্লিখিত, এর section 32 এর sub-section (1) এর—

(ক) clause (a) এ উল্লিখিত "ten thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "Whipping" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) clause (b) এ উল্লিখিত "five thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "three lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) clause (c) এ উল্লিখিত "two thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "two lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। Act No. V of 1898 এ নূতন section 46A, section 46B, section 46C, section 46D এবং section 46E এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 46 এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ নূতন section 46A, section 46B, section 46C, section 46D এবং section 46E সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"46A. Procedure of arrest and duties of officer making arrest.—In making an arrest, the police-officer or other person making the same shall—

(a) bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification;

(b) disclose his identity and if demanded, shall show his identity card to the person arrested and to the persons present at the time of arrest;

(c) prepare a memorandum of arrest which shall be-

(i) attested by at least one witness, who is a member of the family of the person arrested or a respectable inhabitant of the locality where the arrest is made and where no such witness is available, the reasons thereof be recorded in the memorandum;

(ii) countersigned or thumb-impressed by the person arrested if not refused by him;

(d) intimate, where the accused is arrested from a place other than his residence, to a family member, relative, or a friend nominated by the person arrested, as soon as practicable but not later than twenty four hours from the time of such arrest, notifying the time and place of arrest and the place of custody;

(e) ensure, if any mark of injury is found on the body of the person arrested, the examination and first aid treatment of the person by a medical officer or a registered medical practitioner, as the case may be, in accordance with section 46E; obtain a certificate from the attending medical officer or practitioner; and record the reasons for such injury;

(f) allow the person arrested, if he so desires, to consult a lawyer of his choice or to meet any of his nearest relation, preferably within twelve hours of such arrest.

46B. Entry of arrest in official register, general diary and providing information relating to arrest.—(1) An entry shall be made in the official register by the officer making the arrest, stating the ground of arrest, the name and particulars of the informant or complainant, the name and particulars of the relative or friend, as the case may be, to whom information about the arrest has been given, and the name and particulars of the officer having custody of the person arrested.

(2) Every arrest made within the jurisdiction of a police-station shall be entered forthwith in the general diary of such station, and where the officer making the arrest is not attached to the said police-station, he shall, immediately after making such arrest, cause a copy of the memorandum of arrest to be furnished to the officer-in-charge of the said police-station, who shall thereupon cause an entry thereof to be made in the general diary.

(3) The officer responsible for maintaining the register or the general diary under sub-sections (1) and (2) shall, on demand, be bound to furnish information relating to such arrest to any relative, friend, or neighbour of the person arrested.

46C. Designated Police-Officer for maintaining and displaying information of arrest.- District Superintendent of Police in every district, or Police Commissioner in every Metropolitan area, as the case may be, shall designate a police-officer not below the rank of an Assistant Sub-Inspector of Police in every district or Metropolitan headquarters and in every police station, for maintaining the information regarding the names and addresses of persons arrested and the nature of the offence for which they have been arrested; and such information shall be prominently displayed, preferably in digital form, at every police station and at the district or Metropolitan headquarters.

46D. Health and safety of arrested person.—It shall be the duty of the person having custody of an arrested person to take reasonable care of his health and safety.

46E. Examination of arrested person by medical officer.—(1) When any person arrested appears to be sick or bears any mark of injury, he shall, soon after the arrest is made, be examined and provided with first aid treatment by a medical officer of a Government hospital; and if such medical officer is not available, by a registered medical practitioner:

Provided that where the arrested person is a female, the examination of her body shall, if practicable, be conducted by or under the supervision of a female medical officer or a female medical practitioner, or in the presence of a female staff nurse or a female attendant, as the case may be.

(2) Where an examination and treatment are conducted under sub-section (1), a certificate along with the report of such examination and treatment shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner, as the case may be, to the concerned police-officer, as well as to the arrested person or to a person nominated by him.

(3) Where an arrested person, being sick or injured, is produced before the Magistrate, the Magistrate may pass necessary orders for his medical treatment:

Provided that where the arrested person is severely injured or sick in a manner which requires his admission into a hospital and renders his physical production before the Magistrate impracticable, he may be produced through electronic video linkage, subject to the satisfaction of the Magistrate and to such terms as the Magistrate may determine.”।

৪। Act No. V of 1898 এর section 51 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 51 এর শেষে উল্লিখিত “him” শব্দটির পর “; and where any article is seized from the arrested person, the officer shall prepare a list in the presence of a witness and obtain his signature, if practicable, and shall serve a copy thereof to the arrested person or to any person nominated by him” সেমিকোলন, শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। Act No. V of 1898 এর section 54 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 54 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 54 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**54. When police may arrest without warrant**.—(1) Any police-officer may, without an order from a Magistrate and without warrant, arrest-

firstly, any person who commits, in the presence of a police-officer, a cognizable offence;

secondly, any person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely:—

(i) the police-officer has reason to believe, on the basis of such complaint, information, or suspicion that such person has committed the said offence; and

(ii) the police-officer is satisfied that such arrest is necessary—

(a) to prevent such person from committing any further offence; or

(b) for proper investigation of the offence; or

(c) to prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tampering with such evidence in any manner; or

(d) to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to the police-officer; or

(e) as unless such person is arrested, his presence in the Court whenever required cannot be ensured;

and the police-officer shall record while making such arrest, his reasons in writing:

Provided that a police-officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this sub-section, record the reasons in writing for not making the arrest;

thirdly, any person against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than seven years whether with or without fine, or with death sentence and the police-officer has reason to believe, on the basis of that information, that such person has committed the said offence;

fourthly, any person having in his possession without lawful excuse, the burden of proving which excuse shall lie on such person, any implement of house breaking;

fifthly, any person who has been proclaimed as an offender either under this Code or by order of the Government;

sixthly, any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing;

seventhly, any person who obstructs a police-officer while in the execution of his duty, or who has escaped, or attempts to escape, from lawful custody;

eighthly, any person who is reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Bangladesh;

ninthly, any person who has been concerned in, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, any act committed at any place out of Bangladesh, which, if committed in Bangladesh, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in Bangladesh;

tenthly, any released convict committing a breach of any rule made under section 565, sub-section (3);

eleventhly, any person for whose arrest a requisition, has been received from another police-officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition.

(2) No police-officer shall arrest a person under this section for the purpose of detaining him under any law providing for preventive detention.”।

৬। Act No. V of 1898 এ নূতন section 54A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 54 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 54A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**54A. Person arrested to be informed of reason of arrest.—**Every police-officer arresting any person without warrant shall, at the time of making arrest, communicate to him the reasons for which he is arrested."।

৭। Act No. V of 1898 এ নূতন section 67A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 67 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 67A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**67A. Procedure in case of non-compliance with provisions relating to arrest.—**The Magistrate or Court, as the case may be, before whom the arrested person is produced, shall examine whether the provisions of this Code relating to arrest have been duly complied with by the officer making the arrest; and if the Magistrate or Court finds that any such provision or provisions have been negligently violated or not complied with, he or it may, for reasons to be recorded in writing, direct appropriate action to be taken against the concerned officer in accordance with the applicable service rules."।

৮। Act No. V of 1898 এর section 69 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 69 এর sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (4) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(4) The Court may, in addition to the modes of service provided in the foregoing sections, direct that the summons be served through electronic means such as Short Message Service (SMS), voice call, instant messaging service, or electronic mail, and the proof of such service shall be preserved with the record."।

৯। Act No. V of 1898 এর section 70 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 70 এ উল্লিখিত "male" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

১০। Act No. V of 1898 এর section 167 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 167 এর—

(ক) sub-section (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(2) The Magistrate to whom an accused person is forwarded under this section or produced otherwise, may, whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such Magistrate thinks fit, for a term not exceeding fifteen days in the whole; and if he has not jurisdiction to try the case or send it for trial, and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a Magistrate having such jurisdiction:

Provided that no Magistrate of the third class, and no Magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the Government, shall authorize detention in the custody of the police:

Provided further that no Magistrate shall, under any particular case, authorize the detention of an accused person in police custody for a period exceeding fifteen days in the whole; and where further detention is considered necessary, the Magistrate may, upon production of the accused either in person or through electronic video linkage, authorize such detention in judicial custody.

Explanation—For the purposes of this Chapter, "judicial custody" means the custody of an accused in jail or in any other custody, other than the custody of the police, under the order of a Magistrate or Court during investigation.";

(খ) Sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2A) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(2A) A Magistrate authorizing the detention of an accused person in police custody under sub-section (2), may order that the accused be examined by a medical officer of nearest government hospital before he is handed over to such custody; and upon expiry of the period of police custody, the accused shall be produced before the Magistrate without unnecessary delay; and if, upon such production, there appears to be any mark of injury on the body of the person accused, or the accused alleges that he has been subjected to torture during such custody, the Magistrate shall direct that the accused be examined by a medical officer of the nearest government hospital and where the medical report reveals that the accused has been subjected to torture during police custody, the Magistrate shall proceed in accordance with law."।

১১। Act No. V of 1898 এ নূতন section 167A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 167 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 167A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**167A. Duties of Magistrates in relation to shown arrest and detention.—**(1) Where the officer making the investigation in a case seeks a person who is already in custody in another case to be shown arrested in that case, the Magistrate shall not allow such prayer unless the arrested person is produced before him along with a copy of the entries in the diary relating to such case and given opportunity of being heard and unless the application appears to be well-founded.

(2) The Magistrate shall not authorize the detention of any person in judicial custody where the police forwarding report discloses that the arrest has been made for the purpose of detaining him under any law providing for preventive detention.

(3) If the Magistrate has reason to believe that any officer who has legal authority to commit a person in confinement has acted contrary to law, he shall proceed against such officer under section 220 of the Penal Code."।

১২। Act No. V of 1898 এর section 173A এর সন্নিবেশ।—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 173 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 173A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**173A. Interim investigation report, etc.—**(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 173, before completion of an investigation of any case under this Chapter, the Police Commissioner or the District Superintendent of Police or any other officer of equivalent rank supervising the investigation, as the case may be, may require the Investigating Officer to submit an interim investigation report as to the progress of the investigation of the case.

(2) If the interim investigation report, as required, discloses that there is insufficient evidence against any accused, the Police Commissioner, the District Superintendent of Police or any other officer of equivalent rank supervising the investigation, as the case may be, may direct the Investigating Officer to submit the report to the Magistrate and upon receipt of such report, the Magistrate or the Tribunal, as the case may be, may, if satisfied, order to discharge such accused subject to sub- section (3), without prejudice to the continuation of investigation against the remaining accused persons.

(3) Notwithstanding the discharge of any accused under sub-section (2), if, upon completion of the investigation, it appears on the basis of sufficient and substantive evidence that such person is involved in the commission of the alleged offence, the Investigating Officer shall not be precluded from including his name in the police report under section 173."

১৩। Act No. V of 1898 এ নূতন section 173B এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 173A এর পর নিম্নরূপ নূতন section 173B সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"173B. Provisions for completion of investigation.—(1) Notwithstanding anything contained in this Code, every investigation under this Chapter shall be completed within sixty working days from the date of receipt of the information relating to the offence.

(2) Where, for reasonable cause, the investigation cannot be completed within the period specified in sub-section (1), the investigating officer shall record the reasons for such delay in the case diary, apply to the Magistrate for extension of time stating the specific grounds and the additional time required, and forward a copy of such application to the superior officer supervising the investigation.

(3) Upon consideration of the application made under sub-section (2), the Magistrate may, by order, extend the time for investigation as may be deemed reasonable, and the investigating officer shall conclude the investigation within the extended time.

(4) Where the investigation is not completed within the time so extended under sub-section (3), the investigating officer shall, upon expiry of such period, report the reasons in writing to the Magistrate and send a copy thereof to the superior officer supervising the investigation.

(5) Upon consideration of the explanation submitted under sub-section (4), or where no such explanation is submitted by the investigating officer, the Magistrate may—

(a) direct that the investigation be conducted by another officer;

(b) treat such delay as incompetence or misconduct on the part of the investigating officer, cause a note thereof to be recorded in the officer's Annual Confidential Report, and direct the appropriate authority to take action in accordance with the relevant service rules.

(6) If, upon submission of the investigation report, the Court is satisfied, having regard to the materials on record, that any person named as an accused ought, in the interest of justice, to be treated as a witness, the Court may pass an order to that effect, and such person shall be treated as a witness in the case.

(7) If, upon conclusion of the trial, the Court finds that the investigating officer either negligently or with intent to protect any person from criminal liability—

(i) failed to collect or consider any admissible evidence;

(ii) treated any person as a witness who ought to have been made an accused; or

(iii) failed to examine a material witness without justification, the Court may record a finding to that effect, treat such act or omission as misconduct or incompetence, and direct the controlling authority to take appropriate legal action against the officer in accordance with law."।

১৪। Act No. V of 1898 এর section 247 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 247 এ উল্লিখিত "If the summons has been issued on complaint, and upon" শব্দগুলি ও কমা এর পরিবর্তে "In a case instituted upon complaint, if on" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। Act No. V of 1898 এর section 250 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 250 এর—

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "false and either frivolous or vexatious, the Magistrate" শব্দগুলির পর "may" শব্দটির পরিবর্তে "shall" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-section (2) এ উল্লিখিত "frivolous or vexatious" শব্দগুলির পর "may" শব্দটির পরিবর্তে "shall" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; "one thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "fifty thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "five hundred taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "twenty-five thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) sub-section (3) এ উল্লিখিত "one hundred taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) sub-section (5) এ উল্লিখিত "three thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "one lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। Act No. V of 1898 এর Section 260 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 260 এর sub-section (1) এর—

(ক) clause (d) এ উল্লিখিত "ten thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (e) এ উল্লিখিত "ten thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) clause (f) এ উল্লিখিত "ten thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) clause (g) এ উল্লিখিত "ten thousand taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five lac taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। Act No. V of 1898 এ নূতন section 264A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 264 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 264A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**264A. Special procedure for summary trials.—**Notwithstanding anything contained in section 262, the framing of charges, recording of evidence, examination of the accused under section 342, and pronouncement of judgment may, if practicable, be completed in the same session at any place within the jurisdiction of the Court."।

১৮। Act No. V of 1898 এর section 339B এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 339B এর sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(1) Notwithstanding anything contained in section 87 and section 88, where the Court has reason to believe that an accused person has absconded or is concealing himself so that he cannot be arrested and produced for trial and there is no immediate prospect of arresting him, the Court taking cognizance of the offence complained of shall, by order published in one national daily Bangla Newspaper having wide circulation, direct such person to appear before it within such period as may be specified in the order, and if such person fails to comply with such direction, he shall be tried in his absence:

Provided that the Court may, in addition, direct that the order for appearance of the accused be published on the official website of the District and Sessions Judge Court, the Chief Judicial Magistrate Court, the Chief Metropolitan Magistrate Court, the office of the Deputy Commissioner, the Bangladesh Police, or any other government website having wide public accessibility."।

১৯। Act No. V of 1898 এর section 345 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 345 এর—

(ক) sub-section (2) এর সারণির "rioting" এর ওপরে নতুন সারি যুক্ত হইবে, যেখানে "Offence." কলামের বিপরীতে "Being member of unlawful assembly" শব্দগুলি; "Sections of Penal Code applicable." কলামের বিপরীতে "143" সংখ্যা; এবং "Persons by whom offence may be compounded." কলামের বিপরীতে "The person against whom the unlawful assembly was assembled" শব্দগুলি উল্লিখিত হইবে;

(খ) sub-section (7) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (8) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(8) Notwithstanding anything contained in this section, the Court may, where both parties agree to compound any compoundable case, facilitate the compounding process between the parties or refer the matter to the concerned Legal Aid Officer appointed under the Legal Aid Act, 2000 (Act No. 6 of 2000), or to the advocates engaged by the parties, or, where no advocate has been engaged, to the party or parties themselves for composition; and if the Court is satisfied that a lawful agreement has been executed by the parties in furtherance of such compounding, it may preserve the agreement in the record and pass such orders as may be necessary to implement its terms, provided that such implementation does not prejudice the rights or interests of any third party.

Explanation: For the purpose of this sub-section, the term "party" means the person or persons by whom the offence may lawfully be compounded and the accused."।

২০। Act No. V of 1898 এর section 390 হইতে section 395 এর বিলোপ।—উক্ত Code এর section 390 হইতে section 395 বিলুপ্ত হইবে।

২১। Act No. V of 1898 এর **section 396 এর সংশোধন।**—উক্ত Code এর section 396 এর sub-section (1) এ উল্লিখিত, ", fine or whipping" কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে "or fine "শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। Act No. V of 1898 এর section 413 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 413 এ উল্লিখিত "fifty taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। Act No. V of 1898 এর section 414 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 414 এ উল্লিখিত "two hundred taka" শব্দগুলির পরিবর্তে "five thousand taka" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। Act No. V of 1898 এ section 498 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 498 এর বিদ্যমান বিধান sub-section (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(2) Any Court, while releasing the accused on bail, may impose reasonable and fair conditions to prevent his abscondence or to ensure his good behaviour." ।

২৫। Act No. V of 1898 এর section 499 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 499 এর sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(3) The bond referred to in this section may be submitted to the Court by the accused in person, or through his pleader, or through online system, as permitted by the Court, subject to verification of the identity and eligibility of the sureties through their National Identification Number or any other appropriate means."।

২৬। Act No. V of 1898 এর section 540A এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 540A এর—

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "where two or more accused are before the Court," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে এবং "any one or more of" শব্দগুলির পর উল্লিখিত "such" শব্দটির পরিবর্তে 'the' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(3) At the stage of investigation under this Code, the Judge or Magistrate may, for reasons to be recorded in writing, dispense with the personal attendance of an accused person who is on bail and represented by an advocate, until the date fixed for hearing of the investigation report."।

২৭। Act No. V of 1898 এর section 544 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 544 এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "Expenses of complainants and witnesses" শব্দগুলির পরিবর্তে "Expenses and protection of complainants, witnesses and victims" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) বিদ্যমান বিধান sub-section (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্ত sub-section (1) এ উল্লিখিত "rules" শব্দটির পরিবর্তে "order" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) sub-section (1) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(2) Any Court may, on the application of any aggrieved person or on its own motion, at any stage of a criminal proceeding, pass such order or take such steps as may be necessary for the protection or security of any informant, complainant, victim or witness."।

২৮। Act No. V of 1898 এর SCHEDULE II **এর সংশোধন।**—উক্ত Code এর SCHEDULE II এর কলাম 1 এ উল্লিখিত—

(ক) এন্ট্রি 143 এর বিপরীতে কলাম 6 এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত "Not compoundable" শব্দগুলির পরিবর্তে "Compoundable" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এন্ট্রি 144 এর বিপরীতে কলাম 6 এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত "Ditto" শব্দটির পরিবর্তে "Not Compoundable" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) এন্ট্রি 325 এর বিপরীতে কলাম 4 এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত "Summons" শব্দটির পরিবর্তে "Warrant" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং কলাম 5 এর এন্ট্রিতে উল্লিখিত "Bailable" শব্দটির পরিবর্তে "Not bailable" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। Act No. V of 1898 এর SCHEDULE V এ নূতন Form IA সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর SCHEDULE V এর Form I এর পূর্বে নিম্নরূপ নূতন Form IA সন্নিবেশিত হইবে, যথা: —

"**MEMORANDUM OF ARREST**

(*See section 46A*)

1. Name, Father's name, Husband's name (if applicable), address, and age of the arrested person:
2. NID/ Passport/ Birth Registration Number of the arrested person (if available):
3. Place of arrest:
4. Date and time of arrest:
5. Reasons for arrest (mention relevant law and section):
6. Name and address of informant/complainant (if applicable):

7. Case/GD number:
8. Memo number and date of warrant of arrest (where applicable):
9. Physical condition of the arrested person at the time of arrest:
10. Cause of injury, if found, on the body of the arrested person:
11. Name of attending registered medical practitioner and certification (attach a copy if the arrested person is injured):
12. Has the family/ relative/ friend/neighbour of the arrested person been informed? Yes / No
13. Name and address of relative/friend/neighbour of the arrested person who is informed of the arrest:
14. Contact number of the person informed:
15. Court before which the arrested person is to be produced:
16. Signature or thumb-impression of the arrested person (if not refused):
17. Signature of a family member of the arrested person or a respectable inhabitant of the locality (state reason if not found):

……..……

Name, designation, ID number and signature of the arresting officer

[Direction:

This memorandum shall be prepared at the time and place of arrest and shall be forwarded to the Magistrate or Court together with the arrested person. If the arrested person is injured, attach the attending registered medical practitioner's certification and/or release documentation. A copy must be preserved in the case diary for future reference."।

৩০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এবং Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৮৫ নং আইন

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে উক্ত আইন অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) এবং (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) **"বলাৎকার"** অর্থ কোন ছেলে শিশুর মুখ বা পায়ুপথে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত যৌনকর্ম;

(ছছছ) **"মারাত্মক জখম"** অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 320 এ সংজ্ঞায়িত "grievous hurt";"; এবং

(খ) দফা (ঞ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞঞ) **"যৌনকর্ম"** অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুর যোনি বা পায়ুপথে পুরুষাঙ্গ, দেহের যে কোন অংশ বা অন্য যে কোন বস্তুর প্রবিষ্টকরণ অথবা মুখের অভ্যন্তরে পুরুষাঙ্গ প্রবিষ্টকরণ;"।

৩। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক লক্ষ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিশ লক্ষ টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "এক লক্ষ টাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "দশ লক্ষ টাকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "পঞ্চাশ হাজার টাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ লক্ষ টাকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "পঞ্চাশ হাজার টাকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ লক্ষ টাকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা।—(১) যদি কোন ব্যক্তি বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন শিশুর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌনকর্ম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ধর্ষণ" অর্থে বলাৎকারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "অন্যূন এক লক্ষ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন দুই লক্ষ টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "দলবদ্ধভাবে" শব্দের পর "বা সংঘবদ্ধভাবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত এবং "অন্যূন এক লক্ষ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন দুই লক্ষ টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা ৪ এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে শরীরের কোন অঙ্গ, ধারালো অস্ত্র, রাসায়নিক পদার্থ, বা অন্য কোন উপকরণ ব্যবহার করিয়া কিংবা অন্য কোনভাবে নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা স্তনে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন তিন লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।";

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "পুলিশ" শব্দের পর 'বা অন্য কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর" শব্দগুলি এবং "অন্যূন দশ হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৬) এই ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড ধারা ১৫ এর বিধান অনুসারে আদায়পূর্বক ক্ষতিপূরণ হিসাবে অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার আইনগত উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতে হইবে।"।

৫। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ৯খ এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৯খ। **বিয়ের প্রলোভনের মাধ্যমে যৌনকর্ম করিবার দণ্ড**।— যদি কোন ব্যক্তি দৈহিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সংগে যৌনকর্ম করেন এবং যদি উক্ত ঘটনার সময় উক্ত ব্যক্তির সহিত উক্ত নারীর আস্থাভাজন সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;";

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে বা অনধিক বার বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;"; এবং

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনধিক পাঁচ বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "নির্যাতিতা" শব্দের পরিবর্তে "নির্যাতনের শিকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নাম-ঠিকানা" শব্দগুলি ও হাইফেন এর পর "বা ছবি" শব্দগুলি এবং "অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে" শব্দগুলির পর "বা অনলাইনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির" শব্দগুলির পর "মর্যাদাহানি বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা তাহার স্বীয় ক্ষমতায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর রায় প্রদানকালে যদি ট্রাইব্যুনালের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক, তাহা হইলে উক্ত ট্রাইব্যুনাল মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বরাবর যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে এবং প্রয়োজন মনে করিলে ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের পাশাপাশি উক্ত মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৯। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ষাট" শব্দের পরিবর্তে "ত্রিশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কোন যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কেস ডায়েরিসহ বিলম্বের কারণ সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং ট্রাইব্যুনাল বা ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা পরবর্তী পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল মামলার তদন্তে ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিএনএ পরীক্ষা আবশ্যক, সেসকল মামলার তদন্তের মেয়াদ ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর উহার বিরুদ্ধে নারাজি দাখিল হইলে ট্রাইব্যুনাল অধিকতর তদন্তের নিমিত্ত নূতন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী পনেরো কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) ও (৫) বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর অধীন বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল কিংবা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রবিশেষে, কোন সরকারি কর্মকর্তা দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।";

(চ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা" শব্দগুলির পর "নিজ বা তাহার ঊর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তার নির্দেশে" শব্দগুলি এবং "উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ছ) উপ-ধারা (৯) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পর "বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(জ) উপ-ধারা (৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১০) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১০) ধারা ৯ এর অধীন মামলা তদন্ত করার সময়ে প্রশাসনিক আদেশে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার বদলি কার্যকর করা যাইবে না।"।

১০। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ", এবং ধারা ১১ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত অপরাধ আপসযোগ্য হইবে" কমা, শব্দগুলি এবং বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পর "বা, ক্ষেত্রমত, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পর "বা, ক্ষেত্রমত, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ দুইবার উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দের পর উভয় স্থানে "বা, ক্ষেত্রমত, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১১। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ধারা ৩৫ এর বিধান সাপেক্ষে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার ধারা ২৬ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ২৬ক এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "দিনের" শব্দের পরিবর্তে "কার্যদিবসের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, ধারা ৯ এর অধীন ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারকার্য ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে নব্বই কার্যদিবসের মধ্যে সমাপ্ত করিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা: —

"(৪) উপ-ধারা (৩) এবং উপ-ধারা (৩ক) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন না হইবার জন্য কোন সরকারি কর্মকর্তা দায়ী তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৯) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৯) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেবল ধর্ষণের মামলার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত বিবেচনা করিলে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।"।

১২। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২১। **আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার**।— ফৌজদারী কার্যবিধির Section 87, 88 ও 339B এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী বিশ দিনের

মধ্যে উক্ত অনুপস্থিত বা পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিবার নিমিত্ত তথ্যপ্রযুক্তির যে কোন উপযুক্ত মাধ্যমে বা একটি বাংলা দৈনিক জাতীয় খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা বা অন্যবিধ যুক্তিসংগত যে কোন উপায়ে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ জারি করিয়া হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির না হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।"।

১৩। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত "মনে করেন যে," শব্দগুলি ও কমার পর "অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৪। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে যে কোন দূরবর্তী সাক্ষীর সাক্ষ্য, এ সম্পর্কিত বলবৎ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ট্রাইব্যুনালকে তথ্যপ্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করিবে।"।

১৫। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ২৪ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৪ক। **সম্মতি সংক্রান্ত অনুমান**।—যেক্ষেত্রে কোন কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তির সম্মতি বা অসম্মতি দানের সক্ষমতা থাকে না, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অনুমান করিতে পারিবে যে, উক্ত কার্যে তাহার সম্মতি ছিল না।"।

১৬। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা: —

"২৫ক। **থানার অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব**।—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণসহ কোন অভিযোগকারী থানায় হাজির হইলে অফিসার ইনচার্জ তাৎক্ষণিকভাবে তাহার অভিযোগটি এজাহারভুক্ত করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে অপরাধের শিকার ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) অভিযোগকারী প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণসহ থানায় হাজির হইলে তাহাকে কেবল এই যুক্তিতে ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে না যে, তাহার ঘটনাটি অন্য থানার এখতিয়ারাধীন এলাকায় ঘটিয়াছে, বরং যেই থানাতেই অভিযোগ করা হউক না কেন, উক্ত থানার অফিসার ইনচার্জ অবিলম্বে

অভিযোগকারীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন, অপরাধের শিকার ব্যক্তির প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন এবং অনতিবিলম্বে কেস ডায়েরিসহ অভিযোগটি উপযুক্ত থানায় প্রেরণ করিবেন।"।

১৭। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজও" শব্দগুলির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজও" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ২৬ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৬ক। **শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল**।—(১) ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সরকার এই আইনের অধীন শিশু ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলায় ও মহানগর এলাকায় এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ ট্রাইব্যুনাল শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, কোন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় জেলা ও দায়রা জজ বলিতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে অনুসরণ করিবে।

(৬) শিশু ধর্ষণ অপরাধের সহিত এই আইন বা অন্য আইনের অধীন কোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট থাকিলে, উক্ত উভয় অপরাধের বিচার শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

(৭) এই ধারার অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ধারা ২৬ এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল এই ধারায় উল্লিখিত ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।"।

১৯। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ঘ) উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটিকে এজাহার হিসাবে গণ্য করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

২০। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এ উল্লিখিত "ষাট" শব্দের পরিবর্তে "ত্রিশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩১। **নিরাপত্তামূলক হেফাজত**।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত বা বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করেন যে, কোন নারী বা শিশু বা তাহার সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন বা তাহাদের জানমালের সার্বিক হেফাজত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট, উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাহিরে ও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে বা উপযুক্ত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

২২। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩১ক এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ক এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩ক) এর অধীন মামলা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিচারককে পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

২৩। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া সরকারি হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করা যাইবে এবং সরকারি হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তি সশরীরে হাজির হইলে কিংবা এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি পুলিশ কর্তৃক উপস্থাপিত হইলে তাহাদের মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য কোন ফি প্রদেয় হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হইলে, উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাহার মেডিক্যাল পরীক্ষা অতি দ্রুত সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন হইবার পরবর্তী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এই সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট বিনামূল্যে অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে বা, ক্ষেত্রমত, তাহার পরিবারকে ও তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রদান করিবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করিবে।"।

২৪। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ক এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৩২ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩২ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩২ক। **অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা**।— (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তির ধারা ৩২ এর অধীন মেডিক্যাল পরীক্ষা ছাড়াও, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি থাকুক বা না থাকুক, তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় প্রয়োজন মনে করিলে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১০ নং আইন) এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা এর বিধান অনুযায়ী ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) পরীক্ষা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ডিএনএ পরীক্ষা করিবার বা না করিবার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন আবশ্যক হইবে এবং যেক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুমোদনক্রমে ডিএনএ পরীক্ষা না করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ পরীক্ষা না করিবার কারণ, যথার্থতা এবং ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য তাহার তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবেন।

(২) এই আইনের অধীন ধর্ষণ সম্পর্কিত অপরাধের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা কোন ডিএনএ ল্যাবে প্রেরিত হইলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত পরীক্ষা সম্পন্নপূর্বক পরীক্ষার ফলাফল ন্যূনতম সময়ের মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল বা এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"।

২৫। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ৩২খ এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ৩২ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩২খ। **সাক্ষী, ইত্যাদির সুরক্ষা ও ভাতা**।— (১) ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে বা স্বীয় বিবেচনায় তদন্তাধীন বা বিচারাধীন মামলার অভিযোগকারী বা অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা কোন সাক্ষীকে নিরাপত্তা বা সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলায় আগত সাক্ষীদের যাতায়াত ও সময়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ ও প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালের অনুকূলে পৃথক অর্থ বরাদ্দ করিবে।"।

২৬। **২০০০ সনের ৮ নং আইনে ধারা ৩৫ এর সংযোজন**।— উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৫ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"৩৫। **ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিধান**।— (১) এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ বলবৎ হওয়ার তারিখ হইতে ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয় ও বিচারযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ বলবৎ হওয়ার পূর্বে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধারা ১১ এর দফা (গ) এর অধীন দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বদলি হইবে না এবং উক্ত আইন বলবৎ হইবার পূর্বে এই আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ তদন্তকারী কর্মকর্তা, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত, ট্রাইব্যুনাল এবং আপীল-সংশ্লিষ্ট আদালতে এইরূপে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন বলবৎ হয় নাই।

(২) ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable), আপসযোগ্য ও জামিন-অযোগ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, আপিল ও নিষ্পত্তিসহ পদ্ধতিগত সকল ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য ধারার বিশেষ বিধানাবলির পরিবর্তে ফৌজদারি কার্যবিধি ও Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872)- এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যদি ট্রাইব্যুনালে বিচার্য কোন অপরাধের সহিত ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ এইরূপে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত ধারা ১১ এর দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধটির বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার্য অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।"।

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৫৫ নং আইন

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিগণের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানসংক্রান্ত সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রতিরোধ ও দমনকল্পে, United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime এবং SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান করিয়া একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) রহিতপূর্বক উহা সময়োপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "**অপহরণ (abduction)**" অর্থ দফা (২০) এ বর্ণিত কোনো শোষণমূলক কার্যের উদ্দেশ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করিতে বাধ্য করা এবং Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 362-তে Abduction অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "**অবৈধ প্রবেশ (illegal entry)**" অর্থ গন্তব্য দেশ (receiving or destination state) হিসাবে বাংলাদেশে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রে বৈধভাবে প্রবেশের জন্য নির্ধারিত বন্দর বা স্থান ব্যতীত অন্য কোনো বন্দর বা স্থান ব্যবহার করিয়া অথবা প্রয়োজনীয় শর্তাবলি (legal requirements) প্রতিপালন না করিয়া এক বা একাধিক রাষ্ট্রের (transit state) সীমান্ত অতিক্রম করা;

(৩) "**অভিবাসী (migrant)**" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করেন বা গমন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করেন;

(৪) "**আশ্রয় কেন্দ্র**" অর্থ জেলখানা ব্যতীত এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কিংবা মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান হইতে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিকে গ্রহণ, আশ্রয় প্রদান এবং পুনর্বাসনকল্পে প্রতিষ্ঠিত;

(৫) "**আশ্রয় দেওয়া" বা "লুকাইয়া রাখা (harbouring)**" অর্থ কোনো ব্যক্তিকে তাহার দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বিক্রয় বা পাচারের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো অভিবাসীকে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে লুকাইয়া রাখা, আশ্রয় দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে সহায়তা করা এবং Penal Code, 1860 এর section ৫২A-তে Harbour অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "**ঋণ-দাসত্ব (debt-bondage)**" অর্থ কোনো ব্যক্তির এইরূপ অবস্থা, যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তি কোনো ঋণের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়গ্রস্ত হইলে অথবা বেআইনিভাবে তাহাকে ঋণ-দায়গ্রস্ত বলিয়া দাবি করা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ঋণের জামানতস্বরূপ নিজের ব্যক্তিগত সেবা বা শ্রম প্রদান করিতে হয়, কিন্তু উক্ত সেবা বা শ্রমের মূল্য ঋণ পরিশোধ হিসাবে গণ্য হয় না, অথবা উক্ত সেবা বা শ্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রদান করিতে হয়;

(৭) "**জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা**" অর্থ কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, অধিকার, সম্পত্তি, সুনাম বা অন্য কোনো বিষয়ে ক্ষতি সাধনের হুমকি প্রদর্শন করিয়া, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাহার নিকট হইতে গৃহীত কার্য বা সেবা;

(৮) "**ট্রাইব্যুনাল**" অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন গঠিত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল;

(৯) "**দাসত্ব**" অর্থ কোনো ব্যক্তির অবস্থান বা মর্যাদার (status) এইরূপ পর্যায়ে অবনমন, যাহার ফলে উক্ত ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তির ন্যায় নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো ঋণ বা সম্পাদিত কোনো চুক্তির কারণে উদ্ভূত কোনো শর্ত বা অবস্থাও (condition) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "**নবজাতক**" অর্থ অনূর্ধ্ব ৪০ (চল্লিশ) দিন বয়সের কোনো শিশু;

(১১) "**পতিতাবৃত্তি**" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অথবা অর্থ বা সুবিধা (kind) লেনদেন করিয়া কোনো ব্যক্তিকে যৌন শোষণ;

(১২) "**পতিতালয়**" অর্থ পতিতাবৃত্তি পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো বাড়ি, যানবাহন, স্থান বা স্থাপনা;

(১৩) "**প্রতারণা (fraud)**" অর্থ ঘটনা (fact) বা আইন সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত বা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কোনো কথা বা আচরণ অথবা লিখিত কোনো চুক্তি বা দলিল দ্বারা অন্যকে প্রতারিত বা প্রলুব্ধ করা বা ভুল পথে পরিচালিত করা এবং প্রতারণাকারী ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তির অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত প্রবঞ্চনা এবং Contract Act, ১৮৭২ (Act No. IX of ১৮৭২) এর section ১৭ এ Fraud অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) "**প্রতারণামূলক ভ্রমণ দলিল বা পরিচয়পত্র (fraudulent travel or identity document)**" অর্থ এইরূপ কোনো ভ্রমণ দলিল বা পরিচয়পত্র, যাহা—

(ক) কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে প্রস্তুত বা প্রদান করিবার জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক জালিয়াতির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হইয়াছে বা উহার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবর্তন করা হইয়াছে; বা

(খ) মিথ্যা বর্ণনা (misrepresentation) প্রদান করিয়া, জোরজবরদস্তি করিয়া, অসদুপায়ে বা অন্য কোনো বেআইনি উপায়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে; বা

(গ) উহার বৈধ অধিকারী (rightful holder) ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে;

(১৫) "**বলপ্রয়োগ**" অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোনো ব্যক্তির উপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া বা তাহাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা তাহার উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ কিংবা তাহার কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করিবার বা তাহাকে আটক রাখিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া বা তাহাকে নির্যাতনপূর্বক বেআইনি কোনো কাজ করিতে বা আইনানুগ কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা;

(১৬) "**ব্যক্তি**" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যেকোনো কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ, উহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

(১৭) "**মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি (trafficked person)**" বা "**চোরাচালানের শিকার অভিবাসী (smuggled migrant)" বা "ভিকটিম**" অর্থ এই আইনের অধীন সংঘটিত মানব পাচার বা, ক্ষেত্রমত, অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তি বা অভিবাসী, এবং উক্ত ব্যক্তি বা অভিবাসীর আইনগত অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৮) "**মারাত্মক জখম**" অর্থ Penal Code, 1860 এর section 320-তে সংজ্ঞায়িত grievous hurt;

(১৯) "**শিশু**" অর্থ ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়সের নিম্নের কোনো ব্যক্তি;

(২০) "**শোষণ (exploitation)**" অর্থ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার সম্মতিক্রমে বা বিনা সম্মতিতে কৃত অন্যান্য কার্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ, যথা:—

(ক) পতিতাবৃত্তি বা যৌন শোষণ (sexual exploitation) এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে শোষণ;

(খ) কোনো ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা পর্নোগ্রাফি উৎপাদন বা বিতরণে নিয়োজিত করিয়া মুনাফা ভোগ;

(গ) জবরদস্তিমূলক শ্রম বা সেবা আদায়;

(ঘ) ঋণ-দাসত্ব, দাসত্ব, দাসত্বরূপ কর্মকাণ্ড, বা গৃহস্থালিতে সার্ভিটিউড (domestic servitude);

(ঙ) প্রতারণামূলক বিবাহের মাধ্যমে শোষণ;

(চ) কোনো ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বিনোদন ব্যবসায় ব্যবহার;

(ছ) কোনো ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্যকরণ;

(জ) ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহানী বা তাহাকে বিকলাঙ্গকরণ (removal of organs for trading);

(ঝ) কোনো ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কার্য, যেমন— মাদক পরিবহণ ও বিতরণ, অন-লাইন প্রতারণা (scamming), ইত্যাদি করিতে বাধ্যকরণ;

(ঞ) কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখিয়া মুক্তিপণ দাবি বা উহা আদায়; এবং

(ট) অসৎ উদ্দেশ্যে দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে শোষণ;

(২১) "**সক্রিয় অনুসন্ধান (proactive inquiry)**" অর্থে ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত কোনো অভিযোগে অভিযোগকারীর দাবি অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কি না তদ্‌সম্পর্কে প্রাথমিক সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে কোনো ব্যক্তি, আইন প্রয়োগকারী বা তদন্ত সংস্থা, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, সরকারি সংস্থা বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) অথবা বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৪৩ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থার নিকট হইতে অথবা উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো উৎস হইতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২২) "**সরকারি কর্মচারী (public servant/official)**" অর্থ Penal Code, 1860 এর section 21 এ বর্ণিত কোনো জনসেবক বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, যিনি এই আইনের অধীন কোনো দায়িত্ব পালন করেন;

(২৩) "**সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র**" অর্থ জাতীয়তা এবং অবস্থান নির্বিশেষে ২ (দুই) বা ততোধিক ব্যক্তির কাঠামোবদ্ধ কোনো সংগঠন, যাহা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সক্রিয় এবং যাহার সদস্যগণ এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে একত্রে কাজ করে;

(২৪) "**সার্ভিটিউড (servitude)**" অর্থ কাজ বা সেবা প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা অথবা জবরদস্তিমূলক কাজ বা সেবার শর্তাবলি, যাহা হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিষ্কৃতি পান না বা যাহা তিনি পরিবর্তন করিতে পারেন না।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিষয়ক শ্রেয় মানদণ্ডের (standard of excellence) বিধান থাকিলে উক্ত বিধান, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই আইন অভিবাসন ও বহিরাগমন বিষয়ক অন্যান্য বিদ্যমান আইনের পরিপূরক হইবে এবং উহাদের ব্যত্যয়ে ব্যবহৃত হইবে না।

৪। **আইনের অতিরাষ্ট্রিক (extra territorial) প্রয়োগ।**—(১) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে অথবা বাংলাদেশের কোনো জাহাজ বা বিমানে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশি কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও উহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব পাচার ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড

৫। **মানব পাচার।**—(১) মানব পাচার অর্থ কোনো ব্যক্তিকে—

(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া; বা

(খ) প্রতারণা করিয়া বা উক্ত ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোনো অসহায়ত্বকে (vulnerability) কাজে লাগাইয়া; বা

(গ) অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা (kind) লেনদেনপূর্বক উক্ত ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ করিয়া,

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যৌন শোষণ বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণের উদ্দেশ্যে অপহরণ, ক্রয় বা বিক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, পরিবহণ বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো শিশু পাচারের শিকার হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমসমূহ (means) অনুসৃত হইয়াছে কি না তাহা বিবেচিত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে ধারা ২ এর দফা (২০) এ বর্ণিত কোনো শোষণমূলক পরিস্থিতির শিকার হইতে পারে মর্মে জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো ব্যক্তিকে কাজ বা চাকরির উদ্দেশ্যে গমন, অভিবাসন বা বহির্গমন করিতে প্রলুব্ধ বা সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির এইরূপ কার্য মানব পাচার বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **মানব পাচারের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি মানব পাচার করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭। **সংঘবদ্ধ মানব পাচারের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—যদি কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সকল সদস্যের সাধারণ অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত চক্রের একাধিক সদস্য কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো মানব পাচার অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে উক্ত চক্রের প্রত্যেক সদস্য উক্ত অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত হইবেন এবং অপরাধ সংঘটনকারী প্রত্যেক সদস্য মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে কিন্তু অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **মানব পাচার অপরাধ সংঘটনে সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, দলিলাদি গ্রহণ, ইত্যাদির অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি সজ্ঞানে কোনো মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাহার সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া অথবা কোনো দলিল-দস্তাবেজ গ্রহণ, বাতিল, গোপন, অপসারণ, ধ্বংস বা উহার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিবার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ২ এর দফা (২০) এ বর্ণিত শোষণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করেন বা ঋণ-দাস করিয়া রাখেন বা বলপ্রয়োগ বা যেকোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করেন অথবা করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া শ্রম বা সেবা আদায় করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১২ (বারো) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১০। **মানব পাচার অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অপহরণ ও চুরি করিবার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বা যৌন শোষণসহ ধারা ২ এর দফা (২০) এ বর্ণিত অন্য কোনো শোষণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি মানব পাচারের অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো নবজাতককে কোনো হাসপাতাল, সেবা-সদন, মাতৃ-সদন, শিশু-সদন বা উক্ত নবজাতকের পিতা-মাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। **পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে আমদানি বা স্থানান্তরের অপরাধ ও উহার দন্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি বল প্রয়োগ বা প্রতারণা করিয়া অথবা প্রলোভন দেখাইয়া কোনো নারীকে পতিতাবৃত্তি বা অন্য কোনো প্রকারের যৌন শোষণমূলক কাজে অথবা কোনো বেআইনি কাজে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে বিদেশ হইতে বাংলাদেশে আনয়ন করেন বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তর করেন বা বিদেশে প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা অনুরুপ কোনো উদ্দেশ্যে তাহার দখলে রাখেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে কোনো পতিতা বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট ভাড়ায় প্রদান করিলে অথবা বিক্রয় করিলে বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করিলে উক্ত ব্যক্তি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপে ভাড়ায় প্রদান করিয়াছেন বা বিক্রয় করিয়াছেন অথবা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিতে হইবে;

(খ) কোনো নারীকে কোনো পতিতা বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপক ক্রয় বা ভাড়া করিলে বা অন্য কোনোভাবে দখলে লইলে, তিনি ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে লইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

১২। **পতিতালয় পরিচালনা করিবার বা কোনো স্থানকে পতিতালয় হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের অপরাধ ও উহার দন্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করেন অথবা উহা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে অনুমতি প্রদান করেন কিংবা উহা স্থাপন বা পরিচালনায় সহায়তা বা অংশগ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোনো ভাড়াটিয়া, ইজারাদার, দখলদার অথবা কোনো স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা উহার তত্ত্বাবধায়ক সচেতনভাবে উক্ত স্থান বা উহার কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন অথবা কোনো বাড়ির মালিক, ইজারাদাতা বা জমির মালিক অথবা উক্ত মালিক বা ইজারাদাতার কোনো প্রতিনিধি উক্ত বাড়ি অথবা উহার কোনো অংশবিশেষ পতিতালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইবে মর্মে জানা সত্ত্বেও উক্ত বাড়ি বা জমি ভাড়া প্রদান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। **পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইবার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অথবা গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অথবা অন্য কোনো স্থানে পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মুখের ভাষায় বা অঙ্গভঙ্গি করিয়া বা অশালীন ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিবাসী চোরাচালান ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ এবং দণ্ড

১৪। **অভিবাসী চোরাচালান।**—অভিবাসী চোরাচালান (Smuggling of migrants) অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে—

(ক) Foreigners Act, 1946 (Act No. XXXI of 1946) এর section 2 এর clause (a)-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদেশি নাগরিক হিসাবে গণ্য এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশ হইতে এইরূপ কোনো রাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করানো (procurement of illegal entry) যেখানে উক্ত ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা নহেন; বা

(খ) Citizenship Act, 1951 (Act No. II of 1951) অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে এইরূপ কোনো রাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করানো (procurement of illegal entry) যেখানে উক্ত ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা নহেন।

১৫। **অভিবাসী চোরাচালানের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অভিবাসী চোরাচালান করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৬। **অভিবাসী চোরাচালান অপরাধে সহায়তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দলিলাদি সৃজন, সংগ্রহ, সরবরাহ বা দখল সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে অভিবাসী চোরাচালান কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো দলিল সৃজন করেন বা সৃজন করিবার চেষ্টা করেন অথবা কোনো দলিল সংগ্রহ বা সরবরাহ করেন বা দখলে রাখেন অথবা উহা সংগ্রহ বা সরবরাহ করিবার বা দখলে রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৭। **কোনো সুবিধার বিনিময়ে অবৈধ বাসিন্দাকে আশ্রয় প্রদানের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন বা আশ্রয় প্রদানের চেষ্টা করেন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা নহেন এবং যিনি বৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রতিপালন করেন নাই, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কিন্তু অন্যূন ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৮। **চোরাচালানের শিকার অভিবাসীকে মারাত্মক জখম করা, তাহার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন করা বা তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা, ইত্যাদি অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি সংঘটিত অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের কারণে চোরাচালানের শিকার অভিবাসী মারাত্মকভাবে জখম (grievious hurt) হইয়া থাকেন বা তাহার জীবন-বিপন্নকারী রোগ হইয়া থাকে বা তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে বা এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে যাহার ফলে তাহার জীবন বা নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া পড়ে বা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে অথবা তাহাকে শোষণের উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর আচরণ করা হয়, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৯। **সংঘবদ্ধ অভিবাসী চোরাচালানের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—যদি অভিবাসী চোরাচালানের কোনো অপরাধ সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা উক্ত চক্রের অভিযুক্ত প্রত্যেক সদস্য সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কিন্তু অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

২০। **অভিবাসী চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বা প্রচলিত অন্য কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার, ইত্যাদির অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়েবসাইট, ডিজিটাল সামাজিক মাধ্যম, লাইভ-স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম বা কোনো অনলাইন, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক অথবা প্রচলিত অন্য কোনো মাধ্যম যেমন- ছাপানো, হাতে লেখা, ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া অভিবাসী চোরাচালানের উদ্দেশ্যে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার কিংবা অনুরূপ বা ভিন্ন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং উক্তরূপ প্রচার বা পরিচালনার ফলে অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ সংঘটিত হয় বা সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ অভিবাসী হইবার জন্য প্ররোচিত হন বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন অথবা যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যান্য অপরাধ ও দণ্ড, ইত্যাদি

২১। **সংবাদ মাধ্যমে মানব পাচার বা চোরাচালানের শিকার ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশের অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ব্যতিরেকে মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তির নাম-ঠিকানা বা তাহার ছবি বা অন্যবিধ তথ্য বা তাহার পরিচয় কোনো সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো সংবাদ মাধ্যমে কিংবা অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২২। **অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র বা সহায়তার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্র করেন এবং উক্ত প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্রের ফলে অপরাধটি সংঘটিত হয় অথবা যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি মূল অপরাধের জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে সেই দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবেন।

২৩। **ভিকটিম বা সাক্ষীকে হুমকি, ইত্যাদি প্রদানপূর্বক তদন্ত বা বিচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে বা মামলার সাক্ষীকে হুমকি প্রদান, ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করিয়া কিংবা অন্য কোনোভাবে এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলার তদন্ত বা বিচারকার্যে কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৪। **আপসের উদ্দেশ্যে ভিকটিম বা সাক্ষীকে চাপ প্রয়োগ, প্রভাবিত ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিবার অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের আপস করিবার উদ্দেশ্যে মামলার তদন্ত পর্যায়ে অথবা বিচার চলাকালে অপরাধের শিকার ব্যক্তির বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যের উপর কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করেন বা চাপ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোনো সাক্ষীকে প্রভাবিত করেন বা প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করেন কিংবা হুমকি প্রদান বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৫। **মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি অপরাধ ও উহার দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন বা আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেন বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উহা করিতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর ও অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনাল কোনো লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা উহার স্বীয় ক্ষমতায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে লইয়া বিচার আরম্ভ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, মূল মামলার বিচার স্থগিত করিতে পারিবে।

২৬। **কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক, উহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত (incorporated) হউক বা না হউক, এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে অপরাধ সংঘটনকালে উক্ত কোম্পানি বা ফার্মের মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা এজেন্টের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

২৭। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপসযোগ্যতা।**— এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable), অ-জামিনযোগ্য (non-bailable) এবং অ-আপসযোগ্য (non-compoundable) হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত, বিচার পদ্ধতি, ইত্যাদি

২৮। **অভিযোগ দায়ের।**—এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে কোনো ব্যক্তি থানায় অথবা ট্রাইব্যুনালে উক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন এবং পুলিশ এই ধরনের অভিযোগ আনয়নকারী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করিবে এবং আইনি কার্যধারার কারণে ভিন্নরূপ প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম-পরিচয় গোপন রাখিতে হইবে।

২৯। **অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে আইনগত অনুমান (presumption)।**—কোনো ব্যক্তির হেফাজত হইতে অথবা তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকা কোনো স্থান হইতে মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তিকে অথবা মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোনো বস্তু উদ্ধার করা হইলে উক্ত ব্যক্তি যদি মানব পাচারকারী বা অভিবাসী চোরাচালানকারী হিসাবে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহভাজন হন অথবা তিনি যদি উদ্ধারকৃত উক্ত মানব

পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি কর্তৃক মানব পাচারকারী বা অভিবাসী চোরাচালানকারী হিসাবে চিহ্নিত হন, তাহা হইলে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত ব্যক্তি মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া অনুমান (presumption) করা যাইবে।

৩০। **তদন্ত**।—(১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ থানায় দায়ের করা হইলে সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অভিযোগকারী ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করিলে ট্রাইব্যুনাল তাহাকে পরীক্ষা করিয়া এবং অভিযোগ ও উহার সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্র, যদি থাকে, পর্যালোচনা করিয়া এবং অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক ট্রাইব্যুনালের নিকট যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সক্রিয় অনুসন্ধান (proactive inquiry) পরিচালনাপূর্বক—

(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া তদন্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইনচার্জকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি নাকচ (reject) করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত ক্ষেত্রে অভিযোগটি এজাহার হিসাবে গণ্য করিয়া তদন্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইনচার্জকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন থানায় দায়েরকৃত অথবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বা উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী তদন্তের জন্য ট্রাইব্যুনাল হইতে থানায় প্রেরিত অভিযোগটির তদন্তকার্য সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইনচার্জ তাহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো তদন্ত সংস্থা বা ইউনিটের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্ত তদন্ত সংস্থা বা ইউনিটের প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগটির তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি Code of Criminal Procedure, 1898 এ বর্ণিত একজন পুলিশ কর্মকর্তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) ধারা ৩১ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ দায়েরের বা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থা বা ইউনিটের প্রধানের নিকট হইতে তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্তির অনধিক ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা শেষ হইবার অন্তত ৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল হইতে তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের নিকট সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিবেন এবং উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে ব্যর্থতার জন্য প্রদর্শিত কারণে সন্তুষ্ট হইলে তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় তদন্তের ক্ষেত্রে কেবল ট্রাইব্যুনাল উহার স্বীয় বিবেচনায় যৌক্তিক মেয়াদে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৭) তদন্ত প্রতিবেদনে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তদ্‌সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকিলেও ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে বিদেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ বা নিরীক্ষণ কিংবা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য বিদেশ গমনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক সরকারের নিকট প্রেরিত লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করিবে এবং উক্ত তদন্ত দলকে যথাসম্ভব প্রশাসনিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৯) তদন্ত, নিরাপত্তা বিধান এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম ও দায়িত্বসমূহের সমন্বয় ও তদারকি করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পুলিশ সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন করিবে।

৩১। **প্রতিরোধমূলক তল্লাশি ও আটক।**—(১) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ প্রতিরোধকল্পে, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তাহার ঊর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদন বা নির্দেশ সাপেক্ষে, প্রতিরোধমূলক তল্লাশি করিবার, যেকোনো আঙিনায় প্রবেশ করিবার এবং কোনো অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ সরঞ্জাম, তথ্য প্রমাণ বা দলিলাদি আটক করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তির সহিত অথবা কোনো স্থানে এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের উপযোগী সরঞ্জাম বা উপাদান থাকিলে এবং তল্লাশি পরোয়ানা সংগ্রহে বিলম্বের কারণে অপরাধটি প্রকৃতই সংঘটিত হইবার বা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নষ্ট হইবার যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান থাকিলে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করা যাইবে এবং তল্লাশি চালাইবার পূর্বে তল্লাশির জন্য প্রস্তুত অফিসার যে স্থানে তল্লাশি চালাইবেন সেই স্থান যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার ২ (দুই) বা ততোধিক সম্মানিত অধিবাসীকে তল্লাশিতে হাজির থাকিতে ও উহার সাক্ষী হইতে আহ্বান জানাইবেন এবং উক্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাইতে হইবে; উক্ত অফিসার তল্লাশির সময় জব্দকৃত সরঞ্জাম এবং যে সকল স্থানে উক্ত সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে সাক্ষীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 103 এর বিধানের আলোকে এবং যে ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তিতে তল্লাশি চালানো হইবে তাহার মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তল্লাশি সম্পাদন করিতে হইবে এবং কোনো নারীর বিরুদ্ধে তল্লাশি পরিচালনা করা হইলে তল্লাশি দলের সহিত অবশ্যই একজন নারী কর্মকর্তা বা নারী প্রবেশন কর্মকর্তা থাকিবেন।

(৪) তল্লাশি সম্পাদনের ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে তল্লাশি কার্যে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা তল্লাশির কারণ এবং ফলাফলের বিবরণ সংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহার অনুলিপি ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবেন যাহা ট্রাইব্যুনালের হেফাজতে রক্ষিত থাকিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি তল্লাশি কার্যে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে এবং যাহার বিরুদ্ধে তল্লাশি পরিচালিত হইয়াছে তাহাকেও প্রদান করিতে হইবে।

৩২। **ব্যাংক হিসাব, ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ।**—(১) যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের সহিত জড়িত থাকিয়া অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছেন বা সংগ্রহে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত তাহার ব্যাংক হিসাব অথবা আয়কর বা সম্পদের কর সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (শ) এর উপ-দফা (১২) ও (১৬)-তে উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনের অধীন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কে উক্ত আইন অনুযায়ী তদন্তসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত হিসাব অথবা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয় (freezing) কিংবা সম্পদ যাচাই-বাছাই (scrutinizing) করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিবেন।

(৪) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে বা সংঘটনের প্রচেষ্টায় কোনো বাড়ি, স্থাপনা, জমি বা, ক্ষেত্রমত, যানবাহন ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে তিনি উক্ত বাড়ি, স্থাপনা বা জমি তাহার নিয়ন্ত্রণে বা, ক্ষেত্রমত, যানবাহন আটক রাখিবার অনুমতি প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক এবং আবেদনকারী উপস্থিত থাকিলে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং ট্রাইব্যুনাল যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচনা করিলে প্রার্থিত অনুমতি প্রদান করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালকে, সময় সময়, অবহিত করিবেন।

৩৩। **সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্তকরণ ও অতিরাষ্ট্রিক নিষেধাজ্ঞা।**—(১) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধলব্ধ অর্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচনা করিলে প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণে কেবল আবেদনকারীর বক্তব্য শুনিয়া ট্রাইব্যুনাল আবেদনটির বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) মামলা চলাকালীন অভিযোগকারী যদি এই মর্মে আবেদন করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার অপরাধলব্ধ অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর বা লেনদেন নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল, উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে, যতদূর সম্ভব উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, প্রয়োজনে, উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত দোষী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত অপরাধ সংঘটনের ফলে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ তহবিলে জমা প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের বিচারের স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল বিদেশে অবস্থিত অপরাধলব্ধ অর্জিত সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে পরবর্তীকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্জিত অন্য কোনো সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freeze) এবং ক্রোক (attach) করিবার জন্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধ বা ক্রোককৃত সম্পত্তি সম্পর্কে সরকার অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৪। **অভিযুক্ত ব্যক্তির বিদেশ গমনে বাধা।**—(১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের তদন্ত পর্যায়ে অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারে সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য বিদেশ গমনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, কিংবা তিনি বিদেশ গমন করিলে মামলার সার্বিক তদন্ত কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইবে, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিদেশ গমন বারিত করিবার প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তিনি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া ট্রাইব্যুনাল যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচনা করিলে অনধিক ৬০ (ষাট) দিবসের জন্য প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিলে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এবং দাখিলকৃত কাগজাদি পর্যালোচনা করিয়া প্রদত্ত আদেশ বাতিল, প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিতে পারিবে কিংবা উহার বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের মেয়াদ অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিতে পারিবে।

৩৫। **Code of Criminal Procedure, 1898, Evidence Act, 1872, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা।**—(১) এই আইনের অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, অপরাধসমূহের বিচার এবং বিচার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে এই আইনে কোনো বিধান না থাকিলে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এবং, ক্ষেত্রমত, Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধ ও দণ্ডের দায়-দায়িত্বের বিষয়ে Penal Code, 1860 এর Chapter III এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ Extradition Act, 1974 (Act No. XLVIII Of 1974) এর section 2 এর sub-section (1) এর clause (a)-তে সংজ্ঞায়িত extradition অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন

৩৬। **মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন।**— (১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারক সমন্বয়ে, প্রয়োজনে, প্রত্যেক জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ট্রাইব্যুনাল মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার সংশ্লিষ্ট জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারককে অথবা, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারায় জেলা ও দায়রা জজ অর্থে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৭। **আপিল।**—ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

৩৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ কেবল এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচারার্থ গ্রহণীয় হইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(২) যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে কোনো অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিকে যে অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে বা তিনি যে অঞ্চলের অধিবাসী সেই আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে বাংলাদেশি কোনো নাগরিক বা কোম্পানি অথবা সচরাচর বাংলাদেশে বসবাস করেন (habitually resident in Bangladesh) এইরূপ কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি যে ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন অথবা কোম্পানির ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে ছিল সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবে।

(৪) যদি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ এইরূপভাবে জড়িত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একইসঙ্গে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসারে একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

(৫) অভিযোগকারী পক্ষে ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনে প্রসিকিউটর নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রসিকিউটর নিয়োগ আদেশে উল্লিখিত মতে পাবলিক প্রসিকিউটর, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩৯। **ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং ট্রাইব্যুনাল ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোনো সুরক্ষামূলক (protective order) আদেশসহ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের অধীনে বা ব্যবস্থাপনায় থাকা কোনো প্রতিবেদন, দলিল বা রেজিস্টার ট্রাইব্যুনালের নিকট উত্থাপন বা প্রেরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের দ্রুত বিচার অথবা কোনো ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাইব্যুনাল যেকোনো স্থানে প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি বা ইলেকট্রনিক উপায়ে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ বা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন কোনো সরকারি কর্মচারীকে উহার সম্মুখে হাজির হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া তাহার আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচার চলাকালে অথবা কোনো অপরাধের অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে ট্রাইব্যুনাল কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে বা স্বীয় ক্ষমতাবলে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত এবং শর্তাধীনে মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিকে কোনো সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরসহ কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে প্রদান করিতে পারিবে এবং মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি নারী হইলে ট্রাইব্যুনাল আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার মতামত বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৪) কোনো মামলায় চার্জ গঠনের পূর্বকাল পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, (mutatis mutandis) উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) ট্রাইব্যুনাল প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে সন্তুষ্ট হইলে তদ্‌মর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।

৪০। **ট্রাইব্যুনালের অধিকতর তদন্তসংক্রান্ত ক্ষমতা।**—ট্রাইব্যুনাল কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা স্বীয় ক্ষমতায় কোনো মামলার অধিকতর তদন্তের এবং তদ্‌কতৃর্ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪১। **বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা।**—(১) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের অভিযোগ গঠনের ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বিচারককে পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে লিখিত ব্যাখ্যা প্রেরণ করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাইকোর্ট বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪২। **রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার।**—ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং নারী বা শিশু ভিকটিমের সুরক্ষার প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল, কারণ উল্লেখ করিয়া এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচারকার্য কেবল মামলার পক্ষগণ এবং তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণ বা, প্রয়োজনে, অন্যান্য প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৩। **আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার।**—Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 87, 88 ও 339B-তে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারে সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং তাহার আশু গ্রেফতারের কোনো সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগপত্র বা তদন্ত প্রতিবেদন গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুপস্থিত বা পলাতক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিবার নিমিত্ত ১ (এক)টি বহুল প্রচারিত বাংলা অথবা ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় আদেশ দ্বারা এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক যেকোনো উপযুক্ত মাধ্যমে নোটিশ জারি করিয়া উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির না হইলে, ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার পর বা তাঁহাকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিনে মুক্তি প্রদানের পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

৪৪। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, অপরাধের শিকার ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনোভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট উপযুক্ত যেকোনো স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিচার কোনো ট্রাইব্যুনালে আরম্ভ হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী

ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার বিষয় হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল উক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

৪৫। **দোভাষী নিয়োগ।**—এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচারের যেকোনো পর্যায়ে পাচার বা চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি বা কোনো সাক্ষী প্রয়োজনে অনুবাদক বা দোভাষী বা ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়োগের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং ট্রাইব্যুনাল সেই মর্মে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৬। **ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ, অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে ট্রাইব্যুনাল তদ্‌কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যয়, অত্যাবশ্যক যাতায়াত ও সাময়িক আবাসনের ব্যয়, হারানো আয়, যাতনা, প্রকৃত বা আবেগজনিত ক্ষতি এবং দুর্ভোগের তীব্রতা বিবেচনাপূর্বক যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তাহাকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান না করিয়া কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করিয়া থাকিলে উহা আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, অপরাধের শিকার ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিবার আদেশ দিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবি অপেক্ষা উক্ত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের দাবি প্রাধান্য পাইবে।

(৩) আরোপিত অর্থদণ্ড বা প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে উহা ক্রোকপূর্বক নিলামে বিক্রয় করিয়া বা ক্রোক ব্যতীতই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

৪৭। **বিদেশি দলিল, লিখিত তথ্য প্রমাণাদি বা উপাদানের গ্রহণযোগ্যতা।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো বিদেশি লিখিত দলিল, আদালতের আদেশ বা রায়, তদন্ত প্রতিবেদন বা সরকারি ঘোষণা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে সরবরাহকৃত এবং স্বাক্ষরিত ও প্রমাণীকৃত হইলে এবং বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস অথবা দূতাবাস না থাকিলে দূতাবাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হইয়া থাকিলে উহা ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) কোনো দলিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা বাংলাদেশ দূতাবাস কতৃর্ক সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইলে সেই দলিলের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্যের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় বা দূতাবাস দায়ী হইবে না।

৪৮। **ইলেকট্রনিক তথ্য প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা।**—ট্রাইব্যুনালের সন্তুষ্টিসাপেক্ষে অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্র বা কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে ধারণকৃত প্রমাণ সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীদের সহায়তা এবং সুরক্ষা ও পুনর্বাসন

৪৯। **মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিদের বা ভিকটিমদের চিহ্নিতকরণ এবং উদ্ধার।**—(১) সরকার মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনকল্পে বিধি দ্বারা কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করিবে।

(২) মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনের কর্মকান্ডসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, বিশেষত নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখিয়া তাহাদের উপযোগী (victim-friendly) প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করিতে হইবে।

৫০। **ভিকটিম বা মানব পাচার কিংবা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিগণের প্রত্যাবাসন (repatriation) ও প্রত্যাবর্তন (return)।**—(১) কোনো বাংলাদেশি নাগরিক অন্য কোনো দেশে মানব পাচার কিংবা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস এবং, প্রয়োজনে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় তাহাকে বাংলাদেশে ফেরত আনিবার প্রক্রিয়ার আরম্ভ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশের বাংলাদেশস্থ দূতাবাস মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো বাংলাদেশি নাগরিক সংশ্লিষ্ট বিদেশি রাষ্ট্রে আটক বা বন্দি অবস্থায় রহিয়াছেন মর্মে অবগত হইলে উক্ত দূতাবাস তাহাকে উদ্ধার করিয়া বাংলাদেশে পাঠাইবার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

(৩) মানব পাচার কিংবা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তি কোনো মামলার কারণে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে থাকিতে বাধ্য হইলে বাংলাদেশ দূতাবাস উক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে মানব পাচার কিংবা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইবেন সেইক্ষেত্রে সরকার যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ দূতাবাসের সহযোগিতায় যথোপযুক্ত কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাহাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাইবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫১। **মানব পাচার কিংবা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি ও জনসাধারণকে সাধারণভাবে তথ্য সরবরাহ।**—(১) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি সরকার, পুলিশ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট হইতে পাচারকারী বা চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ফৌজদারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মাসে অন্তত একবার অবগত হইবার অধিকারী হইবেন।

(২) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা অথবা তাহাকে চিহ্নিতকারী বা উদ্ধারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার ক্ষতিপূরণের অধিকার, আইনি সহায়তার সুযোগ এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে, যতদূর সম্ভব, তাৎক্ষণিকভাবে অবগত করিবে।

(৩) মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকারের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে সম্পাদনে সরকার সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী, সাংবাদিক বা জনসাধারণকে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসংবলিত ভাণ্ডার পরিচালনা করিবে।

৫২। **আশ্রয় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।**—(১) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসাসেবা, পুনর্বাসন এবং পরিবারের সহিত পুনর্মিলনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার সমগ্র দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তাধীনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণ এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হইতে লাইসেন্স বা সাময়িক অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত কোনো আশ্রয় কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবে না।

৫৩। **নিরাপত্তা বিধান, পুনর্বাসন ও সামাজিক একীভূতকরণ।**—(১) উদ্ধার হইবার পর মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে তাহার নিজ পরিবারে ফেরত পাঠানো সম্ভব না হইলে তাহাকে কোনো সরকারি বা বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সেইক্ষেত্রে এতদ্‌বিষয়ক যাবতীয় তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং নিয়মিতভাবে ৬ (ছয়) মাস অন্তর প্রতিবেদন আকারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) আশ্রয় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে অবস্থানরত মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার যেকোনো ব্যক্তি বা ভিকটিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদান করিবার এবং টেকসই পুনর্বাসন ও সামাজিক একীভূতকরণ সুবিধাদিসহ প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা এবং আইনি ও মানসিক পরামর্শ সেবা পাইবার অধিকারী হইবে।

৫৪। **ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান।**—(১) গন্তব্য দেশে (destination state) বা ট্রানজিট দেশে (transit state) কোনো মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির অবৈধ প্রবেশের জন্য, বা উক্ত দেশে তাহার অবৈধ অবস্থানকালের জন্য, অথবা উক্ত দেশে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত বা তাহাকে সরবরাহকৃত কোনো প্রতারণামূলক ভ্রমণ দলিল বা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিবার বা নিজ দখলে রাখিবার জন্য তাহাকে এই আইনের অধীন কোনো ফৌজদারি অভিযোগে দায়ী করা যাইবে না, যদি উক্ত কার্যগুলি সংঘটিত মানব পাচারের প্রত্যক্ষ পরিণতিস্বরূপ হইয়া থাকে।

(২) ফৌজদারি অপরাধ সংশ্লিষ্ট আপাতত বলবৎ আইনের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া ধারা ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এ বর্ণিত কার্যের ফলে (object of conduct) চোরাচালানের শিকার অভিবাসীকে এই আইনের অধীন কোনো ফৌজদারি অভিযোগে দায়ী করা যাইবে না।

(৩) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষীর প্রতি কোনো প্রকার হুমকি প্রদর্শিত হইলে অথবা হুমকি বা যেকোনো প্রকার ঝুঁকির আশঙ্কা সৃষ্টি হইলে তিনি পুলিশি নিরাপত্তা পাইবার ও সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকারী হইবেন এবং আদালতে ও অন্যান্য ফৌজদারি প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের বা আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাসের সময় তাঁহার নিরাপত্তা বিধান করা উক্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৫। **শিশু ভিকটিম ও শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা।**—(১) ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষা বিষয়ক এই আইনের অন্যান্য বিধানসমূহের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যেকোনো ব্যক্তি উক্ত শিশু বা শিশু সাক্ষীর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) ও বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাতত বলবৎ এতদ্‌বিষয়ক যেকোনো আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে।

(২) পুলিশ বা সরকার বা এই আইনের বিষয়বস্তু লইয়া কর্মরত কোনো ব্যক্তি শিশুবান্ধব কর্মকর্তার হস্তক্ষেপ বা শিশুবান্ধব প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে এই আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু (children in conflict with this law) বা ইহার সংস্পর্শে আসা কোনো শিশু (children in contact with it) লইয়া কাজ করিবে না এবং মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো শিশুকে বা ভিকটিম শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে (development centre) প্রেরণ করা বা আটক রাখা যাইবে না।

৫৬। **ক্ষতিপূরণ আদায়ে দেওয়ানি মামলা করিবার অধিকার।**—ফৌজদারি মামলা দায়ের করিবার অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা তাহার কোনো আত্মীয় এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ফলে সৃষ্ট তাহার প্রকৃত ক্লেশ (sufferance) বা আইনগত ক্ষতির (legal injury) জন্য কিংবা উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত কোনো চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য দেওয়ানি আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৫৭। **মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।**—মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানের শিকার কোনো ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরকার, ধারা ৫৯ এর অধীন গঠিত তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আর্থিক সহায়তা কোনো বেসরকারি সংস্থা হইতে অথবা আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন আইনগত সহায়তা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার কোনো সুযোগ বা অধিকার খর্ব করিবে না।

অষ্টম অধ্যায়

মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা

৫৮। **মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন ও প্রতিরোধে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং সহযোগিতা।**—(১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার এবং বিচারিক কার্যধারায় যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার ক্ষেত্র তৈরির নিমিত্ত সরকার যে সকল দেশে এই আইনের অধীন মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি, সাক্ষী, অপরাধলব্ধ অর্থ, অপরাধের উপকরণ, সাক্ষ্য-প্রমাণ বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা অপরাধে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি উপস্থিত রহিয়াছে বা রহিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সকল দেশের সহিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই আইনের কোনো কিছুই সরকারকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন স্বাক্ষরিত কোনো সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌথ বা পারস্পরিক আইনি সহায়তার বিধান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের তদন্ত, তল্লাশি বা আটক কার্যক্রম পরিচালনা এবং মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তির আইনগত সহযোগিতা সম্পর্কিত বিষয়;

(খ) শপথের মাধ্যমে সাক্ষীর পরীক্ষা এবং সাক্ষীর বক্তব্য, সরকারি প্রতিবেদন এবং আদালতে দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি বিনিময়;

(গ) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তির এবং মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পারস্পরিক বিনিময়;

(ঘ) অপরাধলব্ধ অর্থ বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা বা ক্রোক সংক্রান্ত আদালতের আদেশ কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনগত, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা; এবং

(ঙ) মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তির টেকসই পুনর্বাসন এবং তাহার নিজ দেশে সামাজিকভাবে একীভূতকরণ।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৫৯। **মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ তহবিল।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকারের মঞ্জুরি বা অনুদান;

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) অন্য যেকোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলে অনুদান গ্রহণের পদ্ধতি ও তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

৬০। **জাতীয় মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন সংস্থা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন সংস্থা নামে একটি সংস্থা থাকিবে।

(২) মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন সংস্থার গঠন ও উহার কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬১। **সমতার নীতির প্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে বিধান।**—(১) এই আইনের অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালানের শিকার ব্যক্তি বা সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় সমতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং কাহারও প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাইবে না।

(২) কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোনো সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অথবা তাহার আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ট্রাইব্যুনালের

সুপারিশক্রমে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট চাকরি বিধি অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনালও তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তদ্‌সম্পর্কে ১ (এক) মাসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করিবে।

৬২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৩। **নির্দেশিকা প্রণয়ন, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তি শনাক্তকরণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, মানব পাচার বা অভিবাসী চোরাচালান অপরাধের শিকার ব্যক্তির সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকল্পে ডিজিটাল ন্যাশনাল রেফারাল মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৬৪। **২০১২ সনের ৩ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত।**— (১) মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন কোনো মামলা বা কার্যধারা বিচারাধীন বা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য, সূচিত কোনো কার্যধারা বা গৃহীত ব্যবস্থা বা প্রণীত কোনো বিধি বা প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা জারিকৃত গাইডলাইন বা প্রজ্ঞাপন, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উহা এই আইনের অধীন কৃত, সূচিত, গৃহীত, প্রণীত বা প্রদত্ত এবং জারিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল এই আইনের অধীন গঠিত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ তহবিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) গঠিত মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, এই আইনের অধীন গঠিত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা এই আইনের অধীন গঠিত জাতীয় মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমন সংস্থা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) প্রতিষ্ঠিত আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র এই আইনের অধীন গঠিত আশ্রয় কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ০৫ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৬। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) মূল বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৮১ নং আইন

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ রহিতপূর্বক সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার স্পেসে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) রহিতপূর্বক পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২১ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।— (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "**আপিল ট্রাইব্যুনাল**" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনাল ;

(খ) "**উপাত্ত-ভান্ডার**" অর্থ টেক্সট, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও আকারে উপস্থাপিত তথ্য, ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত বা বিযুক্ত ডিজিটাল ডকুমেন্টস বা ইলেক্ট্রনিক ফাইল, জ্ঞান, ঘটনা, মৌলিক ধারণা বা নির্দেশাবলি, যাহা—

(অ) কোনো কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ডিজিটাল ওয়ারেবলস, বা ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) ডিভাইস বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়্যার এজেন্ট, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা টুল, ইত্যাদি দ্বারা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হইতেছে বা হইয়াছে ; এবং

(আ) কোনো কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ডিজিটাল ওয়ারেবলস, বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়্যার এজেন্ট, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা টুল ইত্যাদিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে ;

(গ) "**এজেন্সি**" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি;

(ঘ) "**কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম**" বা "**কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম**" অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম ;

(ঙ) "**কম্পিউটার সিস্টেম**"অর্থ এক বা একাধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এর মধ্যে আন্তঃসংযোগকৃত প্রক্রিয়া যাহা এককভাবে বা একে অপরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করিতে সক্ষম ;

(চ) "**কম্পিউটার ডাটা**" অর্থ যেকোনো তথ্য, উপাত্ত বা ধারণার এমন উপস্থাপনা, যাহা কম্পিউটার সিস্টেমে প্রক্রিয়াকরণের উপযোগী, যাহার মধ্যে এমন প্রোগ্রামও অন্তর্ভুক্ত, যাহা কম্পিউটার সিস্টেমকে কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে সক্ষম করিবে ;

(ছ) "**কাউন্সিল**" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল ;

(জ) "**গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure-CII)**" অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যাহা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যাহা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হইলে—

(অ) জননিরাপত্তা, বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বা জনস্বাস্থ্য, এবং

(আ) জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্ব, এর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়িতে পারে ;

(ঝ) "**গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স**" অর্থ এমন একটি কর্ম-প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর সাইবার সুরক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার খাতে বৈশ্বিক হুমকি এবং ঝুঁকির তথ্য ও লগ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট করা হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য রিপোর্ট করা, সাইবার ডিফেন্স ও কৌশল সমাধান প্রস্তাব করা যাহা কোন ব্যক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রকে এসব হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সহায়তা করে ;

(ঞ) "**জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (National Cyber Emergency Response Team-NCERT)**" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সত্তা যাহা সাইবার আক্রমণ এবং সাইবার সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘটনাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ফোরকাস্ট ও পর্যালোচনা, সাইবার সুরক্ষা আইন প্রয়োগের কারিগরি জ্ঞান নির্মাণ ও বিস্তারে সহায়তা এবং সাইবার অপরাধের আইনি তদন্তের জন্য সকল ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে ;

(ট) "**জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার (National Security Operation Center-NSOC)**" অর্থ একটি রাষ্ট্র-সমর্থিত সংস্থা যাহা একটি দেশের জাতীয় পর্যায়ের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য কাজ করে। এটি জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো (যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানি, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংকিং, যোগাযোগ ব্যবস্থা) এবং সরকারিডাটা সিস্টেমের সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে ; জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার সাধারণত সাইবার হুমকি শনাক্ত, প্রতিরোধ, মোকাবিলা এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বিশ্লেষণ পরিচালনা করে ; এটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাইবার আক্রমণ, সাইবার সন্ত্রাসবাদ, এবং ক্রিটিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত আক্রমণসমূহের প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ; পাশাপাশি এটি আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা অংশীদারদের সহিত সমন্বয় সাধন করে এবং সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা করে ; এছাড়াও, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করিতে পারে যাহা দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এর কার্যক্রম পরিচালনা ও স্বীকৃতি প্রদান করে সঠিক নিয়মাবলি এবং প্রবিধান অনুসরণ নিশ্চিত করে ; জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার দেশের সকল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এর মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে কাজ করে এবং তাদের কার্যক্রম ও সাফল্য সূচক (Key performance Indicator-KPI) তদারকি করে ;

(ঠ) **"ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল ;

(ড) "**ট্রাফিক ডাটা**" অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে সংঘটিত যোগাযোগ সম্পর্কিত যেকোনো কম্পিউটার ডাটা, যাহা যোগাযোগের শৃঙ্খলে অংশ নেওয়া কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা উৎপন্ন হয় বা অনুরূপ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম দ্বারা উৎপন্ন হয়, যাহা যোগাযোগের উৎস, গন্তব্য, পথ, সময়, তারিখ, আকার, সময়কাল বা প্রাথমিক সেবার ধরন নির্দেশ করে ;

(ঢ) "**ডিজিটাল**" অর্থ যুগ্ম-সংখ্যা (০ ও ১/বাইনারি) বা ডিজিটভিত্তিক কার্য পদ্ধতি এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিক্যাল, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল, ওয়্যারলেস বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টেকনোলজি, ব্লকচেইন, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ও মেশিন ভিশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ণ) "**ডিজিটাল ডিভাইস**" অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত, এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাতে সফটওয়্যার, এপিআই, কোডিং, সফটওয়্যার এপ্লিকেশন, এ্যালগরিদম, ডাটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কাজ করে, বা যাহাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার টুল কাজ করে, যাহাতে ওয়েবসাইট বা পোর্টাল চলে, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং, গেইমিং, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ব্লক চেইন, লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি) ইত্যাদি আধুনিক কম্পিউটিং বা সফটওয়্যার বা অ্যাপস কাজ করে ;

(ত) "**ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব**" অর্থ একটি অনুমোদিত পরীক্ষাগার যাহা জাতীয় আইন, আন্তর্জাতিক মান, সাইবার সুরক্ষার বিভিন্ন প্রোটোকল এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে, যাহা আইনিভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন করিতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতাসহ গঠিত হয় ;

(থ) **"ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান"** অর্থ যে কোনো মাধ্যমে, কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া তৈরি করা কোনো উপাদান বা উপস্থাপনা যাহা—

(অ) দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যকোনোভাবে, চিত্রিত বা বর্ণনা করে, যাহা বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌন সম্পর্কিত স্পষ্ট কার্যকলাপ, অথবা কোনো যৌন অঙ্গ, অথবা যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌনসেবা, অথবা শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সহিত যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগ, অথবা প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত যৌন অপরাধ যাহা শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২(১৭) ও ৪ এ সংজ্ঞায়িত কোনো শিশুর সম্পর্কিত বা উপস্থিতিতে সংঘটিত হয় ; বা

(আ) দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যকোনোভাবে কোনো শিশুকে প্ররোচিত, উত্তেজিত, উৎসাহিত বা নির্দেশিত করে, কোনো বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌনতাপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে বা পর্যবেক্ষণ করিতে, অথবা কোনো যৌন অঙ্গ প্রদর্শন করিতে, অথবা যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌন সেবায় জড়িত হইতে বা সহায়তা করিতে, অথবা শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সহিত যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগে জড়িত হইতে বা পর্যবেক্ষণ করিতে, অথবা প্রযোজ্য আইনে সংজ্ঞায়িত অন্যান্য যৌন অপরাধে জড়িত হইতে বা সহায়তা করিতে (যাহার মধ্যে রহিয়াছে যৌন সেবার জন্য অর্থ প্রদান বা গ্রহণ করা) অথবা যৌন শোষণের জন্য কোনো শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যৌন উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে প্রলুব্ধ করা ; বা

(ই) দৃষ্টিগত, শ্রবণযোগ্য, বা পাঠ্যগতভাবে, অথবা অন্যকোনোভাবে প্ররোচনা, উত্তেজনা, উৎসাহ, হুমকি বা নির্দেশ প্রদান করিয়া কোনো ব্যক্তি কোনো সাহায্য বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো শিশুকে কোনো বাস্তব বা অনুকৃত (simulated) যৌনতাপূর্ণ কাজে জড়িত হইতে বা পর্যবেক্ষণ করিতে, অথবা কোনো যৌন অঙ্গ প্রদর্শন করিতে, অথবা

যৌন শোষণ বা নির্যাতন, অথবা যৌন সেবায় জড়িত হইতে বা সহায়তা করিতে, অথবা শিশুসহ অন্য ব্যক্তির সহিত যৌনতাপূর্ণ যোগাযোগে জড়িত হইতে বা পর্যবেক্ষণ করিতে, অথবা প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত অন্যান্য যৌন অপরাধে জড়িত হইতে বা সহায়তা করিতে, যাহার মধ্যে রহিয়াছে যৌন সেবার জন্য অর্থ প্রদান বা গ্রহণ করা, যৌন শোষণের জন্য কোনো শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা যৌন উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে প্রলুব্ধ করা :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের উপাদান যৌন উত্তেজনা বা পরিতৃপ্তি সৃষ্টি বা প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হইয়াছে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচ্য হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধরনের যেকোনো উপাদান যাহা স্পষ্টভাবে আইন প্রয়োগের স্বার্থে বা অপরাধ তদন্ত, চিকিৎসা সেবা, বা অনুমোদিত গবেষণা, শিক্ষা, বা গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে কেবল বৈধ উদ্দেশ্যে তৈরি এবং/অথবা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হইবে না ;

(দ) "**পুলিশ অফিসার**" অর্থ সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ অফিসার ;

(ধ) "**প্রোগ্রাম**" অর্থ কোনো পাঠযোগ্য মাধ্যমে যন্ত্র সহযোগে শব্দ, সংকেত, পরিলেখ বা অন্য কোনো আকারে প্রকাশিত নির্দেশাবলি, যাহার মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস দ্বারা কোনো বিশেষ কার্য-সম্পাদন বা বাস্তবে ফলদায়ক করা যায় ;

(ন) "**ফৌজদারি কার্যবিধি**" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) ;

(প) '**ব্যক্তি**' অর্থে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা, ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে উহার নিয়ন্ত্রণকারী এবং আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো সত্তা বা কৃত্রিম আইনগত সত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ফ) '**বে-আইনি প্রবেশ**' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বা উক্তরূপ অনুমতির শর্ত লঙ্ঘনক্রমে কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থায় প্রবেশ, বা উক্তরূপ প্রবেশের মাধ্যমে উক্ত তথ্য ব্যবস্থার কোনো তথ্য-উপাত্তের আদান-প্রদানে বাধা প্রদান বা উহার প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত বা ব্যাহত করা বা বন্ধ করা, বা উক্ত তথ্য-উপাত্তের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা সংযোজন বা বিয়োজন করা অথবা কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ; ক্যাশ (Cache) হইতে তথ্য-উপাত্ত সরানো, সফটওয়্যার লগ, ট্রেস, রেকর্ড মুছে দেয়া বা সরানো, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তর, ব্লক করা, যাহা অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিং নামেও অভিহিত হইবে ;

(ব) '**ভৌত অবকাঠামো**' অর্থ সকল ধরনের হার্ডওয়ারভিত্তিক উপাদান ও প্রযুক্তি, যাহা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং ভার্চুয়াল পরিবেশের কার্যক্রমকে সমর্থন করে; ডাটা সেন্টার, সার্ভার এবং কম্পিউটার হার্ডওয়ার, নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো, ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ পয়েন্ট, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক, টেলিযোগাযোগ ফোরজি বা ফাইভজিসহ নূতন যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট সিস্টেম, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ও যোগাযোগ টাওয়ার, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক, ভূমিও নদীর তলদেশের ক্যাবল, সাবমেরিন ক্যাবল, ওভারহেড ফাইবার ক্যাবল, অপটিক্যাল সঞ্চালন নেটওয়ার্কও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ভ) '**মহাপরিচালক**' অর্থ এজেন্সির মহাপরিচালক ;

(ম) '**ম্যালওয়্যার**' অর্থ এইরূপ কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক নির্দেশ, তথ্য-উপাত্ত, প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্স যাহা—

(অ) কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে পরিবর্তন, বিকৃত, বিনাশ, ক্ষতি বা ক্ষুণ্ন করে বা উহার কার্য-সম্পাদনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, বা প্রবেশাধিকারের সীমা বা গভীরতা বাড়ায় ; বা

(আ) নিজেকে (ব্যক্তি, স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার টুল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুল) অন্য কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কোনো প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোনো কার্য-সম্পাদনের সময় স্বপ্রণোদিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে কোনো ক্ষতিকর পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটায় ; বা

(ই) কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের তথ্য চুরি, তথ্য পরিবর্তন ও বিকৃতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপাদিত তথ্য অনুপ্রবেশ বা উহাতে হিউম্যান বা নন হিউম্যান এআই এজেন্টের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে, বা কোডিং বা এলগরিদম পরিবর্তন করে ;

(য) **"যৌন হয়রানি"** অর্থ–

(অ) সাইবার স্পেসে বারংবার নগ্ন ছবি চাহিবার মাধ্যমে হয়রানি করা, প্রশাসনিক অথবা পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া সাইবার স্পেসে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া ; বা

(আ) সাইবার স্পেসে কোনো ব্যক্তির যৌনাঙ্গের ছবি বা যৌন উদ্দীপক উপাদান বা পর্নোগ্রাফিক উপাদান অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রেরণ, কারো অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার ছবিকে কোনো প্রযুক্তির সহায়তায় পর্নোগ্রাফিক উপাদানে রূপদান করা বা যৌনকরণ করা ; বা

(ই) সাইবার স্পেসে সম্পর্কের প্রস্তাবে সাড়া প্রদান না করিবার কারণে হুমকি প্রদান, প্রলোভন বা হুমকির মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা ;

(র) **"রিভেঞ্জ পর্ণ"** অর্থ কোনো ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত তাহার ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ অথবা ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও অথবা অনুরূপ উপাত্ত যে কোনো প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া ;

(ল) **'সাইবার সুরক্ষা'** অর্থে ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন, ডিজিটাল ওয়ারেবলস, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা, ডাটাসেন্টার ও ক্লাউডসহ সাইবার স্পেসে ভৌত অবকাঠামোর সুরক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানিক, আর্থিক ও ব্যবসায়িক তথ্যের সুরক্ষা, সরকারি-বেসরকারি সফটওয়্যার, এপিআই, কোডিং, সফটওয়্যার অ্যালগরিদম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল, এবং পোর্টাল বা নেটওয়ার্কে সঠিক ও অনুমোদিত প্রবেশাধিকার সীমায় কেবল অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা সঠিক অ্যাক্সেস নিশ্চিতকরণসহ উক্তরূপ বিষয়াবলিতে কোন ব্যক্তির পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট বা টুলের এক্সেস বুঝাইবে। নাগরিকদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট প্রাপ্তির অধিকারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(শ) **"সাইবার স্পেস"** অর্থ আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কসমূহের সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগত বুঝাইবে (যেমন- ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অফ থিংস, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডাটা তৈরি, ডাটা মিররিং, অ্যাক্সেস, প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন-হিউম্যান অনলাইন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়) এবং ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডাটাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ষ) "**সিগনালিং ডাটা**" অর্থে ডিজিটাল ডিভাইস, সার্ভার এবং নেটওয়ার্কের মধ্যকার সংযোগ স্থাপনকালীন বা কানেকশন সেটআপ সম্পর্কিত তথ্য বুঝাইবে;

(স) "**সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (Security Operation Center-SOC)**" অর্থ যাহা একটি নির্দিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল অবকাঠামো ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে; সাধারণত প্রতিষ্ঠানের আইটি সিস্টেমের সাইবার হুমকি শনাক্ত, প্রতিরোধ, ডাটা সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং অননুমোদিত বা ক্ষতিকারক কার্যক্রম শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে সহায়তা করে; সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি (যেমন- ফিশিং, ম্যালওয়্যার, র‍্যানসমওয়্যার, ডাটা লিক), এবং অস্বাভাবিক নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক নিরীক্ষণ করে; প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক কার্যক্রম নিশ্চিত করিতে, শিল্প মানদন্ড (industry standard/compliance) অনুসরণ করিতে এবং নিরাপত্তা পরিবেশের মান উন্নত করিতে কৌশলগত ভূমিকা পালন করে ;

(হ) "**সেবা প্রদানকারী**" অর্থ —

(অ) কোনো ব্যক্তি, সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভেলপার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার যিনি কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য প্রদান করেন ; বা

(আ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি, সফটওয়্যার নির্মাতা বা এলগরিদম ডেভেলপার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভার্চুয়াল এজেন্ট ডেভেলপার, সত্তা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ডাটা প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করেন ; বা

(ই) এজেন্সি-স্বীকৃত আইএসও বা আইইসি মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষাগার যাহা সফটওয়্যার টেস্টিং পরীক্ষাগার, সাইবার সিকিউরিটি পেনিট্রেশন টেস্টিং পরীক্ষাগার, সাইবার স্পেসে ব্যবহৃত পণ্যের টেস্টিং, সাইবার সুরক্ষা মূল্যায়ন, সাইবার সুরক্ষা পণ্য বা সেবার সনদ প্রদানকারী, সাইবার সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অডিটিং এবং সাইবার সুরক্ষা রিপোর্ট প্রদান করে এবং উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী প্রযুক্তিবিদ বা অডিটর ; বা

(ঈ) তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা সাইবার সুরক্ষা পরিচালনা বা পর্যবেক্ষণকারী (সাইবার সিকিউরিটি পরিচালনা কেন্দ্র) এবং প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী প্রযুক্তিবিদ বা বিশ্লেষক ; বা

(উ) সাইবার সুরক্ষায় নিয়োজিত ভিএলএসআই বা সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন বা টেস্টিং বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী পরীক্ষক, নকশাকারী, প্রযুক্তিবিদ ;

(ড়) **'সেক্সটর্শন'** অর্থ এক প্রকার প্রতারণা বা এক্সটর্শন যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তির অন্তরঙ্গ অথবা ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও সংরক্ষণ বা সংরক্ষণের দাবি করিবার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিবার হুমকি প্রদানের মাধ্যমে অর্থ, সুযোগ-সুবিধা লাভ বা শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞার্থ প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রযোজ্যতা**।—(১) এই আইনের কোনো বিধানের সহিত কোনো আইনের কোনো বিধান অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের সহিত এই আইনের বিধানটি যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততখানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

৪। **আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ**।— (১) যদি বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন যাহা বাংলাদেশে সংঘটন করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই সংঘটন করিয়াছেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল ডিভাইসের সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি

৫। **এজেন্সি গঠন, কার্যালয়, ইত্যাদি**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ১ (এক) জন মহাপরিচালক ও বিধি দ্বারা নির্ধারিতসংখ্যক পরিচালকের সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি নামে একটি এজেন্সি গঠন করিবে।

(২) এজেন্সির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে সরকার, প্রয়োজনে, ঢাকার বাহিরে দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) এজেন্সি প্রশাসনিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে থাকিবে।

(৪) এজেন্সির দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। **মহাপরিচালক ও পরিচালকগণের নিয়োগ, ইত্যাদি**।— (১) মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ, কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য প্রযুক্তি বা সাইবার সুরক্ষা ও এতদ্‌সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে, যাহাদের সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ বা সার্টিফিকেট রহিয়াছে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ এজেন্সির সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবে, এবং তাহারা এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্য-সম্পাদন, চাকরির শর্তাবলি প্রতিপালন এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলি পালন করিবে।

৭। **এজেন্সির জনবল**।—(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এজেন্সির প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল থাকিবে।

(২) এজেন্সির জনবলের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি

৮। **কতিপয় তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার ক্ষমতা**।— (১) মহাপরিচালকের নিজ অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে হুমকি সৃষ্টি করিলে তিনি উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ, ক্ষেত্রমতো স্থানান্তর বা ব্লক করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে, অতঃপর বিটিআরসি বলিয়া উল্লিখিত, অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য দেশের অখন্ডতা, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা,জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য যাহা সহিংসতা তৈরিতে উদ্রেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের নির্দেশনা প্রদান করে, তাহা হইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য বা, ক্ষেত্রমত স্থানান্তরের জন্য মহাপরিচালকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হইলে বিটিআরসি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত ব্লক করিবার জন্য প্রযুক্তি কোম্পানিকে অনুরোধ এবং অতঃপর উহা সরকারকে অবহিত করিবে এবং কোনো কন্টেন্ট ব্লক করা হইলে স্বচ্ছতার স্বার্থে সরকার সকল ব্লক হওয়া কন্টেন্টের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন তথ্য-উপাত্ত অপসারণ, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তর বা ব্লক করিবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অনুমতি গ্রহণ না করিলে বা ট্রাইব্যুনাল অনুমতি প্রদান না করিলে অপসারিত বা, ক্ষেত্রমত, স্থানান্তরিত বা ব্লককৃত তথ্য-উপাত্ত পুনরায় বাধ্যতামূলকভাবে অবমুক্ত করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, এজেন্সির অধীন একটি জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং একটি জাতীয় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার থাকিবে।

(২) ধারা ১৫ এর অধীন ঘোষিত কোনো 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিজস্ব কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম এবং সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার থাকিবে এবং সকল সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারকে প্রতি ত্রৈমাসিকে তাদের কার্যক্রম ও সাফল্য সূচক রিপোর্ট জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা অপারেশন সেন্টার এ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ডিজিটাল ফরেনসিক বিষয়ে স্বীকৃত সনদধারী বিশেষজ্ঞ এবং, প্রয়োজনে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৪) জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করিবে, সাইবার ঝুঁকি নির্ণয়, ঝুঁকি অপসারণ এবং ডিজিটাল ফরেনসিক অ্যানালাইসিসের সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে এজেন্সি কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম ও সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারসমূহের মধ্যে এজেন্সি সমন্বয় সাধন, পরামর্শ এবং সময় নিয়ন্ত্রিত নির্দেশনা প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে সাইবার ইন্সিডেন্ট ঘটিলে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনতিবিলম্বে এজেন্সির আওতাধীন জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমকে অবহিত করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা :—

(ক) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো'র জরুরি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ;

(খ) সাইবার বা ডিজিটাল হামলা হইলে এবং সাইবার বা ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উহা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(গ) সম্ভাব্য ও আসন্ন সাইবার বা ডিজিটাল হামলা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণক্রমে, সমজাতীয় বিদেশি কোনো টিম বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তথ্য, লগ এবং ফরেনসিক আদান-প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ;

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটির গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স এ বাই-লেটারাল তথ্য ও লগ আদান-প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ ;

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণক্রমে, সিকিউরিটি অ্যানালাইসিসের নিমিত্তে ক্লাউডভিত্তিক সাইবার সিকিউরিটি সল্যুউশন (যেমন- Security Information and Event Management-SIEM, Security Orchestration, Automation, and Response-SOAR, Endpoint Detection and Response-EDR/Extended Detection and Response-XDR, Network Detection and Response-NDR, ইত্যাদি) ব্যবহার এবং লগ আদান-প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ ; এবং

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

(৬) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম এর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা–

(ক) সাইবার নিরাপত্তার প্রশ্নে, সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেইলিউর এড়াইতে, কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ নিজেদের সহিত যোগাযোগের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করিবে এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের একাধিক মাধ্যম প্রস্তুত রাখিবে, টিমসমূহ স্পষ্টভাবে নিজেদের যোগাযোগের মাধ্যম অনলাইনে প্রকাশ করিবে এবং যেকোনো পরিবর্তন অংশীদারদের অবগত করিবে ;

(খ) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহের কার্যস্থল এবং সহায়ক তথ্য ব্যবস্থা আবশ্যকভাবে নিরাপদ স্থানে থাকিতে হইবে ;

(গ) কার্যকর ও দক্ষ দায়িত্ব হস্তান্তর নিশ্চিত করিবার জন্য কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ অনুরোধ ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের জন্য উপযুক্ত একটি ব্যবস্থা দ্বারা সজ্জিত থাকিবে ;

(ঘ) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহকে, তাদের কার্যক্রমের গোপনীয়তা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে ;

(ঙ) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ নিশ্চিত করিবে যে, তাহাদের সার্বক্ষণিক পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত লোকবল বিদ্যমান রহিয়াছে ;

(চ) সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করিতে সার্টসমূহ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যবস্থা এবং কম্পিউটার সিস্টেম প্রস্তুত রাখিতে হইবে ;

ছ) সার্টসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ নিজ নিজ সার্টসমূহের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, জনবল এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করিবে।

(৮) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে:

(ক) জাতীয় পর্যায়ে সাইবার হুমকি, দুর্বলতা এবং ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সংস্থাসমূহের নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যবস্থার তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করা ;

(খ) সাইবার হুমকি, দুর্বলতা এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সংস্থাসমূহ, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আগাম সতর্কতা, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণাসহ তাৎক্ষণিক তথ্য প্রদান করা ;

(গ) সাইবার ইন্সিডেন্ট মোকাবিলা করা এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সংস্থাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা ;

(ঘ) ফরেনসিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা এবং সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত নিত্যনৈমিত্তিক ও পরিবর্তনশীল ঝুঁকি ও ঘটনা বিশ্লেষণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য সংস্থার অনুরোধে তাহাদের নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যবস্থার সক্রিয় স্ক্যানিং (পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা) করা, যাহাতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলিবার মতো যেকোনো দুর্বলতা শনাক্ত করা যায় ;

(চ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ করা এবং, প্রয়োজনে, অন্যান্য কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম (CIRT) নেটওয়ার্ক সদস্যদের অনুরোধে পারস্পরিক সহায়তা প্রদান করা এবং, প্রয়োজনে, লগ আদান প্রদানে সাহায্য করা ;

(ছ) জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির অনুমতিসাপেক্ষে, কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহের (CIRT) কৌশলগত সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদানকে সহায়তা ও সহজতর করিবার লক্ষ্যে একটি সহযোগিতা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা যাহা সমন্বিতভাবে সাইবার দুর্বলতা উন্মোচনের জন্য সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করিবে ;

(জ) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের অংশীজনদের সহিত সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তথ্য বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিবে ;

(ঝ) কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ তাহাদের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সংস্থার সক্রিয় উন্মুক্ত নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যবস্থার স্ক্যানিং পরিচালনা করিতে পারিবে, উক্ত স্ক্যানিং কেবল দুর্বল বা নিরাপত্তাহীনভাবে কনফিগার করা নেটওয়ার্ক ও তথ্য ব্যবস্থা শনাক্ত করিবার জন্য পরিচালিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে, এই স্ক্যানিং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সেবার কার্যকারিতার উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলিবে না ;

(ঞ) উপরি-উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ পালনকালে, কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিমসমূহ ঝুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কাজকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

(৯) এজেন্সি, জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম, কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম, কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম এবং জাতীয় সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিবে।

১০। **ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এজেন্সির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে, এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার অধীন কোনো ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপিত হইয়া থাকিলে, ধারা ১১ এর অধীন নির্ধারিত মান অর্জন সাপেক্ষে, এজেন্সি উহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিবে এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত ল্যাব এই আইনের অধীন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এজেন্সি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে।

(৪) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ব্যবহার, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১। **ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মান নিয়ন্ত্রণ**।—(১) এজেন্সি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রত্যেক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের গুণগত মান নিশ্চিত করিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত গুণগত মান নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রত্যেক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব—

(ক) উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন, স্বীকৃত সার্টিফিকেটধারী, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে ;

(খ) উহার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করিবে ;

(গ) উহার অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে ;

(ঘ) ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার কারিগরি মান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সফটওয়্যার বা টুল ব্যবহার করিবে ; এবং

(ঙ) বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কার্য-সম্পাদন করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল

১২। **জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথাঃ–

(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন ;

(খ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী (যদি থাকে), ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ;

(গ) মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ;

(ঙ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ;

(চ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

(ছ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ;

(জ) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ;

(ঝ) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ ;

(ঞ) পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ;

(ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ;

(ঠ) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ ;

(ড) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ;

(ঢ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ;

(ণ) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ;

(ত) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা ;

(থ) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ;

(দ) মহাপরিচালক, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি ;

(ধ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিমকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ;

(ন) চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ;

(প) সচিব, তথ্য কমিশন ;

(ফ) হেড অব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ; এবং

(ব) সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য-প্রযুক্তি বা মানবাধিকার বিষয়ক ২ (দুই) জন বেসরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ।

(২) মহাপরিচালক কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

১৩। **কাউন্সিলের ক্ষমতা, ইত্যাদি**।— (১) কাউন্সিল, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান বাস্তবায়নকল্পে, এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবে।

(২) কাউন্সিল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য-সম্পাদন করিবে, যথা: —

(ক) সাইবার নিরাপত্তা হুমকি দেখা দিলে উহা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান ;

(খ) সাইবার নিরাপত্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ;

(গ) সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক নীতি নির্ধারণ ;

(ঘ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

১৪। **কাউন্সিলের সভা, ইত্যাদি**।— (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভা প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার এবং জরুরি পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কাউন্সিল প্রতি ৩ (তিন) মাসে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসহ দেশের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাইবার ঝুঁকি নিরীক্ষণ করাইবে এবং এই কাজে কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম সাইবার সিকিউরিটি সফটওয়্যার আউটপুট দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিবে যাহা কাউন্সিল কর্তৃক মূল্যায়ন করা হইবে।

(৪) কাউন্সিল জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সকলকে অবহিত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ওয়েবসাইটসমূহের সাইবার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

(৫) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) কাউন্সিলের কোনো কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত কাউন্সিলের কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো

১৫। **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক বৎসর অন্তত একবার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর তালিকা হালনাগাদ করিবে।

১৬। **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা**।— (১) মহাপরিচালক, এই আইনের বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না উহা নিশ্চিত করিবার জন্য, সময় সময়, কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করিবেন এবং এতৎসংক্রান্ত প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) এই আইনের আওতায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রত্যেক বৎসর উহার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পরিকাঠামো নিরীক্ষাপূর্বক একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

(৩) মহাপরিচালকের নিকট যদি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে, বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তাহার অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ বা ক্ষতিকর, তাহা হইলে তিনি, স্ব-প্রণোদিতভাবে বা কাহারও নিকট হইতে কোনো অভিযোগপ্রাপ্ত হইয়া, উহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো এর সংজ্ঞা ও অন্তর্ভুক্তির শর্তসমূহ সর্বশেষ হালনাগাদকৃত সংশ্লিষ্ট গাইডলাইন অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৬) বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য মান অবকাঠামো মোতাবেক এজেন্সি কর্তৃক স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ (স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন) সংস্থা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট কনসোর্টিয়াম মানের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষাগার বা সনদধারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরাপত্তা নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

১৭। **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে বে-আইনি প্রবেশ বা হ্যাকিং, ইত্যাদির দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি বা সফটওয়্যার ডেভেলপার বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুলস্ ব্যবহারকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে-

(ক) বে-আইনি প্রবেশ করেন ; বা

(খ) বে-আইনি প্রবেশের মাধ্যমে কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেসে বেআইনি প্রবেশ করিয়া তথ্য ভান্ডারের কোনো তথ্য চুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাসকরণ, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট দ্বারা নূতন ডাটা উৎপাদন করেন বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করেন, বা কম্পিউটার সোর্স কোড গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করেন বা উক্ত কাজে সহায়তা করেন

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বা ডেভেলপারের বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুলস্ ব্যবহারকারীর অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ; এবং

(খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। **কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে বে-আইনি প্রবেশ ও দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে—

(ক) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন ; বা

(খ) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন ; বা

(গ) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম, ইলেকট্রনিক সিস্টেম, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেসে বে-আইনি প্রবেশ (হ্যাকিং) করিয়া তথ্য ভান্ডারের কোনো তথ্য চুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাসকরণ, অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট এর মাধ্যমে নূতন ডাটা উৎপাদন করেন বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করেন বা উক্ত কাজে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ;

(খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ;

(গ) দফা (গ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন (হ্যাকিং), তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। **কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম ও সাইবার স্পেসের ভৌত অবকাঠামো ইত্যাদির ক্ষতিসাধন ও দণ্ড।**—

(১) যদি কোনো ব্যক্তি —

(ক) অননুমোদিতভাবে, ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেস হইতে কোনো উপাত্ত, উপাত্ত-ভান্ডার, তথ্য বা উহার উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করেন, বা স্থানান্তরযোগ্য জমাকৃত তথ্য-উপাত্তসহ উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোনো উপাত্তের অনুলিপি বা অংশবিশেষ সংগ্রহ করেন, বা

(খ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেসে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ধরনের সংক্রামক, ম্যালওয়্যার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যার প্রবেশ করান বা করানোর চেষ্টা করেন,

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত বা কম্পিউটারের উপাত্ত-ভান্ডার, সাইবার স্পেস সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন করেন, বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন বা উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বা সাইবার স্পেসে রক্ষিত অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি সাধন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, বা

(ঘ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা সাইবার স্পেসে কোনো বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে কোনো উপায়ে বাধা সৃষ্টি করেন বা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, বা

(ঙ) ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাপক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত অযাচিত ইলেক্ট্রনিক ফিশিং (Phishing) মেইল বা র‍্যানসামওয়্যার মেইল (সাইবার মুক্তিপণ) প্রেরণ করেন, বা

(চ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বা সাইবার স্পেসে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বা ধার্যকৃত চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০। **সাইবার স্পেসে জুয়া খেলার অপরাধ ও দন্ড**।— (১) যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেসে জুয়া খেলার নিমিত্ত কোনো পোর্টাল বা অ্যাপস বা ডিভাইস তৈরি করেন বা পরিচালনা করেন বা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করেন বা খেলায় সহায়তা বা উৎসাহ প্রদান করেন বা উৎসাহ প্রদানের জন্য বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রচার বা বিজ্ঞাপিত করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **সাইবার স্পেসে জালিয়াতির অপরাধ ও দণ্ড**।— (১) যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া জালিয়াতি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সাইবার স্পেসে জালিয়াতি' অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্ট কর্তৃক বিনা অধিকারে বা প্রদত্ত অধিকারের অতিরিক্ত হিসাবে বা অনধিকার চর্চার মাধ্যমে সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ইনপুট বা আউটপুট প্রস্তুত, পরিবর্তন, মুছিয়া ফেলা ও লুকাইবার মাধ্যমে অশুদ্ধ ডাটা বা প্রোগ্রাম, তথ্য বা ভ্রান্ত কার্য, তথ্য সিস্টেম, কম্পিউটার বা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা বা ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযুক্ত বা স্বাক্ষরবিহীন ডিজিটাল ডকুমেন্টস উৎপাদন বা ইলেক্ট্রনিক ফাইল উৎপাদন বা বিদ্যমান ফাইল পরিবর্তন বা ডিজিটাল মানি বা ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা বা ক্রিপ্টোকারেন্সি উৎপাদন বা অন্যের জাতীয় পরিচয়পত্রে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করিয়া মোবাইল ব্যাংকিং পরিচালনা, হুন্ডি কার্যে নিযুক্তি কিংবা জুয়ার পোর্টাল পরিচালনা করা।

২২। **সাইবার স্পেসে প্রতারণার অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া প্রতারণা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'সাইবার স্পেসে প্রতারণা' অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল নেটওয়ার্কে, ই-কমার্সে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো তথ্য পরিবর্তন করা, মুছিয়া ফেলা, নূতন কোনো তথ্যের সংযুক্তি বা বিকৃতি ঘটাইবার মাধ্যমে উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস করা, তাহার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির চেষ্টা বা ক্ষতি করিবার চেষ্টা করা বা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা।

২৩। **সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ ও দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি—

(ক) রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেন এবং জনগণ বা উহার কোনো অংশের মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে বৈধ প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা বে-আইনি প্রবেশ করেন বা করান, বা

(খ) কোনো ডিজিটাল ডিভাইসে এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করেন বা ম্যালওয়্যার প্রবেশ করান যাহার ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বা গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হন বা হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, বা

(গ) যদি কোনো ব্যক্তি কম্পিউটার সিস্টেম বা সার্ভার আক্রমণের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবার সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটান, বা ক্ষতিসাধন করেন, অথবা উক্ত সেবাসমূহের সহায়ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর ক্ষতি সাধন করেন, বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলেন, বা

(ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, সংরক্ষিত কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কম্পিউটার ডাটাবেইজে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করেন বা এইরূপ কোনো সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত বা কম্পিউটার ডাটাবেইজে প্রবেশ করেন যাহা বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুবিধার্থে ব্যবহার করা হইতে পারে, তবে বৃহত্তর জনস্বার্থে কোনো হুইসেলব্লোয়ার অনুরূপ কাজ করিলে তাহা এই আইনের আওতাভুক্ত হইবে না, বা

(ঙ) প্রতারণা করিবার বা ঠকাইবার উদ্দেশ্যে নিজের পরিচয় গোপন করেন বা অপর কোনো ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করেন বা কাহারো জাতীয় পরিচয়পত্র বিকৃত করেন বা অন্য কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোনো তথ্য নিজের বলিয়া প্রদর্শনপূর্বক দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর অধীন কোনো কার্য সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে সাইবার সন্ত্রাস অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪। **আইনানুগ কর্তৃত্ব বহির্ভূত ই-ট্রানজেকশনের অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো ব্যাংক, বিমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ই-ট্রানজেকশন করেন, বা

(খ) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত কোনো ই-ট্রানজেকশনকে অবৈধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ই-ট্রানজেকশন করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'ই-ট্রানজেকশন' অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার তহবিল স্থানান্তরের জন্য কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নম্বরে অর্থ জমা প্রদান বা উত্তোলন বা উত্তোলন করিবার জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ বা কর্তৃত্বপূর্ণ আইনানুগ আর্থিক লেনদেন এবং কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর।

২৫। **যৌন হয়রানি, ব্ল্যাকমেইলিং বা অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড**।— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্ল্যাকমেইলিং, বা যৌন হয়রানি, বা রিভেঞ্জ পর্ন, বা ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত উপাদান (চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ ম্যাটেরিয়াল) বা সেক্সটর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সৃষ্ট, বা প্রাপ্ত, বা সংরক্ষিত কোনো তথ্য, ভিডিও চিত্র, অডিও ভিজ্যুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিকস বা অন্য কোনো উপায়ে ধারণকৃত, এডিটকৃত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত অথবা এডিটকৃত ও প্রদর্শনযোগ্য এইরূপ কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করার হুমকি প্রদান করেন, যাহা ক্ষতিকর বা ভীতি প্রদর্শক, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ, কোনো নারী বা অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বৎসরের কোনো শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'ব্ল্যাকমেইলিং' অর্থ এমন হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনকে বুঝাইবে, যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তাহার গোপনীয় তথ্য প্রকাশের বা ক্ষতি করিবার ভয় দেখাইয়া বেআইনি সুবিধা, সেবা বা চাহিত কোনো কার্য সম্পাদনে বাধ্য করে।

২৬। **সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা জাতিগত বিষয়ে সহিংসতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক তথ্য প্রকাশ ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা ছদ্ম পরিচয়ে নিজের বা অন্যের আইডিতে অবৈধ প্রবেশ করিয়া এমন কোনো কিছু সাইবার স্পেসে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং যাহা সহিংসতা তৈরি বা উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশনা করে, তাহা হইলে অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৭। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও উহার দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন।

২৮। **মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড।**— (১) যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ না জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন একাধিক ধারায় মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন, তাহা হইলে উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধসমূহের মধ্যে মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে যাহার পরিমাণ বেশি হয় উহাকেই দণ্ডের পরিমাণ হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বপ্রণোদিত হইয়া এই ধারার অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

২৯। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।— (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩০। **ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ক্ষমতা**।— কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করিলে, ট্রাইব্যুনাল সৃষ্ট ক্ষতির সমতুল্য অর্থ বা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত জরিমানা হইতে বা জরিমানার অতিরিক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
অপরাধের তদন্ত ও বিচার

৩১। **তদন্ত, ইত্যাদি**।— (১) পুলিশ অফিসার বা এই অধ্যায়ে তদন্তকারী অফিসার বলিয়া উল্লিখিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ তদন্ত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মামলার প্রারম্ভে বা তদন্তের যেকোনো পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য একটি তদন্ত দল গঠন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তকারী সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং এজেন্সির সমন্বয়ে একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করিতে পারিবে।

(৩) তবে ধারা ২১, ২৫ ও ২৬ এ বর্ণিত অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের হইলে, মামলা দায়েরের ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত মামলার নথি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আটককৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নথি প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে আমলী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের অভিযোগসহ নথি এবং পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং সরাসরি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কিংবা তাহার আইনজীবীর বক্তব্য, যদি থাকে, শ্রবণ করিয়া অভিযোগের ভিত্তি থাকিলে অভিযোগটির বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অভিযোগের ভিত্তি না থাকিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অভিযোগটি খারিজ করিয়া দিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আটক ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন।

৩২। **তদন্তের সময়সীমা, ইত্যাদি**।— (১) তদন্তকারী অফিসার—

(ক) কোনো অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন ;

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমোদনসাপেক্ষে, তদন্তের সময়সীমা অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন ;

(গ) দফা (খ) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করিবেন এবং ট্রাইব্যুনালের অনুমতিক্রমে, পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকারী অফিসার কোনো তদন্ত কার্য প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা, যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত, বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩৩। **তদন্তকারী অফিসারের ক্ষমতা**।— (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা :

(ক) কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোনো ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা কোনো প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত যাহা কোনো কম্পিউটার বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা রিমুভেবল ড্রাইভ বা অন্য কোনো উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা নিজের নিয়ন্ত্রণে লওয়া ;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে তথ্য প্রবাহের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ; এবং

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও মামলা তদন্তের স্বার্থে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

(২) এই আইনের অধীন তদন্ত পরিচালনাকালে তদন্তকারী অফিসার কোনো অপরাধের তদন্তের স্বার্থে যে কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের বা তথ্য ও প্রযুক্তি কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন তদন্ত পরিচালনাকালে তদন্তের স্বার্থে মহাপরিচালক তদ্‌কর্তৃক নিযুক্ত সাইবার সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের সনদধারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে তদন্তের আলামত সংগ্রহ অথবা তদন্ত পরিচালনায় তদন্তকারী অফিসারকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) তদন্তকারী অফিসার এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে জব্দকৃত বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন আলামত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

৩৪। **পরোয়ানার মাধ্যমে তল্লাশি ও জব্দ**।— যদি কোনো পুলিশ অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,—

(ক) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, বা

(খ) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা এতৎসংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রমাণ কোনো স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনের মাধ্যমে তল্লাশি পরোয়ানা সংগ্রহ করিয়া নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা :—

(অ) কোনো সেবা প্রদানকারীর দখলে থাকা কোনো তথ্য-প্রবাহের তথ্য-উপাত্ত হস্তগতকরণ ;

(আ) যোগাযোগের যে কোনো পর্যায়ে গ্রাহক তথ্য এবং তথ্যপ্রবাহের তথ্য-উপাত্তসহ যে কোনো তারবার্তা বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরণ।

৩৫। **বেআইনি প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিং এর ক্ষেত্রে পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতার**।—(১) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে সাইবার হামলা কিংবা কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ডিজিটাল ডিভাইস, ইত্যাদিতে বেআইনি প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিং এর মাধ্যমে মুছিয়া ফেলা, পরিবর্তন, নষ্ট হওয়া, সাক্ষ্য প্রমাণাদি হারানো বা অন্য কোনো উপায়ে দুষ্প্রাপ্য হইবার বা করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পুলিশ অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশিকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল জব্দকরণ ;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি ;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তল্লাশি সম্পন্ন করিবার পর পুলিশ অফিসার তল্লাশি পরিচালনার প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালের নিকট অনতিবিলম্বে দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার পর পুলিশ অফিসার সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে বা যাতায়াতের সময় ব্যতীত অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবেন।

৩৬। **তথ্য সংরক্ষণ**।—(১) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে, বা তদন্তকারী অফিসারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যদি মহাপরিচালকের নিকট এইরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত কোনো তথ্য-উপাত্ত এই আইনের অধীন তদন্তের স্বার্থে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং এইরূপ তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ তথ্য-উপাত্ত ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনাল, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে, তবে তাহা সর্বমোট ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক হইবে না।

৩৭। **কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার ব্যাহত না করা**।— (১) তদন্তকারী অফিসার এইরূপভাবে তদন্ত পরিচালনা করিবেন যেন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোনো অংশের বৈধ ব্যবহার ব্যাহত না হয়।

(২) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোনো অংশ জব্দ করা যাইবে, যদি—

(ক) সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোনো অংশে প্রবেশ করা সম্ভব না হয় ;

(খ) সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা উহার কোনো অংশ অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা চলমান অপরাধ রোধ করিবার জন্য জব্দ না করিলে তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন বা দুষ্প্রাপ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩৮। **তদন্তে সহায়তা**।— এই আইনের অধীন তদন্ত পরিচালনাকালে তদন্তকারী অফিসার কোনো ব্যক্তি বা সত্তা বা সেবা প্রদানকারীকে তথ্য প্রদান বা তদন্তে সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারী তথ্য প্রদানসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৯। **তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা**।— (১) তদন্তের স্বার্থে কোনো ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারী কোনো তথ্য প্রদান বা প্রকাশ করিলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারীর তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অনুরূপ লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর আওতায় তদন্তের স্বার্থে প্রকাশিত তথ্য বা উপাত্তের তালিকা উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা সেবা প্রদানকারীকে ষাণ্মাষিক ভিত্তিতে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৪০। **মামলা দায়ের ও অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি**।— (১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরাসরি বা তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ব্যতীত কেহ এই আইনের অধীন মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

(২) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরাসরি বা তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি থানায় কোনো অপরাধের অভিযোগ গ্রহণের অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট লিখিত নালিশ দাখিল করিলে, ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি তদন্তের জন্য পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করিবে, তবে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল তাহার এখতিয়ারের মধ্যে এই আইনের কোনো অপরাধ সংঘটনের কোনো তথ্য প্রাপ্ত হইলে তাহা অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ অফিসারের বা, ক্ষেত্রমত, যৌথ তদন্ত দলের লিখিত প্রতিবেদন ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

(৫) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে।

৪১। **অপরাধের বিচার ও আপিল**।— (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ কেবল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪২। **ফৌজদারি কার্যবিধি, Evidence Act ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের প্রয়োগ**।— (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, উহার অধীন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮, Evidence Act, 1872 এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীন আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৪৩। **সাক্ষ্যগত মূল্য**।—Evidence Act, 1872 বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রাপ্ত বা সংগৃহীত কোনো ফরেনসিক প্রমাণ বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল ফরেনসিক এভিডেন্স সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক হইবে।

৪৪। **বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি**।— (১) ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিচারকার্য পরিচালনাকালে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার বা এজেন্সি এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে, প্রয়োজনে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৫। **মামলা নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা**।—(১) ট্রাইব্যুনালের বিচারক এই আইনের অধীন কোনো মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) ট্রাইব্যুনালের বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের বিচারক কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্ট বিভাগকে অবহিত করিয়া মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

৪৬। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোসযোগ্যতা ইত্যাদি**।— (১) এই আইনের ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য এবং অন্যান্য ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য হইবে।

(২) ধারা ১৭, ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), ধারা ১৯, ২২ ও ২৩ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-জামিনযোগ্য হইবে এবং ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ), ধারা ২০, ২১, ২৪, ২৫ ও ২৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য হইবে।

(৩) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ), ধারা ১৯, ২১, ২২, ২৪ ও ২৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে আপোসযোগ্য হইবে।

৪৭। **বাজেয়াপ্তি**।— (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে সাইবার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি ট্রাইব্যুনালের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, যে সাইবার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহা যে ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে পাওয়া গিয়াছে তিনি উক্ত উপকরণ সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত সাইবার উপকরণ বা বস্তু বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো সাইবার উপকরণের সহিত যদি কোনো বৈধ সাইবার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সাইবার উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা।—"সাইবার উপকরণ" অর্থে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম এবং ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

৪৮। **আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**।— (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন হইলে, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত হইলে প্রতিরোধমূলক, তত্ত্বাবধানমূলক এবং সমাধানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তদারকির জন্য জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে সাইবার সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে যোগাযোগ, সমাধান কিংবা মধ্যস্থতার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে বিকল্পসহ একজন প্রতিনিধি মনোনীত করিবে এবং উক্ত ফোকাল পয়েন্ট জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্তঃখাত সহযোগিতা নিশ্চিত করিবে, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি সকল ফোকাল পয়েন্টগণের যোগাযোগের মাধ্যমসহ একটি তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করিবে।

(৪) এজেন্সি প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর কার্যাবলির যেকোনো পরিবর্তনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টকে দ্রুত অবহিত করিবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৪৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা: —

(ক) ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা ;

(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব তত্ত্বাবধান ;

(গ) ট্রাফিক ডাটা বা তথ্য পর্যালোচনা এবং উহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি ;

(ঘ) হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা বা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং সুরক্ষা ;

(ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা ;

(চ) সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পদ্ধতি ;

(ছ) ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন, পরিচালনা ও অন্যান্য টিমের সহিত সমন্বয়সাধন ;

(জ) ক্লাউড কম্পিউটিং বা মেটাডাটা সম্পর্কিত ডিজিটাল ফরেনসিক সংক্রান্ত বিষয়াদি ; এবং

(ঝ) গ্লোবাল থ্রেট ইন্টেলিজেন্স এ দ্বিপাক্ষিক তথ্য ও লগ আদান-প্রদান।

৫০। **২০২৩ সনের ৩৯ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৫ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধের অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত উক্ত আইনের ধারাসমূহের অধীন যে সকল মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপরিপ্রেক্ষিতে চার্জশিট দাখিল করা হইয়াছে বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত আইনের ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪ এবং উক্ত ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উক্ত আইন দ্বারা রহিতকৃত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ অফিসার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং উহাদের বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং উক্ত ধারাসমূহের অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন—

(ক) গঠিত সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দলিল-দস্তাবেজ ও দায়-দেনা, যদি থাকে, জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির নিকট ন্যস্ত হইবে ;

(খ) প্রণীত বিধিমালা, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রহিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(গ) সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত ছিলেন সেই একই শর্তে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(ঘ) গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এই আইনের অধীন গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বলিয়া গণ্য হইবে ;

(ঙ) স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব এই আইনের অধীন স্থাপিত ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব বলিয়া গণ্য হইবে ;

(চ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া ঘোষিত কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামো এই আইনের অধীন ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) এবং সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫৪ নং অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ১, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩/০১ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯৯ নং আইন

সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০২৬ সনের ৮১ নং আইনের ধারা ২০ এর বিলুপ্তি।**—সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর ধারা ২০ বিলুপ্ত হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd
(২০৪৯৫)
মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৪২ নং আইন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনে নূতন ধারা ৩৫ক এর সন্নিবেশ।**—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৫ক। অন্যান্য অপরাধের দণ্ড।—কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, যেক্ষেত্রে এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

৩। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত "ধারা ৩২, ৩৩ক ও ৩৫" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বর্ণের পরিবর্তে "ধারা ৩২, ৩৩ক, ৩৫ ও ৩৫ক" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমাগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০১৩ সনের ৪৮ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এ উল্লিখিত "ধারা ৩২, ৩৩ক এবং ৩৫" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমা ও বর্ণের পরিবর্তে "ধারা ৩২, ৩৩ক, ৩৫ ও ৩৫ক" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, কমাগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৫১ নং আইন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পুরণকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (২) এর পর নিম্নরূপ দফা (২ক) ও (২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) "**ওভার দ্যা টপ (ওটিটি)**" অর্থ এমন সকল ধরনের কনটেন্ট, সেবা, পরিষেবা বা অ্যাপ্লিকেশন, যাহা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রান্তিক ব্যবহারকারীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ, সম্প্রচার, প্রবাহন (streaming) বা প্রাপ্তিযোগ্য করা হয়, এবং যাহার জন্য পৃথক টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন বা ব্যবহারকারীর প্রান্তে নেটওয়ার্ক সংযোগের মালিকানা প্রয়োজন হয় না;";

(২খ) "**কনটেন্ট**" অর্থ এমন কোনো ইলেকট্রনিক রেকর্ড, তথ্য বা উপাত্ত, যাহাতে বা যাহা হইতে ছবি, প্রতিচ্ছবি, লেখা, শব্দ, শব্দচিত্র, ভিডিও, সংকেত বা অন্যান্য দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য অথবা উভয়প্রকার উপাদান সৃষ্ট, প্রদর্শিত, সংরক্ষিত, প্রেরিত, গৃহীত বা প্রাপ্তিযোগ্য হয়; এবং যাহা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাস, মাইক্রোফিল্ম, কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত মাইক্রোফিচ, সার্ভার বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমের দ্বারা ধারণ বা পরিবেশিত হয়;";

(খ) দফা (৩) এ উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটির পরিবর্তে "রেগুলেটরি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (৬) এর উপ-দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) বেতার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস বা বাধাগ্রস্ত অথবা উক্ত ব্যবহারে বা কার্যক্ষমতায় বিচ্যুতি ঘটায়;";

(ঘ) দফা (৮) এর পর নিম্নরূপ দফা (৮ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**(৮ক) "গোয়েন্দা সংস্থা"** অর্থ এমন কোনো সত্তা, যাহা কোনো আইন বা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত এবং যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার স্বার্থে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার বা প্রয়োগ কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত;";

(ঙ) দফা (১০) এর পর নিম্নরূপ দফা (১০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১০ক) "জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স" অর্থ আন্তর্জাতিক সংযোগ বিষয়ক, জাতীয় অবকাঠামো ও সংযোগ বিষয়ক নন-টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক বিষয়ক, তরঙ্গ বরাদ্দের সহিত সম্পর্কিত এক্সেস নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বিষয়ক লাইসেন্স এবং জাতীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী সেলুলার মোবাইল নেটওয়ার্ক বিষয়ক লাইসেন্স এবং সরকারের জারীকৃত গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত লাইসেন্স;";

(চ) দফা (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১১) "টেলিযোগাযোগ" অর্থ কোনো কথা (speech), শব্দ (sound), চিহ্ন, সংকেত, লেখা, দৃশ্যমান প্রতিকৃতি বা অন্যবিধ যে কোনো ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তিকে তড়িৎ, চুম্বক-শক্তি, তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি, তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎযান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহারক্রমে তার, নল, বেতার অপটিক্যাল বা অন্য কোনো তড়িৎ-চুম্বকীয় বা তড়িৎ-রাসায়নিক বা তড়িৎ-যান্ত্রিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ;";

(ছ) দফা (১৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**(১৫) "টেলিযোগাযোগ সেবা"** অর্থ নিম্নবর্ণিত যে কোনো সেবা:—

(ক) টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন কোনো কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণ;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারিত সেবা;

(গ) মূল্য সংযোজিত টেলিযোগাযোগ সেবা (Value Added Services);

(ঘ) ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা (ব্যাখ্যা: Gov-Tech, Agro-Tech, Ed-Tech, Fin-Tech, AI and Generative AI, IoT, Auto Pilot Technology, সকল ফ্রন্ট্যার টেকনোলজি) যেখানে বিশেষ কোয়ালিটি অব সার্ভিস বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা রহিয়াছে;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন কোনো কিছুকে ইন্টারনেট ব্যবহার করিয়া অনলাইনে বা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রেরণ, প্রচার বা গ্রহণ;

(চ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যন্ত্র-যন্ত্র (Machine-to-Machine) বা যন্ত্র-মানব (Machine-to-Human) যোগাযোগ অথবা তথ্য, বার্তা, সংকেত বা ডেটা আদান-প্রদান, পরিবহন বা বিনিময় সংক্রান্ত সেবা;

(ছ) উপরিউক্ত উপ-দফা সমূহে বর্ণিত সেবা ব্যবহারের সুবিধার্থে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অবগতিমূলক বা নির্দেশনামূলক তথ্যাদি সরবরাহ করা;

(জ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত বা সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা উক্ত যন্ত্রপাতির সমন্বয়সাধন, পরিবর্তন, মেরামত, স্থান পরিবর্তন বা স্থলাভিষিক্তকরণ সংক্রান্ত সেবা;";

(জ) দফা (২৩) এর পর নিম্নরূপ দফা (২৩ক) সন্নিবেশিত হইবে এবং বিদ্যমান দফা (২৩ক) দফা (২৩খ) হিসাবে পুন:সংখ্যায়িত হইবে, যথা:—

"(২৩ক) "বাংলাদেশের ভূখণ্ড" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা;";

(ঝ) দফা (২৬) এর পর নিম্নরূপ দফা (২৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২৬ক) "মধ্যস্থ সেবা প্রদানকারী (Intermediary)" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা প্ল্যাটফর্ম, যাহা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ইলেকট্রনিক রেকর্ড, তথ্য, সংকেত, ডেটা বা যোগাযোগ গ্রহণ, প্রেরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবেশন বা হোস্টিং করিয়া বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেকোনো ধরনের সেবা প্রদান করে, কিংবা যাহার ব্যবহারকারী, গ্রাহক বা সংযোগ বাংলাদেশে অবস্থিত; এবং অনলাইনে ভিডিও, স্ট্রিমিং, টেলিভিশন, সম্প্রচার, পেমেন্ট, কনটেন্ট বা তথ্যভিত্তিক সেবা প্রদানকারীসহ অনুরূপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসমূহও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(ঞ) দফা (২৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৭) "**মন্ত্রী**" অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি;"।

(ট) দফা (২৯) এ উল্লিখিত "বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য" শব্দগুলির পর "এই আইনের বিধান অনুযায়ী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঠ) দফা (২৯) এর পর নিম্নরূপ দফা (২৯ক) ও (২৯খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২৯ক) "শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী (disciplined force)" অর্থ

(অ) সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী;

(আ) পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB), কোস্ট গার্ড ও আনসার;

(ই) আইন দ্বারা এই সংজ্ঞার উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী হিসাবে ঘোষিত অন্য যেকোনো বাহিনী;

(২৯খ) "সনদ" অর্থ এই আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা চিহ্নিত যে কোনো টেলিযোগাযোগ সেবা, সেবা ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ অথবা তদারকি কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনপত্র, নিবন্ধনপত্র, তালিকাভুক্তি সনদ অথবা যেকোনো নাম বা আকারে ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র; এবং উক্ত সকল প্রকার প্রত্যয়নপত্র, যেই নামে অভিহিত হউক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী বৈধ অনুমোদন হিসেবে গণ্য হইবে;";

(ড) দফা (৩০) এর শেষ প্রান্তে উল্লিখিত "যাইবে না" শব্দগুলির পর "এবং ওটিটি এবং আইপিটিভি সংক্রান্ত সম্প্রচার এর সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও পলিসি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে ;

(ঢ) দফা (৩১) এ উল্লিখিত "স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ণ) দফা (৩১) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ দফা (৩১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩১ক) "স্পেকট্রাম" অর্থ তারবিহীন যোগাযোগ, সম্প্রচার, তথ্য পরিবহন, ন্যাভিগেশন এবং অন্যান্য তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গভিত্তিক প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত বা বরাদ্দযোগ্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডসমূহ, যাহা জাতীয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হইবে;";

৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ), (১গ), (১ঘ) ও (১ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) কোনো স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ;

(খ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার (territorial waters) মধ্যে অবস্থিত কোনো মঞ্চ, রিগ বা অন্যবিধ স্থাপনা, যাহা উক্ত সমুদ্রসীমার মধ্যে বা পানির নীচে মাটির সহিত সংযুক্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বা অনুরূপ ব্যবস্থায় পক্ষভুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি বা ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হইবে;

(গ) বহির্বিশ্ব হইতে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে বহির্বিশ্বে প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সেবা;

(ঘ) অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওভার-দ্যা-টপ (ওটিটি) সেবা ও সেল ব্রডকাস্টিং ভিত্তিক সকল ধরনের সেবা এবং উক্ত সেবা প্রদানকারী।

(১ক) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন যাহা বাংলাদেশে করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইন এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই করিয়াছেন।

(১খ) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে, বা বেতার ব্যবস্থা বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(১গ) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(১ঘ) কোনো ট্রাইব্যুনাল বা আদালত যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে, বা কোনো সংগঠনকে, অথবা যে কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থার কোনো সদস্যকে, যিনি তার জাতীয়তা নির্বিশেষে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভেতরে বা বাইরে এই আইনের দ্বারা বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন বা করিয়াছেন, এই আইনের বিধানের অধীন যেকোনো অপরাধের জন্য বিচার ও দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা রাখিবে।

(১ঙ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী, যেকোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থার কোনো সদস্য এই আইনের অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায়ে দায়ী ও দণ্ডনীয় হইবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত যে কোনো প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, বা বেতার (radio) যন্ত্রপাতি বা IOT (internet of things) যন্ত্রপাতি, বা স্যাটেলাইট যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, বা মেশিন টু মেশিন যন্ত্রপাতি বা মেশিন টু হিউম্যান যন্ত্রপাতি বা টেলিযোগাযোগ সংযোগ সম্পর্কিত কোনো বিশেষ সেবাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের মাধ্যমে কার্যকর করিতে পারিবে কিংবা অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, তবে উহার প্রয়োগ কার্যকারণ দর্শানো পূর্বক আনুপাতিক হারে সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা এই আইনের ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।"।

৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দের পরিবর্তে "রেগুলেটরি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "একজন" শব্দের পরিবর্তে "দুইজন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) কমিশনার নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি, কমিশনারগণের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা, বাছাই পদ্ধতি, পদের শূন্যতা পূরণের সময়সীমা, কমিশনারদের কর্মবণ্টন ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক), (খ) ও (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসহ আইন বিষয়ে ১৫ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী বা বিচারক;

(গ) ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প বা অর্থ (finance) বা অর্থনীতি বা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন বিষয়ে অন্ততঃ ১৫ (পনের) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।;";

৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোনো কমিশনার বা কমিশনের কোনো কর্মচারী বা পরামর্শক কমিশনের চাকরি সম্পন্ন করিবার অন্তত ৬ (ছয়) মাস সময়কালের মধ্যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন না।"।

৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দটির পরিবর্তে "রেগুলেটরি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দের পরিবর্তে "রেগুলেটরি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) কমিশন এই আইনের ধারা ২৪ এর অধীন ফি ও চার্জ ব্যতীত অপরাপর ফি, চার্জ ও অন্যান্য রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত সকল অর্থ/রাজস্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা/পরিপত্র অনুযায়ি প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে বা ক্ষেত্রমত প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা প্রদান করিবে, এবং উক্ত অর্থ কমিশনের নিজস্ব তহবিলে সংরক্ষিত থাকিবে না।"।

১০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২১ক এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ক এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কমিশন টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীন টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে, বা টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে এবং ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনকারীগণের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription); এবং

(গ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত যে কোনো অনুদান Contribution)।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩ক), (৩(খ) ও ৩(গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত একটি তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে এবং মন্ত্রী উহার প্রধান হইবেন।

(৩খ) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) তহবিলের অর্থ যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও উহা অনুমোদন;

(খ) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

(গ) তহবিলের বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন।

(৩গ) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তার জন্য সরকার একটি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি গঠন করিবে যাহা নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে, যথা:—

(ক) নূতন প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণাপত্র অনুমোদন;

(খ) প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সুপারিশ;

(গ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন।"।

১১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান দ্বারা বা প্রবিধানের অবর্তমানে কমিশনের নির্বাহী আদেশ দ্বারা উক্ত চার্জ এবং ফিসের হার, বা উহা গণনার পদ্ধতি নির্ধারণ।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নোট সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**নোট**: যেকোনো লাইসেন্স বা পারমিটের আবেদনের জন্য আবেদন ফি হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ কমিশনের নিজস্ব তহবিলে জমা হইবে, তবে আবেদন মঞ্জুর হইলে নির্ধারিত লাইসেন্স বা পারমিট ফি তাৎক্ষণিকভাবে প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা হইবে।"।

১২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৫। কর অব্যাহতি।—কমিশন উহার কোনো সম্পদ ধারণ বা আয় বা প্রাপ্তির জন্য কোনো প্রকার আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না এবং উক্ত কর প্রদান হইতে কমিশনকে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করা হইল।"।

১৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন উহার প্রাপ্য সকল ফিস, চার্জ, প্রশাসনিক জরিমানা এবং অন্যবিধ সকল পাওনা আদায়ের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর 'সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান' এর আর্থিক তথ্য তলব ও ব্যাংক হিসাব জব্দ করতঃ আদায়ের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অনুরোধ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি, আধা-সরকারি, সায়ত্বশাসিত বা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।"।

১৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২৮ এ উল্লিখিত "১২০ (একশত বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "সুশৃংখল উন্নয়ন এবং উহাতে উৎসাহ দান" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রবর্তন করা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "নিয়ন্ত্রণ" শব্দের পরিবর্তে "রেগুলেশন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঙ) এর প্রান্তস্থিত দাড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (চ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(চ) যে কোনো স্বীকৃত ডিজিটাল ডিভাইড (ডিজিটাল বৈষম্য) দূরীকরণে ভূমিকা পালন।"।

১৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঝ) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ দফা (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ), (ত), (থ), (দ) ও (ধ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) ইন্টারমিডিয়ারি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারমিডিয়ারি এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, এবং এতদসংক্রান্ত নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান ও গাইডলাইন বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(ট) টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট ডাটা সেন্টার স্থাপন, পরিচালনা বা ডাটা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান ও গাইডলাইন বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(ঠ) নূতন নূতন প্রযুক্তির উদ্ভাবন,ব্যবহার, গবেষণা, পরীক্ষামূলক চালু করণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান ও গাইডলাইন বা প্রবিধানমালা প্রণয়ন;

(ড) জাতীয় রেডিও স্পেকট্রামের কার্যকর ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশনে বিশেষায়িত বিভাগ থাকিবে, যাহা স্পেকট্রাম এর প্রকৃত ব্যবহার নির্ণয়, বরাদ্দকৃত স্পেকট্রামের মানসম্মত ব্যবহার পর্যবেক্ষণ, Interference বা অবৈধ সিগন্যাল-এর উৎস শনাক্তকরণ, স্পেকট্রাম নয়েজ (spectrum noise) বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা যাচাই সম্পাদন, ইত্যাদি কার্যক্রম উপযুক্ত কারিগরি ব্যবস্থা (technical measures) ও যন্ত্রপাতি (equipment) ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদন;

(ঢ) টেলিযোগাযোগ খাতে নূতন প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশনে বিশেষায়িত বিভাগ থাকিবে, যাহার কার্য হইবে প্রয়োজনীয় রেগুলেটরি টুলস প্রয়োগ ও হালনাগাদ করণ; এতদসংক্রান্ত জ্ঞান হস্তান্তর (Knowledge Transfer) এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন; গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন (Research and Development) কার্যক্রম সম্পাদন;

(ণ) বৈশ্বিক প্রযুক্তির গতিপথ ও রূপান্তর (Network Evolution) পর্যবেক্ষণ এবং বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতকে সেই অনুযায়ী প্রস্তুত করিবার সুপারিশ প্রদান এবং দেশের টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে ব্যবহৃত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার-এর মান, নিরাপত্তা ও কর্মক্ষমতা তদারকি;

(ত) জাতীয় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ ও প্রস্তাবনা প্রদান করা, নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ;

(থ) বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির গতিপথ এবং রূপান্তর পর্যবেক্ষণ এবং সে মোতাবেক বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতকে প্রস্তুত হতে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(দ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে অভিযোজন (adaptation) ও প্রশমন (mitigation) সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জ্বালানি দক্ষতা (energy efficiency) বৃদ্ধিসাধন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;

(ধ) টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অবকাঠামো ভাগাভাগি (sharing) সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা জারীকরণ।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "মন্ত্রীকে" শব্দের পরিবর্তে "সরকারকে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সম্মেলনে বা বিদেশী সংস্থার সহিত অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সরকারকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;";

(ই) দফা (থ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (থ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(থ) জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর নিয়মিত জনসংযোগ ও প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একটি গণশুনানীর ব্যবস্থা করা।"।

১৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩১। কমিশনের ক্ষমতা।—(১) ধারা ৩০ এ বর্ণিত কমিশনের দায়িত্ব ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য কমিশন, এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রিক ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে—

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান, বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে লাইসেন্স এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ;

(আ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ ও ইহা ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদান, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পরিবীক্ষণ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা;

(খ) এই আইন, বিধি, প্রবিধান, লাইসেন্স, পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের শর্ত ভঙ্গ করিবার ব্যাপারে উহার ধারকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও অন্যান্য দাবীর উপর তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) পরিচালনকারীগণের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধনের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) সরকারের সাধারণ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে পরিচালনকারী কর্তৃক ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন দাখিলকৃত ট্যারিফ, চুক্তি বা ব্যবস্থা বা উহাদের কোনো অংশ এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইলে উহা স্থগিতকরণ বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশ নামঞ্জুর এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(ছ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ; এছাড়াও ট্যারিফ নির্ধারণ এবং পরিবর্তনে এই আইনের বিধান বাস্তবায়ন;

(জ) পরিচালনকারীগণের মধ্যে আন্তঃসংযোগ এবং অবকাঠামো ভাগাভাগি (Infrastructure Sharing) ব্যবস্থাদির জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে শর্তাবলি নির্ধারণ এবং তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি;

(ঝ) পরিচালনকারীগণের কর্মকাণ্ডের যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ;

(ঞ) এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি এবং কমিশনের নির্দেশনা পালিত হইতেছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য পরিচালন পদ্ধতি (Operator's Procedure and Systems) নিরীক্ষা করানো, এবং পরিচালনকারীগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশদান;

(ট) কমিশনের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং বহি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সুযোগ যাহাতে কমিশন পায় তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য পরিচালনকারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান;

(ঠ) কোনো এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো পরিচালনকারীর একচেটিয়া ব্যবসা থাকিলে তাহার মূলধন ব্যয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও তৎসম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত পরিকল্পনা দাখিলের জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ প্রদান;

(ড) এই আইনের অধীন কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে উহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;

(ঢ) এই আইনের বিধানাবলি পালন করিবার বিষয় নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন (enforcement) আদেশ জারি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়;

(ণ) এন্টেনা ব্যবস্থাদিসহ বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রতিটি স্থান অনুমোদন এবং প্রতিটি মাস্তুল, স্তম্ভ এবং এন্টেনা, ধারক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ অনুমোদন;

(ত) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের আবেদনকারী বা ধারক কর্তৃক প্রস্তাবিত বা বিদ্যমান বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উহার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এবং উক্ত যন্ত্রপাতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে, কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ যে কোনো তথ্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান;

(থ) টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ;

(দ) এই আইনের অধীন পরিচালিত কমিশনের কাজকর্মের ব্যাপারে অনুসরণীয় বিষয়াদি, লাইসেন্সধারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অনুসরণীয় বিষয়াদি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতিসহ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা যন্ত্রপাতি, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ও বেতার যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনুসরণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ধ) এই উপ-ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে এই আইনে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকিলে সেই ব্যাপারে প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ;

(ন) দেশের সর্বত্র রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যম সম্প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং সম্প্রচার সেবার ধারাবাহিকতা, মান ও সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(প) কমিশনের লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কোনো বিরোধের উদ্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যদি উহা নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করা এবং কমিশনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রদত্ত লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক মান্যকরণ বিষয়ে তদারকি; এবং

(ফ) সকল লাইসেন্সধারীর আইনানুগ ইন্টারসেপশন LI (Lawful Interception) এর কারিগরি compliance মান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কার্যসম্পাদন।"।

১৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৩২ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৩২ক। কমিশনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা।**—(১) কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত, খরচ ও নির্দেশাবলি আইনানুগ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালিত হইবে।

(২) কমিশনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে, তবে জাতীয় নিরাপত্তা বা গোপনীয়তার কারণে ইহার ব্যতিক্রম করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকিতে হইবে।

(৩) ধারা ২৮ এ বর্ণিত কমিশনের প্রতিবেদনে ট্যারিফ নির্ধারণ ও সংশোধন, লাইসেন্স ইস্যু সহ এই সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, জরিমানা আরোপ, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) কমিশন তাহার কমিশন সভার কার্যবিবরণী সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে"।

১৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণ এবং এই খাতে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন সাধন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(খখ) স্থল, রেল ও নৌযোগাযোগ পথ, দুর্গম অঞ্চল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকাসহ দেশের সর্বত্র মৌলিক টেলিযোগাযোগ সেবা ও অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রসারণের জন্য (access to basic connectivity for all) দায়িত্বপালন এবং আন্তঃ মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় সাধন;"।

(আ) দফা (গ) ও (ঘ) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ দফা (গ) ও (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) একটি কার্যকর ও আধুনিক জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত বিনিয়োগে উৎসাহদান;

(ঘ) নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং এই ব্যাপারে আগ্রহী আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;"।

(গ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) টেলিযোগাযোগ, ডাক ও তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ, সমন্বয়, তদারকি ও বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে, যথা:—

(ক) জাতীয় টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো সম্পর্কিত নীতি, আইন ও বিধি প্রণয়ন;

(খ) টেলিযোগাযোগ খাতের কার্যকর আন্তঃখাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং জনগণের জন্য সমন্বিত ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে, মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি সংস্থার সহিত নীতিগত, কৌশলগত ও কার্যকর সমন্বয় রক্ষা ও উন্নয়ন; ই-হেলথ, ই-এডুকেশন, ই-অ্যাগ্রিকালচার, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং ও অনুরূপ আন্তঃখাতীয় সেবা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(গ) সরকারি মালিকানাধীন টেলিযোগাযোগ, নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো সম্পর্কিত সংস্থাসমূহের নীতি, পরিকল্পনা, দক্ষতা উন্নয়ন, সম্পদ ব্যবহার এবং সমন্বিত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতিগত ও কৌশলগত সমন্বয় রক্ষা; এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্ব, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারণে দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) যেসকল প্রযুক্তি 'এন্ড অফ লাইফ সাইকেল' এ পৌঁছাবে, উহাদের রূপান্তর ও প্রতিস্থাপন কৌশল এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) যেকোনো নূতন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বেস্ট প্র্যাক্টিসসমূহ স্টাডি করতঃ সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের রিটার্ন বিবেচনায় তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তির বাস্তবায়নের উপর সমীক্ষা পরিচালনা এবং অপ্রমাণিত প্রযুক্তিতে তরঙ্গ বরাদ্দ এবং বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করণ;

(চ) এই ধারার আওতায় আনিত বা প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি নির্ধারণ এবং নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী মূল্যায়ন (periodic review);

(ছ) জাতীয় উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং উদীয়মান প্রযুক্তির যুগে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে-

(অ) টেলিযোগাযোগ খাতে ডেটা সার্বভৌমত্ব তত্ত্বাবধান;

(আ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সক্ষম নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন;

(ই) টেলিযোগাযোগ খাতে সাইবার নিরাপত্তা ও স্থিতিস্থাপকতা তদারকি;

(ঈ) ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান;

(উ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রদান;

(ঊ) টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব বাস্তবায়ন;

(ঋ) টেলিযোগাযোগ খাতে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম উন্নয়ন;

(এ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা ও নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করণে একাডেমিয়া প্রস্তুতকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন;

(ঐ) ক্রস-সেক্টর ইন্টার অপারেবিলিটি ও ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ও) টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতের রপ্তানি ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন।"।

২০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৩৪। সরকারের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের আওতায় সরকার—

(ক) আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি অনুসারে বা কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের অধিকার বা দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) সময় সময় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় বিবেচনা ও তৎসম্পর্কে সুপারিশের জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে;

(গ) উহার বিবেচনামতে যে কোনো যথাযথ বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ এবং সম্প্রচারের কারিগরি কোনো বিষয়ে, যাহা উক্তরূপে যোগাযোগের সহিত সম্পর্কিত, এর উপর গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে বা অর্থ যোগান দিতে বা উহাতে সহায়তা করিতে পারিবে;

(ঙ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সম্মেলন বা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(চ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে নির্দেশনা (guidelines) জারি এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারিবে;

(জ) মৌলিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে জনস্বার্থে প্রয়োজনমত সেবাদাতা কোম্পানি গঠন ও পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন সাহায্যকারী হিসাবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করিবে।"।

২১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত দাড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি আমদানি বা রপ্তানি করিবেন না বা দখলে রাখিবেন না বা ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন বা বাজারজাত, প্রদর্শন ইত্যাদি করিবেন না।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেনো, সকল নাগরিককে বৈষম্যহীনভাবে টেলিযোগাযোগ সংযোগ ও সেবা প্রদান, এবং অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ উন্মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) বা ওয়ার্ল্ড রেডিও কমিউনিকেশন কনফারেন্স (WRC) কর্তৃক ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন স্পেকট্রাম (IMT) তরঙ্গ সর্বদা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং ইতোপূর্বে কোনো কারণে IMT তরঙ্গ WRC অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কার্যে বরাদ্দ দেওয়া হইলে তাহা, কমিশন যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত অবমুক্ত করিবার বাধ্যবাধকতা পালন করিবে এবং এই ধারার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনকে অবহিতকরণ করিতে হইবে।

নোট:—আন্তর্জাতিক মোবাইল টেলিযোগাযোগ (IMT) তরঙ্গ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বজায় রাখা আবশ্যক। তদুপরি, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন (TS 36.101 বা হালনাগাদকৃত সর্বশেষ ভার্সন) অনুসারে বিভিন্ন জেনারেশনের তরঙ্গ ব্যান্ড (4G, 5G, 6G ইত্যাদি) ও তাহার সহায়ক ব্যান্ডউইথ নির্ধারিত রহিয়াছে, যাহা আন্তর্জাতিকভাবে IMT তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশক মানদণ্ড (reference framework) হিসাবে বিবেচিত হইবে।"।

২২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "টেলিযোগাযোগ লাইসেন্স প্রদান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ধারা ৩৫(১) এর দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কার্যাবলির জন্য নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি সাপেক্ষে টেলিযোগাযোগ খাতে লাইসেন্স প্রদানের এখতিয়ার কমিশনের; এবং এইরূপ লাইসেন্সের জন্য কমিশনের নিকট শর্তপূরণসাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট আবেদন করিতে হইবে এবং কমিশন, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে লাইসেন্স, পারমিট বা নিবন্ধনপত্র প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স' প্রদানের প্রস্তাবসমূহ কমিশন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং সরকার উক্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা করিয়া সরকারের পূর্বানুমোদন কমিশনকে প্রদান করিবে, এবং কমিশন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বানুমোদন অনুসরণ করিয়া জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সের সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা বাজার কাঠামো, প্রতিযোগিতা, প্রবেশগম্যতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল অর্থনীতির স্বার্থ রক্ষার্থে সময় সময় স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্টাডি করিয়া তাহা কমিশন নিরূপণ করিবে এবং এরূপ স্টাডি টেলিযোগাযোগের সর্বশেষ প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন স্বনামধন্য টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সম্পাদন করিতে হইবে;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স সংক্রান্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং কারণসহ প্রদানকৃত বা প্রত্যাখ্যাত তালিকা কমিশন অনলাইনে প্রকাশ করিবে;

(গ) কোনো জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স হস্তান্তর, একীভূতকরণ (merger), শেয়ার হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উপর সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে;

(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স ব্যতীত অন্যান্য লাইসেন্স, অস্থায়ী বা পরীক্ষামূলক লাইসেন্স, পারমিট, ও এনলিস্টমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিশন এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করিতে পারিবে এবং এইধরনের লাইসেন্স সংক্রান্ত আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনটি সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(ঙ) প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিয়ে জনস্বার্থে সরকার টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের পলিসি/নীতি/গাইডলাইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করিতে পারিবে"।

(গ) উপ-ধারা (২) এর "কমিশন উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনাপূর্বক সরকারের নিকট লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদন, এই আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে," শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "কমিশন উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন, এই আইন অনুসারে, মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এইরূপ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (অ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(অ) আদালত কর্তৃক বা সরকারিভাবে স্বীকৃত মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি হন;";

(ঙ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (উ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঋ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(ঋ) একই ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের কোনোও সদস্যের নামে বা বেনামে সচল লাইসেন্স থাকে এবং একই ব্যক্তি বা পরিবার একাধিক লাইসেন্সের বেনেফিশিয়ারি হন;";

(চ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "কমিশন" শব্দের পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিজ্ঞপ্তির" শব্দ এবং "টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিজ্ঞপ্তি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) কমিশন—

(ক) উক্ত আবেদন দাখিল হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মঞ্জুর করিবার বা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে; এবং মঞ্জুর করিবার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবে ও সিদ্ধান্ত অনুসারে লাইসেন্স ইস্যু করিবে;

(খ) উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি না মঞ্জুর করিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কারণসহ নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবে; বা

(গ) উক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সম্ভাব্য বিলম্বের বিষয়টি উক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বা পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে এবং উক্ত সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।"।

২৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৩৭। লাইসেন্সের শর্তাবলি।**—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী অনুমোদন ব্যতিরেকে, কোনো লাইসেন্স বা উহার অধীন অর্জিত স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর হইবে ফলবিহীন (void)।

(২) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যেকোনো শর্ত লাইসেন্সে উল্লেখ থাকিবে এবং কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে অতিরিক্ত শর্ত উহাতে সংযোজন করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় লাইসেন্সে নিম্নবর্ণিত যে কোনো বা সকল বিষয়ে যথাযথ শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে, যথা:—

(ক) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইন বা প্রবিধান পালন;

(খ) পল্লী এলাকায় এবং অপেক্ষাকৃত কম বসতিপূর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে উল্লেখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সধারীর সেবা-প্রদান-ক্ষমতার অন্যূন ১০% (শতকরা দশ ভাগ) উক্ত এলাকায় সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা;

(গ) লাইসেন্স আবেদন বা মঞ্জুর বা নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফি বা চার্জ পরিশোধ।

(ঘ) এই আইনের অধীন কমিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হয় এইরূপ দলিল, হিসাব, প্রাক্কলন, রিটার্ন বা অন্য কোনো তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে কমিশনের নিকট সরবরাহ;

(ঙ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ—

(অ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের অধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা তদধীন প্রদেয় সেবা সংক্রান্ত ট্রান্সমিশন প্ল্যান, সিগন্যালিং প্ল্যান, সুইচিং প্ল্যান এবং নাম্বারিং প্ল্যান এর ব্যাপারে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুযায়ী লাইসেন্সধারী কর্তৃক তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা (design) ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং এই সকল পরিকল্পনা হইতে ব্যত্যয় ঘটানো বা পরিলক্ষিত হইবার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং উহার বাস্তবায়ন;

(আ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্তা, সংকেত বা যে কোনো ধরনের তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য যে যে পথ (Route) ও পদ্ধতি (System) ব্যবহৃত হয় তৎসম্পর্কে কমিশনকে সময় সময় অবহিতকরণ;

(চ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা, উহাদের পরিধি (coverage) এবং মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্দিষ্টকরণ;

(ছ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক কোনো সেবা, সংযোগ বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে বিরত থাকা;

(জ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এমন একটি তথ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিল, মূল্য, নির্দেশিকা, অনুসন্ধান এবং অভিযোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গ্রাহকগণের জন্য সহজলভ্য হয়;

(ঝ) লাইসেন্সধারী কোনো কোম্পানি, সমিতি, বা অংশীদারি কারবার হইলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা, যথা:—

(অ) উক্ত কোম্পানি, সমিতি, বা অংশীদারি কারবারের শেয়ার মূলধনে বা মালিকানায় এমন কোনো পরিবর্তন যাহার ফলে উক্ত লাইসেন্সের দ্বারা অনুমোদিত কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রণ আংশিক হস্তান্তরিত হয়; বা

(আ) উক্ত কোম্পানি, সমিতি বা কারবার অন্য কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত (merged) হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন বিবেচনা করিবে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা একীভূতকরণের ফলে যে ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবেন তিনি বা উহা লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কি না এবং অনুমতি প্রদানের ফলে লাইসেন্সকৃত কাজ-কর্ম ব্যাহত হইবে কি না;

(ই) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সধারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূলধনে বা মালিকানায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঞ) প্রদত্ত সেবার চার্জ এবং উক্ত সেবা গ্রহণের ব্যাপারে প্রযোজ্য শর্তাবলি সম্পর্কে, নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, লাইসেন্সধারী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

(ট) ভূগর্ভস্থ কেবল, শূন্যে ঝুলন্ত লাইন ও আনুষংগিক স্থাপনার কারণে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সধারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) জরুরি অবস্থায় কিভাবে লাইসেন্সধারী তাহার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখিবেন বা ক্ষেত্র বিশেষে পুনরায় চালু করিবেন উহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কমিশনের নিকট উহা দাখিল;

(ড) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের রক্ষণ, হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি;

(ঢ) লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তানুসারে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বাস্তবে মানসম্মত সেবা প্রদানসহ কারিগরি মান বজায় রাখা ও অন্যান্য কারিগরি শর্তাবলি পূরণ;

(ণ) প্রচলিত আইন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে লাইসেন্সধারীর বাধ্যবাধকতা;

(ত) কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।"।

২৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৩৮। লাইসেন্স নবায়ন।**—জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স ব্যতীত এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফিস বা অন্যবিধ অর্থ প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে, এবং প্রবিধানের অবর্তমানে কমিশন প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা ঐ সকল বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।"।

২৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৩৮ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৩৮ক। লাইসেন্স নবায়নে বিবেচ্য বিষয়াদি।**—(১) লাইসেন্স নবায়ন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ন ও মানদণ্ড, অনুসারে সম্পাদিত হইবে, এবং লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদন, নিয়ম-নীতি প্রতিপালন, বিনিয়োগ, সেবা মান ও গ্রাহক সন্তুষ্টিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিক বিবেচনায় লইয়া কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়ন অনুমোদন বা শর্তসাপেক্ষে নবায়ন করিবে।

(২) মানদণ্ড সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি, নাম্বারিং পদ্ধতি ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

২৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৩৯। লাইসেন্সের শর্তাবলি সংশোধন।**—(১) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স ব্যতীত কমিশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদধীন ইস্যুকৃত যে কোনো লাইসেন্সের যে কোনো শর্ত এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা বাতিলকরণের মাধ্যমে সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) কমিশন স্বীয় উদ্যোগে লাইসেন্সে কোনো শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে প্রস্তাবিত সংশোধনের কারণ উল্লেখ করিয়া লাইসেন্সধারীকে তৎসম্পর্কে তাহার বক্তব্য অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপস্থাপনের সুযোগ দিয়া একটি নোটিশ প্রদান করিবে এবং তৎপ্রেক্ষিতে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করা হইলে কমিশন তাহা বিবেচনাক্রমে বিষয়টি সম্পর্কে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিশন কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত মনে করিলে লাইসেন্সের কোনো শর্ত সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্সের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) প্রযুক্তিগত ও বাজার চাহিদা এবং অপরাপর মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও চাহিদা আমলে নিয়া সরকার কমিশনের পরামর্শক্রমে লাইসেন্সের শর্তাবলি সংশোধন করিতে পারিবে।"।

২৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৪০। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারে অনুমতিদানের উপর বাধা নিষেধ।**—(১) কোনো পরিচালনকারী, কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পারমিট ব্যতীত, তাহার লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোনো স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বা ফিস বা অন্য কোনো ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি বা সুযোগ প্রদান করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে, পরিচালনকারী কোনো আবেদন করিলে, কমিশন প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত অনুমতি প্রদত্ত হইলে লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা বা সেবা প্রদানের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব পড়িবে না তাহা হইলে, কমিশন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য একটি পারমিট ইস্যুর মাধ্যমে, উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুসারে পারমিটে প্রয়োজনীয় শর্তও আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ইস্যুকৃত পারমিটে উল্লিখিত শর্ত লংঘিত হইলে কমিশন যে কোনো সময় পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) কোনো পরিচালনকারী উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি—

(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং

(খ) পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা ৭৫ (পঁচাত্তর) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

২৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৪১। লাইসেন্সধারীর দায় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে কমিশনের এখতিয়ার।**— টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যাপারে লাইসেন্সধারী কোনো ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব দায় সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে কোনো শর্ত আরোপ করিলে এবং কমিশন উক্ত শর্ত অযৌক্তিক মনে করিলে তাহা বাতিল করিবার জন্য কমিশন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে লাইসেন্সধারী বাধ্য থাকিবেন।"।

২৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে," শব্দগুলির ও কমার পরিবর্তে "এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, সরকার ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of 1982)" শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of 1982)" শব্দগলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন)" শব্দগুলি কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৪৬। লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।**—(১) জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন কর্তৃক স্থগিত বা বাতিল করিতে হইবে। তবে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো লাইসেন্স ব্যতীত কমিশন যে কোনো লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যদি যুক্তিসংগত কারণে কমিশন মনে করে যে, লাইসেন্সধারী—

(ক) বর্তমানে এমন ব্যক্তি যিনি লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী হইলে উপ-ধারা ৩৬(৩) এ উল্লিখিত কারণে তাহার আবেদন নামঞ্জুর হইত;

(খ) উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স হাসিল করিয়াছেন;

(গ) লাইসেন্সে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উহাতে উল্লিখিত সেবা প্রদান শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(ঘ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের কোনো বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভংগ করিয়াছেন অথবা গাইডলাইনে বর্ণিত লাইসেন্স অবলিগেশন এবং কি-পারফর্মেন্স-ইনডেক্স সম্পর্কিত বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়াছেন;

(ঙ) আইন, বিধি, লাইসেন্সের শর্ত বা কমিশনের নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়াছেন;

(চ) অবৈধ কার্যক্রমে জড়িত রহিয়াছেন, যেমন- অননুমোদিত ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার, অবৈধ বার্তা বা কল ট্রাফিক আদান-প্রদান, কিংবা অন্য কোনো অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন জনস্বার্থে, জাতীয় নিরাপত্তা বা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে উক্তরূপ লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।"।

৩২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত "অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্ততঃ দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও অনলাইন মিডিয়ায় বা কমিশনের ওয়েবসাইটে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৪৮। ট্যারিফ অনুমোদন।**—(১) পরিচালনকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান শুরু করিবার পূর্বেই উক্ত সেবা বাবদ প্রদেয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার বিশিষ্ট একটি ট্যারিফ প্রস্তাব কমিশনের নিকট পেশ করিবেন এবং উহা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচালনকারী উক্ত সেবা প্রদান বা সেবা বাবদ কোনো ধরনের চার্জ আদায় শুরু করিবেন না।

(২) কমিশন বা সরকার ট্যারিফ প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) নতুন ট্যারিফ নির্ধারণ এবং বড় ধরনের আর্থিক প্রভাব (২.৫% এর বেশি ফি বা ট্যারিফ বৃদ্ধি বা হ্রাস) বিদ্যমান এমন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে এবং কমিশন অন্যান্য ছোট পর্যায়ের ট্যারিফ পরিবর্তন এবং মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন ট্যারিফ পেশ করিবার সময় পরিচালনকারী উক্ত ট্যারিফ নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংযুক্ত করিবে।

(৫) পেশকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিলে উহা জনসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য কমিশন তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্যাদিও উহাতে সন্নিবেশ করিতে পারিবে।

(৬) পরিচালনকারী কর্তৃক ট্যারিফ পেশ করিবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এখতিয়ারাধীন ক্ষেত্রে কমিশন—

(ক) সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন করিবে, বা তদস্থলে একটি বিকল্প ট্যারিফ প্রতিস্থাপন করিবে বা একটি বিকল্প ট্যারিফ দাখিলের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবে;

(খ) উক্ত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পেশকৃত ট্যারিফ নামঞ্জুর করিবে এবং উহা নামঞ্জুর করিবার পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে উহার কারণ উক্ত ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বা উহার পরবর্তী ০৩ দিনের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে এবং কত দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কমিশন ইচ্ছুক তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে, তবে এই বিলম্ব ১৫ (পনের) দিনের বেশি হইবে না।

(৭) সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন এমন ট্যারিফের ক্ষেত্রে কমিশন পর্যালোচনাসহ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৮) কমিশন সকল টেলিযোগাযোগ সেবার ট্যারিফ পলিসি নিয়মিত পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনে গ্রাহক স্বার্থ, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মুদ্রাস্ফীতি ও প্রতিযোগিতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিবে।"।

৩৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "সরকার কর্তৃক" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লিখিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "কমিশন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "কমিশন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দুইবার উল্লিখিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "কমিশন" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) কমিশন টেলিযোগাযোগ সেবার বিভিন্ন শ্রেণিকরণের ভিত্তিতে, যেমন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবা, বা দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, বিশেষ হ্রাসকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিতে পারিবে এবং ইন্টারনেটের নৈতিক এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বিশেষ ধরনের সেবা, যা জনকল্যাণের বিপরীত, সেসব ব্যবহারের জন্য বিশেষ ট্যারিফ বা চার্জ প্রযোজ্য করিতে পারিবে।"

৩৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৫২ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৫২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৫২ক। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও টেলিযোগাযোগ সেবা বা পরিষেবার সুরক্ষা।**—(১) কমিশন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করিয়া নিরাপদ ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিধি-বিধান বা গাইডলাইন অথবা নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং টেলিযোগাযোগ সেবা বা পরিষেবার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিশন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট, উদ্ভূত, প্রেরিত, গৃহীত অথবা সংরক্ষিত ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করিবার কার্যক্রম (for preparing analytics) গ্রহণ করিতে পারিবে বা এতদকার্যক্রম সম্পর্কে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ট্রাফিক বা ইন্টারনেট ডাটা" অর্থ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে উৎপন্ন, প্রেরিত, প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত কোনো ডেটা, টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত ডেটার ধরন রাউটিং, সময়কাল বা সময় সম্পর্কিত ডেটা, ডেটা প্যাকেট, আইপি ইত্যাদি তথ্য।

(৩) কমিশন প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার যে কোনো অংশ যাহার জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা বা পরিষেবা ব্যাহত হইতে পারে এবং ইহার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক, জাতীয় ঐক্য ও জননিরাপত্তাকে প্রভাবিত করিতে পারে, সেই টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের অংশকে "গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো" হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামোর মান, নিরাপত্তা অনুশীলন, প্রয়োজনীয় উন্নয়ন এবং পরিচালনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কমিশন প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক বা ব্যবস্থার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো মনিটরিং বা সাইবার আক্রমণ প্রতিহতকরণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত ও হয়রানি রোধকল্পে কমিশন অভিভাবকবৃন্দের তত্ত্বাবধান (প্যারেন্টাল কন্ট্রোল) এর কারিগরি সুযোগ এবং ইহার প্রয়োগ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বয়স-ভিত্তিক যাচাই পদ্ধতি নিশ্চিত করিতে পারিবে এবং তদবিষয়ক বিস্তারিত পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৩৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো ব্যক্তি কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স বা তরঙ্গ বরাদ্দ ব্যতিরেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বা আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় বা উহার উপরস্থ আকাশসীমায় বেতার যোগাযোগের উদ্দেশ্যে কোনো বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবহার করিবেন না বা কোনো বেতার যন্ত্রপাতিতে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যতীত অন্য কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করিবেন না।";

(খ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত "৩০০ (তিনশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৯৯ (নিরানব্বই) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি এবং "১ (এক) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১০ (দশ) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) ও (৯) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৮) এই ধারার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বা বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বা ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর যোগ্য নহে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে তরঙ্গ বিক্রয় (Trading), শেয়ারিং (Sharing), লিজিং (Leasing) এবং সমর্পণ (Surrender) করা যাইবে, অন্যথায় তাহা ফলবিহীন হইবে।

(৯) তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য কমিশন তরঙ্গ ব্যান্ড রি-ফার্ম (Re-Farm) করিতে পারিবে।"

৩৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একজন কমিশনার, অর্থ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি ও অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিশনার উক্ত কমিটির সভাপতি হইবেন।"।

৩৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) ও (৮) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৭) উন্নত টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি, বেতার তরঙ্গ প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা এবং পলিসি গবেষণার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবে।

(৮) টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতির কারিগরি গ্রহণযোগ্যতার সনদ বা টাইপ এপ্রুভাল (Type Approval) ইস্যুর উদ্দেশ্যে কমিশন প্রয়োজনীয় টেস্ট এবং সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরি স্থাপন করিতে পারিবে।"।

৩৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫৮। তরঙ্গ পরিবীক্ষণ এবং তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন ও নিয়ন্ত্রণ শর্তাবলি।—(১) বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২১ নং আইন) ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় (Territorial Waters) এবং উক্ত ভূখণ্ড ও সমুদ্রসীমার উপরস্থ আকাশে বেতার যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা হইতে সকল প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন (Emission), পরিবীক্ষণ ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কমিশন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) তরঙ্গের অবৈধ ব্যবহার রোধকরণ এবং তরঙ্গের ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা (Harmful Interference) নিরসনের জন্য কমিশন একটি শক্তিশালী ও কার্যকরী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ (Spectrum Monitoring) ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) কমিশন টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তড়িৎ-চৌম্বক বিকিরণ (Electromagnetic Field- EMF) ও তড়িৎ-চৌম্বক সামঞ্জস্যতা (Electromagnetic Compatibility – EMC) সম্পর্কিত মানদণ্ড নির্ধারণ, পরিমাপ, বিশ্লেষণ, পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ করিবে; এবং ইহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কমিশনে বিশেষায়িত কারিগরি বিভাগ বা ইউনিট থাকিবে, যাহা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি ব্যবস্থার মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।"।

৪০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৫৯ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৫৯ক। ডিজিটাল অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা।—(১) কমিশন একটি ডিজিটাল অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Online Complaint Management System) প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহার মাধ্যমে গ্রাহক ধারা ৫৯ এর অধীন কমিশন বরাবর অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে;

(২) অভিযোগ দাখিলের পর—

(অ) ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগটি কার্যত গ্রহণ (Acknowledgement & Initial Action) করিতে হইবে;

(আ) ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে গ্রাহক অভিযোগ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করিবে এবং অভিযোগ যথাযথভাবে সমাধান না হইলে এবং গ্রাহক ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী বা সেবাদানকারীকে আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।"

৪১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬০ এ উল্লিখিত "কর্মকর্তাকে" শব্দটির পরিবর্তে "উপযুক্ত কর্মকর্তাকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৪৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) উক্ত লঙ্ঘনকারীর উপর অনধিক ৯৯ (নিরানব্বই) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশের পর যতদিন লঙ্ঘন চলিতে থাকিবে উহার প্রতিদিনের জন্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে:"।

৪৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে কমিশন তাহার উপর অনধিক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৯৯ (নিরানব্বই) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৪৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৫। প্রশাসনিক জরিমানা।—(১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধানে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা রহিয়াছে, উহার অতিরিক্ত হিসাবে কমিশন, এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অনধিক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ সত্ত্বেও লঙ্ঘনকারীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে, তবে এরূইপ জরিমানার বিধান কোম্পানির বিনিয়োগ এবং টার্নওভারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে প্রয়োগ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৩৫(১), ৫৫(১) এবং ৫৭(২) লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপণীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ধারা বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন কার্যক্রম গ্রহণ না করিলে, সেই ক্ষেত্রে কমিশন লঙ্ঘনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবে যে, তিনি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর তাহার দোষ স্বীকার করিয়া নোটিশে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের মাধ্যমে দায়মুক্ত হইতে পারেন এবং এই ব্যাপারে তাহার কোনো বক্তব্য থাকিলে তাহাও উপস্থাপন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত লঙ্ঘনের ব্যাপারে—

(ক) এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রাসংগিক তথ্যাদিসহ নির্ধারিত নোটিশের ফরম পূরণ এবং দস্তখত করিয়া উক্ত নোটিশ—

(অ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করিবেন; অথবা

(আ) উক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জানামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ বাসস্থান বা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকৃত লঙ্ঘনের যে সকল বিষয় বিবেচনা ও যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে এবং দোষ স্বীকারের ক্ষেত্রে আরোপণীয় প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ কত হইবে তাহাও নোটিশে উল্লেখ করিবেন;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত লঙ্ঘন—

(অ) স্বীকার করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক জরিমানা জমা দিতে পারিবেন;

(আ) স্বীকার করতঃ লঙ্ঘনের পরিস্থিতি বর্ণনাক্রমে উক্ত জরিমানা কমানোর জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে আবেদন করিতে পারিবেন; বা

(ই) অস্বীকার এবং উহার সমর্থনে তাহার লিখিত বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য পেশ করিয়া উক্ত জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতির জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) (গ) এর উপ-দফা (আ) বা (ই) এর অধীন আবেদন করা হইলে অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ধারা, বিধি বা প্রবিধানের অধীন আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা কমানোর জন্য বা উক্ত দায় হইতে অব্যাহতির জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নোটিশ গ্রহীতা তাহার লিখিত বক্তব্য দাখিল করিলে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা সমগ্র বিষয়টি বিবেচনাক্রমে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত প্রদান তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের (revision) জন্য কমিশনের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ আবেদন সম্পর্কে কমিশন সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক ও আবেদনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৬) লঙ্ঘনকারী উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত নোটিশে অভিযোগকৃত লঙ্ঘন স্বীকার করিয়া প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ জমা দিলে বা উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর অধীনে তাহার অনুকূলে দায় মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হইলে তদনুযায়ী তিনি দায়মুক্ত হইবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত লঙ্ঘন অপরাধ হিসাবে বা প্রদত্ত জরিমানা অর্থদণ্ড হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৭) কোনো লঙ্ঘনকারী এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার অধীন তাহার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা জমা না দিলে বা নোটিশের প্রেক্ষিতে হাজির না হইলে উক্ত লঙ্ঘন একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন।

(৮) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালার যে সকল বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপণীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট ধারার অধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিলে, উপ-ধারা (৪), (৫), (৬) ও (৭) এর বিধান অনুসৃত হইবে।"।

৪৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৬৬। বেতার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে মিথ্যা বার্তা, ইত্যাদি প্রেরণের দণ্ড।**—(১) কোনো ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম এবং লাইসেন্স ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মিথ্যা বা প্রতারণামূলক বিপদ সংকেত, বার্তা বা আহ্বান বা তথ্য-উপাত্ত (Content) প্রেরণ করিলে তাহা হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি—

(ক) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন; বা

(খ) আইনানুগ কারণ ব্যতিরেকে, যদি এমনভাবে কোনো যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার কোনো অংশ ব্যবহার, স্থাপন, পরিবর্তন বা পরিচালনা করেন বা উহা দখলে রাখেন যে, উক্ত যন্ত্রপাতি বা কৌশল বা উহার অংশবিশেষ উপ-ধারা (১) লঙ্ঘনক্রমে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতেছে বা উক্তরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছিল মর্মে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"।

৪৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৬ক এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৬৬ক। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্ব-এর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়িতে পারে এমন কার্যক্রম, ইত্যাদি পরিচালনার দণ্ড।**—(১) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো হইবে অপরাধ, যথা:—

(ক) জাতীয় নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) ঘৃণামূলক বক্তব্য প্রচার করা, যাহা সহিংসতা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নির্দেশ দেয়;

(গ) কৌশলগত ফাইবার নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্টার বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সার্ভার সিস্টেমে হ্যাকিং (অবৈধ অনুপ্রবেশ), ব্যাহতকরণ বা অন্য কোনো উপায়ে ক্ষতিসাধন করা;

(ঘ) দেশের অর্থনীতি বা আর্থিক স্বার্থ ক্ষতির উদ্দেশ্যে যেকোনো ধরনের প্রযুক্তিগত বা ডিজিটাল উপায়ে ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ করা;

(ঙ) দেশের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে যেকোনো ব্যান্ডের বেতার তরঙ্গে ব্যাঘাত ঘটাইয়া স্যাটেলাইট যোগাযোগ, বিমান যোগাযোগ, স্থল বা নৌ যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, বিভিন্ন জরুরি সেবা, জিপিএস বা নেভিগেশন ব্যবস্থা প্রতিহত করা;

(চ) ভুয়া জিও-লোকেশন বা নেভিগেশন সংকেত প্রেরণ করা, যাহা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে;

(ছ) বাল্ক এসএমএস প্রতারণা, বাল্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কল প্রতারণা বা সমন্বিত পরিচয়গত উপাত্ত প্রতারণা করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করা;

(জ) লক্ষ্যভিত্তিক তড়িৎ–চুম্বকীয় তরঙ্গ দূষণ সৃষ্টি করিয়া জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করা।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যেকোনো অপরাধ সঙ্ঘটন করিলে, তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড, অথবা অনধিক ৯৯ (নিরানব্বই) কোটি টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৪৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৬৭। বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দণ্ড।**— (১) কোনো ব্যক্তি—

(ক) আইনানুগ কারণ ব্যতীত বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগে বাধা দিলে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে; বা

(খ) কোনো বেতার যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ এর পথ রুদ্ধ করিলে অথবা রুদ্ধকৃত এই যোগাযোগ কোনো কাজে লাগাইলে অথবা উহাকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিলে, যদি এই কাজে উক্ত যোগাযোগ সূচনাকারী ব্যক্তির বা তিনি যাহার নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যোগাযোগ সূচনা করেন তাহার অনুমোদন বা সম্মতি না থাকে, তবে তাহা হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সঙ্ঘটন করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৪৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৬৮। কর্মচারী-কর্মকর্তা কর্তৃক টেলিযোগাযোগ বা বেতার যন্ত্রপাতি অপব্যবহারের দণ্ড।**—(১) নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ কোনো পরিচালনাকারীর কোনো কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্তৃক সঙ্ঘটিত হইলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এমন বার্তা প্রেরণ করা যাহা তাহার জানামতে মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর অথবা যাহা কোনো টেলিযোগাযোগ সেবার দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে কিংবা কোনো ব্যক্তির জীবন বা কোনো সম্পত্তির নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত করিতে পারে;

(খ) তাহার দায়িত্ব পালনের সময় কমিশনের কর্তৃক অনুমোদিত নহে এমন কোনো টেলিযোগাযোগ বা বেতার বার্তার প্রেরক, প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনো টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;

(গ) কমিশন বা আদালতের আইনগত কার্যধারা বা উহার অনুষঙ্গ কার্যক্রম ব্যতীত, শুধুমাত্র টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়া থাকা কোনো বার্তার প্রেরক, প্রাপক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য, বার্তা বা অন্য কিছু প্রেরণ বা গ্রহণের সময় -উহা প্রেরক, গ্রাহক বা কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে - নেটওয়ার্কের কোনো অংশে বাধা সৃষ্টি করা, অথবা উক্ত তথ্য, বার্তা বা অন্য কিছুর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৫০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এ উল্লিখিত "৫ (পাঁচ) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১.৫ (দেড়) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত ধারার শেষ প্রান্তে উল্লিখিত "হইবেন" শব্দের পর "এবং এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হইবে।" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "টেলিফোন" শব্দটির পরিবর্তে "টেলিযোগাযোগ মাধ্যমে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো ব্যক্তি যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত যদি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট এইরূপে বারবার সফল বা বিফল টেলি-সংযোগ স্থাপন বা উহার প্রচেষ্টা করেন যে, উহা উক্ত অন্য ব্যক্তির জন্য বিরক্তিকর হয় বা ক্ষতি করে, তাহা হইলে এইরূপ কাজ একটি অপরাধ হইবে এবং উহার জন্য দোষী ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং উহা অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।";

(গ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) যদি কোনো ব্যক্তি যুক্তি-সংগত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও ছবি বা ইত্যাদি ব্যক্তিগত শণাক্তযোগ্য, সংবেদনশীল বা বায়োমেট্রিক উপাত্ত নকল করিয়া কিংবা তাহা ব্যবহার করিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করে তাহা হইলে এইরূপ কাজ হইবে একটি অপরাধ, এবং ইহার জন্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হইবে।"।

৫২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭১। আড়িপাতার দণ্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিয়া অপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আলাপে ইচ্ছাকৃতভাবে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া আড়ি পাতেন, তাহা হইলে এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১.৫ (দেড়) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) বা অন্য কোনোও ধারায় যাহা কিছুই বলা থাকুক না কেনো, সিম ও ডিভাইস রেজিস্ট্রেশনের সহিত জড়িত উপাত্তের মাধ্যমে নাগরিকের উপর নজরদারি বা হয়রানি হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হইবে।"।

৫৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ পরিচালিত হয় এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিলে;";

(খ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত যন্ত্রপাতির ক্ষতিসাধন বা উহা অবৈধভাবে অপসারণ করিলে বা অবৈধভাবে উহার কার্যক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকল করিলে, বা সাইবার সুরক্ষা আইনে উল্লিখিত বে-আইনী হস্তক্ষেপ বা হ্যাকিং এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো কাজ করিলে,";

(গ) "১০০ (একশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৭২ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৭২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৭২ক। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে ব্যাঘাত বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা।—(১) কমিশন এর অনুমোদন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান;

(খ) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন;

(গ) টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর ক্ষতি সাধন; এবং

(ঘ) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে অবৈধ হস্তক্ষেপ এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোনো নেটওয়ার্ক বা সিস্টেমে সাইবার হামলার চেষ্টা বা সাইবার হামলার ইন্ধন বা সাইবার হামলার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক সেবায় কোনোরূপ বাধা তৈরি করলে তাহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩) কমিশন বা সরকারের যথাযথ লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো নিরাপত্তা সংস্থা বা কমিশন হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো অপারেটরের অনুমোদিত কর্মী বা অনুমোদিত প্রতিনিধি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা অপরের রূপ ধারণ (ছদ্মবেশ) এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ, হস্তক্ষেপ বা উপাত্ত (data) সংগ্রহ বা সংগ্রহের চেষ্টা বা উপাত্ত (data) হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "উপাত্ত" অর্থ কল এর বিবরণ (call detail record), ইন্টারনেট প্রোটোকল সংক্রান্ত উপাত্ত বা বিবরণ, ট্রাফিক ড্যাটা, গ্রাহক এর তথ্যাবলি, অপারেটর এর উপাত্ত বা তথ্যাবলি, নেটওয়ার্ক সিস্টেম এর উপাত্ত বা তথ্যাবলি এবং সংশ্লিষ্ট ড্যাটা/উপাত্ত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যে কোনো ধরণের অনুপ্রবেশ বা interception ।

(৪) কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোনো অপরাধের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৪৯ (উনপঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিবেন।"।

৫৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩০০ (তিনশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৯৯ (নিরানব্বই) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "৩০০ (তিনশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৯৯ (নিরানব্বই) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable) এবং উপ-ধারা ৬৬ক(১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য সকল অপরাধ জামিন যোগ্য (Bailable) হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ ও প্রশাসনিক জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" কমা, বন্ধনী, সংখ্যা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৯ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সঙ্ঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, উক্ত আইনের তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।"।

৫৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮২। আদায়কৃত প্রশাসনিক জরিমানা ও অর্থদন্ডের নিষ্পত্তি।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের অধীন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে, যাহা প্রজাতন্ত্রের সরকারী তহবিলে প্রদেয় হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন উল্লিখিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ জরিমানার বিষয়ে ধারা ৮২ক এর অধীন আপীল দায়ের অথবা ধারা ৮২খ এর অধীন সালিসি কার্যধারা শুরু করিতে পারিবে।"।

৬০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮২ক এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮২ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮২ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**৮২ক। আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি।**—(১) কমিশন কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে আপীলের উদ্দেশ্যে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, একটি আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(২) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা বা দায়রা জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন সদস্য সমন্বয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।"।

৬১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ৮২খ এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৮২ক এরপর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৮২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**৮২ক। সালিশ, ইত্যাদি।**—এই আইনের অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো অপরাধ ব্যতীত সালিসযোগ্য কোনো বিরোধ সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

৬২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো আবেদন বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কমিশন যদি মনে করে যে, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য উহার কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রস্তাবিত প্রয়োগের বিষয়ে বা অন্য বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গণশুনানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে গণশুনানীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্যারিফ নির্ধারণ বা সংশোধন, অথবা জনস্বার্থে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলিতে পারে এইরূপ যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যথাসম্ভব গণশুনানী আয়োজন করিতে হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (১০) এর পর যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১১), (১২) ও (১৩) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১১) কমিশন প্রতি ৪ (চার) মাসে অন্তত একবার গণশুনানী করিবে, যেখানে জনগণ ও অংশীদারগণ টেলিযোগাযোগ সেবা, ট্যারিফ, লাইসেন্স ও জনস্বার্থ-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন ও মতামত প্রদান করিতে পারিবেন।

(১২) গণশুনানীতে উত্থাপিত প্রত্যেকটি গঠনমূলক প্রশ্ন, সুপারিশ বা উদ্বেগ কমিশন একটি "গণশুনানী কার্যপর্যবেক্ষণ তালিকা" (Public Hearing Action Tracker) তে অন্তর্ভুক্ত করিবে, যেখানে—

(ক) প্রতিটি বিষয়ের অবস্থা (status), অগ্রগতির ধাপ (progress stage) ও সমাধানের আনুমানিক সময়সীমা (estimated timeline) প্রদর্শিত হইবে;

(খ) যদি কোনো বিষয় আইনত সময়সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে এবং তদসত্ত্বেও বিলম্ব ঘটে, তবে বিলম্বের কারণ উক্ত তালিকায় বা ড্যাশবোর্ডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) উক্ত তালিকা বা ড্যাশবোর্ডটি কমিশনের ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করিতে হইবে, যাতে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ অগ্রগতির তথ্য পর্যবেক্ষণ করিতে পারে;

(ঘ) কমিশন উক্ত তালিকা বা ড্যাশবোর্ডে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে;

(ঙ) দফা (ক) হইতে (ঘ)- তে বর্ণিত বাধ্যবাধকতার ব্যত্যয় ঘটিলে, কমিশন সংশ্লিষ্ট কারণ ও গৃহীত পদক্ষেপের বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(১৩) ইচ্ছাকৃত অবহেলা অথবা অসদাচরণবশত গণশুনানী কার্যপর্যবেক্ষণ তালিকা হালনাগাদ না করা, বিলম্ব ঘটানো বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে, সরকার উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাহা শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৩। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই আইন বা বর্তমানে বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই ইচ্ছাকৃতভাবে বা অসৎ উদ্দেশ্যে টেলিযোগাযোগ সংযোগ, টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যেকোনো সেবা এবং ইন্টারনেট বন্ধ করা যাইবে না, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা সীমিতকরণ করা যাইবে না।"।

৬৪। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৭ক এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৭ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৭ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯৭ক। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা ও আইনানুগ ইন্টারসেপশন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—

(১) এই আইন বা অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, অথবা গুরুতর অপরাধ প্রতিরোধের স্বার্থে, প্রয়োজনীয়তা (necessity), আনুপাতিকতা (proportionality) এবং আইনি বৈধতা (legality) নিশ্চিত করিয়া, সরকার কিংবা তদকর্তৃক নির্ধারিত কোনো অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কোনো টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারকারীর প্রেরিত বার্তা, কথোপকথন বা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রতিহত, পর্যবেক্ষণ, ধারণ (intercept), সংরক্ষণ বা বিশ্লেষণের জন্য অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় সরকারি বা অন্য কোনো সংস্থার তথ্য ভান্ডারের তথ্য সন্নিবেশ এবং বিশ্লেষণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো ইন্টারসেপশন কার্যক্রম আদালত বা ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক গঠিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কার্যকর হইবে না; তবে জরুরি পরিস্থিতিতে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ অস্থায়ীভাবে ইন্টারসেপশন অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপুরণকল্পে সরকার একটি কেন্দ্রীয় আইনানুগ ইন্টারসেপশন সহায়তাকারী সংস্থা নির্ধারণ করিবে এবং উপধারা (১) ও (২) এর অধীন কার্যক্রমসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) কোনো টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী বা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের বৈধ নির্দেশ প্রাপ্তির পর, উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৫) ইন্টারসেপশন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ইন্টারসেপশন কেবলমাত্র অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত এবং আদালত বা সরকার কর্তৃক গঠিত কর্তৃপক্ষের অনুরোধের ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে;

(খ) ইন্টারসেপশনের সময়সীমা, পরিধি ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকিবে;

(গ) অন্য কোনো অনুপ্রবেশমূলক পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব না হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই ইন্টারসেপশন অনুমোদিত হইবে;

(ঘ) ইন্টারসেপশন কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ লগ, রেকর্ড ও নিরীক্ষা ট্রেইল সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঙ) এই ধারার বিধান ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা ইন্টারসেপশন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(৬) ইন্টারসেপশনকৃত তথ্যের গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে, যদি না উহা বিচারাধীন কার্যক্রমে প্রয়োজন হয়, তাহা ধ্বংস করিতে হইবে;

(৭) সরকার একটি স্বাধীন রিভিউ কাউন্সিল/ কমিটি গঠন করিবে, যাহা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইন্টারসেপশন কার্যক্রমের বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা ও জবাবদিহিতা পর্যালোচনা করিবে;

(৮) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংরক্ষণের মধ্যে ন্যায্য ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইবে।

(৯) এই আইনের ধারা ৯৭ক এবং ৯৭খ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(১০) এই আইনের ধারা ৯৭ক এবং ৯৭খ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সরকার" বলতে "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়"কে বুঝাইবে।"।

৬৫। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৭খ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৭খ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৭খ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯৭খ। ইন্টারসেপশনজনিত তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা।—(১) এই আইন অনুযায়ী যথাযথ অনুমোদনপূর্বক সম্পাদিত ইন্টারসেপশন কার্যক্রমে সংগৃহীত তথ্য আদালতে সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে, শর্ত থাকে যে—

(ক) উক্ত কার্যক্রম আইনানুগ অনুমোদনপ্রাপ্ত;

(খ) তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন chain of custody বজায় রাখা হইয়াছে;

(গ) তথ্যের সত্যতা ও অখন্ডতা (integrity) যথাযথভাবে প্রমাণিত;

(২) কেবলমাত্র গোয়েন্দা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য, যদি না আইনানুগ প্রক্রিয়ায় পুনরায় প্রমাণিত হয়, আদালতে স্বতন্ত্র সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না; তথ্যের উৎস, শুদ্ধতা ও সংরক্ষণ শৃঙ্খলা প্রমাণ করিতে হইবে। আদালত বা রিভিউ কাউন্সিল প্রয়োজনে লগ বা নিরীক্ষা নথি পর্যালোচনা করিতে পারিবে;

(৩) আদালত বা রিভিউ কাউন্সিল প্রয়োজনবোধে ইন্টারসেপশন কার্যক্রম সংক্রান্ত লগ, রেকর্ড ও নিরীক্ষা নথি পর্যালোচনা করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারা এবং ধারা ৯৭ক এর অধীন প্রাপ্ত উপাত্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও সরকার প্রণীত বিধির সহিত সংগতিপূর্ণ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।"

৬৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১০২ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১০২ এ উল্লিখিত "তবে এই আইন ও উক্ত পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে এই আইন কার্যকর হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "তবে বাংলা পাঠ এবং উহার অনুমোদিত ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ১০৩ এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১০২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১০৩ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১০৩। হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ প্রণয়নের ফলে বিদ্যমান আইনের বিভিন্ন বিধানের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোনো কার্যধারা সূচিত হইয়া থাকিলে বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"

৬৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সালের অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৬, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩/১৬ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১০১ নং আইন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১২ক) ও (১২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১২ক) "**ডগ স্কোয়াড**" অর্থ মাদকদ্রব্য শনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত কুকুর এবং উক্ত কুকুর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অধিদপ্তরের বিশেষায়িত ইউনিট;

(১২খ) "**ডিজিটাল ডিভাইস**" অর্থ সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ)-তে সংজ্ঞায়িত ডিজিটাল ডিভাইস;";

(খ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) ও (১৪খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১৪ক) **"নিরাপত্তা হেফাজত"** অর্থ মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের পর হইতে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দের পূর্ব পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হেফাজতে অবস্থানকাল;

(১৪খ) **নির্বাহী তদন্ত"** অর্থ পুলিশ প্রবিধান, ১৯৪৩ এ উল্লিখিত নির্বাহী তদন্ত;";

(গ) দফা (৩০) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩০ক) ও (৩০খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৩০ক) **"মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ ধারা ৪৪ক এর অধীন গঠিত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল;

"(৩০খ) **"মালখানা"** অর্থ এই আইনের অধীন পরিচালিত মাদকবিরোধী অভিযানকালে অধিদপ্তর কর্তৃক জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থান;";

(ঘ) দফা (৩৪) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঙ) দফা (৩৫) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";"সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৬) এবং (৩৭) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩৬) **"সাইবার স্পেস"** অর্থ আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কসমূহের সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগৎ বুঝাইবে (যেমন- ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটারে এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, সোশাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডাটা তৈরি, ডাটা মিররিং, অ্যাকসেস, প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন-হিউম্যান অনলাইন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়) এবং ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডাটাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৩৭) **"হাজতখানা"** অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক অপরাধ সংশ্লিষ্ট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখিবার স্থান।"।

৩। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিদপ্তর পোশাক ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত জনবল সংবলিত একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের একটি মনোগ্রাম ও একটি পতাকা থাকিবে, যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈরি ও ব্যবহৃত হইবে।

(৪) অধিদপ্তর উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসাধারণ কৃতিত্ব, বীরত্ব, সততা, দক্ষতা ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পদক, সম্মাননা বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, শ্রেণিবিন্যাস ও অন্যান্য বিষয়াদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।''।

৪। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬—

(ক) এ উল্লিখিত "অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্নের পরিবর্তে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সি হিসাবে অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স, পারমিট, পাস, অনুমোদন, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, তদন্ত, তদারকি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;";

(গ) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(গগ) মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগ, ফাইন্যান্সিয়াল ও সাইবার ক্রাইম, তদন্ত, প্রসিকিউশন, মামলা রুজুকরণ বা রেকর্ডকরণ এবং মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;"।

৫। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "দ্বিতীয়বার" শব্দের পরিবর্তে "পুনরায়" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";"সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নবর্ণিত নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(গ) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিলের ক্ষেত্রে জব্দকৃত মালামাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিলিবন্দেজ করিবে।"।

৬। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক, ২৫খ এবং ২৫গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক, ২৫খ এবং ২৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৫ক। **আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং নির্বাহী তদন্ত, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে অধিদপ্তরের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকারপ্রাপ্ত অফিসার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্বাহী তদন্ত পরিচালিত হইবে।

(৩) অধিদপ্তর উহার প্রধান কার্যালয়সহ সকল অফিস ভবনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগপূর্বক নিজস্ব আরমারি বা অস্ত্রাগার নির্মাণ করিতে পারিবে।

২৫খ। **হাজতখানা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) অধিদপ্তর উহার সকল কার্যালয়ে হাজতখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুসারে আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্ত আইনানুগ সময় পর্যন্ত উক্ত হাজতখানায় নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখা যাইবে।

(৩) হাজতখানার নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, জবাবদিহিতা, স্বাস্থ্য **এবং** মানবাধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) পুরুষ ও নারীর জন্য হাজতখানায় পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকিবে এবং শিশুদের জন্য শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৫গ। **প্রসিকিউশন ও আদালতের কার্যক্রমে সহায়তা।**—(১) এই আইনের অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিচার নিশ্চিতকরণ, মামলা পরিচালনা ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে সহায়তা ও সমন্বয় সাধন, এবং আদালতকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর প্রতি জেলার আদালত ভবনে প্রসিকিউশন শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) প্রসিকিউশন শাখায় নিযুক্ত অফিসার আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নথিপত্র, তদন্ত অগ্রগতি, আলামত প্রদর্শন, সাক্ষীর উপস্থিতি এবং বিচার কার্যক্রমে সহায়ক অন্যান্য বিষয় সমন্বয় করিবেন।”।

৭। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলির পর “বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত” শব্দগুলির পর “বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং “উক্ত আদালত” শব্দগুলির পর “বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের” শব্দগুলির পর “বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১০। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“২৮ক। **মালখানা স্থাপন ও পরিচালনা, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো অভিযানকালে জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য আলামত সংরক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মালখানা থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি ও পদ্ধতি দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্তের জন্য আদালতের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংস অথবা মাদকদ্রব্য ব্যতিত অন্য কোনো আলামত বা আলামতসমূহ আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"।

১১। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) মাদক অপরাধ মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে দায়েরের সুবিধার্থে প্রত্যেক থানায় একটি বিশেষ সেল থাকিবে যাহা দ্রুত মাদক অপরাধ মামলা রুজু করিবে; আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল সংক্রান্ত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবর মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালতকে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১২। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(চ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার অধিদপ্তরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) মাদক সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটসহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক তদন্তকাজ সম্পন্ন করিতে পরিবে।"।

১৪। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি এবং কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ—

(অ) উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৫। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৫ক, ৩৫খ এবং ৩৫গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৫ক, ৩৫খ এবং ৩৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৫ক। **মাদক সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সরকার অধিদপ্তরে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ শাখা ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সাইবার স্পেসে সংগঠিত মাদকদ্রব্য অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ডার্ক ওয়েব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ই-মেইল, এনক্রিপটেড মেসেজিং বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, পরিবহণ বা বিতরণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ পরিচালনা করিলে, অথবা মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করিলে, তাহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও জব্দের ক্ষেত্রে—

(ক) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কম্পিউটার, মোবাইল ডিভাইস, সার্ভার, ক্লাউড স্টোরেজ, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইলেকট্রনিক তথ্য জব্দ, সংরক্ষণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(খ) মাদকদ্রব্যের প্রচার, ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী কোনো অনলাইন তথ্য-উপাত্ত, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্ট বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সনাক্ত হইলে মহাপরিচালক উহা অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৩৫খ। **সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার প্রতিরোধ, অভিযান পরিচালনা ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়।**—(১) বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার, পরিবহণ ও বিস্তার প্রতিরোধকে জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সীমান্তবর্তী এলাকা, আন্তর্জাতিক সীমারেখা সংলগ্ন এলাকা, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, বিমানবন্দর এবং মাদকদ্রব্য পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, অভিযান, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেফতার ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৩) সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনী অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও তথ্য বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিবে।

৩৫গ। **ডগ স্কোয়াড গঠন, পরিচালনা ও ব্যবহার।**—(১) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ, তল্লাশি, উদ্ধার এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর নিজস্ব ডগ স্কোয়াড গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) ডগ স্কোয়াড বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ডাক ও কুরিয়ার সেবাকেন্দ্র, গুদাম, যানবাহন, ভবন এবং আইনানুগভাবে তল্লাশিযোগ্য অন্য যেকোনো স্থানে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) ডগ স্কোয়াডের কুকুর, পরিচালনাকারী ইউনিট, কুকুর ক্রয়, চিকিৎসা, আবাসন, পরিবহণ, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

১৬। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন উপ-ধারা (৭), (৮), (৯), (১০) ও (১১) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৭) অপরাধীর বয়স, স্বভাব-চরিত্র, প্রাক পরিচয় অথবা শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরন অথবা অপরাধ সংগঠনে শাস্তি লাঘবকারী পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট আদালত, বা ক্ষেত্রমত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনে Probation of Offenders Ordinance, 1960 (Ordinance NO. XLV OF 1960) এর অধীন আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) অধিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহ বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিলে অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(৯) সরকার কর্তৃক বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করিবার পর অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনা না করা হইলে তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া মহাপরিচালক লাইসেন্সটি বাতিল করিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রদত্ত বাতিল আদেশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বাতিল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১১) নিউ সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স (New Psychoactive Substance) আবির্ভূত ও চিহ্নিত হওয়া মাত্রই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তর এতদ্‌সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা (Early Warning System) জারি করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

১৭। **২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

৩৬ক। সাইবার স্পেস বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্য বা সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স এর অবৈধ ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ, প্রস্তাব, প্রচার বা লেনদেন, ইত্যাদির দন্ড।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোনো সাইবার স্পেস, ডিজিটাল ডিভাইস, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্য বা সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ, প্রস্তাব, বিজ্ঞাপন, মধ্যস্থতা, যোগাযোগ অথবা এতদসংক্রান্ত কোনো অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; অথবা

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইত্যাদি ব্যবহার করেন বা করিবার চেষ্টা করেন,

তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর নিকট হইতে মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়া বাধ্যতামূলক হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ করিলে তিনি যে কোনো মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা সর্বোচ্চ মৃত্যুদন্ডে এবং অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ আন্তর্জাতিকভাবে বা কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের মাধ্যমে সংগঠিত অথবা পুনঃসংগঠিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধে ব্যবহৃত সাইবার স্পেস, ডিজিটাল ডিভাইস, ইত্যাদি বা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইত্যাদি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে ব্লক, অপসারণ, জব্দ, বাজেয়াপ্ত বা, ক্ষেত্রমত, রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত করা যাইবে।"।

১৮। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৪৪ক এর সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৪৪ক। ট্রাইব্যুনাল গঠন।—(১) এই আইনের অধীন অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ আমলে গ্রহণ ও বিচারের জন্য সরকার প্রত্যেক জেলা বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর এলাকার জন্য ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, যাহা মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো জেলায় বা মহানগর এলাকার জন্য মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হইলে উক্ত জেলা বা মহানগর এলাকায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে গ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষেত্রে ধারা ৪৪ এ উল্লিখিত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের এখতিয়ার বিলুপ্ত হইবে এবং এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারাধীন এরূপ মামলা ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো মামলা যে পর্যায় হইতে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালিত হইবে।"।

১৯। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এবং অতঃপর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২), (৩), (৪) ও (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(২) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার অগ্রাধিকার ও দ্রুত নিষ্পত্তি মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানি, আদেশ এবং কার্যক্রম যথাযথভাবে লিখিত বা ডিজিটাল রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের একটি স্বতন্ত্র মামলা ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ সেল থাকিবে।

(৪) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মামলা পরিচালনা, সাক্ষ্য উপস্থাপন ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে **তৎপর থাকিবে ও নিয়মিত তদারকি করিবেন এবং মামলার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবেন।**

(৫) সরকার মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত কৌঁসুলি প্যানেল গঠন করিতে পারিবে।"।

২১। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এ **দুইবার** উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৪। ২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫৩। **আপিল।**—(১) এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন ফৌজদারি আদালতে আপিল করিতে পারিবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ কার্যদিবস গণনার ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে, উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।"।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৬৫ নং আইন

Negotiable Instruments Act, 1881 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. XXVI of 1881** এর **section 141** এর **সংশোধন।**—Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881) এর **section 141** এর clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(১৫৯৫১)

মূল্য: টাকা ৪.০০

"(c) no court inferior to that of a court of Metropoliton Joint Sessions Judge or of a court of Joint Sessions Judge, as the case may be, shall try any offence punishable under section 138 where the face value of the cheque exceeds Tk. 5 (five) lac; and every other offence punishable under section 138 shall be triable by a court of Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class."।

৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ৩৪নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনকৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ১ জুলাই, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩/০১ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯৮ নং আইন

Public Gambling Act, 1867 রহিতক্রমে জুয়া, অনলাইন জুয়া, অনলাইন বেটিংসহ অনুরূপ কার্যক্রম প্রতিরোধ ও এতদসংক্রান্ত অপরাধের বিষয়ে দণ্ড প্রদানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়ে যুগোপযোগী করিয়া নূতনভাবে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(২) অনুচ্ছেদে জুয়া নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি বিধৃত হইয়াছে; এবং

যেহেতু Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867) ডিজিটাল যুগের অনলাইন জুয়া, স্পোর্টস বেটিং, ভার্চুয়াল ক্যাসিনো, ক্রিপ্টোকারেন্সিভিত্তিক জুয়া, ভুয়া সিম ও ডিজিটাল আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধে অকার্যকর ও অপর্যাপ্ত; এবং

যেহেতু অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম, ভিপিএন (VPN), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভুয়া মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) অ্যাকাউন্ট, বায়োমেট্রিক জালিয়াতি এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে সংঘটিত জুয়া, অর্থপাচার ও প্রতারণা বাংলাদেশের সামাজিক শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জননিরাপত্তা ও তরুণ সমাজের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করিতেছে; এবং

যেহেতু Public Gambling Act, 1867 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া নূতনভাবে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "**অর্থপাচার**" অর্থ—

(ক) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ;

(খ) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা;

(গ) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(২) "**অনলাইন জুয়া বা দূরবর্তী জুয়া**" অর্থ ইন্টারনেট, টেলিফোন, মোবাইল নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিপিএন (VPN), প্রক্সি (Proxy) বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে—

(ক) অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইট, অ্যাপ, সার্ভার বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করা;

(খ) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জুয়া বা বেটিং গ্রুপ, পেজ বা চ্যানেল পরিচালনা করা;

(গ) অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্ট খোলা, পরিচালনা বা ব্যবহার করা;

(ঘ) অনলাইন জুয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ জমা, উত্তোলন বা স্থানান্তর করা; এবং

(ঙ) বিদেশি অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধি, এজেন্ট বা সহযোগী হিসাবে কাজ করা;

(৩) "**অনলাইন বেটিং**" অর্থ খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, ই-স্পোর্টস, নির্বাচন, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো ঘটনার ফলাফলের উপর অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে অনলাইন, ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিচালিত কোনো বেটিং, এবং নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) স্পোর্টস বেটিং (Sports Betting);

(খ) লাইভ বেটিং (Live Betting);

(গ) এক্সচেঞ্জ বেটিং (Exchange Betting);

(ঘ) ক্যাসিনো বেটিং (Casino Betting);

(ঙ) ভার্চুয়াল বেটিং (Virtual Betting);

(চ) ফ্যান্টাসি বেটিং (Fantasy Betting); এবং

(ছ) ই-স্পোর্টস বেটিং (E-sports Betting);

(৪) "**ক্রিপ্টোকারেন্সি**" অর্থ Bitcoin, Ethereum, USDT, Token, Virtual Coin বা অন্য কোনো বিকেন্দ্রীভূত ডিজিটাল মুদ্রা বা সম্পদ;

(৫) "**ঘোস্ট সিম (Ghost SIM)**" অর্থ প্রকৃত ব্যবহারকারীর পরিচয়বিহীন, অযাচাইকৃত বা গোপন পরিচয়ে ব্যবহৃত SIM Card;

(৬) "**জুয়া**" অর্থ—

(ক) সকল প্রকার বাজি বা পণ ধরা;

(খ) অর্থ বা কোনো মূল্যমানের বিনিময়ে হাউজি, বিঙ্গো, লটারি, রুলেট, পাশা, পোকার, কার্ড গেম বা অনুরূপ খেলা পরিচালনা বা অংশগ্রহণ করা;

(গ) জুয়ার উদ্দেশ্যে অর্থ, সম্পদ বা অন্য কোনো মূল্যবান বস্তু বিনিয়োগ বা সংগ্রহ করা; এবং

(ঘ) জুয়া খেলার সুবিধার্থে কোনো স্থান, সামগ্রী, যন্ত্রপাতি বা ডিজিটাল অবকাঠামো সরবরাহ করা;

(৭) "**জুয়ার স্থান**" অর্থ এইরূপ কোনো বাড়ি, কক্ষ, ক্লাব, অফিস, কল সেন্টার (Call Center), সাইবার ক্যাফে, যানবাহন, নৌযান, আকাশযান, সার্ভার রুম, ডেটা সেন্টার, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ (Social Media Group) বা চ্যানেল (Channel) কিংবা অন্য কোনো বাস্তব বা ভার্চুয়াল স্থান যাহা জুয়া, বেটিং, বাজি গ্রহণ, জুয়ার অর্থ লেনদেন, জুয়ার প্রচারণা বা জুয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং গান, নাচ, খেলা, কার্নিভাল, সার্কাস বা প্রদর্শনীর আড়ালে জুয়া, বাজি, লটারি, বা হাউজির স্থান বা এইরূপ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য স্থাপনা;

(৮) "**জুয়ার সামগ্রী**" অর্থ জুয়া, অনলাইন জুয়া, বেটিং বা অনলাইন বেটিং পরিচালনায় ব্যবহৃত টেবিল গেম, কার্ড, কয়েন, পাশা, টোটালাইজেটর, কম্পিউটার, মোবাইল ডিভাইস, সার্ভার, সফট্ওয়্যার, ওয়েবসাইট, ডেটাবেজ, ডিজিটাল ওয়ালেট, ডেটাবেজ, ইলেকট্রনিক রেকর্ড, ক্রিপ্টো ওয়ালেট, কল সেন্টার ইক্যুইপমেন্ট (Call Center Equipment) বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি, রেকর্ডপত্র বা উপকরণ;

(৯) "**টোটালাইজেটর**" অর্থ এইরূপ কোনো যন্ত্র, সফট্ওয়্যার ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি যাহা বহু ব্যক্তির বাজি গ্রহণ, হিসাব সংরক্ষণ, ফলাফল নির্ধারণ বা পুরস্কার বণ্টনের কাজে ব্যবহৃত হয়;

(১০) "**ডিজিটাল গ্যাম্বলিং প্ল্যাটফর্ম (Digital Gambling Platform)**" অর্থ কোনো ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, সার্ভার, ক্লাউডভিত্তিক সিস্টেম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পেজ, গ্রুপ, চ্যানেল বা অন্য কোনো ডিজিটাল অবকাঠামো যাহা জুয়া বা বেটিং পরিচালনা, প্রচার বা সুবিধা প্রদান করে;

(১১) "**ডিজিটাল ওয়ালেট**" অর্থ ইলেকট্রনিক বা ভার্চুয়াল অর্থ সংরক্ষণ, স্থানান্তর বা লেনদেন ব্যবস্থাপনা সেবা;

(১২) "**ডিজিটাল সম্পদ**" অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সি, টোকেন, ভার্চুয়াল কয়েন, ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষিত মূল্য, NFT (Non-Fungible Tokens) বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মূল্যমানসম্পন্ন সম্পদ;

(১৩) "**ফৌজদারি কার্যবিধি**" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(১৪) "**ব্যক্তি**" অর্থে স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যেকোনো কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ, উহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) "**বেটিং বা বাজি (Betting) বা পণ**" অর্থ কোনো খেলা, প্রতিযোগিতা, ঘটনা বা ফলাফলের উপর অর্থ, সম্পদ বা আর্থিক মূল্যমানের কোনো বস্তু ঝুঁকির মধ্যে রাখিয়া লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তি বা অংশগ্রহণ;

(১৬) "**বাজিকর (Bookmaker)**" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যাহা বাজি গ্রহণ, বেটিং পরিচালনা, অডস্ নির্ধারণ, আর্থিক লেনদেন বা জুয়ার মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(১৭) "**বায়োমেট্রিক জালিয়াতি**" অর্থ কোনো ব্যক্তির আঙুলের ছাপ, মুখমন্ডল, আইরিশ বা অন্য কোনো জৈবিক পরিচয় (Biological Identity) ব্যবহার, নকল বা অপব্যবহার করিয়া ডিজিটাল পরিচয় গ্রহণক্রমে জালিয়াতি;

(১৮) "**ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট (MFS Account)**" অর্থ জাল, মিথ্যা বা অন্য কোনো ব্যক্তির পরিচয় ব্যবহার করিয়া খোলা Mobile Financial Service (MFS) Account;

(১৯) "**ভুয়া সিম**" অর্থ জাল, মিথ্যা, ধারকৃত, ক্লোনকৃত বা অন্য কোনো ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহার করিয়া নিবন্ধিত SIM Card;

(২০) "**ভিপিএন VPN (Virtual Private Network)**" অর্থ এইরূপ প্রযুক্তি যাহা ব্যবহারকারীর প্রকৃত অবস্থান, পরিচয় বা ইন্টারনেট ট্র্যাফিক গোপন বা পরিবর্তন করিতে সক্ষম;

(২১) "**ম্যাচ ফিক্সিং**" অর্থ কোনো খেলা বা প্রতিযোগিতার ফলাফল পূর্বনির্ধারিত করিবার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে প্রভাব বিস্তার, ষড়যন্ত্র বা আর্থিক সুবিধা প্রদান;

(২২) "**মিরর সাইট (Mirror Site)**" অর্থ পূর্বে ব্লককৃত বা নিষিদ্ধ জুয়া ওয়েবসাইটের অনুরূপ বিকল্প ডোমেইন, প্রতিলিপি বা পুনঃপ্রকাশিত ওয়েবসাইট;

(২৩) "**স্পট ফিক্সিং**" অর্থ কোনো খেলা বা প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট অংশ, ঘটনা বা মুহূর্তের ফলাফল পূর্বনির্ধারিত করিবার উদ্দেশ্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ; এবং

(২৪) "**সাইবার ট্রাইব্যুনাল**" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ

৪। **জুয়ার অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত হইলে তাহা হইবে অপরাধ।

৫। **অনলাইন জুয়া বা দূরবর্তী জুয়ার অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি অনলাইন জুয়া বা দূরবর্তী জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত হইলে তাহা হইবে অপরাধ।

৬। **অনলাইন বেটিং এর অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি অনলাইন বেটিং এর সাথে সম্পৃক্ত হইলে তাহা হইবে অপরাধ।

৭। **জুয়ার স্থান পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি জুয়ার স্থান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভাড়া প্রদান, ব্যবহার বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

৮। **জুয়ার সামগ্রী সংরক্ষণ, সরবরাহ বা ব্যবহার,** ইত্যাদি **অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি জুয়ার সামগ্রী প্রস্তুত, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিতরণ, আমদানি, সরবরাহ বা ব্যবহার করিলে বা জুয়ার উদ্দেশ্যে সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

৯। **বাজিকর (Bookmaker) হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজিকর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

১০। **ম্যাচ ফিক্সিং ও স্পট ফিক্সিং এর অপরাধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি ম্যাচ ফিক্সিং করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

(২) কোনো ব্যক্তি স্পট ফিক্সিং করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

১১। **জুয়ার বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও স্পন্সরশিপ, ইত্যাদি অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ইনফ্লুয়েন্সার (influencer), শিল্পী, খেলোয়াড় বা সেলিব্রিটি জুয়ার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, মিথ্যা লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান, প্রলোভনমূলক বিজ্ঞাপন, sponsorship, affiliate marketing বা referral campaign করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

১২। **ভিপিএন (VPN), প্রক্সি** (Proxy)**, মিরর সাইট** (Mirror Site)**, হোস্টিং** (Hosting)**, ডোমেইন সার্ভিস** (Domain Service) **বা ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার** (Cloud Infrastructure)**, কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক** (Content Delivery Network) **ব্যবহার করিয়া জুয়া পরিচালনা,** ইত্যাদি **অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি ভিপিএন, প্রক্সি, মিরর সাইট, হোস্টিং, ডোমেইন সার্ভিস বা ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ব্যবহার করিয়া জুয়া পরিচালনা, জুয়ার তথ্য গোপন বা উহাতে সহায়তা করিলে অথবা ব্লককৃত জুয়া প্ল্যাটফর্ম পুনরায় চালু ও বিকল্প ডোমেইন ব্যবহার করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

১৩। **ভুয়া সিম (SIM), ঘোস্ট সিম (Ghost SIM), ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট (MFS Account) ও বায়োমেট্রিক জালিয়াতির অপরাধ।**—কোনো ব্যক্তি ভুয়া সিম, ঘোস্ট সিম, ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট বা জাল পরিচয় ব্যবহার করিয়া জুয়া বা বেটিং কার্যক্রম পরিচালনা করিলে অথবা অন্যের জাতীয় পরিচয়পত্র, আঙুলের ছাপ, মুখমণ্ডল, বায়োমেট্রিক তথ্য বা ডিজিটাল পরিচয় ব্যবহার করিয়া জুয়া বা বেটিং সংক্রান্ত অ্যাকাউন্ট খোলা বা পরিচালনা করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

১৪। **জুয়ার অর্থ লেনদেন, অর্থপাচার ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার**, ইত্যাদি **অপরাধ**।—কোনো ব্যক্তি জুয়ার অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, গোপনকরণ বা বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক, এমএফএস, ডিজিটাল ওয়ালেট, হাওলা, হুন্ডি বা অন্য কোনো আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবহার করিলে বা পাচার করিলে অথবা জুয়ার অর্থ বা সম্পদ ক্রিপ্টোকারেন্সি, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর, সংরক্ষণ বা স্থানান্তর করিলে তাহা হইবে অপরাধ।

তৃতীয় অধ্যায়

দণ্ড ও বিচার

১৫। **জুয়ার দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ এ বর্ণিত জুয়ার অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। **অনলাইন জুয়া বা দূরবর্তী জুয়ার দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ এ বর্ণিত অনলাইন জুয়া বা দূরবর্তী জুয়ার অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। **অনলাইন বেটিং এর দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এ বর্ণিত অনলাইন বেটিং এর অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। **জুয়ার স্থান পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবহার, ইত্যাদির দণ্ড**।—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৭ এ বর্ণিত জুয়ার স্থান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভাড়া প্রদান, ব্যবহার বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৪ (চার) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) জুয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত ভবন, কক্ষ, যানবাহন, সার্ভার অবকাঠামো বা অন্য কোনো সম্পত্তি আদালতের আদেশক্রমে বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে।

১৯। **জুয়ার সামগ্রী সংরক্ষণ, সরবরাহ বা ব্যবহারের দণ্ড**।—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৮ এ বর্ণিত জুয়ার সামগ্রী সংরক্ষণ, প্রস্তুত, সরবরাহ, বিক্রয়, বিতরণ, আমদানি বা ব্যবহার করিলে অথবা জুয়ার উদ্দেশ্যে সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) আদালত, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **বাজিকর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি ধারা ৯ এ বর্ণিত বাজিকর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **ম্যাচ ফিক্সিং ও স্পট ফিক্সিং এর দণ্ড।**—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ম্যাচ ফিক্সিং এর অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত স্পট ফিক্সিং এর অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত ম্যাচ ফিক্সিং বা স্পট ফিক্সিং এ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা বা ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

২২। **জুয়ার বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও স্পন্সরশিপ, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ইনফ্লুয়েন্সার (influencer), শিল্পী, খেলোয়াড় বা সেলিব্রিটি ধারা ১১ এ বর্ণিত জুয়ার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, মিথ্যা লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান, প্রলোভনমূলক বিজ্ঞাপন, sponsorship, affiliate marketing বা referral campaign করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৩। **ভিপিএন, প্রক্সি, মিরর সাইট, হোস্টিং, ডোমেইন সার্ভিস বা ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করিয়া জুয়া পরিচালনার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ১২ এ বর্ণিত অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৪। **ভুয়া সিম, ঘোস্ট সিম, ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট ও বায়োমেট্রিক জালিয়াতির দণ্ড।**—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৩ এ বর্ণিত ভুয়া সিম, ঘোস্ট সিম, ভুয়া এমএফএস অ্যাকাউন্ট বা বায়োমেট্রিক জালিয়াতির অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) উক্ত অপরাধ সংঘবদ্ধভাবে বা অর্থপাচারের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৫। **জুয়ার অর্থ লেনদেন, অর্থপাচার ও ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ১৪ এ বর্ণিত জুয়ার অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, গোপনকরণ বা বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক, এমএফএস, ডিজিটাল ওয়ালেট, হাওলা, হুন্ডি বা অন্য কোনো আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবহার করিলে বা পাচার করিলে অথবা জুয়ার অর্থ বা সম্পদ ক্রিপ্টোকারেন্সি, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তর, সংরক্ষণ বা স্থানান্তরের অপরাধ করিলে তিনি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence) হিসাবে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। **কোম্পানি, কর্পোরেট সংস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—(১) কোনো কোম্পানি, কর্পোরেট সংস্থা, Digital Gambling Platform, Hosting Provider, Payment Gateway বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানি, কর্পোরেট সংস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, সচিব, অংশীদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি বা কর্পোরেট সংস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বডি কর্পোরেট হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানি বা কর্পোরেট সংস্থা বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) আদালত এইরূপ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, লাইসেন্স বা কার্যক্রম স্থগিত, বাতিল বা নিষিদ্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৭। **অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধে প্ররোচনা, সহায়তা, অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, অবকাঠামোগত সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করেন তাহা হইলে তিনি মূল অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৮। **অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড।**—এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তি যদি পুনরায় একই বা অনুরূপ অপরাধ করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দণ্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ পর্যন্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৯। **জুয়ার অর্থ, সম্পদ ও ডিজিটাল সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ।**—(১) আদালত অপরাধে ব্যবহৃত বা অপরাধ হইতে অর্জিত অর্থ, সম্পদ, ব্যাংক হিসাব, MFS Account, Digital Wallet, Crypto Asset, Server, Domain, SIM, Device বা অন্য কোনো সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে বাজেয়াপ্ত সম্পদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত হইবে।

৩০। **অভিযোগ দায়ের।**—কোনো আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তার অভিযোগ ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোনো মামলা বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

৩১। **তদন্ত**।—(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো পুলিশ অফিসার এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ তদন্ত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মামলার সুষ্ঠু তদন্তের প্রয়োজনে সরকার উপযুক্ত মনে করিলে, যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনে, আদালতের অনুমতিক্রমে, অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব, MFS Account, Digital Wallet বা Crypto Wallet অস্থায়ীভাবে স্থগিত বা Freeze করিতে পারিবেন।

৩২। **বিচার**।—(১) এই আইনের অধীন অনলাইন জুয়া, অনলাইন বেটিং এবং সাইবার স্পেস ব্যবহার করিয়া সংঘটিত অপরাধের বিচার সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধসমূহ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

৩৩। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার**।—এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার করা যাইবে।

৩৪। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোসযোগ্যতা**।—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), জামিন অযোগ্য (Non Bailable) ও আপস অযোগ্য (Non-Compoundable) হইবে।

৩৫। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রযোজ্যতা**।—এই আইনের যে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই সেইক্ষেত্রে অপরাধের তদন্ত, বিচার, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেপ্তার, ফরেনসিক পরীক্ষা, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

৩৬। **তল্লাশি ও জব্দ**।—(১) যদি কোনো পুলিশ অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংক্রান্ত কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত অবকাঠামো কোনো স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, তিনি অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সাইবার ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদনের মাধ্যমে তল্লাশি পরোয়ানা সংগ্রহ করিয়া উক্তরূপ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তল্লাশি ও জব্দ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত অবকাঠামোতে থাকা তথ্য মুছিয়া ফেলা, পরিবর্তন করা, নষ্ট করা বা অন্য কোনো উপায়ে দুষ্প্রাপ্য হইবার বা করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পুলিশ অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশি এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশিকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফট্ওয়্যার, অ্যাপ, সার্ভার, ডেটাবেজ, কার্ড, পাশা, টোটালাইজেটর বা অন্য কোনো প্রযুক্তিগত অবকাঠামোতে বা অন্যান্য সরঞ্জাম এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল জব্দকরণ;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যেকোনো ব্যক্তির দেহ তল্লাশি; এবং

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তল্লাশি সম্পন্ন করিবার পর পুলিশ অফিসার তল্লাশি পরিচালনার প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনালের নিকট অনতিবিলম্বে দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার পর পুলিশ অফিসার সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে বা যাতায়াতের সময় ব্যতীত অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবেন।

৩৭। **জুয়ার স্থান সিলগালা ও বন্ধ করিবার ক্ষমতা**।—এই আইনের অধীন কোনো স্থান জুয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, আদালত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থান সাময়িক বা স্থায়ীভাবে সিলগালা, বন্ধ বা জব্দ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৮। **ওয়েবসাইট, অ্যাপ, সার্ভার, Domain, IP Address Social Media Channel ব্লক করিবার ক্ষমতা**।—(১) সরকার বা তদকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে বা এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে কোনো জুয়া, বেটিং বা জুয়া-সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, সার্ভার, Domain Name, IP Address, URL, Social Media Page, Group, Channel বা Digital Gambling Platform ব্লক, অপসারণ বা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) Mirror Site, Clone Site বা বিকল্প Domain ব্যবহারের মাধ্যমে জুয়া কার্যক্রম পরিচালিত হইলে তাহাও একইভাবে ব্লক করা যাইবে।

৩৯। **ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এএফএস, পেমেন্ট গেটওয়ে, ডিজিটাল ওয়ালেট বন্ধ করিবার ক্ষমতা।**—এই আইনের অধীন কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এএফএস, পেমেন্ট গেটওয়ে, ডিজিটাল ওয়ালেট, ক্রিপ্টো ওয়ালেট বা অন্য কোনো আর্থিক অ্যাকাউন্ট জুয়ার কাজে ব্যবহৃত হইলে, আদালত উক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এএফএস, পেমেন্ট গেটওয়ে, ডিজিটাল ওয়ালেট, ক্রিপ্টো ওয়ালেট বা আর্থিক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪০। **জাতীয় ডিজিটাল ব্ল্যাকলিস্ট ডেটাবেজ প্রণয়ন।**—(১) সরকার জুয়া, অনলাইন জুয়া, বেটিং, অর্থপাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি জাতীয় ডিজিটাল ব্ল্যাকলিস্ট ডেটাবেজ প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত ডেটাবেজে অপরাধী ব্যক্তির তথ্য, NID, SIM, MFS Account, ব্যাংক হিসাব, Wallet, Device, Domain, IP Address, Website, Mobile App বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৪১। **এনআইডি-সিম-এমএফএস লিংকিং সিস্টেম (NID-SIM-MFS Linking System) বাস্তবায়ন।**—(১) সরকার জুয়া প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এনআইডি-সিম-এমএফএস লিংকিং সিস্টেম (NID-SIM-MFS Linking System) বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) যে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে সিম (SIM) নিবন্ধিত, সেই একই পরিচয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট MFS Account, Digital Wallet বা অন্য কোনো আর্থিক হিসাবের তথ্য সমন্বিতভাবে যাচাই করা যাইবে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রয়োজনে, Biometric Verification, Facial Recognition Risk-based Verification System চালু করা যাইবে।

৪২। **আন্তঃসংস্থা টাস্ক ফোর্স (Inter-Agency Task Force) গঠন।**—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি আন্তঃসংস্থা টাস্ক ফোর্স (Inter-Agency Task Force) গঠন করিতে পারিবে, যাহাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

৪৩। **জুয়া প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থাসমূহের দায়িত্ব।**—জুয়া প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংস্থাসমূহের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন প্রয়োগ, সমন্বয়, তদারকি ও নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(খ) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল অবকাঠামো তদারকি এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) অবৈধ ওয়েবসাইট, অ্যাপ, ডোমেইন, আইপি এড্রেস ও যোগাযোগ চ্যানেল ব্লক করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ ফাইনান্সসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ) জুয়া সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেন, অর্থপাচার, সন্দেহজনক হিসাব ও আর্থিক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(ঙ) নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয়পত্রসংক্রান্ত তথ্য যাচাই ও পরিচয় জালিয়াতি প্রতিরোধে সহযোগিতা করিবে;

(চ) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ জাতীয় পর্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা সহায়তা ও ডিজিটাল নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(ছ) ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট তদন্ত, ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণ ও অপরাধী শনাক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(জ) জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি সাইবার নিরাপত্তা, সাইবার হুমকি বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঝ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(ঞ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমে জুয়া বিরোধী প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ট) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় খেলাধুলাভিত্তিক বেটিং, ম্যাচ ফিক্সিং ও স্পট ফিক্সিং প্রতিরোধে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে; এবং

(ঠ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে জুয়ার কুফল বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৪৪। **এআই-ভিত্তিক মনিটরিং ও প্রযুক্তিগত নজরদারি ব্যবস্থা।**—(১) সরকার, AI Monitoring System, Deep Packet Inspection (DPI), Risk Scoring System, Transaction Monitoring System, Data Analytics ও অন্য কোনো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অনলাইন জুয়া ও অনলাইন বেটিং কার্যক্রম শনাক্ত ও প্রতিরোধ করিতে পারিবে।

(২) এআই-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন, ওয়েবসাইট, অ্যাপ, ডিভাইস, ওয়ালেট বা অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করা যাইবে।

৪৫। **সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম**।—সরকার জুয়ার কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৪৬। **আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা**।—(১) সরকার এই আইনের অধীন অপরাধ প্রতিরোধ, তদন্ত, বিচার, তথ্য বিনিময়, অর্থ পুনরুদ্ধার ও অপরাধী প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা এবং Interpol এর সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবে।

(২) প্রয়োজনবোধে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা যাইবে।

৪৭। **পরিসংখ্যান, গবেষণা ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ**।—(১) সরকার জুয়া, বেটিং, অর্থপাচার ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, গবেষণা পরিচালনা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) উক্ত প্রতিবেদন জনসচেতনতা ও নীতিনির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে।

৪৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৯। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ**।—(১) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত Act এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) জারীকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রজ্ঞাপন এই আইনের অধীন জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) কোনো মামলা অথবা কার্যধারা কোনো আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালত কর্তৃক এইরূপে নিষ্পত্তি হইবে, যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

৫০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ২৮ নং আইন

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) সময়োপযোগী করিবার লক্ষ্যে উক্ত আইন অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে" শব্দগুলির পর "বা সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "যদি কোনো ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোনো সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "যদি কোনো ব্যক্তি বা সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (গ)-তে উল্লিখিত "নিষিদ্ধ" শব্দের পরিবর্তে "উক্ত" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) উক্ত সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোনো প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা বা মুদ্রণ কিংবা গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রচারণা, অথবা মিছিল, সভা-সমাবেশ বা সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "নিষিদ্ধ" শব্দের পরিবর্তে "উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৫০ নং আইন

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, আবাসন, উন্নয়নমূলক কার্য, শিল্প-কারখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণি পরিবর্তিত হইতেছে এবং দেশে কৃষিভূমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে; এবং

যেহেতু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কৃষিভূমি সুরক্ষা এবং ভূমিরূপ, ভূ-প্রকৃতি ও বাস্তবসম্মত ব্যবহার অনুসারে ভূমির অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "**অকৃষি ভূমি**" অর্থ Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (Act No. XXIII of 1949) এর section 2 এর sub-section (4) এ সংজ্ঞায়িত Non-agricultural land;

(২) "**কৃষিভূমি**" অর্থ, চাষ করা হউক বা না হউক, সকল চাষযোগ্য ভূমি, ও প্রাণিপালন বা প্রাকৃতিকভাবে মৎস্যপালন কার্যে ব্যবহৃত ভূমি, এবং যে সকল ভূমিকে বাৎসরিক, মৌসুম বা বহু বৎসর মেয়াদী উৎপাদন বা ফসলভেদে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়, যথা:—

(ক) এক ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ১টি ফসল চাষ করা হয়;

(খ) দুই ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ২টি ফসল চাষ করা হয়;

(গ) তিন ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ৩টি ফসল চাষ করা হয়;

(ঘ) চার বা ততোধিক ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ৪টি বা ততোধিক ফসল চাষ করা হয়;

(ঙ) উদ্যান ফসলি- যে ভূমিতে, বিশেষ করিয়া বাগানে, এক বা একাধিক মৌসুমে বা বহু বৎসর মেয়াদে সবজি, ফুল, ফল, ফসল, সুগন্ধি বা মসলা জাতীয় উদ্ভিদ, কন্দাল ফসল, শোভাবর্ধনকারী ও ঔষধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য উপযোগী যেকোনো উদ্ভিদ চাষ করা হয়; ও

(চ) মাঠ ফসলি- যে ভূমিতে প্রতি বৎসর ফসল জন্মানো হয় এবং যাহার ফল বৎসরের কোনো সময়ে বা বৎসরান্তে পাওয়া যায়; এবং

সর্বশেষ প্রকাশিত বা বলবৎ ভূমি জরিপের স্বত্বলিপি ও সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিসমূহের ভূমিও কৃষিভূমি হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:- নাল, বিলান, ধানী ভূমি, বোরো, বালুচর, চরভূমি, বীজতলা, বাগান, পানবরজ, ঘাসবন, পতিত, লায়েক পতিত, হোগলবন, নলবন, বাইদ, চালা, হর্টিকালচার, মৎস্যচাষ, নার্সারী, মাঠ, বেড়, দলা, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, ভিটি, ভিটা, ডাঙ্গা, ছনখোলা, ভাগার, বাঁশঝাড়, গো-চারণ ভূমি, বাথান, পুকুরপাড়, সহরী, সাটিউড়া, আছারউরা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি, এবং এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত যেকোনো শ্রেণির ভূমি;

(৩) "**ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**" অর্থ, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(৪) "**জলাধার**" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (কক) এ সংজ্ঞায়িত জলাধার, এবং হ্রদ ও লেকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "**জলাভূমি**" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জলাভূমি;

(৬) "**জেলা কমিটি**" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি;

(৭) "**জোন**" অর্থ জোনিং ম্যাপে উল্লিখিত কোনো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূমিসমূহের জোন;

(৮) "**তফসিল**" অর্থ এই আইনের কোনো তফসিল;

(৯) "**পাহাড় ও টিলা**" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ২ এর দফা (চচ) এ সংজ্ঞায়িত পাহাড় ও টিলা;

(১০) "**বন**" অর্থ সরকার, সময় সময়, যে সকল ভূমি বা এলাকাকে বন হিসাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছে, অথবা যে সকল ভূমি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বন হিসাবে ব্যবস্থাপনার জন্য অধিগ্রহণ, হস্তান্তর বা ন্যস্ত করিয়াছে বা যে সকল ভূমি বন হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে, এবং উপকূলীয় বন প্রাকৃতিক বন, সৃজিত বন ও জলাভূমির বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "**বনভূমি**" অর্থ, বৃক্ষাচ্ছাদন থাকুক বা না থাকুক, দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত বন, এবং বন হিসাবে গেজেটকৃত, রেকর্ডকৃত বা চিহ্নিত ভূমি;

(১২) "**বৎসর**" অর্থ বাংলা বর্ষপঞ্জি বা বাংলা সন;

(১৩) "**বিধি**" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) "**বিশেষ কৃষি অঞ্চল**" অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত কোনো অঞ্চল;

(১৫) "**ব্যক্তি**" অর্থ যে কোনো ব্যক্তি এবং, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, ফার্ম বা সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "**ভূমি**" অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর section 2 এর clause (16) এ সংজ্ঞায়িত land;

(১৭) "**ভূমি জোনিং**" বা "**জোনিং**" অর্থ কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাকে ভূমির বিদ্যমান ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিরূপের ভিত্তিতে যথাযথভাবে পরীক্ষা এবং অত্যাধুনিক ডিজিটালাইজড প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণকৃত প্রতিচ্ছবি (image) বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া সীমারেখা দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহারভিত্তিক বিভাজন; এবং

(১৮) "**ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ**" বা "**জোনিং ম্যাপ**" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রণীত ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কৃষিভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিভূমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমিসহ প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা সুরক্ষার ক্ষেত্রে Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927); Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (Act No. XVIII of 1950); Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953); বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন); বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন); সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন); বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ)-সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলাদির বিধান সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। **ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন**।—(১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যতদ্রুত সম্ভব, কৃষিভূমি সুরক্ষা ও অঞ্চলভিত্তিক ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী, ভূমি জোনিং করত মৌজা, দাগ বা অন্য কোনো চিহ্ন বা সীমারেখা দ্বারা ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করিবে এবং এতৎসংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করিবে।

(২) জোনিং ম্যাপ সমগ্র দেশের জন্য একইসঙ্গে অথবা কোনো বিশেষ ব্যবহার বা অঞ্চলকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন করা যাইবে।

(৩) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যথাযথভাবে বিবেচনায় লইবে।

(৪) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের নিমিত্ত উহার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক, সর্বসাধারণের অবগতি ও জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে ডেটা স্টোরেজের ওয়েবলিংক উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা করিবে।

(৫) যে কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কার্যালয়, দপ্তর বা ইনস্টিটিউটকে তাহাদের কার্যালয়, দপ্তর বা ইনস্টিটিউটে খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৭) যে কোনো ব্যক্তি, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর, খসড়া জোনিং ম্যাপের বিষয়ে লিখিত আপত্তি বা মতামত, যদি থাকে, উত্থাপন বা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি বা মতামত, নিষ্পত্তি বা বিবেচনার জন্য, বিষয়টি জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৯) জেলা কমিটি, উপ-ধারা (৮) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি বা মতামত পর্যালোচনা, ক্ষেত্রমত, বিবেচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতিবেদন বিবেচনা এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক, ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(১০) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোনো ব্যক্তি, জেলা কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(১১) সরকার, উপ-ধারা (৯) এ উল্লিখিত পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুসরণ করিয়া, উপ-ধারা (১০) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) সরকার, উপ-ধারা (৪) হইতে (১১)-তে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর, খসড়া জোনিং ম্যাপ চূড়ান্ত করিয়া উহা গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(১৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর সহায়তায় এবং নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া জোনিং ম্যাপের বিষয়ে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং প্রতি ১০ (দশ) বৎসর অন্তর অন্তর জোনিং ম্যাপ হালনাগাদ করিবে।

(১৪) সরকার ভূমি জোনিং-এর পর স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং জোনিং ম্যাপের সহিত স্থানিক পরিকল্পনার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করিবে।

(১৫) সরকার, এই আইনের অধীন জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাবিদ, ভূমি ব্যবহার বিশেষজ্ঞ এবং স্পারসোসহ, Information Technology (IT), Geographic Information System (GIS) ও Remote Sensing বিশেষজ্ঞ, কৃষি ও মৎস্য বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করিতে এবং তাহাদের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত "**স্থানিক পরিকল্পনা**" বলিতে স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এর দফা (ঠ)-তে সংজ্ঞায়িত স্থানিক পরিকল্পনাকে বুঝাইবে।

৫। **জেলা কমিটি গঠন।**—(১) সরকার, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন খসড়া জোনিং ম্যাপের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি বা প্রদত্ত মতামত নিষ্পত্তি বা বিবেচনার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠন করিবে।

(২) প্রতিটি জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ উপযুক্ত পর্যায়ের স্থানীয় সরকার, বন ও পরিবেশ বিষয়ক কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

৬। **ভূমি জোনিং**।—(১) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমির বিদ্যমান ব্যবহার এবং ভূ-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে, সকল ভূমি তফসিল-১ অনুযায়ী জোনিং করিবে।

(২) সরকার, জাতীয় স্বার্থ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা বিবেচনায়, সময় সময়, নূতন জোন সৃজন করিতে অথবা বিদ্যমান জোন একত্রীকরণ, পৃথকীকরণ ও বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, এই আইন প্রণয়নের পর, যতদ্রুত সম্ভব, কৃষিভূমিসহ অন্যান্য ভূমি চিহ্নিত করিয়া ভূমি জোনিং-এর কাজ শুরু করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হইতে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিবে।

(৫) এক, দুই, তিন ও চার বা ততোধিক ফসলি কৃষিভূমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষকে কৃষি বিবেচনা করিয়া কৃষিভূমির জোনিং করিতে হইবে।

৭। **কৃষিভূমি সুরক্ষা, ইত্যাদি**।—(১) সরকার, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ ও জেলা প্রশাসন ভূমি জোনিং-এর ভিত্তিতে কৃষিভূমি সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

(২) সরকার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায়, বিশেষ কোনো কৃষিপণ্য অথবা বৎসরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদিত হয় এইরূপ কৃষিভূমিসমূহ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কৃষিভূমি এলাকাকে বিশেষ কৃষি অঞ্চল ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) বিশেষ কৃষি অঞ্চলের ভূমি ক্ষতিসাধন, ভূমিরূপ পরিবর্তন এবং কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ কৃষি অঞ্চল বহির্ভূত দুই, তিন ও চার বা ততোধিক ফসলি কৃষিভূমিও কোনো অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) সরকার, এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ এবং প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণসহ অপরিহার্য কোনো জাতীয় প্রয়োজনে, নিরপেক্ষ প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে, ন্যূনতম পরিমাণ কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত কৃষিভূমির ব্যবহারকে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে এবং মোট কৃষিভূমির শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক অকৃষি কাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অকৃষি ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধান প্রতিবন্ধক হইবে না।

(৭) ইটভাটায় বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষিভূমির উপরিভাগ (top soil), পাহাড় ও টিলা বা জলাধারের পাড়ের মাটি ক্রয়, বিক্রয়, অপসারণ, পরিবহণ বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(৮) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে জলাধার বা জলাভূমি ভরাট করা যাইবে না, পাহাড় ও টিলা কর্তন করা যাইবে না এবং প্রাকৃতিক বনের ক্ষতিসাধন বা বন-বিরুদ্ধ কোনো কাজ করা যাইবে না।

(৯) কোনো ব্যক্তি কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি হইতে মাটি অপসারণ করিলে, অথবা কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি মাটি, বালু বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা ভরাট করিলে, অথবা কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে কোনো বাণিজ্যিক আবাসন, রিসোর্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা বা অনুরূপ কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিলে, সংশ্লিষ্ট কার্য এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য দায়ী ব্যক্তি, বিচারিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত হিসাবে, সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে, ক্ষেত্রমত, অপসারিত মাটি পুনঃস্থাপন, অথবা ভরাটকৃত মাটি, বালি বা বস্তু, বা নির্মিত স্থাপনা বা অবকাঠামো অপসারণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১০) সরকার, সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১১) সরকার, আপাতত বলবৎ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা, কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১২) State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 83-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কৃষিভূমিসহ সকল রেকর্ডীয় শ্রেণির ভূমি এই আইনের বিধান অনুযায়ী সুরক্ষা করিতে হইবে এবং, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, কোনো ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

৮। **প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা**।—সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে এই আইনের বিধানাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৯। **জেলা প্রশাসকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) জোনিং ম্যাপ প্রণীত হউক বা না হউক, কৃষিভূমির তালিকা প্রস্তুত ও সুরক্ষা;

(খ) প্রচলিত আইন অনুসারে জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমিসহ প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন ভূমির তালিকা প্রস্তুত, সীমানা নির্ধারণ ও সুরক্ষা;

(গ) গো-চারণভূমির তালিকা প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ;

(ঘ) ইটভাটার লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মাটির সু-নির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিতকরণ এবং সেইমর্মে ইটভাটার মালিকের নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা আদায়;

(ঙ) ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য পতিত ভূমির মাটি বা ড্রেজিংকৃত মাটি চিহ্নিতকরণ এবং উহার বাহিরে অন্য সকল প্রকার মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

(চ) কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি হইতে মাটি অপসারণ, কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি ভরাট এবং কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ; এবং

(ছ) এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আদেশ ও নির্দেশ প্রতিপালন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ভূমির প্রকৃতি পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে, অবৈধভাবে অপসারিত মাটি প্রতিস্থাপন বা, ক্ষেত্রমত, ভরাটকৃত মাটি, বালু, বস্তু বা স্থাপনা অপসারণ এবং বৃক্ষরোপণসহ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় ও অন্যান্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু, সিলিকা বালু, পাথর ও মাটি জব্দ করিয়া ইজারার মাধ্যমে বিক্রি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ ও পরিপত্র বাতিল হইবে এবং জেলা প্রশাসকগণ জব্দকৃত বালু, সিলিকা বালু, পাথর ও মাটি নিকটবর্তী সরকারি উন্নয়নকাজে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০। **কৃষিভূমিতে আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের অন্য কোনো ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, নিজস্ব কৃষিভূমিতে বসতবাড়ি, উপাসনালয়, কবরস্থান, সমাধি, গুদামঘর, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য পুকুর এবং কুটির শিল্পসহ বসতবাড়ির সহিত সম্পর্কিত স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিতে, অথবা সংশ্লিষ্ট কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত অনুমোদনের কোনো শর্ত, যদি থাকে, লংঘিত হইলে, অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, সংশ্লিষ্ট অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কৃষিভূমিতে কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিলে অথবা কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করিলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত স্থাপনা, অবকাঠামো বা উপকরণ অপসারণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা প্রতিপালন করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

১১। **জোন পরিবর্তন**।—(১) কৃষিভূমি, পাহাড় ও টিলা, জলাধার এবং জলাভূমি ব্যতীত, কোনো ভূমির জোন পরিবর্তন করিতে হইলে অথবা জোনিং বহির্ভূত কাজে কোনো ভূমি ব্যবহার করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ভূমির জোন বা ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের কোনো অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে না এবং জনস্বার্থ, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে না মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১২। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার, এই আইনের অধীন উহার যেকোনো ক্ষমতা কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত, অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইত্যাদির সহায়তা**।—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের স্বার্থে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সহায়তা যাচনা করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির উপর তফসিল-২ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দণ্ড আরোপণীয় হইবে, যথা:—

(ক) অনুমোদন ব্যতীত কোনো ভূমির জোন পরিবর্তন;

(খ) অনুমোদন ব্যতীত কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার;

(গ) কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে বাণিজ্যিক আবাসন, রিসোর্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা বা অনুরূপ স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ;

(ঘ) ইটভাটায় বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষিভূমির উপরিভাগ (top soil), পাহাড় ও টিলা বা জলাধারের পাড়ের মাটি ক্রয়, বিক্রয়, অপসারণ, পরিবহণ বা ব্যবহার;

(ঙ) বিশেষ কৃষি অঞ্চলের ভূমি ক্ষতিসাধন, ভূমিরূপ পরিবর্তন বা কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার; এবং

(চ) জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমির ক্ষতিসাধন ও ভূমিরূপ পরিবর্তন।

(২) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, যাহা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, কৃত অপরাধের জন্য আরোপণীয় দণ্ডের পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি জব্দ করিবার জন্যও আদেশ প্রদান করা যাইবে।

১৫। **তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনে উল্লিখিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা তফসিল-২ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

১৬। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

১৭। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ**।—এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

১৮। **কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—(১) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারার অধীন অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকেও পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য প্রযোজ্য অর্থদণ্ডের দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোনো স্থানীয় সরকার সংগঠন বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা হয়, তাহা হইলে উক্ত সংগঠন, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীই, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, অপরাধটি সংঘটনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা অপরাধটি রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত,—

(ক) "**কোম্পানি**" অর্থ কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংগঠন, ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(খ) "**পরিচালক**" অর্থ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) জোন পরিবর্তনের বা জোনিং বহির্ভূত কাজে ভূমি ব্যবহার করিবার আবেদন ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া;

(খ) বিভিন্ন প্রকারের কৃষিভূমি চিহ্নিত করিবার প্রক্রিয়া;

(গ) খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রদেয় ফি;

(ঘ) স্পারসো-এর সহায়তায় জোনিং ম্যাপের তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণ;

(ঙ) ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি পরিবর্তনে অনুমোদন প্রদান পদ্ধতি;

(চ) কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

(ছ) কৃষিভূমি অকৃষিকাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রভাব নিরূপণ পদ্ধতি;

(জ) সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সুরক্ষা; এবং

(ঝ) এই আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দন্ড নির্ধারণ।

২০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল-১

[ধারা ২(৮) ও ৬(১)]

ক্রমিক নং	জোনের নাম	জোন কোড	জোনের বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	কৃষি অঞ্চল (Agricultural Zone)	AZ	এক ফসলি, দুই ফসলি, তিন ফসলি, চার বা ততোধিক ফসলি, উদ্যান ফসলি, মাঠ ফসলি, গো-চারণভূমি ও বাথান।
২।	বিশেষ কৃষি অঞ্চল (Specialized Agricultural Zone)	SAZ	সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তিকৃত বিশেষ ফসলের জন্য চিহ্নিত অঞ্চল, অথবা দুই বা ততোধিক ফসলি অঞ্চল।
৩।	কৃষি-মৎস্য চাষ অঞ্চল (Agro-Fisheries Zone)	AFZ	ফসল ও মাছের মিশ্র চাষ।
৪।	নদী ও খাল অঞ্চল (River & Canal Zone)	RCZ	নদী, খাল, ফোরশোর, বালুমহাল ও চরাঞ্চল।
৫।	জলাশয়, জলাধার ও জলাভূমি অঞ্চল (Waterbody Zone)	WZ	হাওর, বিল, পুকুর, জলাভূমি, জলমহাল, চিংড়িমহাল ও জলাধার।
৬।	পরিবহণ ও যোগাযোগ অঞ্চল (Transport and Communication Zone)	TCZ	সড়ক, সেতু, রেল, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, ফেরিঘাট এবং বাস টার্মিনালসহ সকল পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো।
৭।	শহুরে আবাসিক অঞ্চল (Urban Residential Zone)	URZ	বর্তমান শহর, শহরতলি ও পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা।
৮।	গ্রামীণ বসতি অঞ্চল (Rural Settlement Zone)	RSZ	কৃষিভূমির মধ্যে ছড়াইয়া থাকা গ্রামীণ বসতি এলাকা।
৯।	মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল (Mixed-used Zone)	MZ	মিশ্র এলাকা (বাণিজ্যিক-আবাসিক)।
১০।	বাণিজ্যিক অঞ্চল (Commercial Zone)	CZ	হাট-বাজার, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ও অফিস।
১১।	শিল্প অঞ্চল (Industrial Zone)	IZ	শিল্প এলাকা ও ইকোনোমিক জোন।
১২।	প্রাতিষ্ঠানিক ও নাগরিক সুবিধা অঞ্চল (Institutional & Public Facilities Zone)	IPFZ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয়, হাসপাতাল, সরকারি ভবন, ক্যান্টনমেন্ট, থানা, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিনোদন কেন্দ্র, ঈদগাহ, কবরস্থান ও শ্মশান।

ক্রমিক নং	জোনের নাম	জোন কোড	জোনের বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৩।	বন ও রক্ষিত এলাকা অঞ্চল (Forest & Protected Area Zone)	FPAZ	সংরক্ষিত বন, রক্ষিত বন, অর্জিত বন, অর্পিত বন, অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল ও রক্ষিত এলাকা।
১৪।	প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা/ প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা (Ecologically Critical Area/ Ecologically Sensitive Area)	ECA/ESA	জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, যাহা ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
১৫।	সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য অঞ্চল (Cultural-Heritage Zone)	CHZ	ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতিস্তম্ভ, পর্যটন ও প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল।
১৬।	পাহাড় ও টিলা অঞ্চল (Hill Zone)	HZ	পাহাড়ি এলাকা, যেস্থানে সংবেদনশীল পরিবেশ রহিয়াছে।
১৭।	পতিত ভূমি অঞ্চল (Fallow Land Zone)	FLZ	যে ভূমিতে কোনো ফসল ফলানো হয়নি বা হয়না।
১৮।	অন্যান্য অঞ্চল (Others Zone)	OZ	উপরি-উক্ত জোনসমূহে অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ ভূমি।

তফসিল-২

[ধারা ২(৮), ১৪(১) ও ১৫(৩)]

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আমলযোগ্যতা	জামিনযোগ্যতা	আপোষযোগ্যতা	আরোপণীয় দন্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	অনুমোদন ব্যতীত কোনো ভূমির জোন পরিবর্তন।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড।
২।	অনুমোদন ব্যতীত কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড।
৩।	কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে বাণিজ্যিক আবাসন, রিসোর্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা বা অনুরূপ স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড।
৪।	ইটভাটায় বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষিভূমির উপরিভাগ (top soil), পাহাড় ও টিলা বা জলাধারের পাড়ের মাটি ক্রয়, বিক্রয়, অপসারণ, পরিবহন বা ব্যবহার।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড।

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আমলযোগ্যতা	জামিনযোগ্যতা	আপোষযোগ্যতা	আরোপণীয় দন্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫।	বিশেষ কৃষি অঞ্চলের ভূমি ক্ষতিসাধন, ভূমিরূপ পরিবর্তন বা কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ড, এবং অতিরিক্ত হিসাবে ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ।
৬।	জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমির ক্ষতিসাধন ও ভূমিরূপ পরিবর্তন।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	প্রচলিত আইনের একই প্রকৃতির অপরাধের ক্ষেত্রে আরোপণীয় দন্ডের বিধান অনুসৃত হইবে, তবে অতিরিক্ত হিসাবে ক্ষতিপূরণ, ভূমির প্রকৃতি পুনঃস্থাপন, অবৈধভাবে ভরাটকৃত মাটি ও স্থাপনা অপসারণ এবং বৃক্ষরোপণসহ প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৫৩ নং আইন

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতপূর্বক সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ"** অর্থ মানবদেহের কিডনি, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চক্ষু, চর্ম ও টিস্যুসহ মানবদেহে সংযোজনযোগ্য যে-কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(২) **"অসামঞ্জস্য জোড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিময় বা প্রতিস্থাপন (Swap Transplant)"** অর্থ এমন একটি সংযোজন ও প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া, যেখানে একজন রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন অথচ যাহার জীবিত দাতা অসামঞ্জস্য (Mismatch), তাহার অন্য একজন জীবিত অসামঞ্জস্য দাতা-গ্রহীতা জুটির সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিময়;

(৩) **"অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplant)"** অর্থ রোগীর দেহে নিজের বা অন্যের স্টেমসেল প্রতিস্থাপন;

(৪) **"আইনানুগ উত্তরাধিকারী"** অর্থ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যাহারা উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃত;

(৫) **"ক্যাডাভেরিক (Cadaveric)"** অর্থ হৃৎপিন্ড স্পন্দনরত ও স্পন্দনহীন এইরূপ মানবদেহ যাহা অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ কর্তৃক ব্রেইন ডেথ মর্মে ঘোষিত এবং যাহার অঙ্গসমূহ অন্য মানবদেহে প্রতিস্থাপনের জন্য লাইফ সাপোর্ট দ্বারা কার্যক্ষম রাখা হইয়াছে;

(৬) **"টিস্যু"** অর্থ একই ধরনের একগুচ্ছ কোষ যাহা একই ধরনের কাজ করে; যেমন-স্টেমসেল, বোন-ম্যারো সেল, ম্যাজেনকাইমাল সেল, লিম্ফোসাইট ইত্যাদি;

(৭) **"নিকট আত্মীয়"** অর্থ পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী ও রক্ত-সম্পর্কিত আপন চাচা, ফুফু, মামা, খালা, নানা, নানি, দাদা, দাদি, নাতি, নাতনি, আপন চাচাতো, মামাতো, ফুপাতো, খালাতো ভাই বা বোন, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং সৎ ভাই বা বোন;

(৮) **"নিঃস্বার্থবাদী দাতা (Emotional Donor)"** অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি গ্রহীতার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত হউক বা নাই হউক তাহার দীর্ঘদিনের পরিচয়সূত্রে সম্পর্কের কারণে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাহার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতাকে দান করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন;

(৯) **"বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল"** অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;

(১০) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১১) **"ব্রেইন ডেথ"** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন ঘোষিত ব্রেইন ডেথ;

(১২) **"মেডিকেল বোর্ড"** অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত মেডিকেল বোর্ড;

(১৩) **"রিভিউ বোর্ড"** অর্থ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত রিভিউ বোর্ড;

(১৪) **"সমন্বয়কারী"** অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো চিকিৎসক;

(১৫) **"সংশ্লিষ্ট বিষয়"** অর্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেদে—

(ক) কিডনির ক্ষেত্রে নেফ্রোলজি, ইউরোলজি;

(খ) যকৃত-অগ্ন্যাশয়ের ক্ষেত্রে হেপাটোলজি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি;

(গ) হৃৎপিন্ডের ক্ষেত্রে কার্ডিওলজি, কার্ডিও থোরাসিক সার্জারি;

(ঘ) অস্থির ক্ষেত্রে অর্থোপেডিক্স, অস্থিমজ্জার ক্ষেত্রে হেমাটোলজি;

(ঙ) কর্নিয়ার ক্ষেত্রে অপথালমোলজি;

(চ) ফুসফুসের ক্ষেত্রে পালমোনালজি, কার্ডিও থোরাসিক এবং থোরাসিক সার্জারি;

(ছ) অন্ত্রের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলজি, জেনারেল সার্জারি এবং কলোরেকটাল সার্জারি;

(জ) ত্বকের ক্ষেত্রে ডার্মাটোলজি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি এবং জেনারেল সার্জারি; এবং

(ঝ) দফা (ক) হইতে (জ)-এ উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত বিষয়; এবং

(১৬) **"হাসপাতাল"** অর্থ চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোনো সরকারি হাসপাতাল বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ বা বেসরকারি হাসপাতাল।

৩। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের অনুমতি।**—(১) কোনো হাসপাতাল কেবল সরকারের অনুমতি গ্রহণ-সাপেক্ষে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করিতে পারিবে।

(২) কোনো হাসপাতাল মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে অনুমতির জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত বা পদ্ধতি পূরণ-সাপেক্ষে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উক্ত আবেদন ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনকারী হাসপাতাল নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিয়াছে তাহা হইলে উক্ত হাসপাতালকে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের অনুমতি প্রদান করিবে এবং অনুমতি প্রদান না করিলে তাহা অবহিত করিতে হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত হাসপাতালের বিশেষায়িত ইউনিটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রেও অনুমতি লইবার প্রয়োজন হইবে।

৪। **জীবিত ব্যক্তি কর্তৃক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান।**—(১) ধারা ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো জীবিত ব্যক্তি তাহার এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যাহা বিযুক্তির কারণে তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকিলে উহা, তাহার কোনো নিকট আত্মীয়ের দেহে সংযোজনের জন্য দান করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ৫-এর বিধানসাপেক্ষে, সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো জীবিত ব্যক্তি তাহার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যাহা বিযুক্তির কারণে তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকিলে, নিঃস্বার্থবাদী দাতা (Emotional Donor) হিসাবে গ্রহীতার দেহে সংযোজনের জন্য দান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চক্ষু, চর্ম, টিস্যু ও অস্থিমজ্জা সংযোজন বা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় বা নিঃস্বার্থবাদী দাতা (Emotional Donor) হইবার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিযুক্তকরণ।**—(১) ধারা ৬ এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো ব্যক্তির দেহ হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য কোনো ব্যক্তির দেহে সংযোজনের উদ্দেশ্যে বিযুক্ত করা যাইবে, যথা:—

(ক) উক্ত ব্যক্তি জীবদ্দশায় স্বেচ্ছায় তাহার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিয়া থাকিলে;

(খ) দফা (ক)-এ উল্লিখিত দানের অবর্তমানে উক্ত ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণার পর তাহার কোনো আইনানুগ উত্তরাধিকারী উক্ত ব্যক্তির দেহ হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিযুক্ত করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুমতি প্রদান করিলে;

(গ) কোনো ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণার ২৪(চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে কোনো দাবিদার না থাকিলে ব্রেইন ডেথ ঘোষণাকারী হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব পালনকারী ব্যক্তি; অথবা

(ঘ) চক্ষু, চর্ম, টিস্যু বিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে মৃতদেহ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানে থাকিলে উক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা স্থান যে জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক এখতিয়ারাধীন তিনি বা, ক্ষেত্রমত, তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অনুরূপ বিযুক্তির জন্য লিখিত অনুমতি প্রদান করেন।

(২) এই ধারার অধীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিযুক্তির সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬। **ব্রেইন ডেথ ঘোষণা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, নিউরোলজি এবং এ্যানেসথেশিওলজি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদার অন্যূন ৩ (তিন) জন চিকিৎসক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কোনো ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রেইন ডেথ ঘোষণাকারী কমিটির কোনো চিকিৎসক বা তাহার কোনো নিকট আত্মীয় এইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বা সংযোজন প্রক্রিয়ার সহিত কোনোভাবে জড়িত থাকিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) অন্যূন ১২ (বারো) ঘণ্টা সুস্পষ্ট কারণে অবিরাম কোমা (Coma) অবস্থায় থাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোমা অবস্থার সৃষ্টি হইলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না, যথা:—

(অ) কার্ডিওজেনিক শক হইতে রিভাইভকৃত ব্যক্তির কোমা অবস্থা ৩৬ (ছত্রিশ) ঘণ্টা অতিবাহিত না হওয়া;

(আ) কোমার অব্যবহিত পূর্বে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৫° সেলসিয়াস বা উহার নিচে থাকা; এবং

(ই) কোনো ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় কোমা অবস্থার সৃষ্টি হওয়া;

(খ) কোমার পূর্বে কোনো মেটাবোলিক বা এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার নিরসন না হওয়া;

(গ) স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া অকার্যকর হইবার পর ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালন করা; এবং

(ঘ) নিম্নবর্ণিত অবস্থায় ব্রেইন স্টেম রিফ্লেক্স সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকা, যথা:—

(অ) দুই চোখের মণি প্রসারিত ও স্থির (ডাইলেটেড এবং ফিক্সড) থাকা;

(আ) দুই চোখের কর্ণিয়ায় রিফ্লেক্স এর অনুপস্থিতি;

(ই) যে-কোনো ধরনের পেইন সেনসেশন (Pain Sensation) রিফ্লেক্স-এর অনুপস্থিতি;

(ঈ) অকুলো কেফালিক বা ডলস রিফ্লেক্স এর অনুপস্থিতি; এবং

(উ) ভেসটিবিউলো অকুলার রিফ্লেক্স এর অনুপস্থিতি।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অবস্থার অনুপস্থিতিতে নিম্নবর্ণিত পরীক্ষা দ্বারা ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করা যাইবে, যথা:—

(ক) ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) মিনিট ব্যাপী মস্তিষ্কের ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম (ইইজি) পরীক্ষা অথবা মস্তিষ্কের এনজিওগ্রাম;

(খ) এপনিয়া টেস্ট।

(৪) ২ (দুই) বৎসর হইতে ১৩ (তেরো) বৎসর বয়স্ক কোনো শিশুর ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাম (ইইজি) পরীক্ষা দ্বারা অন্যূন ১২ (বারো) ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

৭। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা (Donor) ও গ্রহীতার (Recipient) যোগ্যতা।**—(১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা হিসাবে কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) ব্রেইন ডেথ ঘোষিত ব্যক্তির, ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহের ক্ষেত্রে, বয়স ২ (দুই) বৎসর থেকে ৭০ (সত্তর) বৎসরের মধ্যে হয়;

(খ) জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বয়স ১৮ (আঠারো) বৎসর থেকে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসরের মধ্যে হয়, তবে বিশেষ প্রয়োজনে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে দাতার বয়সসীমা শিথিলযোগ্য করা যাইবে;

(গ) মৃত্যুর পূর্বে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে তাহার পক্ষ হইতে কোনো ধরনের লিখিত আপত্তি না করা হইয়া থাকে;

(ঘ) তাহার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা কোনো কারণে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকে;

(ঙ) তাহার চক্ষু, অস্থিমজ্জা ও যকৃত প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, এইচ.বি.এস.এ.জি., এন্টি এইচ.সি.ভি. অথবা এইচ.আই.ভি পজেটিভ না থাকে;

(চ) তিনি কোনো মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিতে অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত না হইয়া থাকিলে;

(ছ) তিনি নিম্নবর্ণিত কোনো রোগে আক্রান্ত না হন, যথা:—

(অ) চর্ম বা মস্তিস্কের প্রাইমারি স্টেজ ক্যান্সার ব্যতীত অন্য যে-কোনো ধরনের ক্যান্সার;

(আ) কিডনি রোগ সংক্রান্ত;

(ই) এইচ.আই.ভি এবং হেপাটাইটিস ভাইরাসজনিত কোনো রোগ:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষেত্রবিশেষে মেডিকেল বোর্ড কিংবা রিভিউ বোর্ড এর অনুমোদনসাপেক্ষে যকৃত প্রতিস্থাপনে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

(ঈ) মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন;

(উ) চক্ষু ও অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ইনসুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস;

(ঊ) জীবাণু সংক্রমণজনিত রোগ (আনট্রিটেড বা ইনএডিকুয়েটলি ট্রিটেড সিস্টেমিক ইনফেকশন)।

(২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতা হিসাবে কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) তাহার বয়স ২ (দুই) বৎসর হইতে ৭০ (সত্তর) বৎসর বয়স সীমার মধ্যে হয়:

তবে শর্ত থাকে যে ১৫ (পনোরো) বৎসর হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পর্যন্ত বয়সসীমার ব্যক্তিগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতা হিসাবে অগ্রাধিকার লাভ করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে কর্ণিয়া, চর্ম ও টিস্যু প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) তিনি যেইসকল রোগের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বা সংযোজনের সাফল্য বিঘ্নিত হইতে পারে সেইসকল রোগে আক্রান্ত না হইয়া থাকেন; এবং

(গ) তিনি মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত না হইয়া থাকেন।

৮। **নিঃস্বার্থবাদী দাতার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা**।—(১) নিঃস্বার্থবাদী দাতা হিসাবে কোনো ব্যক্তি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যদি—

(ক) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের ঊর্ধ্বে হয়;

(খ) মানসিকভাবে সুস্থ হন এবং সজ্ঞানে সম্মতি প্রদানে সক্ষম হন;

(গ) কোনো আর্থিক প্রলোভন কিংবা চাপে পড়ে নয় বরং স্বেচ্ছায় আগ্রহী হন;

(ঘ) তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার নিকট আত্মীয় নন এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত হন;

(ঙ) নিঃস্বার্থবাদী দাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদান কমিটির সুপারিশ প্রাপ্ত হন।

(২) কোনো ব্যক্তি নিঃস্বার্থবাদী দাতা হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি—

(ক) তিনি মাদকাসক্ত হন;

(খ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কিংবা আর্থিক প্রলোভনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে আগ্রহী হইয়া থাকেন; এবং

(গ) এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন যা তাহাকে সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা হিসেবে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে।

৯। **মেডিকেল বোর্ড গঠন ও উহার কার্যাবলি**।—(১) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভেদে) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক পদমর্যাদার মেডিসিনে ১ (এক) জন এবং সার্জারিতে ১ (এক) জন করে মোট ২ (দুই) জন চিকিৎসক;

(খ) অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার ১ (এক) জন এ্যানেসথেসিওলজিস্ট; এবং

(গ) অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার ১ (এক) জন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।

(২) মেডিকেল বোর্ড প্রয়োজন অনুযায়ী অনধিক ৩ (তিন) জন অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার বিশেষজ্ঞ (চিকিৎসক) সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) মেডিকেল বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) ব্রেইন ডেথ ঘোষিত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও জীবিত দেহে সংযোজনের সিদ্ধান্ত প্রদান; এবং

(গ) ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনে অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুপারিশ প্রদান।

(৪) কোনো হাসপাতালে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে সরকার বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদার কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সমন্বয়কারী হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করা হইলে তৎসম্পর্কে উক্তরূপ ঘোষণাকারীগণ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সমন্বয়কারীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সমন্বয়কারী মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০। **ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটি গঠন ও উহার কার্যাবলি**।—(১) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটি গঠন করিবে, যথা:—

(ক) উপাচার্য, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনকারী হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান;

(গ) বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতালের একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রথিতযশা একজন নিউরোলজিস্ট, একজন কার্ডিওলজিস্ট ও একজন এ্যানেসথেসিওলজিস্ট; এবং

(ঝ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, যিনি ইহার সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভেদে বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ) এবং (চ) এ বর্ণিত প্রতিনিধিগণ অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৩) ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ কার্যক্রমের বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন; এবং

(গ) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ কার্যক্রম সহজীকরণ, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য তাৎক্ষণিক পরামর্শ প্রদান এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান।

(৪) ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, উহার কোনো সদস্য সমন্বয়ে উপকমিটি গঠন ও উহার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) ক্যাডাভেরিক জাতীয় কমিটির সভা সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১১। **ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন পদ্ধতি**।—(১) নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (আইসিইউ) সংবলিত কোনো হাসপাতাল ব্রেইন ডেথ ঘোষিত ব্যক্তির ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমন্বয়কারীর মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সমন্বয়কারী বিযুক্ত ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সচল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত গ্রহীতাগণ অগ্রাধিকার পাইবে, যথা:—

(ক) ব্রেইন ডেথ ঘোষিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার জীবদ্দশায় তাহার কোনো নিকট আত্মীয় বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লিখিতভাবে দানের সম্মতি প্রদান করা হইলে;

(খ) ধারা ১৭ অনুসারে গঠিত জাতীয় রেজিস্টার (National Register) এ তালিকাভুক্ত ব্যক্তি;

(গ) তুলনামূলক কমবয়সী;

(ঘ) রোগীর জীবন রক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় অধিকতর মুমূর্ষু ব্যক্তি; এবং

(ঙ) ভৌগোলিক দূরত্ব বা ভ্রমণের সময় বিবেচনায় তুলনামূলক নিকটবর্তী ব্যক্তি।

(৪) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন ও বিযুক্তকরণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে উৎসাহ প্রদান**।—(১) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ দাতাদের জাতীয় মর্যাদায় দাফন বা সৎকারের ব্যবস্থা করা হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় দিবসে ক্যাডাভেরিক অঙ্গদাতার পরিবারকে বিশেষ সম্মাননা বা পদক প্রদান করা হইবে।

(৩) ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করা হইবে।

১৩। **অসামঞ্জস্য জোড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনিময় বা প্রতিস্থাপন (SWAP Transplant) এর পদ্ধতি**।—(১) জীবিত নিকট আত্মীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা-গ্রহীতা জুটি যখন চিকিৎসাগতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ (mismatch) হয়, তখন তাহারা জোড়া বিনিময় কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করিবে।

(২) চিকিৎসা প্রদানকারী হাসপাতাল বা জাতীয় রেজিস্ট্রি (National Registry) অসামঞ্জস্যপূর্ণ জোড়ার একটি ডেটাবেজ সংরক্ষণ করিবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ জোড়াগুলি খুঁজিয়া বাহির করিবে।

(৩) উক্ত জোড়া বা জোড়াগুলির মধ্যে দাতা-গ্রহীতার সম্মতিক্রমে অঙ্গ বিনিময় করিতে পারিবে।

(৪) জোড়া বিনিময় কর্মসূচির আওতাধীন দাতা-গ্রহীতার বিনিময় বা প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত সকল অস্ত্রোপচার একই বা নির্ধারিত সময়ে এক বা একাধিক হাসপাতালে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৪। **নিকট আত্মীয় ও আইনানুগ উত্তরাধিকারী নির্ধারণের জন্য বোর্ড গঠন ও উহার কার্যাবলি**।— (১) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি নিকট আত্মীয় ও আইনানুগ উত্তরাধিকারী নির্ধারণের জন্য বোর্ড গঠন করিতে হইবে যথা:—

(ক) সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক এবং বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন, যিনি উক্ত বোর্ডের নেতৃত্বে থাকিবেন;

(খ) জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধি;

(গ) একজন বিজ্ঞ গভর্নমেন্ট প্লিডার/পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ঘ) পুলিশ কমিশনার বা পুলিশ সুপারের একজন প্রতিনিধি (সহকারী পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহে)।

(২) বোর্ড প্রয়োজন অনুযায়ী অনধিক ২ (দুই) জন অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার (চিকিৎসক) সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৩) নিকট আত্মীয় ও আইনানুগ উত্তরাধিকারী নির্ধারণী বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ক্যাডাভেরিক দাতার ক্ষেত্রে আইনানুগ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ;

(খ) জীবিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা-গ্রহীতার আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারণ।

(৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি আবশ্যক হইবে, যথা:—

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/ডিজিটাল জন্ম সনদ;

(খ) পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যয়িত হলফনামা;

(ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হইতে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রত্যয়নপত্র;

(ঙ) নিকাহনামা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(চ) পারিবারিক ছবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ছ) ডিএনএ পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৫) অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না; তবে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের জন্য দাতা ও গ্রহীতা নির্বাচনের স্বার্থে তাদের যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিভাগের ন্যূনতম ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের (কনসালটেন্ট পর্যায়ের) লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

(৬) অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **রিভিউ বোর্ড গঠন ও উহার কার্যাবলি**।- (১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি রিভিউ বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি এই বোর্ডের সভাপতিও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক, যিনি এই বোর্ডের সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) রিভিউ বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন নিকট আত্মীয় ও আইনানুগ উত্তরাধিকারী নির্ধারণের জন্য বোর্ড কর্তৃক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা ও গ্রহীতার আত্মীয়তা সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ বা জটিলতা দেখা দিলে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের সকল ডাটা সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান।

১৬। **নিঃস্বার্থবাদী দাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদান কমিটি ও উহার কার্যাবলি।**—(১) নিঃস্বার্থবাদী দাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদানের জন্য একটি নিঃস্বার্থবাদী দাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদান কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

(গ) প্রতিনিধি (পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিম্নে নহে), পুলিশ সদর দপ্তর;

(ঘ) পরিচালক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট;

(ঙ) একজন অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন মানবাধিকারকর্মী;

(ছ) যুগ্মসচিব, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) নিঃস্বার্থবাদী দাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদান কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নিঃস্বার্থবাদী দাতা হইবার জন্য দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) নিঃস্বার্থবাদী দাতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার মাঝে কোনো আর্থিক লেনদেন সংঘটিত না হওয়া এবং নিঃস্বার্থবাদী দাতা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের বিষয়ে অঙ্গীকার না করার বিষয়টি নিশ্চিত বা পরীক্ষা করা;

(গ) নিঃস্বার্থবাদী দাতা কর্তৃক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা এবং যে প্রেক্ষিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে আগ্রহী হন তাহা ব্যাখ্যা করা;

(ঘ) দাতা-গ্রহীতার মাঝে সম্পর্কের বিষয়ে দালিলিক প্রমাণ পরীক্ষা করা;

(ঙ) দাতা-গ্রহীতার একত্রে কোনো পুরাতন ছবি থাকিলে তা পরীক্ষা করা;

(চ) দাতা গ্রহীতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাঝে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি, দালাল বা এজেন্সির সম্পৃক্ততা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

(ছ) দাতা যেনো মাদকাসক্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(জ) দাতা ও গ্রহীতার আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি পরীক্ষা করা এবং প্রমাণক হিসেবে তাহাদের বিগত ৩ অর্থবছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী বা ব্যাংক হিসাব যাচাই করা;

(ঝ) দাতার কোনো নিকট আত্মীয় কিংবা নিকট আত্মীয় না থাকিলে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যিনি দাতার সহিত রক্ত সম্পর্কে বা বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ তাহাকে দাতা কর্তৃক অঙ্গ দানের বিষয়ে সচেতন কি না, দাতার সহিত গ্রহীতার সম্পর্ক কি, অঙ্গ দানের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এবং কোনো জোরালো মতামত কিংবা আপত্তি অথবা ভিন্ন মত পাওয়া গেলে তাহা রেকর্ড করা; এবং

(ঞ) দাতার মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি পরীক্ষা করা এবং অঙ্গ দান করিলে তাহার শারীরিক কোনো জটিলতা হইবে কি না সেই বিষয়ে তাহাকে অবগত করা।

১৭। **জাতীয় রেজিস্টার (National Register) সংরক্ষণ**।—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনে আগ্রহী বা সম্মত দাতা-গ্রহীতার তথ্য সংবলিত একটি জাতীয় রেজিস্টার থাকিবে।

১৮। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধ**।—মানব দেহের যেকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়বিক্রয় বা উহার বিনিময়ে কোনো প্রকার সুবিধা লাভ এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদান বা অন্য কোনোরূপ প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৯। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) কোনো ব্যক্তি নিকট আত্মীয়তা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে অথবা উক্তরূপ তথ্য প্রদানে উৎসাহিত, প্ররোচিত বা ভীতি প্রদর্শন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অন্য কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের জন্য কোনো চিকিৎসক দণ্ডিত হইলে, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইবে।

২০। **হাসপাতাল কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—(১) কোনো হাসপাতাল কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ হাসপাতালের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তিনি যে নামেই পরিচিত হউন না কেন, উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) কোনো হাসপাতাল কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের অনুমতি বাতিল হইবে ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য অর্থ দন্ড আরোপ করা যাইবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে।

২১। **অপরাধের তদন্ত, বিচার ইত্যাদি**।—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৫ নং আইন) এবং মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯১ নং আইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন।**—ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায় দুইবার উল্লিখিত "ইং" শব্দের পরিবর্তে "খ্রিষ্টাব্দ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) "কুম্ভি পাতা বা টেন্ডু পাতার বিড়ি" অর্থ কুম্ভি পাতা বা টেন্ডু পাতায় মোড়ানো বা তৈরিকৃত বিড়ি এবং অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বা তৈরিকৃত বিড়িও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু কাগজ দ্বারা মোড়ানো প্রচলিত বিড়ি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;";

(খ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) "তামাক" অর্থ কোনো নিকোটিয়ানা টাবাকাম বা নিকোটিয়ানা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদসম্পর্কিত অন্য কোনো উদ্ভিদ বা উহাদের কোনো পাতা বা ফল, শিকড়, ডাল বা উহার কোনো অংশ;";

(গ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুতকৃত যে-কোনো দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় বা অন্য কোনোভাবে সেবন করা যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার, হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণ (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(চ) "পাবলিক প্লেস" অর্থ সরকারি-বেসরকারি মালিকানা নির্বিশেষে জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য যে-কোনো স্থান যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ভবন, ক্লিনিক ভবন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন ও প্ল্যাটফর্ম, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, যে-কোনো ধরনের হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খাবার দোকান, কফি হাউজ এবং উল্লিখিত পাবলিক প্লেসমূহের প্রাঙ্গণ, কমিউনিটি সেন্টারসহ যে-কোনো ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানস্থল, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা, পাবলিক পরিবহণে আরোহণের উদ্দেশ্যে যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারিসহ সেবাগ্রহণের নিমিত্ত মানুষের যে-কোনো সারি অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে-কোনো বা সকল স্থান;";

ব্যাখ্যা।—পাবলিক প্লেস-এর সংজ্ঞার্থে অন্তর্ভুক্ত সকল ভবনের বারান্দা, প্রবেশ ও বহির্গমন গেইট এবং ভবন সংশ্লিষ্ট এলাকা তাহা আচ্ছাদিত বা উন্মুক্ত যেভাবেই হউক না কেন, ভবনের সামনে ও পেছনের মাঠ, উন্মুক্ত স্থান বা বাগানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(ঙ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত 'যান্ত্রিক' শব্দের পরিবর্তে 'যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত 'এবং' শব্দ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ছ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঝ) "ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এবং কোম্পানি, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;"

(জ) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঞ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) "স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং" অর্থ তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের আকার (shape), আয়তন (size), মোড়কের উপাদান, মোড়কজাতকরণ এবং মোড়কে তামাকজাত দ্রব্যের পরিমাণ ও সংখ্যাসংক্রান্ত সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং।"

৪। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এ উল্লিখিত "(২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি এবং বন্ধনীর পর ", গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৯ নং আইন), রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২০ নং আইন)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি এবং বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত 'ধূমপান' শব্দের পরিবর্তে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কোনো পাবলিক প্লেসে ধূমপানের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'তিনশত টাকা' শব্দগুলির পরিবর্তে 'দুই হাজার টাকা' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও ব্যাখ্যা এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও ব্যাখ্যাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) কোনো প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ইন্টারনেট মাধ্যম, ওয়েবসাইট, ওয়েবপেইজ, ইলেক্ট্রনিক মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য-সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোনো সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ও ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম ব্যবহারের দৃশ্য ও তামাকজাত দ্রব্য বা দ্রব্যের মোড়ক টেলিভিশন, রেডিয়ো, ইন্টারনেট, ওটিটি (Over The Top-OTT) প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপস (Apps), মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের ব্র্যান্ড নাম বা মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সদৃশ অন্য কোনো দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না এবং অন্য কোনো পণ্যের ব্র্যান্ড নাম বা মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সদৃশ কোনো তামাকজাত দ্রব্য ও ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম-এর মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) কোনো ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলে (point of sales) তামাকজাত দ্রব্যের কোনো ধরনের প্যাকেট, কৌটা, খালি বা নমুনা মোড়ক প্রদর্শনসহ যে কোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;''

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) **"তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার"** অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) **"ইন্টারনেট"** বলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ২ এর দফা (৮) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ইন্টারনেটকে বুঝাইবে;

(গ) **"ইলেকট্রনিক মেইল"** বলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ২ এর দফা (৯) এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মেইলকে বুঝাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (Corporate Social Responsibility) নামে কোনো তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক ও প্রতীক ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোনো বাণিজ্যিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে অথবা কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির নামে কোনো প্রকার সহায়তা প্রদান করা যাইবে না।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত 'এক লক্ষ টাকা' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ লক্ষ টাকা' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৫ সনের ১১নং আইনে নূতন ধারা ৬খ, ৬গ ও ৬ঘ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬খ, ৬গ ও ৬ঘ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"**৬খ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ইত্যাদির সীমানার মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশু পার্কের সীমানার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সীমানার পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬গ। **কুম্ভি পাতা, টেন্ডু পাতার বিড়ি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কুম্ভি পাতা, টেন্ডু পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বিড়ি উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিপণন, বিতরণ, পরিবহণ, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক লেনদেন স্থগিত বা জব্দসহ আর্থিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি কুম্ভি পাতা, টেন্ডু পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা দ্বারা মোড়ানো বিড়ি ব্যবহার করিবেন না।

(৫) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬ঘ। **তামাকজাত দ্রব্যের সাথে আসক্তিমূলক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো ব্যক্তি তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের সহিত কোনো ক্ষতিকর আসক্তিমূলক দ্রব্য যুক্ত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৮। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৭ ও ধারা ৭ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ ও ধারা ৭ক বিলুপ্ত হইবে।

৯। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে' শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'এক হাজার টাকা' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ হাজার টাকা' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'কোনো পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'কোনো পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহণ এবং তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলে ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) এই আইনের বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোনো ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা অন্য কোথাও যদি কোনো তামাকজাত দ্রব্যের কোনো বিজ্ঞাপন প্রচার বা প্রদর্শন বা অন্য কোনোভাবে প্রচারণা করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অবৈধ প্রচার বন্ধ করিতে এবং প্রচারণা সামগ্রী বা উপকরণ অপসারণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন, উক্তরূপ নির্দেশ সত্ত্বেও উক্ত অবৈধ প্রচার বন্ধ না করিলে এবং প্রচারণা সামগ্রী বা উপকরণ অপসারণ না করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ বা উপকরণ অপসারণের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিতে পারিবেন।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত 'উপ-ধারা (৩) এর অধীন' শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে 'উপ-ধারা (৩) ও (৩ক)-এর অধীন' শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন, বস্তা ও কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অন্যূন শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখাসম্বলিত স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মুদ্রণ করিতে হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'বিবৃতি' শব্দের পর 'এবং উৎপাদনের তারিখ উল্লেখসহ' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত 'বিবৃতি' শব্দের পর 'এবং উৎপাদনের তারিখ' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৬)-এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

''(৭) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মালামাল জব্দসহ কোম্পানির মালিক, ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত কোম্পানির তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।"।

১২। **২০০৫ সনের ১১নং আইনে নূতন ধারা ১০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"১০ক। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপর বিধিনিষেধ।—(১) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি মোড়ক বা কৌটা ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক ও কৌটার আকার, আয়তন ও ওজন, উহাতে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের সংখ্যা ও পরিমাণ, উৎপাদনের তারিখ এবং কুইটলাইন হেল্প নম্বর মুদ্রণ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মালামাল জব্দসহ কোম্পানির মালিক, ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত কোম্পানির তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে।"।

১৩। **২০০৫ সনের ১১নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) এই আইনের অধীন কোনো অভিযোগ দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।"।

১৪। **Ordinance No. LVII of 1975 এর রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) The Bidi Manufacture (Prohibition) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LVII of 1975) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কোনো কার্য অথবা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন, উক্ত কৃত কার্য অথবা গৃহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সময় এই আইন বলবৎ ছিল।

১৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৮০ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কাজকর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১৩ নং আইন

International Crimes (Tribunals) Act, 1973 অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে উক্ত আইন অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন International Crimes (Tribunals) (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৬ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **Act No. XIX of 1973 এর section 1 এর সংশোধন।**— International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973), অত:পর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 1এর—

(ক) sub-section (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(2) It extends to the whole territory of Bangladesh and applies extraterritorially as specified in sub-section (4).";

(খ) sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (4) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(4) This Act shall also apply to:

(a) any citizen of Bangladesh who commits a crime under this Act, whether the crime is committed within or beyond the territory of Bangladesh;

(b) any person, regardless of nationality, if any part of the crime is committed within the territory of Bangladesh."।

৩। **Act No. XIX of 1973 এর section 2 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 2 এর—

(ক) clause (a) এ উল্লিখিত "includes forces" শব্দগুলির পরিবর্তে "includes forces whether armed or unarmed" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (aa) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (aa) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(aa) "disciplined force" means—

(i) the army, navy and air force;

(ii) the police, Rapid Action Battalion, Border Guard Bangladesh, Coast Guard and Ansar;

(iii) any other force declared by law to be a disciplined force within the meaning of this definition;";

(গ) clause (b) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (bb) ও clause (bbb) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(bb) "intelligence agency" means any authority, force or entity, established by or under any law which is responsible for the collection, analysis and exploitation of information in support of law enforcement, national security and public safety;

(bbb) "organisation" means any political party, or any entity subordinate to, or affiliated to, or associated with such a party, or any group of individuals which, in the opinion of the Tribunal, propagates, supports, endorses, facilitates, or engages in the activities of such a party or entity;"।

৪। **Act No. XIX of 1973 এর section 3 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 3 এর—

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "any armed, defence or auxiliary forces, irrespective of nationality, who commits or has committed, in the territory of Bangladesh" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency, who, irrespective of his nationality, commits or has committed, within or beyond the territory of Bangladesh" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) sub-section 2 এর—

(অ) clause (a) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (a) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(a) Crimes against Humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation or forcible transfer of population, imprisonment, abduction, confinement, torture, rape, sexual exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other inhumane acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack or persecutions on political, racial, ethnic or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated;

"Explanation:—For the purposes of defining the terms "attack", "persecution" "enforced disappearance", "sexual slavery", "enforced prostitution", "forced pregnancy", "enforced sterilization" a Tribunal shall apply the definitions set out in Article 7(2) of the Rome Statute of the International Criminal Court, which Bangladesh has ratified on 23 march, 2010;";

(আ) clause (c) এ উল্লিখিত ", religious or political group" কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে "or religious group" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) clause (g) এ উল্লিখিত "or conspiracy" শব্দগুলির পরিবর্তে ", conspiracy or incitement" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(3) For the purpose of determining liability under sub-section (2), a Tribunal shall have regard to the Elements of Crime of the International Criminal Court (ICC), as adopted pursuant to Article 9 of the Rome Statute of the International Criminal Court, to the extent that they are not inconsistent with the provisions of this Act."।

৫। **Act No. XIX of 1973 এর section 4 এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত Act এর section 4 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 4 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**4. Liability for Crimes.—**(1) Any individual or group of individuals, or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who commits a crime within the jurisdiction of the Tribunal shall be responsible and liable for punishment.

(2) In accordance with this Act, any individual or group of individuals, or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Tribunal if that person:

(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;

(b) Orders, solicits, incites or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;

(c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;

(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:

(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Tribunal; or

(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;

(e) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Act for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose;

(f) In respect of the war of aggression as crime against peace, the provisions of this section shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a state;

(3) Any commander, superior officer or leader who orders, permits, acquiesces, incites or participates in the commission of any of the crimes specified in section 3 or is connected with any plans or activities involving the commission of such crimes or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline, or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crimes, or who fails to take necessary measures to prevent the commission of such crimes, either knowing or owing to the circumstances at the time should have known or consciously disregarded information which clearly indicated that the subordinates were committing or about to commit such crimes, is guilty of these crimes."।

৬। **Act No. XIX of 1973 এর section 6 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 6 এর sub-section (5) এ উল্লিখিত "before the other members" শব্দগুলির পরিবর্তে "before the Tribunal represented by other members" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। Act No. XIX of 1973 এর section 8 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 8 এর sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3A) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(3A) An Investigation Officer, if he considers it necessary, may search any place and seize any documents or articles under a seizure list prepared in the presence of at least two witnesses."।

৮। **Act No. XIX of 1973 এর section 9 এর সংশোধন**—উক্ত Act এর section 9 এর sub-section (5) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (6) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(6) The defence may, with the permission of the Tribunal, call additional witnesses or present further evidence at any stage of the trial."।

৯। **Act No. XIX of 1973 এর নূতন section 9A এর সন্নিবেশ।**— উক্ত Act এর section 9 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 9A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**9A. Recording and Broadcasting of Hearings.—(**1) A Tribunal may decide to make an audio-visual recording of a hearing or part thereof.

(2) A Tribunal may decide to make available an audio or video broadcast of a hearing, or part thereof, via the internet or other means, in accordance with any conditions set by the Tribunal to protect the safety, privacy and dignity of participants."।

১০। **Act No. XIX of 1973 এর নূতন section 10B এর সন্নিবেশ।**— উক্ত Act এর section 10 A এর পর নিম্নরূপ নূতন section 10B সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**10B. Provision for Observers.—**Notwithstanding any provision contained in any other law for the time being in force, representatives of United Nations bodies and agencies, as well as national or international human rights organizations, may attend public hearings, trials and other proceedings."।

১১। **Act No. XIX of 1973 এর section 11 এর সংশোধন।**— উক্ত Act এর section 11 এর sub-section (6) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (7), sub-section (8) ও sub-section (9) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(7) A Tribunal may arrange virtual hearings if the Tribunal is satisfied that the physical attendance of the victims and witnesses cannot be procured due to unavoidable circumstances.

(8) Notwithstanding anything contained in the Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (President's Order No. 46 of 1972), a Tribunal may allow foreign counsel to appear before it, subject to the prior permission of Bangladesh Bar Council, which should not be unreasonably withheld.

(9) A Tribunal may order freezing or confiscation of the accused's assets to prevent evasion on flight, realize compensation under section 20A and ensure justice."।

১২। **Act No. XIX of 1973 এর section 11A সংশোধন।**— উক্ত Act এর section 11A এর sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) ও sub-section (4) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(3) If in any case, the accused is charged with crimes punishable under this Act, but the evidence suggests they have committed a different offence chargeable under the Penal Code, 1860, or any other law for the time being in force, the case may be transferred to a competent court for trial.

(4) For the purpose sub-section (3), the Tribunal shall send to that court a certified copy of the case record and the documents and articles, if any, which are to be produced as evidence and notify the concerned public prosecutor of the transfer of the case."।

১৩। **Act No. XIX of 1973 এর section 12 এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত Act এর section 12 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 12 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**12. Provision for Defence Counsel.—** (1) Where an accused person is not represented by counsel, the Tribunal may, at any stage of the case, direct that a counsel shall be engaged at the expense of the Government to defend the accused person and may also determine the fees to be paid to such counsel.

(2) In addition to any other disclosure provided for in this Act, the prosecutor shall, as soon as practicable, disclose to the defence any evidence in the prosecutor's possession which he believes shows the innocence of the accused, or mitigates the guilt of the accused, or which may affect the credibility of prosecution evidence.

(3) Complaints, reports, memoranda or other internal documents prepared by the investigation or the prosecution in connection with the investigation or preparation of the case are not subject to disclosure.

(4) Where material or information is in the possession or control of the prosecutor which must be disclosed in accordance to this rule, but disclosure may prejudice further or ongoing investigations, the prosecutor may apply to the Tribunal for a ruling as to whether the material or information must be disclosed to the defence and the matter shall be heard on an ex parte basis by the Tribunal.

(5) Communications made in the context of the professional relationship between a person and his legal counsel shall be regarded as privileged, and consequently not subject to disclosure, unless:

(i) The person consents in writing to such disclosure; or

(ii) The person voluntarily disclosed the content of the communication to a third party, and that third party then gives evidence of that disclosure.

(6) In case of doubt as to the application of this provision, the Tribunal shall take decision."।

১৪। **Act No. XIX of 1973 এর section 14 এর সংশোধন।**— উক্ত Act এর section 14 এর—

(ক) sub-section (1) এ উল্লিখিত "Any Magistrate of the first class" শব্দগুলির পরিবর্তে "Any Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(3) An accused shall have the right not to be compelled to testify or to confess guilt and to remain silent, without such silence being a consideration in the determination of guilt or innocence."।

১৫। Act No. XIX of 1973 এর section 17 এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত Act এর section 17 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 17 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**17. Right of Accused Person During Trial.—** An accused person shall have the right to—

(a) give any explanation relevant to the charge made against him during trial;

(b) conduct his own defence before the Tribunal or to have the assistance of counsel;

(c) present evidence at the trial in support of his defence, and to cross-examine any witness called by the prosecution.

(d) be tried without undue delay;

(e) have adequate time and facilities for the preparation of the defence and to communicate freely with counsel of the accused's choosing in confidence;

(f) avail the assistance of an interpreter, free of charge and at the expense of the government, if they do not understand or speak the language used in the proceedings;

(g) have protection under Torture and Custodial Death (Prevention) Act, 2013 (Act No. 50 of 2013);

(h) to be brought before a Tribunal within 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Tribunal and shall not be arbitrarily detained."।

১৬। **Act No. XIX of 1973 এর section 19 এর সংশোধন।**— উক্ত Act এর section 19 এর—

(ক) sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (1), (1A), (1B), (1C), (1D), (1E) ও (1F) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(1) The parties to a Tribunal may submit any evidence including data or information generated, prepared, sent, received, or stored in magnetic, electromagnetic, optical, or computer memory; audio and video recordings; Digital Versatile Disc (DVD), Digital Video Disc (DVD); records from Closed Circuit Television (CCTV); drone data; records from cell phones; hardware, software, or any other digital device relevant to the case, to the Tribunal.

(1A) A Tribunal shall have the authority to order the submission of all evidence that it considers necessary for the determination of the truth.

(1B) A Tribunal shall rule on the admission or relevance of evidence either on its own motion or on the application of one of the parties, taking into account, inter alia, the probative value of the evidence and any prejudice that such evidence may cause to a fair trial or to a fair evaluation of the testimony of a witness.

(1C) An issue relating to relevance or admissibility of evidence must be raised at the time when the evidence is submitted to the Tribunal or, exceptionally, when those issues were not known at the time when the evidence was submitted, it may be raised immediately after the issue has become known.

(1D) A Tribunal shall give reasons for any rulings it makes on evidentiary matters.

(1E) Evidence ruled irrelevant or inadmissible shall not be considered by the Tribunal.

(1F) Evidence obtained by means of a violation of internationally recognized human rights shall not be admissible if:

(a) The violation casts substantial doubt on the reliability of the evidence; or

(b) The admission of the evidence would be antithetical to and would seriously damage the integrity of the proceedings."।

(খ) sub-section (2) এ উল্লিখিত "Magistrate" শব্দটির পরিবর্তে "Judicial Magistrate or Metropolitan Magistrate" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) sub-section (4) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (5) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(5) Notwithstanding anything contained in this section, the Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence and may adopt and apply expeditious and non-technical procedures."।

১৭। **Act No. XIX of 1973 এর নূতন section 20A এর সন্নিবেশ।**— উক্ত Act এর section 20 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 20A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**20A. Provision for Compensation.-** (1)The Tribunal may award any amount it deems appropriate as compensation for the victims of the crimes.

(2) If the compensation cannot be recovered from the convicted individual or their existing assets, such amounts shall be recoverable from any assets that the individual may own or acquire in the future.

(3) In the cases stated above, the claim for compensation shall take precedence over any other claims against the aforementioned assets."।

১৮। **Act No. XIX of 1973 এ section 20B এর সন্নিবেশ।**— উক্ত Act এর section 20A এর পর নিম্নরূপ নূতন section 20B ও 20C সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"**20B. Punishments, etc. for organization.-** Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, if it is proved in a trial before the Tribunal that any organisation has committed, ordered, attempted, aided, incited, abetted, conspired, facilitated or otherwise assisted the commission of any of the crimes under sub-section (2) of section 3 of this Act, the Tribunal shall have the power to suspend or prohibit its activities, ban the organisation, suspend or cancel its registration or license, and confiscate its property.।

20C. Disqualification of the accused upon formal charge.- (1) Where a formal charge is submitted against any person under sub-section (1) of section 9 of this Act, such person shall be disqualified-

(a) from being elected, or being, a member of Parliament; or

(b) from being elected or appointed, or being, a member, commissioner, chairman, mayor or administrator, as the case may be, of any Local Government Bodies; or

(c) from being appointed to any service of the Republic; or

(d) from holding any other public office.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any person who is discharged or acquitted by the Tribunal."।

১৯। **Act No. XIX of 1973 এর নূতন section 21A এর সন্নিবেশ।**— উক্ত Act এর section 21 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 21A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**21A. Interlocutory Appeal.—** (1) Notwithstanding any other provisions in this Act, a party may file an appeal before the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh challenging the order of punishment for contempt of the Tribunal within 30 (thirty) days of the passing of the said order.

(2) The appeal shall be disposed of within 30 (thirty) days of filing the appeal.

(3) Notwithstanding the filing or pendency of any interlocutory appeal, the Tribunal shall continue with all investigative, trial, and related proceedings without suspension or delay.

(4) The filing of an appeal shall not operate as a stay of proceedings or affect the Tribunal's jurisdiction to proceed with any matter before it, unless otherwise directed by the Tribunal in the interests of justice."।

২০। **Act No. XIX of 1973 এর নূতন section 23A ও section 23B এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 23 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 23A ও section 23B সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**23A. Witness Protection.—** (1) A Tribunal shall take all necessary measures to ensure the safety, security, and well-being of witnesses who provide testimony or evidence in proceedings under this Act.

(2) A Tribunal may, on its own motion or upon request by the prosecution, defence, or the witness concerned, order any of the protective measures specified in sub-section (1) or any other measures it deems necessary to safeguard the witness.

(3) Any decision on witness protection shall be made with due regard to the rights of the accused and the prosecution to a fair trial, ensuring that such measures do not unduly prejudice either party involved in the trial.

23B. Participation and the Protection of the Victims.- (1) Victims of crimes under this Act, either personally or through duly authorized legal representation, shall have the right to participate in the proceedings of a Tribunal where they or their families hold a position contrary to that of the prosecution and the Tribunal shall record the perspective of the victims for judicial consideration.

(2) A Tribunal may, on its own motion or upon request by the prosecution or the victims concerned, order any of the protective measures it deems necessary to safeguard the victims."।

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024 (২০২৪ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ), International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ), International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ), এবং International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৪৬ নং আইন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ পুনঃপ্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ) এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেক-হোল্ডারদের সহিত অধিকতর পরামর্শ ও যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) পুনঃপ্রচলন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (রহিতকরণ ও পুনঃপ্রচলন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন এর পুনঃপ্রচলন।**—জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) একই সনের একই নম্বরে পুনঃপ্রচলন করা হইল।

৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬২ নং অধ্যাদেশ) এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:

২০২৬ সনের ৮৩ নং আইন

Bangladesh Bank Order, 1972 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন Bangladesh Bank (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **President's Order No. 127 of 1972 এর Article 10 এর সংশোধন**।— Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 10 এর clause (5) এর প্রান্তস্থিত কোলন ":" চিহ্নের পরিবর্তে ফুলস্টপ "." চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং Proviso বিলুপ্ত হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(১৬০৩১)
মূল্য: টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ২৩ নং আইন

বাণিজ্যিক বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াবলির বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করিবার জন্য বাণিজ্যিক বিরোধসমূহ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করিবার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাণিজ্যিক আদালত আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"অর্থ ঋণ আদালত"** অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত আদালত;

(খ) **"দেওয়ানি কার্যবিধি"** অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);

(গ) **"বাণিজ্যিক আদালত"** অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন গঠিত আদালত;

(ঘ) **"বাণিজ্যিক বিরোধ"** অর্থ হাইকোর্ট বিভাগের আদি অধিক্ষেত্র (original jurisdiction) ও অর্থ ঋণ আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয় ব্যতীত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়ে সৃষ্ট বিরোধ, যথা:—

(১) ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বণিকদের সাধারণ লেনদেন, যাহার মধ্যে বাণিজ্যিক দলিলসমূহের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত;

(২) পণ্য বা সেবার রপ্তানি বা আমদানি;

(৩) বিমান, বিমান ইঞ্জিন, বিমান সরঞ্জাম ও হেলিকপ্টার সম্পর্কিত লেনদেন, যাহার মধ্যে বিক্রয়, লিজ ও অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত;

(৪) পণ্য পরিবহন;

(৫) নির্মাণ ও অবকাঠামোগত চুক্তি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত দরপত্র;

(৬) বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি;

(৭) ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি (Franchising agreements);

(৮) বিতরণ ও লাইসেন্সিং চুক্তি;

(৯) ব্যবস্থাপনা ও পরামর্শ চুক্তি;

(১০) যৌথ উদ্যোগ চুক্তি;

(১১) শেয়ারহোল্ডার চুক্তি;

(১২) পরিষেবা খাত সম্পর্কিত সাবস্ক্রিপশন (subscription) ও বিনিয়োগ চুক্তি, যাহার মধ্যে আউটসোর্সিং ও আর্থিক সেবা অন্তর্ভুক্ত;

(১৩) বাণিজ্যিক এজেন্সি এবং বাণিজ্যিক রীতিনীতি (mercantile usage);

(১৪) অংশীদারিত্ব চুক্তি;

(১৫) প্রযুক্তি উন্নয়ন চুক্তি;

(১৬) ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন), কপিরাইট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৪ নং আইন), বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৩ নং আইন), বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ২২ নং আইন) ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৪ নং আইন) এর অধীন অর্পিত কোনো অধিকার বা ডোমেইন নাম সম্পর্কিত কোনো দাবি বা অধিকার;

(১৭) পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি;

(১৮) খনিজ, গ্যাস বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের (যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম) ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি;

(১৯) বীমা বা পুনঃবীমা অথবা বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন কোনো বিষয়;

(২০) এজেন্সি চুক্তি;

(২১) জাহাজ নির্মাণ, বিক্রি বা রপ্তানি সংক্রান্ত চুক্তি;

(২২) সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) এর অধীন সালিস চুক্তি, সালিস, সালিসি কার্যধারা ও রোয়েদাদ;

(২৩) পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৯ নং আইন) এর অধীন কোনো লেনদেন;

(২৪) সময় সময়, সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য কোনো বাণিজ্যিক বিরোধ;

ব্যাখ্যা:—স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা অর্থ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উক্ত সম্পত্তি জামানত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিংবা চুক্তির কোনো এক পক্ষ সরকার, সরকারের অধীন কোনো সংস্থা, অথবা এমন কোনো বেসরকারি সংস্থা যাহা সরকারি কার্যাবলি (Public Service) পরিচালনা করে, কেবল এই কারণে কোনো বাণিজ্যিক বিরোধকে সাধারণ বিরোধ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

(ঙ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) **"সুপ্রীম কোর্ট"** অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(ছ) **"হাইকোর্ট বিভাগ"** অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। **বাণিজ্যিক আদালত গঠন।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনে বর্ণিত এখতিয়ার (jurisdiction) ও ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাণিজ্যিক আদালত গঠন করিবে।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাণিজ্যিক আদালতের ভৌগোলিক (Territorial) এখতিয়ার নির্ধারণ করিবে এবং সময় সময় উক্ত এখতিয়ারের সীমানা বৃদ্ধি, হ্রাস বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজগণের মধ্য হইতে বাণিজ্যিক আদালতের বিচারক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনের উপর উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী বা বাণিজ্যিক বিরোধের উপর অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণসম্পন্ন বিচারকগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(৪) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি বাণিজ্যিক আদালতের রায় বা আদেশসমূহের বিরুদ্ধে আপীল ও রিভিশন শুনানির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক আপীল বেঞ্চ গঠন করিবেন।

৪। **বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ার।**—নিজস্ব ভৌগোলিক (Territorial) এখতিয়ারের মধ্যে উদ্ভূত সকল বাণিজ্যিক বিরোধ সম্পর্কিত মোকদ্দমা ও আবেদন শুনানি ও নিষ্পত্তির এখতিয়ার বাণিজ্যিক আদালতের থাকিবে।

৫। **এখতিয়ারে বাধা।**—এই আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো আইন দ্বারা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার সীমাবদ্ধ বা রহিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ বিষয়ে বাণিজ্যিক আদালত কোনো মোকদ্দমা, আবেদন বা কার্যধারা গ্রহণ বা নিষ্পত্তি করিবে না।

৬। আপিল, রিভিশন ইত্যাদি।- (১) প্রচলিত আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাণিজ্যিক আদালতের চূড়ান্ত রায় ব্যতীত ইহার অন্য কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক আদালতের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানি কার্যবিধির নীতি ও বিধান অনুসরণ করিয়া রিভিশন ও রিভিউ দায়ের করা যাইবে।

(২) বিরোধের যে কোনো পক্ষ বাণিজ্যিক আদালতের রায় বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল বা ক্ষেত্রমত রিভিশন দাখিল করিতে পারিবেন।

৭। **মধ্যস্থতা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) যেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো মোকদ্দমায় কোনো জরুরি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিকার জড়িত না থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করিবার পূর্বে বাদীকে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া, যদি এইরকম কোনো বিধি মোকদ্দমা দায়েরের সময় বিদ্যমান থাকে, মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ববর্তী মধ্যস্থতা (pre-suit mediation) পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) মোকদ্দমা দায়েরের পর রায়ের পূর্বে যেকোনো পর্যায়ে, উভয়পক্ষ সম্মত হইলে বাণিজ্যিক আদালত মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপক্ষেত্রে প্যানেল মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে কিংবা পক্ষগণের সম্মতি ও আদালতের অনুমতিক্রমে অন্য যেকোনো উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মধ্যস্থতা কার্যক্রম ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে বিষয়টি আদালতে উপস্থাপিত হইবে এবং এইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত উপযুক্ত মনে করিলে মধ্যস্থতার জন্য অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে পক্ষগণ মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে কিংবা মোকদ্দমা চলমান থাকা অবস্থায় এই ধারার বিধান অনুসারে মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোনো সমঝোতায় উপনীত হন, সেইক্ষেত্রে উহা লিখিত চুক্তি আকারে প্রণীত হইবে এবং বিরোধের সকল পক্ষ এবং মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) পক্ষগণ এবং মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে উপস্থাপিত হইবে এবং উক্ত চুক্তিনামা দ্বারা তৃতীয় পক্ষের কোনোরূপ স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় নাই মর্মে বাণিজ্যিক আদালত সন্তুষ্ট হইলে উক্ত চুক্তিনামা একটি ডিক্রি হিসাবে গণ্য হইবে ও বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক কার্যকর করা যাইবে।

(৫) প্যানেল মধ্যস্থতকারীদের যোগ্যতা, নিয়োগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **বিচারাধীন মোকদ্দমার হস্তান্তর।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোনো দেওয়ানি আদালতে এই আইনের অধীন কোনো বাণিজ্যিক বিরোধ, যাহার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন বাণিজ্যিক আদালত গঠিত হইয়াছে, তদসংক্রান্ত কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত কার্যধারা, সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোনো কার্যধারার কোনো অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর কোনো আদালতে কোনো আপিল বা রিভিশন চলমান থাকিলে, উক্ত আপিল বা রিভিশন নিষ্পত্তি হইবার পর মূল কার্যধারাটি বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হইবে।

ব্যাখ্যা:—(ক) এই উপ-ধারার বিধান সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) এর অধীন দায়েরকৃত কার্যধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(খ) যে সকল কার্যধারা, যাহার মধ্যে সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১ নং আইন) এর অধীন আবেদনও অন্তর্ভুক্ত, এই উপ-ধারার অধীন বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত হইবে, সেই সকল কার্যধারার বিচারপ্রক্রিয়ার যে অংশ সম্পন্ন হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত কোনো মোকদ্দমায় ইতিপূর্বে জবাব দাখিল হইয়া থাকিলে, মোকদ্দমা যেই পর্যায়েই থাকুক না কেন, বাণিজ্যিক আদালত ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন মোকদ্দমা ব্যবস্থাপনা শুনানির আয়োজন করিবে এবং উক্ত বিধান যতদূর প্রযোজ্য, ততদূর অনুসরণ করিয়া মোকদ্দমার অবশিষ্ট অংশের জন্য করণীয় নির্ধারণ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরিত মোকদ্দমার কোনো পক্ষ মনে করেন যে, উক্ত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু বাণিজ্যিক বিরোধ নয়, সেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালতে স্থানান্তরের পর উক্ত মোকদ্দমাটির প্রথম ধার্য তারিখের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে এবং বাণিজ্যিক আদালত উক্ত আপত্তি পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারণ করিবে যে মোকদ্দমার বিষয়বস্তুটি প্রকৃতপক্ষেই বাণিজ্যিক বিরোধ নয়, সেইক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে মোকদ্দমাটি পূর্ববর্তী আদালতে ফেরত পাঠানো হইবে।

৯। **দেওয়ানি কার্যবিধির প্রয়োগ ও কার্যধারা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিশেষ বিধান না থাকিলে, বাণিজ্যিক আদালত, বাণিজ্যিক বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির বিধানাবলি অনুসরণ করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে বাদী সুদ দাবি করেন, সেই ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি-এর Order VII, Rule 1-এ উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সুদ সংক্রান্ত দাবির বিস্তারিত বিবরণ বাদীর আরজিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) মোকদ্দমা দায়েরের পর যেকোনো সময় বাণিজ্যিক আদালত মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় (maintainable) নয় মর্মে সন্তুষ্ট হইলে আরজি নাকচ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে বাদী বা ক্ষেত্রমতো বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) বিবাদীপক্ষ হইতে জবাব দাখিল করিবার পর প্রথম শুনানির দিন মোকদ্দমা ব্যবস্থাপনা (Suit Management) শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে; উক্ত শুনানিতে উভয়পক্ষ স্ব স্ব দাবি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করিবে এবং উভয়পক্ষের আইনজীবীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতপূর্বক বাণিজ্যিক আদালত—

(ক) মূল বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করিবে;

(খ) ঘটনাগত এবং আইনগত বিচার্য বিষয়সমূহ পৃথকভাবে চিহ্নিত করিবে;

(গ) শুধুমাত্র দালিলিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তিযোগ্য কি না তাহা নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) কোন কোন বিচার্য বিষয় প্রমাণে মৌখিক সাক্ষ্য প্রয়োজন এবং কোন কোন বিচার্য বিষয় প্রমাণে দালিলিক সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তাহা নির্ধারণ করিবে;

(ঙ) কোন পক্ষ কতজন সাক্ষী উপস্থাপন করিবে, তাহার প্রাথমিক সংখ্যা নির্ধারণ করিবে; এবং

(চ) মোকদ্দমায় কতটি পর্যায় প্রয়োজন হইবে এবং প্রতিটি পর্যায়ে কত সময় ব্যয় হইবে তাহা স্থির করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোকদ্দমা ব্যবস্থাপনা শুনানিতে কোনো পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে বাণিজ্যিক আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির Order IX এর বিধান প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন আনীত কোনো মোকদ্দমায় চূড়ান্ত শুনানির পূর্বে যেকোনো পক্ষ উপযুক্ত কারণ প্রদর্শনপূর্বক সর্বোচ্চ তিনবার সময় প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং বাণিজ্যিক আদালত সন্তুষ্ট হইলে যুক্তিসঙ্গত খরচ নির্ধারণ করিয়া উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৬) বাণিজ্যিক আদালত, যেই তারিখে মোকদ্দমাটিকে চূড়ান্ত শুনানির জন্য নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পক্ষের ইচ্ছাকৃত কর্ম, কর্মবিরতি বা গাফিলতির কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে বাণিজ্যিক আদালত তাহার বিবেচনায় উক্ত পক্ষের উপর উপযুক্ত পরিমাণ খরচ আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত খরচ পরিশোধ না করা পর্যন্ত সেই পক্ষ মোকদ্দমার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না; পক্ষ কর্তৃক খরচ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বাণিজ্যিক আদালত মূল ডিক্রির সহিত উক্ত খরচ সংযুক্তপূর্বক উহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৭) যেক্ষেত্রে কোনো মোকদ্দমা বাদীর ব্যর্থতায় খারিজ হয় কিংবা বিবাদীর অনুপস্থিতিতে একতরফা ডিক্রি হয়, সেইক্ষেত্রে বিবিধ মামলা দায়েরের প্রয়োজন হইলে নিয়মিত সমন জারি প্রক্রিয়ার পরিবর্তে অপরপক্ষের নিযুক্ত আইনজীবীকে নোটিশ প্রদান করাই যথেষ্ট হইবে, যদি না উক্ত আইনজীবী লিখিতভাবে জানান যে, উক্ত মামলায় তিনি আর নিযুক্ত আইনজীবী নহেন; অনুরূপ বিবিধ মামলা যথাসম্ভব মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কেবল শুনানি ও খরচ প্রদানের মাধ্যমে অথবা ক্ষেত্রমত এফিডেভিটকৃত জবানবন্দি ও দালিলিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত মনে করে, উভয়পক্ষের দাখিলি এফিডেভিটকৃত বক্তব্য, দালিলিক প্রমাণ ও শুনানির উপর ভিত্তি করিয়া কোনো মোকদ্দমার রায় প্রদান সম্ভব, সেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকেই রায় প্রদান করিতে পারিবে; যেক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত বিচার্য বিষয় অনুসারে মৌখিক সাক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্ধারণপূর্বক সাক্ষীদের এফিডেভিটকৃত মৌখিক সাক্ষ্য ও সংক্ষিপ্ত জেরা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং নির্ধারিত ক্ষেত্রের বাহিরে অন্য কোনো বিষয়ে বা মোকদ্দমার ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না।

(৯) বাণিজ্যিক আদালত পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং পক্ষগণকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া মোকদ্দমার বিভিন্ন পর্যায় একই ধার্য তারিখে সম্পন্ন করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(১০) কোনো মোকদ্দমায় উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো প্রকল্প বা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বসম্পন্ন বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকিলে বাণিজ্যিক আদালত উহার বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় আদেশ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) পক্ষগণের দ্বারা অন্যভাবে সাব্যস্ত না হইলে—

(ক) রায়ে অর্থ পরিশোধের বিষয় থাকিলে পরিশোধিতব্য অর্থের সহিত, বিরোধ উদ্ভব হইবার তারিখ হইতে রায় প্রদান করিবার তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার সম্পূর্ণ বা অংশের জন্য চুক্তিতে নির্ধারিত হারে বা, অনুরূপ হার না থাকিলে, বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ যুক্ত করা যাইবে; এবং

(খ) রায়ে অন্যভাবে আদেশ প্রদত্ত না হইলে, রায় প্রদান করিবার তারিখ হইতে অর্থ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য রায় দ্বারা যে অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করা হইবে উক্ত অর্থের সহিত প্রচলিত ব্যাংক হার অপেক্ষা ২% অধিক বাৎসরিক হারে সুদ প্রদেয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার "ব্যাংক হার" অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত সুদের হারকে বুঝাইবে।

(১২) বাণিজ্যিক আদালত উহার রায়ে খরচ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে—

(ক) মোকদ্দমায় যে পক্ষ ব্যর্থ হইবে, সাধারণ নিয়মে উক্ত পক্ষ সফল পক্ষকে খরচ পরিশোধ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ব্যর্থ পক্ষ মামলার কোনো অংশে সফল হন, বা ব্যর্থ পক্ষের মোকদ্দমায় কোনোরূপ অসাধু উদ্দেশ্য (mala fide) না থাকে, বা বাণিজ্যিক আদালতের বিবেচনায় ব্যর্থ পক্ষের বিরুদ্ধে খরচ আরোপ করা অন্যায্য প্রতীয়মান হয়, সেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদালত খরচ প্রদানের আদেশ প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাসকৃত খরচ প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) খরচ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক আদালত উভয় পক্ষকে খরচের বিস্তারিত হিসাব দাখিল করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং দাখিলকৃত হিসাব পর্যালোচনা করিয়া উহা যুক্তিসঙ্গত করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "খরচ" অর্থে মোকদ্দমায় ব্যয়িত কোর্ট-ফি, আইনজীবীর ফি, সাক্ষীদের রাহাখরচসহ মোকদ্দমা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৩) ডিক্রি জারি করিবার ক্ষেত্রে দায়িকের সম্পত্তি শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক আদালত দায়িককে প্রয়োজনীয় তথ্য–উপাত্ত প্রদান করিবার আদেশ দিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১০। **সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য আবেদন।**—(১) এই আইনের অধীন বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিবাদীর প্রতি সমন জারি হইবার পর মোকদ্দমার যেকোনো পক্ষ, ইস্যু গঠন করিয়া সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে রায় প্রদানের জন্য বাণিজ্যিক আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) বাণিজ্যিক আদালত, উক্ত আবেদন গ্রহণযোগ্য মনে করিলে আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৩) শুনানি সম্পন্ন হইবার পর—

(ক) যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে মোকদ্দমায় বাদীর প্রতিকার প্রাপ্তির কিংবা বিবাদীর নিজ দাবি প্রমাণের কোনোরূপ সম্ভাবনা নাই; এবং

(খ) বিরোধ নিষ্পত্তিতে কোনো মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাই,

তাহা হইলে বাণিজ্যিক আদালত উভয়পক্ষের লিখিত আরজি-জবাব, দাখিলি দালিলিক প্রমাণ বিবেচনা করিয়া রায় প্রদান করিতে পারিবে।

১১। **তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ।**—বাণিজ্যিক আদালত ও হাইকোর্ট বিভাগে দাখিলকৃত মোকদ্দমা, আবেদন, আপিল ও রিভিশন এর সংখ্যাসহ বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা, মোকদ্দমার অবস্থা এবং নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক প্রতি মাসে হালনাগাদ করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

১২। **প্র্যাকটিস ডাইরেকশন (Practice Directions) প্রদানের ক্ষমতা।**—সুপ্রীম কোর্ট, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই আইনের বিধানসমূহ বা Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর যে সকল বিধান বাণিজ্যিক বিরোধের শুনানিতে প্রযোজ্য, উহা কার্যকররূপে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত কিংবা বাণিজ্যিক আদালতের রায় বা আদেশ হইতে উদ্ভূত কোনো আপিল বা রিভিশন শুনানি দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস ডাইরেকশন (practice directions) জারি করিতে পারিবে।

১৩। **অবকাঠামো সুবিধা প্রদান।**—সরকার বা, ক্ষেত্রমত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্যিক আদালতের কার্যক্রম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনার জন্য এবং তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করিবে।

১৪। **তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।**—(১) আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন) অনুসরণপূর্বক পক্ষ ও আইনজীবীগণের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে বাণিজ্যিক আদালতের সব ধরনের শুনানি সম্পাদন করা যাইবে।

(২) মোকদ্দমা দায়ের, সমন জারি, দলিল উপস্থাপন, রায়প্রকাশসহ যেসব কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে করা সম্ভব, সেসব কার্যক্রম, সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্র্যাকটিস ডাইরেকশন অনুসারে, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাইবে।

১৫। **প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।**—সরকার বা, ক্ষেত্রমত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, বাণিজ্যিক আদালতে নিযুক্ত বিচারক ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীগণের পেশাগত মানোন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত আদালতের বিচারকগণ ও আইনজীবীগণের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

১৬। **আইনের প্রাধান্য।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইনে বর্ণিত বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইন বা আইনের বিধান যদি এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোনো কাজকর্ম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ২৯ নং আইন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন ঘটানোর মাধ্যমে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করে, যাহা পরবর্তীকালে জুলাই গণঅভ্যুত্থান হিসাবে স্বীকৃতি পায়;

যেহেতু উক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন ফ্যাসিবাদী সরকারের নির্দেশে পরিচালিত নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধ এবং জনশৃঙ্খলা পুনর্বহাল ও নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আত্মরক্ষাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অনিবার্য হইয়া উঠে;

যেহেতু উপরি-উক্ত প্রতিরোধকর্মে এবং জনশৃঙ্খলা পুনর্বহাল ও নিশ্চিত করিবার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী গণঅভ্যুত্থানকারীদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬ অনুযায়ী সুরক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন;

যেহেতু এতদুদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১১ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ২০২৪ সালের ১ জুলাই হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"গণঅভ্যুত্থানকারী"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি;

(খ) **"কমিশন"** অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন;

(গ) **"জুলাই গণঅভ্যুত্থান"** অর্থ ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্রজনতার সম্মিলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান;

(ঘ) **"বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অপরাধমূলক অপব্যবহার"** অর্থ রাজনৈতিক প্রতিরোধের পরিবর্তে সঙ্কীর্ণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড;

(ঙ) **"রাজনৈতিক প্রতিরোধ"** অর্থ ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন ঘটানোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সংঘটিত কার্যাবলি।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **মামলা প্রত্যাহার ও নূতন মামলা দায়ের বারিত।**—(১) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের কারণে গণঅভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসরণপূর্বক প্রত্যাহার করা হইবে এবং ধারা ৫ এর বিধান সাপেক্ষে, এতদ্‌সম্পর্কিত নূতন কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা গণঅভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের আইনত বারিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হয় যে, কোনো গণঅভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করিবার কারণে দায়ের করা হইয়াছে, তাহা হইলে পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকারনিযুক্ত কোনো আইনজীবী উক্ত প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন দাখিল করিবেন; উক্ত আবেদন দাখিলের পর আদালত উক্ত মামলা বা কার্যধারা সম্পর্কে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিবে না, উহা প্রত্যাহারকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অবিলম্বে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা ক্ষেত্রমত, খালাসপ্রাপ্ত হইবেন।

৫। **কতিপয় কার্য সংক্রান্ত অভিযোগ ও তদন্ত।**—(১) ধারা ৪ এর বিধান সত্ত্বেও, কোনো গণঅভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকিলে তাহা কমিশনে দাখিল করা যাইবে এবং কমিশন উক্ত অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩ নং আইন) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন, সেইক্ষেত্রে কমিশন উক্ত প্রতিষ্ঠান বা বাহিনীতে বর্তমানে বা পূর্বে কর্মরত কোনো কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করিবে না; তদন্ত চলাকালে আসামিকে গ্রেপ্তার বা হেফাজতে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করিয়া কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "প্রতিষ্ঠান" বা "বাহিনী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা বাহিনী।

(২) যেক্ষেত্রে কমিশনের তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উল্লিখিত কার্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির অপরাধমূলক অপব্যবহার ছিল, সেইক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবে; অতঃপর আদালত উক্ত প্রতিবেদনকে পুলিশ প্রতিবেদন সমতুল্য গণ্যপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কমিশনের তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগে উল্লিখিত কার্য রাজনৈতিক প্রতিরোধের অংশ ছিল, সেইক্ষেত্রে কমিশন উপযুক্ত মনে করিলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকারকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং উক্ত ক্ষেত্রে কোনো আদালতে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পর্কিত কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না কিংবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৮৭ নং আইন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের মর্ম ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বর্ণবাদী, নিপীড়নমূলক ও বৈষম্যমূলক নীতি এবং বাংলাদেশের জনগণকে নির্বিচারে গণহত্যার কারণে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে; এবং

যেহেতু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; এবং

যেহেতু জনগণের অব্যাহত সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষা সত্ত্বেও স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও সুবিচার, মর্যাদাপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয় নাই; এবং

যেহেতু জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দলীয়করণ, দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হইয়াছে, অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিরোধীমত দমন, গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যা সংঘটিত হইয়াছে, দেশের অর্থ পাচার ও

লুটপাট নীতির ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে, নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কাঠামোগত সহিংসতার শিকার হইয়াছেন এবং জনগণের বাকস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার হরণ করিয়া জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার সৃষ্ট প্রেক্ষাপট জনগণকে শঙ্কিত করিয়াছে; এবং

যেহেতু জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আপামর জনতার দীর্ঘ পনেরো বৎসরের ফ্যাসিবাদ ও বিচারহীনতার ফলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক দুর্দম গণআন্দোলন হইতে ক্রমান্বয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করিয়া ০৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাসিবাদী শাসককে জনগণের কাছে পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়নে বাধ্য করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপক সংখ্যক নারী ও পুরুষ অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশব্যাপী সহস্রাধিক নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক ছাত্রজনতা শহিদ হইয়াছেন, অগণিত মানুষ অতি গুরুতর আহত বা গুরুতর আহত বা আহত হইয়াছেন এবং অধিকাংশই আঘাত ও নৃশংসতার বিভীষিকায় পর্যুদস্ত এবং তাঁহাদের এই আত্মত্যাগকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন অপরিহার্য এবং এহেন ত্যাগের দৃস্টান্ত জাতির গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে সমুন্নত রাখা কর্তব্য; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি, সম্মান, কল্যাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এবং

যেহেতু জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"অধিদপ্তর"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর';

(খ) **"আর্থিক সহায়তা"** অর্থ সরকার কর্তৃক জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং আহত জুলাই যোদ্ধাকে প্রদেয় এককালীন ও মাসিক অনুদান;

(গ) **"চিকিৎসা সহায়তা"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধাদের প্রদেয় চিকিৎসা সহায়তা;

(ঘ) **"জুলাই গণঅভ্যুত্থান"** অর্থ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্রজনতার সম্মিলিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান;

(ঙ) **"জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উক্ত সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আক্রমণে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি;

(চ) **"জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ হইয়াছেন এমন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী, ঔরসজাত বা গর্ভজাত সন্তান, মাতা ও পিতা;

(ছ) **"জুলাই যোদ্ধা"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উক্ত সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আক্রমণে আহত ছাত্রজনতা;

(জ) **"তৎকালীন সরকার"** অর্থ ৫ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষমতাসীন সরকার;

(ঝ) **"পুনর্বাসন"** অর্থ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে শহিদ হইয়াছেন এমন ব্যক্তির পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য এবং আহত জুলাই যোদ্ধার অনুকূলে গৃহীত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কার্যক্রম, যথা:—

(১) শিক্ষা বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; বা

(২) তাঁহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; বা

(৩) যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা; বা

(৪) আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ বা অনুরূপ সুবিধাদি প্রদান; বা

(৫) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

(ঞ) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক;

(ট) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ঠ) **"সরকার"** অর্থ এই আইনে বর্ণিত কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা কোনো আইনগত বা প্রশাসনিক দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, কর্মচারী, ইত্যাদি

৪। **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৩ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.৩৮.০০৪.২০২৫.১৯২ দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠিত 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। **অধিদপ্তরের সিলমোহর।**—(১) অধিদপ্তরের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একটি সিলমোহর থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সিলমোহরের নকশা বা আকার, প্রকৃতি ও বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং উহা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্থান ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) অধিদপ্তরের সিলমোহর মহাপরিচালকের হেফাজতে থাকিবে এবং তাঁহার উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোনো দলিলে উক্ত সিলমোহর ব্যবহার করা যাইবে না এবং তাঁহার উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে তিনি সিলযুক্ত দলিলে স্বাক্ষর করিবেন।

৬। **অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ঢাকার বাহিরে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৭। **অধিদপ্তরের কার্যাবলি।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সরকারি গেজেটে প্রকাশিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের তালিকা ও ডাটাবেজ সংরক্ষণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন এবং হালনাগাদ আকারে সরকারি গেজেটে প্রকাশের জন্য সুপারিশ;

(খ) ধারা ১১ এ উল্লিখিত সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আহত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা ও ডাটাবেজ সংরক্ষণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন এবং হালনাগাদ আকারে সরকারি গেজেটে প্রকাশের জন্য সুপারিশ;

(গ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন ও মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও পুনর্বাসন করিবার লক্ষ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(চ) জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আদর্শ ও চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; এবং

(ছ) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ সাধন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, দেশি-বিদেশী সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন।

৮। **মহাপরিচালক।**—(১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন এবং তিনি অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইবেন।

৯। **অন্যান্য কর্মচারী।**—অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী থাকিবে এবং তাহাদের নিয়োগ ও চাকরির অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

তালিকা, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, ইত্যাদি

১০। **জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদের তালিকা প্রকাশ, সংশোধন, হালনাগাদ, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩ দ্বারা সরকারি গেজেটে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে ৮৩৪ (আটশত চৌত্রিশ) জন শহিদের তালিকা প্রকাশ করিয়াছে উহা এই আইনের অধীন প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদের তালিকা, সময় সময়, সংশোধন ও হালনাগাদ আকারে প্রকাশ করিতে পারিবে।

১১। **আহত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশ, সংশোধন, হালনাগাদ, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.২৫ দ্বারা সরকারি গেজেটে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে "ক" শ্রেণিভুক্ত যে ৪৯৩ (চারশত তিরানব্বই) জন 'অতি গুরুতর আহত' জুলাই যোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে উহা এই আইনের অধীন প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকার, ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.২৬ দ্বারা সরকারি গেজেটে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে "খ" শ্রেণিভুক্ত যে ৯০৮ (নয়শত আট) জন 'গুরুতর আহত' জুলাই যোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে উহা এই আইনের অধীন প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সরকার নিম্নবর্ণিত সরকারি গেজেট দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে "গ" শ্রেণিভুক্ত যে ১০৬৪২ (দশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ) জন 'আহত' জুলাই যোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে উহা এই আইনের অধীন প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.২৯ দ্বারা প্রকাশিত ঢাকা বিভাগের মোট ৩০৯৮ (তিন হাজার আটানব্বই) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(খ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩০ দ্বারা প্রকাশিত খুলনা বিভাগের মোট ১১৯৫ (এক হাজার একশত পঁচানব্বই) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(গ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩১ দ্বারা প্রকাশিত বরিশাল বিভাগের মোট ৭৭২ (সাতশত বাহাত্তর) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(ঘ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩২ দ্বারা প্রকাশিত ময়মনসিংহ বিভাগের মোট ৫৩৪ (পাঁচশত চৌত্রিশ) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(ঙ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩৩ দ্বারা প্রকাশিত সিলেট বিভাগের মোট ৭০৮ (সাতশত আট) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(চ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩৪ দ্বারা প্রকাশিত রংপুর বিভাগের মোট ১৩১৫ (এক হাজার তিনশত পনেরো) জন আহত জুলাই যোদ্ধা;

(ছ) ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩৫ দ্বারা প্রকাশিত রাজশাহী বিভাগের মোট ১০৯৩ (এক হাজার তিরানব্বই) জন আহত জুলাই যোদ্ধা; এবং

(জ) ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.০০২.২০২৫.৩৬ দ্বারা প্রকাশিত চট্টগ্রাম বিভাগের মোট ১৯২৭ (এক হাজার নয় শত সাতাশ) জন আহত জুলাই যোদ্ধা।

(৪) সরকার, প্রয়োজনে, উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আহত জুলাই যোদ্ধাদের তালিকা, সময় সময়, সংশোধন ও হালনাগাদ আকারে প্রকাশ করিতে পারিবে।

১২। **জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা।**—(১) জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা উক্ত সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের আক্রমণে আহত জুলাই যোদ্ধাগণ, আহত হইবার ধরন অনুযায়ী, নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) টি শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হইবেন, যথা:—

ক্রমিক নং	শ্রেণি	আহতের ধরন	আহতের ধরন ভিত্তিক বিবরণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	শ্রেণি-"ক"	অতি গুরুতর আহত	নিম্নবর্ণিত জুলাই যোদ্ধাগণ অতি গুরুতর আহত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যথা:— (ক) ন্যূনতম এক চোখ বা হাত বা পা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অনুপযোগী; (খ) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন; (গ) সম্পূর্ণভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত; (ঘ) অঙ্গহানি; এবং (ঙ) গুরুতর আহত হইয়া দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করিতে অক্ষম;
২।	শ্রেণি-"খ"	গুরুতর আহত	আংশিক দৃষ্টিহীন, মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত বা অনুরূপ আহত ব্যক্তি; এবং
৩।	শ্রেণি- "গ"	আহত	যাঁহারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত, গুলিতে আহত বা অনুরূপভাবে আহত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে স্বাভাবিক কাজকর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(২) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ সকল শ্রেণির আহত জুলাই যোদ্ধাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করিবে।

(৩) অধিদপ্তর অতি গুরুতর আহত জুলাই যোদ্ধাদের দেশে ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত সকল শ্রেণির আহত জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সরকার কর্তৃক বহন করা হইবে।

১৩। **আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন, ইত্যাদি।**—(১) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য এবং সকল শ্রেণির আহত জুলাই যোদ্ধা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে এককালীন ও মাসিক আর্থিক সহায়তা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য এবং আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন বা অনুরূপ বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **গবেষণা ও ইতিহাস সংরক্ষণ।**—(১) অধিদপ্তর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, শহিদদের গণকবর ও সমাধি সংরক্ষণ এবং স্মৃতিফলক স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) অধিদপ্তর, জুলাই গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত অপপ্রচার রোধকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মর্ম, ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা দেশে ও বিদেশে প্রচার করিবার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ ও বিচার

১৫। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য বা যে কোনো শ্রেণির আহত জুলাই যোদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বিকৃত তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করিয়া বা বিভ্রান্তিকর কাগজাদি দাখিল করিয়া নিজেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য বা আহত জুলাই যোদ্ধা দাবি করিয়া এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা আদেশ বা নির্দেশের অধীনে কোনো চিকিৎসা সুবিধা বা আর্থিক সহায়তা বা পুনর্বাসন সুবিধা দাবি করেন বা গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত গৃহীত সুবিধা বা আর্থিক সহায়তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। **অপরাধের অ-আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**—এই আইনের অধীন অপরাধ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

১৭। **অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল, ইত্যাদি।**—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

তহবিল ও হিসাবরক্ষণ

১৮। **অধিদপ্তরের তহবিল।**—(১) অধিদপ্তরের একটি তহবিল থাকিবে যাহা 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ এবং জুলাই যোদ্ধা কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল' নামে অভিহিত হইবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সাহায্য ও মঞ্জুরি;

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোনো বিদেশি সরকার, সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ঘ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথা:—

(ক) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্য বা জুলাই যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা বা পুনর্বাসন বা অনুরূপ ব্যয় নির্বাহ;

(খ) জুলাই যোদ্ধাদের জন্য চিকিৎসা বাবদ বিশেষ আর্থিক সহায়তা বা অনুরূপ ব্যয় নির্বাহ; এবং

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ।

(৩) 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ এবং জুলাই যোদ্ধা কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল' নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব থাকিবে এবং 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ এবং জুলাই যোদ্ধা কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিল' এর সমুদয় অর্থ উক্ত হিসাবে জমা হইবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত তহবিলের ব্যাংক হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৫) তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—"তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) এ সংজ্ঞায়িত "Scheduled Bank"।

১৯। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে অধিদপ্তর উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর অধিদপ্তরের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি অধিদপ্তর ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য অধিদপ্তর অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত "chartered accountant" দ্বারা অধিদপ্তরের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তর এক বা একাধিক "chartered accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) অধিদপ্তরের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত "chartered accountant" অধিদপ্তরের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, তহবিল, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২০। **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার।**—(১) অধিদপ্তর এই আইনের অধীন কোনো কার্যসম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন এবং তদকর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে।

২১। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অধিদপ্তর তৎকর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

২২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার উদ্ভব হইলে বা কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক হইলে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণ বা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।-** (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

২৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৪৯ নং আইন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নং আইন) সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিধান করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০২২ সনের ১৫ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন।—জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখিবার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করিবার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গঠন করিবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের" শব্দগুলির পরিবর্তে "জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী পরিবারের" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"উপদেষ্টা পরিষদ"** অর্থ ধারা ৯ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(২) **"কাউন্সিল"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা);

(৩) **"খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম বা বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা;

(৪) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(৫) **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank;

(৬) **"নিবন্ধক"** অর্থ ধারা ১৩ তে উল্লিখিত নিবন্ধক;

(৭) **"প্রধান উপদেষ্টা"** অর্থ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা;

(৮) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৯) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১০) **"বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ যাঁহারা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে গ্রামে-গঞ্জে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে সকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে তাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাহাদের এই দেশীয় সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ সকল বেসামরিক নাগরিক উক্ত সময়ে যাঁহাদের বয়স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন বয়সের মধ্যে এবং সশস্ত্র বাহিনী, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ই.পি.আর), পুলিশ বাহিনী, মুক্তি বাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও উক্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যান্য বাহিনী, নৌ কমান্ডো, কিলো ফোর্স, আনসার সদস্য এবং বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত নাগরিকগণও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:—

(ক) হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাহাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত সকল নারী (বীরাঙ্গনা); এবং

(খ) মুক্তিযুদ্ধকালে আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী ফিল্ড হাসপাতালের সকল ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সহকারী;

(১১) **"মহাপরিচালক"** অর্থ কাউন্সিলের মহাপরিচালক;

(১২) **"মুক্তিযুদ্ধ"** অর্থ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় হানাদার ও দখলদার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী এবং তাহাদের সহযোগী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্, তৎকালীন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম এবং দালাল ও শান্তি কমিটির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ;

(১৩) **"মুক্তিযোদ্ধা পরিবার"** অর্থ কোনো মুক্তিযোদ্ধার স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা;

(১৪) **"মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য"** অর্থ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল তারিখে মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য (Equality), মানবিক মর্যাদা (Human Dignity) ও সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice) নিশ্চিতকল্পে নির্ধারিত লক্ষ্য;

(১৫) **"মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী"** অর্থ যাঁহারা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ হইতে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বা প্রবাসে অবস্থান করিয়া বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে উদ্দীপিত করা এবং মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করিবার প্রয়াসে সংগঠকের ভূমিকা পালন, বিশ্বজনমত গঠন, কূটনৈতিক সমর্থন অর্জন এবং মনস্তাত্ত্বিক শক্তি অর্জনের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত যেসকল বাংলাদেশের নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করিয়াছেন, যথা:—

(ক) যেসকল বাংলাদেশি পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখিয়াছিলেন এবং যেসকল বাংলাদেশি নাগরিক বিশ্বজনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন;

(খ) যেসকল ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা দূত এবং উক্ত সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স বা অন্যান্য সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন;

(গ) মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সহিত সম্পৃক্ত সকল এম.এন.এ (Member of National Assembly) বা এম.পি.এ (Member of Provincial Assembly) যাঁহারা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য (Member of Constituent Assembly) হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন;

(ঘ) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সকল শিল্পী ও কলা-কুশলী এবং দেশ ও দেশের বাহিরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দায়িত্ব পালনকারী সকল বাংলাদেশি সাংবাদিক; এবং

(ঙ) স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল;

(১৬) **"মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী পরিবার"** অর্থ কোনো মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর স্বামী বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা;

(১৭) **"যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে আহত হইয়াছেন এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাঁহার শরীরের এক বা একাধিক অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; এবং

(১৮) **"শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা"** অর্থ এইরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া শহীদ হইয়াছেন।"।

৪। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ তিনবার উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রী বা উপদেষ্টা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (গ) এ উল্লিখিত—

(অ) "বীর মুক্তিযোদ্ধা," শব্দগুলি ও কমার পর "মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) "মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী পরিবারের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর—

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "মুক্তিযোদ্ধাদের" শব্দটির পর "ও মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "কোনো মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নহে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী যথাক্রমে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী নহে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "মুক্তিযোদ্ধাদের" শব্দটির পর "বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীদের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত—

(অ) ",মুজাহিদ বাহিনী" কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) "সনের" শব্দটির পরিবর্তে "খ্রিষ্টাব্দের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (চ) এ উল্লিখিত "বীর মুক্তিযোদ্ধা" শব্দগুলির পর "বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(চ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা ও মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) দফা (জ) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা সমুন্নত রাখা ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা (ঝ), (ঞ), (ট) ও (ত) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঝ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "উভয় প্রকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঞ) দফা (ণ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ণ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ণ) মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বাতিলকৃত বা অবলুপ্ত কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে প্রশাসক নিয়োগ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অ্যাডহক কমিটি গঠন;"।

৬। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "প্রধানমন্ত্রী" শব্দটির পর "বা প্রধান উপদেষ্টা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দটির পর "বা উপদেষ্টা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত—

(অ) "বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা" শব্দগুলির পর "বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) "মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী পরিবারের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "মন্ত্রী" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপান্তটিকা এবং উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত—

(অ) "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) "বাতিল" শব্দটির পর "বা অবলুপ্ত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল বা অবলুপ্ত করা হইলে কাউন্সিল উক্ত সংগঠন পরিচালনার জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।"; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসক বা গঠিত অ্যাডহক কমিটি নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত সকল দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।"।

১০। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপান্তটিকা এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপান্তটিকা এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট কোনো সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার" শব্দগুলির পরিবর্তে "মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী সংশ্লিষ্ট কোনো সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২১। কাউন্সিলের তহবিল।—(১) কাউন্সিলের একটি তহবিল থাকিবে যাহা জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) তহবিল নামে অভিহিত হইবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সাহায্য ও মঞ্জুরি;

(খ) কাউন্সিলের নিজস্ব আয়;

(গ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোনো বিদেশি সরকার, সংস্থা বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল নামে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে একটি পারসোনাল লেজার (Personal Ledger) হিসাব (account) থাকিবে এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) তহবিলের সমুদয় অর্থ উক্ত হিসাবে জমা হইবে।

(৩) তহবিলের ব্যাংক হিসাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৪) কাউন্সিলের তহবিল বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) সরকারের নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে তহবিল হইতে কাউন্সিলের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

(৬) কাউন্সিল উহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলিতে পারিবে এবং উক্ত হিসাব সরকারি বিধি মোতাবেক পরিচালিত হইবে।"।

১৩। **২০২২ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৫। ঋণ গ্রহণ।—(১) কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবে।

(২) কাউন্সিল উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ঋণের জন্য কোনো তফশিলি ব্যাংকে হিসাব খুলিতে পারিবে এবং উক্ত হিসাব সরকারি বিধি মোতাবেক পরিচালিত হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন গৃহীত ঋণ বিনিয়োগ করা যাইবে না বা বিনিয়োগের অংশ হইবে না।"।

১৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ০৬ নং আইন

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯১ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) ও (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) ও (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

মূল্য : টাকা ৪.০০

"(ঘ) "নির্বাচন-কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা নির্বাচন পরিচালনার সহিত সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি বা রিটার্নিং অফিসার বা ভোট কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাও (যেমন- প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্বে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বা কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।"।

৩। ১৯৯১ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে বা কর্তব্যে অবহেলা করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করিতে পারিবে বা তাহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা তাহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লঙ্ঘন বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দণ্ড প্রদান বা উহার জন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণকে ব্যাহত বা বারিত করিবে না।

(৩) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাহার চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৫), (৬) ও (৭) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে যেইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত নথি, চাকরি বহি এবং বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে লিপিবদ্ধ ও ডোসিয়ারে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সরকার এবং কমিশনের মধ্যে এই ধারার কোন বিধান সম্পর্কে ভিন্নমত দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাইবে।

(৭) কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কমিশন প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

৪। ১৯৯১ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩), (৪) বা (৫) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রতিপালন বা কার্যকর না করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ০৪ নং আইন

ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এর দফা (জ) তে উল্লিখিত 'জানুয়ারি মাসের পহেলা তারিখ' শব্দগুলির পর 'বা কমিশন কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন তারিখ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত বিদ্যমান সকল ভোটার তালিকা, প্রতি বৎসর ২ জানুয়ারি হইতে ২ মার্চ পর্যন্ত বা তফসিল ঘোষণার পূর্বে ধারা ৩ এর দফা (জ) এর অধীন ঘোষিত সময়কালের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিম্নরূপে হালনাগাদ করা হইবে, যথা:—

(ক) পূর্বের বৎসরের ২ জানুয়ারি বা ধারা ৩ এর দফা (জ) এর অধীন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোনো তারিখ হইতে যিনি ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার কারণে ভোটার হইবার যোগ্য হইয়াছেন অথবা যোগ্য ছিলেন, কিন্তু ধারা ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত হন নাই, তাহাকে ভোটার তালিকাভুক্ত করা;

(খ) উক্ত সময়কালে যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন কিংবা তালিকাভুক্ত হইবার অযোগ্য ছিলেন কিংবা হইয়াছেন, তাহার নাম কর্তন করা; এবং

(গ) যিনি বিদ্যমান নির্বাচনী এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকা হইতে অন্য নির্বাচনী এলাকায় বা, ক্ষেত্রমত, ভোটার এলাকায় আবাসস্থল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহার নাম পূর্বের এলাকার ভোটার তালিকা হইতে কর্তন করিয়া স্থানান্তরিত এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ভোটার তালিকা উপরি-উল্লিখিতভাবে হালনাগাদ না করা হয়, তাহা হইলে উহার বৈধতা বা ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হইবে না।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৩৬ নং আইন

Code of Civil Procedure, 1908 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৮ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **Act No. V of 1908 এর section 26 এর সংশোধন।**—Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908), অতঃপর উক্ত Code বলিয়া উল্লিখিত, এর section 26 এর বিদ্যমান বিধান sub-section (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(2) In every plaint, facts shall be proved by affidavit." ।

৩। Act No. V of 1908 এর section 35A এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 35A এর sub-section (1) এ উল্লিখিত "twenty" শব্দটির পরিবর্তে "fifty" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। Act No. V of 1908 এর section 51 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 51 এর clause (e) এ বর্ণিত "manner" শব্দটির পর "as may be provided hereinafter in the Code or" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৫। Act No. V of 1908 এর section 56 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 56 এ উল্লিখিত "a woman" শব্দগুলির পরিবর্তে "an old, infirm, pregnant or breast-feeding woman" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। Act No. V of 1908 এর section 57 এর বিলুপ্তি।—উক্ত Code এর section 57 বিলুপ্ত হইবে।

৭। Act No. V of 1908 এর section 58 এর সংশোধন।—উক্ত Code এর section 58 এর sub-section (1) এর প্রথমোক্ত proviso এর—

(ক) clause (iii) এ উল্লিখিত ", or" কমা ও শব্দের পরিবর্তে (:) কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) clause (iv) বিলুপ্ত হইবে।

৮। Act No. V of 1908 এ নূতন section 94A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Code এর section 94 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 94A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"94A. **Direction in execution of orders, etc.**—For the purpose of execution of any decree or order, the Court may direct the executive authorities, including law enforcement agencies, to assist any person designated by it and to submit compliance report within the time specified by it."।

৯। Act No. V of 1908 এর Order V এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order V এর rule 9 এর sub-rule (3) এ উল্লিখিত "transmission of documents through" শব্দগুলির পরিবর্তে "Short Message Service, Voice Calls, Instant Messaging Services," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উল্লিখিত sub-rule (3) এর প্রান্তস্থিত (.) ফুলস্টপ চিহ্নের পরিবর্তে (:) কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ proviso সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"Provided that the proof of such service shall be kept in record."।

১০। Act No. V of 1908 এর Order VII এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order VII এর rule 1এর clause (b) ও (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (b) ও (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(b) the name, description and place of residence (including phone or mobile number, national identification number (NID) and email address, if any, of the plaintiff,

(c) the name, description and place of residence (including phone or mobile number, national identification number (NID) and email address, if any, of the defendant so far as they can be ascertained;" ।

১১। Act No. V of 1908 এর Order IX এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order IX এর rule 13 এর sub-rule (1) এর প্রান্তস্থিত (.) ফুলস্টপ চিহ্নের পরিবর্তে (:) কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ proviso সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"Provided further that no decree shall be set aside more than once under this rule at the instance of the same defendant." ।

১২। Act No. V of 1908 এর Order XVII এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order XVII এর rule 1 এর sub-rule (3) এ উল্লিখিত "six" শব্দটির পরিবর্তে "four" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। Act No. V of 1908 এর Order XVIII এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order XVIII এর—

(ক) rule 4 এর পর নিম্নরূপ নূতন rule 4A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"4A. **Examination-in-chief on affidavit and admissibility of documents.—**Notwithstanding anything contained in this Code or the Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872), the facts stated in the plaint or written statement shall not be required to be orally stated or denied by the plaintiff or the defendant, as the case may be, and in every case, the examination-in-chief of the plaintiff or the defendant, as the case may be, shall be on affidavit and he may then be cross-examined and, if necessary, re-examined:

Provided that a copy of such affidavit shall be supplied to the other party before being furnished to the Court:

Provided further that where documents are filed along with the affidavit and the parties rely upon such documents, the proof and admissibility of those documents shall be subject to the orders of the Court.";

(খ) rule 20 এ উল্লিখিত "five" শব্দটির পরিবর্তে "ten" শব্দটি, "two" শব্দটির পরিবর্তে "four" শব্দটি, "one hundred" শব্দগুলির পরিবর্তে "two hundred" শব্দগুলি এবং "seventy" শব্দটির পরিবর্তে "one hundred forty" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। Act No. V of 1908 এর Order XXI এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order XXI এর—

(ক) rule 30 এর পর নিম্নরূপ নূতন rule 30A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**30A. Special provisions for execution of decree for payment of money.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Code, the Court may, on the application of the decree-holder, detain the judgment-debtor in the civil prison for the whole or any part of the decretal amount remaining unpaid, for a term not exceeding six months or until payment is made, whichever is earlier.

(2) The expense incurred for subsistence of the judgment-debtor detained in a civil prison under this Code shall be borne by the Government.

(3) The provision of detention in the civil prison shall not apply to a judgment-debtor who is a minor of unsound mind or who has been declared as insolvent by a competent Court or who has been substituted as successor to the original judgment-debtor by inheritance.

(4) If the judgment-debtor in the civil prison deposits not less than 25% of the decretal amount together with a bond for payment of the remaining amount within 60 days, the Court shall release him and if the judgment-debtor fails to pay the remaining decretal amount as per the conditions stated in the bond, he shall be liable to be re-arrested and detained further in the civil prison which may extend to six months.

(5) If a judgment-debtor is detained for the entire term in the civil prison under sub-rule (1) or (4), he shall not be re-arrested or detained further in the civil prison in the same execution proceeding or in any other execution proceeding arising from the same decree.

(6) If a judgment-debtor is detained in the civil prison under this rule for the whole or any part of the term of civil detention, he shall not be exempted from paying the unpaid amount of the decree."।

(খ) rule 39 বিলুপ্ত হইবে;

(গ) rule 103 এর পর নিম্নরূপ নূতন rule 104 সংযোজিত হইবে, যথা:—

"**104. Direct execution of decree.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Code or any other law for the time being in force, the Court may, subject to the law of limitation, receive an application for the execution of a decree in the record of the suit in which the decree has been passed, or, where the record has been called for by an Appellate or Revisional Court, in a part-file prepared for this purpose and the Court may forthwith order the execution of the decree.

(2) Where the decree-holder or the purchaser of the property sold in execution of a decree is resisted or obstructed by the judgment-debtor or any person claiming under him or any other person, as the case may be, in obtaining possession of the property and the Court is satisfied in that regard, it may, on the application of the decree-holder or the purchaser, direct any person as the Court may appoint in this behalf and, if necessary, the law enforcement agency to place the decree-holder or the purchaser in possession of the property." ।

১৫। Act No. V of 1908 এর Order XLI এর সংশোধন।—উক্ত Code এর Order XLI এর—

(ক) rule 21 এর প্রান্তস্থিত (.) ফুলস্টপ চিহ্নের পরিবর্তে (:) কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন proviso সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"Provided that no Appeal shall be re-heard more than once under this rule.";

(খ) rule 24 ও ইহার উপান্তটীকায় উল্লিখিত "may" শব্দটির পরিবর্তে "shall" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) rule 30 এর বিদ্যমান বিধান sub-rule (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন sub-rule (2) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if neither party nor his pleader appears when the appeal is called on for hearing, the Appellate Court may, for reasons to be recorded in writing, if considers the materials on record are sufficient to dispose of the appeal on merits, pronounce judgment in open Court immediately or on a date to be fixed by it." ।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৫ আষাঢ়, ১৪৩৩/০৯ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৫ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১০০ নং আইন

Public Examinations (Offences) Act, 1980 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Public Examinations (Offences) (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **Act No. XLII of 1980 এর section 2 এর সংশোধন।**—Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর clause (a) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(aa) "digital manipulation" includes unauthorized access to, hacking, alteration, modification, deletion or suppression of any public examination database; "।

৩। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 3A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 3 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 3A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"3A. **Entrance with electronic devices and violation of directions.**—Whoever, without lawful authority, enters or attempts to enter an examination hall or examination center while in possession of any electronic device prohibited by the authority concerned in connection with the conduct of public examination, or willfully violates any lawful direction, instruction or regulation issued by such authority, shall be punishable with imprisonment for a term which may extened to five years, and shall also be liable to fine." ।

৪। **Act No. XLII of 1980 এর section 4 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 4 এ উল্লিখিত "Whoever discloses, publishes or distributes, by any means whatsoever," শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "Whoever possesses, discloses, publishes or distributes, by any means whatsoever including online platform," শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "ten years" শব্দগুলির পরিবর্তে "five years" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 5A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 5 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 5A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"5A. Punishment for digital manipulation.—Whoever commits digital manipulation, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine."।

৬। **Act No. XLII of 1980 এর section 6 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 6 এ উল্লিখিত "seven years" শব্দগুলির পরিবর্তে "five years" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **Act No. XLII of 1980 এর section 8 এর সংশোধন।**—উক্ত Act এর section 8 এ উল্লিখিত "ten years" শব্দগুলির পরিবর্তে "five years" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 9A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 9 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 9A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"9A. Organized examination crime.—Whoever enters into, offers to enter into, or acts upon any contract, agreement or arrangement, whether written or oral, with an examinee or with any person on his behalf, for the purpose of assisting such examinee by applying any unfair means in a public examination, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine."।

৯। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 10A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 10 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 10A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**10A. Undue assessment of answer scripts.**—Whoever over-assesses or under-assesses any public examination answer scripts, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both:

Provided that no person shall be convicted of an offence under this section unless such over-assessment or under-assessment is determined by a third examiner."।

১০। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 12A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 12 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 12A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"**12A. Liability of institutions and service providers.**—Where any offence under this Act is committed due to aiding, collusion or willful act of any institution or service provider related with conducting public examinaiton, such institution or service provider shall be liable to fine and may also be subject to debarment, suspension of license, or blacklisting, as the case may be."।

১১। **Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 13A ও 13B এর সন্নিবেশ।**—উক্ত Act এর section 13 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 13A ও 13B সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"13A. Special provision for children in conflict with this Act.— Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, if a child is in conflict with any provision of this Act, he shall be dealt with the provisions of the Children Act, 2013 (Act No. XXIV of 2013).

13B. Whistleblower protection.— (1) Whoever provides credible information regarding any offence relating to examination, shall be protected from disclosure of identity, legal liability and retaliation.

(2) Whoever violates the provision of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both."।

১২। **Act No. XLII of 1980 এর section 14 এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত Act এর section 14 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 14 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"14. Procedure.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898),—

(a) an offence under this Act shall be congnizable;

(b) no Court other than that of a Metropolitan Magistrate in metropolitan area or a Senior Judicial Magistrate (Magistrate of the first class) other than in metropolitan area shall try an offence under this Act; and

(c) a Court trying an offence under this Act shall try the offence summarily in accordance with the procedure laid down in the said Code for summary trial of summons cases.” ।

১৩। Act No. XLII of 1980 এ নূতন section 14A এর সন্নিবেশ।— উক্ত Act এর section 14 এর পর নিম্নরূপ নূতন, section 14A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“14A. Rule making power.—The Government may, for carrying out the purposes of this Act, by notification in the official Gazette, make rules.” ।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ১৪ নং আইন

Registration Act, 1908 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন Registration (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ৩ এর দফা (খ) এবং ধারা ৫ এর দফা (খ) ২২ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ধারা ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য ধারার বিধান ১৭ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। Act No. XVI of 1908 এর section 17A এর সংশোধন।—The Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 17A এর sub-section (2) এ উল্লিখিত “thirty” শব্দটির পরিবর্তে “sixty” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৬৩৪৯)
মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। Act No. XVI of 1908 এর section 26 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর—

(ক) section 26 এর clause (b) তে উল্লিখিত "four" শব্দটির পরিবর্তে "six" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) section 26 এ উল্লিখিত "fee" শব্দের পরিবর্তে "fees, taxes, service charges or duties, whichever is applicable" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪। Act No. XVI of 1908 এর section 52A এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 52A এ —

(ক) উল্লিখিত "sale" শব্দটির পর "or of gift or declaration of heba under the Muslim Personal Law (Shariat) or declaration of gift under the Hindu, Christian and Buddhist Personal Law" শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) clause (a) ও (b) তে উল্লিখিত "seller" শব্দটির পর "or of donor" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। Act No. XVI of 1908 এর section 68 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 68 এর—

(ক) sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(3) Where it is found upon inspection or otherwise that a document has been registered by a Registering Officer with improper fees, taxes, service charges or duties, it shall be deemed to be a misconduct and the unpaid amount of fees, taxes, service charges or duties shall be realized from the concerned Registering Officer:"

(খ) sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ proviso সংযোজিত হইবে, যথা:—

"Provided that, if in so registering a document, the Registering Officer acted in good faith, the unpaid amount of fees, taxes, service charges or duties shall be realized from the parties to the document by whom those amounts were payable.''

৬। Act No. XVI of 1908 এর section 72 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 72 এর sub-section (1) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (1A) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(1A) An appeal filed under sub-section (1) shall be disposed of by the Registrar within forty-five days from the date on which it is filed." ।

৭। Act No. XVI of 1908 এর section 73 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 73 এর sub-section (2) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (3) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(3) An application filed under sub-section (1) shall be disposed of by the Registrar within thirty days from the date on which it is filed." ।

৮। Act No. XVI of 1908 এর section 74 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 74 এ উল্লিখিত "conveniently" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং "may be," শব্দগুলি ও কমার পর "having regard to the period stated in sub-section (3) of section 73," শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

৯। Act No. XVI of 1908 এ নূতন Part XIIA ও section 77A এর সন্নিবেশ।—উক্ত Act এর section 77 এর পর নিম্নরূপ নূতন Part XIIA ও Section 77A সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"Part XIIA

Of E-Registration

77A. Applicability of this Act to digitized registration system—(1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, a document may be registered digitally in the manner prescribed by rules by using any software approved by the Government for presentation of documents, admitting documents for registration, registration of documents and matters incidental thereto.

(2) For carrying out the purposes of sub-section (1), the Government shall make rules by notification in the Official Gazette."

১০। Act No. XVI of 1908 এর section 80 এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত Act এর section 80 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 80 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"80. **Fees etc. payable on presentation-** (1) All fees, taxes, service charges and duties under this Act and any other laws for the time being in force for the registration of documents shall be payable on the presentation of such documents and the Registering Officer shall realize the same.

(2) The Government shall by notification in the Official Gazette, make rules regarding the procedure of realization of fees, taxes, service charges and duties and regarding the use of the service charges realized under this chapter."।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Registration (Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ০৪ নং অধ্যাদেশ) এবং Registration (Second Amendment) Ordinance, 2026 (২০২৬ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৪৫ নং আইন

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ ও এলাকা নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে সেই এলাকার জন্য এই আইনের নিম্নবর্ণিত ধারার বিধান কার্যকর হইবে, যথা:—

(ক) এই আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ সন্নিবেশিত ধারা ২১খ ও ২১গ এর বিধান; এবং

(খ) এই আইনের ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এ সংযোজিত তফসিলের বিধান।

(৩) এই আইনের অন্যান্য বিধান উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম ও প্রস্তাবনা সংশোধন।**—আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম ও প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "আইনগত সহায়তা" শব্দগুলির পর "এবং অধিকতর জনমুখী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিচারপ্রার্থী জনগণকে স্বল্প সময়ে কম খরচে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর;

(খ) "আইনগত সহায়তা" অর্থ—

(অ) আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচারপ্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে—

(১) কোন আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(২) Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এবং প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধান অনুসারে মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোন বিরোধ বা মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী বা এই আইনের অধীন নিযুক্ত স্পেশাল মেডিয়েটরকে সম্মানি প্রদান;

(৩) মামলার আনুষঙ্গিক খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোনো সহায়তা প্রদান;

(আ) যেকোনো আবেদনকারীকে আইনি তথ্য ও পরামর্শসেবা প্রদান;

(ই) মামলাপূর্ব যেকোনো বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি;

(ঈ) যেকোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি;

(গ) "আদালত" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগসহ বাংলাদেশের যেকোনো আদালত;

(ঘ) "আবেদন" বা 'দরখাস্ত' অর্থ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির কোন আবেদন বা দরখাস্ত;

(ঙ) "চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার", "লিগ্যাল এইড অফিসার" অর্থ ধারা ২১ক এর অধীন নিয়োগকৃত চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার ও লিগ্যাল এইড অফিসার;

(চ) "জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ;

(ছ) "জেলা কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত জেলা কমিটি;

(জ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "প্যানেল আইনজীবী" অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন তালিকাভুক্ত আইনজীবী;

(ঞ) "বিচারপ্রার্থী" অর্থ কোন আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত দেওয়ানি, পারিবারিক বা ফৌজদারী বা অন্য কোন মামলার সম্ভাব্য বা প্রকৃত বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী বা আসামী;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "বিশেষ কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বিশেষ কমিটি;

(ড) "মধ্যস্থতা" অর্থ এমন একটি আইনি প্রক্রিয়া যাহা এই আইনের অধীন নিয়োজিত চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার বা স্পেশাল মেডিয়েটর কর্তৃক বিবদমান পক্ষগণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে পক্ষদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের শারীরিক বা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা, যাহা মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) এবং আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রেরিত মামলা দায়ের-পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-case Mediation)-কে অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঢ) "মধ্যস্থতাকারী" অর্থ চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, স্পেশাল মেডিয়েটর;

(ণ) "মধ্যস্থতা-চুক্তি (Mediation Agreement)" অর্থ মধ্যস্থতার মাধ্যমে পক্ষগণ কর্তৃক সম্পাদিত এবং চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত চুক্তিপত্র;

(ত) "মহানগর কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত মহানগর কমিটি;

(থ) "মহাপরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(দ) "সদস্য" অর্থ জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, বিশেষ কমিটি, উপজেলা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির কোন সদস্য;

(ধ) "সভাপতি" অর্থ জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ এর সভাপতি;

(ন) "সুপ্রীম কোর্ট কমিটি" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত সুপ্রীম কোর্ট কমিটি;

(প) "স্পেশাল মেডিয়েটর" অর্থ ধারা ১৫ক এর উপ-ধারা (১) এর অধীন তালিকাভুক্ত স্পেশাল মেডিয়েটর।"।

৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩। **বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।**—সরকার, অবিলম্বে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে।"।

৫। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪। **অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, ঢাকা বা ঢাকার বাহিরে যে কোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।"।

৬। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫। **অধিদপ্তরের এখতিয়ার, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তর বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারিভাবে এখতিয়ারসম্পন্ন একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম এলাকা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সুপারিশ বা মতামত প্রদান করিতে পারিবে এবং সময় সময় তাহাদের আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমসমূহ পর্যবেক্ষণ করিবে।

(৩) পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ মধ্যস্থতার সনদ প্রদান করিবে।

(৪) প্রবাসী নাগরিক ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য বিভিন্ন দূতাবাসে লিগ্যাল এইড অফিসার পদায়নে সরকারকে সুপারিশ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে।

(৫) অধিদপ্তর এই ধারার বিধান বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় যেকোনো নির্দেশনা প্রস্তুত ও জারি করিতে পারিবে।"।

৭। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬। **জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইনগত সহায়তা কার্যক্রম উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ নামে একটি পরিষদ থাকিবে।

(২) জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নবর্ণিত ১৫ (পনের) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বা উপদেষ্টা, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল;

(গ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ;

(ঘ) সচিব, সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(চ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ;

(ঝ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ট) রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(ঠ) মহা-কারা পরিদর্শক;

(ড) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত আইন ও অধিকার সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(ণ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এ উল্লিখিত সদস্যগণের প্রত্যেকে স্ব স্ব মনোনয়ন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কারণ উদ্ভব হইলে সরকার উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এ উল্লিখিত সদস্যগণের যে কাহারো মনোনয়ন মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বাতিল করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এ উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণপূর্বক স্বীয় পদ হইতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।"।

৮। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭। **অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—(১) অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান ও সময় সময় আইনগত সহায়তা প্রার্থীর যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) স্বল্প সময়ে কম খরচে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা সেবার সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) কোনো নাগরিক বা শিশু বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক জরুরি আইনগত সহায়তা প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরুরি আইনগত সহায়তা (Emergency Legal Support) ও আইনি পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বা যেকোনো স্থানে আইনগত পরামর্শ প্রদানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঙ) যেকোনো রাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসী নাগরিক বা অভিবাসী শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সনদপ্রাপ্ত পেশাদার মধ্যস্থতাকারীর দক্ষতা উন্নয়ন;

(ছ) আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকা বিষয়ে সুপারিশ বা মতামত প্রদান;

(জ) সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত সহায়তা বা কার্যক্রম এবং মধ্যস্থতা কার্যক্রমের সমন্বয়করণ;

(ঝ) আইনগত সহায়তা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, জরুরি আইনগত সহায়তা, আনুষঙ্গিক সহায়তা (মানসিক স্বাস্থ্য, নিরাপদ আশ্রয়, কর্ম-ব্যবস্থা) ইত্যাদি বিবিধ সেবা অসহায় বিচারপ্রার্থীর প্রয়োজন হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহে পরস্পর রেফারেল সিস্টেম চালুকরণ;

(ঞ) আইনগত সহায়তা, মধ্যস্থতা, আইনগত সচেতনতা সেবাসমূহের মানোন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

(ট) আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়নে ও কার্যকর সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

(ঠ) আইনগত সহায়তা ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়াবলি বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ড) কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ে আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার, গণশুনানি, উঠান-বৈঠক, কর্মশালার আয়োজন এবং জাতীয় ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রিন্ট ও ইলিক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আইনত সহায়তা সেবা ও আইন বিষয়ে জনসচেতনতামূলক তথ্যপ্রচার;

(ঢ) প্রচারণামূলক সামগ্রী যেমন- বুকলেট, পুস্তিকা, বিলবোর্ড, জনসচেতনামূলক অডিও-ভিডিও ইত্যাদি প্রচারণামূলক সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ;

(ণ) সকল বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য আইনগত সহায়তা কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহজলভ্যকরণ এবং ডেটাবেজ তথ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;

(ত) মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়সহ অধিদপ্তরের অধীন সকল কার্যালয়ে আইনগত সহায়তা ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান;

(খ) আইনের অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার, প্যানেল আইনজীবী এবং স্পেশাল মেডিয়েটরগণের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

(দ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি, সমঝোতা-স্মারক, ইত্যাদি সম্পাদন ও যেকোনো ধরনের সহায়তা গ্রহণ;

(ধ) সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং উক্তরূপ উপস্থাপনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

(ন) উপরিউক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো কার্য সম্পাদন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিদপ্তর, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত, অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করিবে।"।

৯। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮। **জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভা।**— (১) বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) পরিষদের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) উপদেষ্টা পরিষদ, প্রয়োজনবোধে, উহার কোনো সভায় পর্যবেক্ষক বা পরামর্শক হিসেবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।"।

১০। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৮ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ক এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন রেজিস্ট্রার;"

(গ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "বোর্ড" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) এ উল্লিখিত "বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংস্থার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ছ) লিগ্যাল এইড অফিসার, সুপ্রীম কোর্ট, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;"।

১১। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৮খ ও ৮গ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮খ ও ৮গ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮খ ও ৮গ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮খ। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—সুপ্রীম কোর্ট কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ এর নিকট প্রস্তাব বা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারিবে;

(খ) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রণীত প্যানেল আইনজীবীর তালিকা অনুমোদন প্রদান করিবে;

(গ) প্যানেল আইনজীবীর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সেবা প্রদানের সদিচ্ছা, দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা বিবিধ বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা সময় সময় হালনাগাদ করিবে;

(ঘ) প্যানেলভুক্ত কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থীর নিকট হইতে অর্থ দাবি, বিচারপ্রার্থীর সাথে অনৈতিক আচরণ, দায়িত্বে অবহেলা বিবিধ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে কমিটি অভিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীকে প্রয়োজনীয় শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যদি তাহাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বরাবর বিষয়টি প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তাহার নাম প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হইতে কর্তন করিবে;

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সুপ্রীম কোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুপ্রীম কোর্টে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সময় সময় তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন;

(চ) সুপ্রীম কোর্ট কমিটি সুপ্রীম কোর্টে আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত সরকার বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৮গ। **সুপ্রীম কোর্ট কমিটির সভা।**—(১) বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।"।

১২। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'সংস্থার' শব্দটির পরিবর্তে 'অধিদপ্তরের' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং 'উহা উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে' শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞঞ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "লিগ্যাল এইড অফিসার" শব্দগুলির পরিবর্তে "চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (২খ) বিলুপ্ত হইবে।

১৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১০। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলায় পরিচালিত আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে জেলা কমিটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ এর নিকট প্রস্তাব বা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারিবে;

(খ) মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে জেলা জজ আদালত বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা অন্যান্য আদালতের জন্য ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রণীত প্যানেল আইনজীবীর তালিকা অনুমোদন প্রদান করিবে;

(গ) প্যানেল আইনজীবীর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সেবা প্রদানের সদিচ্ছা, দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা বিবিধ বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা সময় সময় হালনাগাদ করিবে;

(ঘ) প্যানেলভুক্ত কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থীর নিকট হইতে অর্থ দাবি, বিচারপ্রার্থীর সাথে অনৈতিক আচরণ, দায়িত্বে অবহেলা বিবিধ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কমিটি অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যদি তাহাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বরাবর বিষয়টি প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তাহার নাম প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হইতে কর্তন করিবে;

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা কমিটির চেয়ারম্যান আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলায় সংশ্লিষ্ট চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার ও লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সময় সময় তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন;

(চ) জেলা কমিটি আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত সরকার বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।"।

১৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১১। **জেলা কমিটির সভা।**— (১) প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।"।

১৫। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সংস্থা" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তর" এবং "সংস্থার" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তরের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১২ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সংস্থা" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৩। **মহানগর কমিটি।**—(১) প্রত্যেক মহানগরে অধিদপ্তরের একটি মহানগর কমিটি থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মহানগর দায়রা জজ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদমর্যদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মহানগরে অবস্থিত সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অথবা তাঁহার মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(চ) উপ-কারা মহাপরিদর্শক বা সিনিয়র জেল সুপার;

(ছ) জেলা সমাজকল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তা, যদি থাকে;

(জ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা;

(ঝ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক;

(ঞ) মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ট) কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত মহানগর এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনধিক ৪ (চার) জন প্রতিনিধি;

(ঠ) কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত মহানগর এলাকার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(ড) চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার (মহানগর), যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মহানগর এলাকায় কর্মরত বিভাগীয় স্পেশাল জজ বা স্পেশাল জজ থাকিলে, উক্ত স্পেশাল জজ ও বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর মহানগর কমিটির সদস্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগরে একাধিক স্পেশাল জজ থাকিলে কর্মরত বিচারকগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ এবং নিয়োগপ্রাপ্ত বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটরগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি সদস্য হইবেন।

(৩) যেসকল মহানগরে সিটি কর্পোরেশন রহিয়াছে সেই সকল মহানগর কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত দুইজন কাউন্সিলর সদস্য হইবেন; যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন নারী সদস্য থাকিবেন।

(৪) মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।"।

১৮। **২০০০ সনের ৬ নম্বর আইনের ধারা ১৩ক এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৩ক। **মহানগর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—মহানগর কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহানগর এলাকায় পরিচালিত আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ে মহানগর কমিটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ এর নিকট প্রস্তাব বা প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রেরণ করিতে পারিবে;

(খ) মামলায় আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে দায়রা জজ আদালত বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা অন্যান্য আদালতের জন্য ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২কক) অনুসারে প্রণীত প্যানেল আইনজীবীর তালিকা অনুমোদন প্রদান করিবে;

(গ) প্যানেল আইনজীবীর কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা, সেবা প্রদানের সদিচ্ছা, দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা বিবিধ বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা সময় সময় হালনাগাদ করিবে;

(ঘ) প্যানেলভুক্ত কোনো আইনজীবীর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থীর নিকট হইতে অর্থ দাবি, বিচারপ্রার্থীর সাথে অনৈতিক আচরণ, দায়িত্বে অবহেলা বিবিধ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কমিটি অভিযুক্তকে প্রয়োজনীয় শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যদি তাহাকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করে; তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বরাবর বিষয়টি প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তাহার নাম প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হইতে কর্তন করিবে;

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহানগর কমিটির চেয়ারম্যান আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে মহানগরে সংশ্লিষ্ট লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সময় সময় তদারকি করিয়া প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে;

(চ) মহানগর কমিটি আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত সরকার বা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।"।

১৯। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪। **মহানগর কমিটির সভা।**—(১) বৎসরে কমপক্ষে ৪ (চার) বার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিটি সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।"।

২০। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৪ক এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৪ক। **বেসরকারি সংস্থার কর্ম এলাকা অবহিতকরণ, ইত্যাদি।**—(১) আইনগত সহায়তা প্রদান বা মধ্যস্থতা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তাহাদের কর্ম এলাকা বা প্রকল্প এলাকা বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্ম এলাকা বিষয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসমূহ তাহাদের আইনগত সহায়তা প্রদান ও মধ্যস্থতা কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিবে এবং অধিদপ্তরের ডেটাবেইজ সিস্টেমে উহা সংরক্ষিত হইবে।

(৩) অধিদপ্তর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রতিবেদন বার্ষিক জাতীয় প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত করিবে।"।

২১। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ":" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে আইনজীবী হিসাবে তালিকাভুক্ত অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজগণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলযোগ্য।";

(খ) উপ-ধারা (২ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২কক) মহানগর কমিটি এই আইনের আওতায় প্রদত্ত আইনগত সহায়তার অধীনে মহানগর দায়রা জজ আদালত, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা অধীন অন্যান্য আদালতে দায়েরযোগ্য বা দায়েরকৃত মামলার পরামর্শদান ও মামলা পরিচালার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা পরিচালনায় অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "জেলা কমিটি" শব্দগুলির পর ", মহানগর কমিটি" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং "উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো আইনজীবীকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা হইতে সংশ্লিষ্ট চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, লিগ্যাল এইড অফিসার কোনো আইনজীবীকে এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিযুক্ত আইনজীবীকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে সম্মানি বা ফি প্রদান করা হইবে।"।

২২। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ১৫ক এর সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৫ক। **স্পেশাল মেডিয়েটরগণের (Special Mediators) তালিকা।**—(১) এই আইনের অধীনে স্পেশাল মেডিয়েটর হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এবং মধ্যস্থতা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীগণের মধ্য হইতে স্পেশাল মেডিয়েটরগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) অধিদপ্তর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত তালিকা হইতে প্রত্যেক লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতা কার্যক্রমের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পেশাল মেডিয়েটর নিয়োগ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল মেডিয়েটরগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল মেডিয়েটরকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্মানি বা ফি প্রদান করা হইবে।"।

২৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৫খ ও ১৫গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫খ ও ১৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৫খ। **মধ্যস্থতাকারীর সনদ, মেয়াদ, নবায়ন ও বাতিলকরণ ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেশাদার মধ্যস্থতাকারী সৃষ্টি, তালিকাভুক্তকরণ এবং তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করিবার জন্য অধিদপ্তর বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মধ্যস্থতাকারীকে সনদ প্রদান করিবে।

(২) সনদ প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক তালিকাভুক্তির জন্য অধিদপ্তরের একটি 'মধ্যস্থতাকারী সনদ কমিটি' থাকিবে, যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মহাপরিচালক, অধিদপ্তর, যিনি উহার সভাপতি হইবেন;

(খ) যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা, আইন ও বিচার বিভাগ;

(গ) রেজিস্ট্রার (হাইকোর্ট বিভাগ) পদমর্যাদার কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;

(ঘ) সচিব, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঙ) মধ্যস্থতা বিষয়ে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(চ) উপপরিচালক, অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) "মধ্যস্থতাকারী সনদ কমিটি", সনদ প্রদান বা মধ্যস্থতাকারী তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা বা আদালত কেন্দ্রিক মধ্যস্থতাকারীর বাস্তব চাহিদার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবে।

(৪) সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া, ন্যূনতম যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, আচরণবিধি, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি বা অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীর লাইসেন্সের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ৫ (পাঁচ) বছর হইবে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে বিধি বা অধিদপ্তরের আদেশ দ্বারা প্রণীত পদ্ধতিতে নবায়নযোগ্য হইবে।

(৬) কোনো সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক শর্ত ভঙ্গ বা অসদাচরণ সংঘটিত হইলে অধিদপ্তর, বিধি বা অধিদপ্তরের আদেশ দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায়, সতর্কীকরণ, লাইসেন্স স্থগিতকরণ বা বাতিলকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কোনো মধ্যস্থতাকারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বা সচিব কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল করিতে পারিবে, এবং আপিল প্রক্রিয়া বিধি বা অধিদপ্তরের আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৮) অধিদপ্তর সময় সময় সকল সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীর তালিকা সরকারি গেজেট ও উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

১৫গ। **সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারীর কার্যক্রমের স্বীকৃতি (Accreditation) ইত্যাদি।**—সনদপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী, বিধিমালা বা অধিদপ্তরেরে আদেশের আলোকে, যেসকল মধ্যস্থতা কার্যক্রম নিষ্পত্তি করিবে তাহা চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক স্বীকৃতি (Accreditation) পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট উপস্থাপন করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার যাচাইপূর্বক প্রত্যায়ন করিতে পারিবে এবং চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রতিটি মধ্যস্থতা চুক্তির ক্ষেত্রে ২১গ ধারার বিধান কার্যকর হইবে।"।

২৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৬। **আইনগত সহায়তার জন্য আবেদন।**—(১) এই আইনের অধীন আইনগত সহায়তার জন্য সকল আবেদন অধিদপ্তরের অধীন সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয় বা আঞ্চলিক, জেলা বা উপজেলার লিগ্যাল এইড কার্যালয়ে সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো আবেদন বা দরখাস্ত কোনো কার্যালয় কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে সংক্ষুব্ধ বিচারপ্রার্থী উক্তরূপ সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট আপীল পেশ করিতে পারিবেন এবং এই ব্যাপারে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।"।

২৫। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৭ এ উল্লিখিত "সংস্থা" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তর" এবং "সংস্থার" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তরের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত "সংস্থার" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তরের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২০। **প্রতিবেদন।**—(১) সরকার, অধিদপ্তরের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার কার্যপরিধিভুক্ত যেকোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং অধিদপ্তর উহা সরবরাহ করিবে।

(২) অধিদপ্তর আঞ্চলিক, জেলা বা উপজেলার বা যেকোনো স্থানে স্থাপিত উহার অধীন কোনো কার্যালয় হইতে যেকোনো সময় উহার কার্যপরিধিভুক্ত যেকোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কার্যালয়সমূহ উহা সরবরাহ করিবে।"।

২৮। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২১। **মহাপরিচালক, নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি, ইত্যাদি।**—(১) অধিদপ্তরের ১ (এক) জন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের যথাক্রমে জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, যুগ্ম জেলা জজ, সিনিয়র সিভিল জজ, সিভিল জজগণের মধ্য হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে।

(৩) মহাপরিচালকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ধারা ৫ ও ৭ সহ এই আইনে উল্লিখিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন;

(খ) অধিদপ্তরের সকল প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনা;

(গ) অধিদপ্তরের কর্মচারীগণের কার্যাবলি তদারকি এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান।

(৪) মহাপরিচালক এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে এবং সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন, কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী থাকিবে এবং তাহার বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

২৯। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২১ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ক এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব, ইত্যাদি" শব্দসমূহের পরিবর্তে "চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ, দায়িত্ব, ইত্যাদি" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হইতে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার এবং লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ ও পদায়ন করিবে এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিদপ্তর, সময় সময়, আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত অধিদপ্তর আদেশ দ্বারা লিগ্যাল এইড অফিসারকে, ক্ষেত্রমত, চীফ লিগ্যাল এইড অফিসারের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার বা লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা প্রার্থীকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আইনি পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে, মামলাপূর্ব মধ্যস্থতার (Pre-case Mediation) উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রচলিত আইনের অধীন আপসযোগ্য যে কোন বিষয় কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল মামলা দায়ের-পরবর্তী মধ্যস্থতা (Post-case Mediation) কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করিলে উহা নিষ্পত্তির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অফিসারের থাকিবে।"।

৩০। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে ধারা ২১খ, ২১গ, ২১ঘ ও ২১ঙ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১খ, ২১গ, ২১ঘ ও ২১ঙ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২১খ। **কতিপয় ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

(২) এই আইনের তফসিলে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, সংক্ষুব্ধ পক্ষকে আবশ্যিকভাবে উক্ত বিরোধ প্রথমে লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আবেদন করিতে হইবে, এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হইলে বিরোধের কোন পক্ষ প্রয়োজনে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরকারীকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আদালতে বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) অনুসারে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে বাদ যাইবে।

(৫) এই আইনের অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার বা ক্ষেত্রমত, স্পেশাল মেডিয়েটর এর অধিক্ষেত্র সমগ্র জেলাব্যাপী নির্ধারিত হইবে।

২১গ। **মধ্যস্থতা-চুক্তির কার্যকারিতা।**—(১) পক্ষগণের সহি/স্বাক্ষর ও মধ্যস্থতাকারীর স্বাক্ষরক্রমে সম্পাদিত এবং চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রতিটি মধ্যস্থতা চুক্তি চূড়ান্ত, বলবৎযোগ্য এবং পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন চুক্তি আদালতের ডিক্রি অথবা ক্ষেত্রমত, চূড়ান্ত আদেশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের মাধ্যমে উক্ত ডিক্রি বা আদেশ জারি করা যাইবে।

২১ঘ। **অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা।**—এই আইনের অধীন মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা কার্যক্রম চলমান অবস্থায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ উদ্ভূত হইলে লিগ্যাল এইড অফিস প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশ বা নির্দেশ বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

২১ঙ। **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।**—এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে (in Good Faith) কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ বা কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা অধিদপ্তরের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার, লিগ্যাল এইড অফিসার বা স্পেশাল মেডিয়েটর এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পরিবেন না।"।

৩১। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''২২। **ক্ষমতা অর্পণ।**—মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোনো ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা, অধিদপ্তরের কোনো অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা কোনো পরিচালক বরাবর অর্পণ করিতে পারিবেন।''।

৩২। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এ উল্লিখিত "সংস্থা" শব্দটির পরিবর্তে "অধিদপ্তর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। **২০০০ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৬। **বিশেষ বিধান।**—এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা বিলুপ্ত হইবে এবং উক্তরূপ বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার—

(ক) কর্মচারীগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধিদপ্তরের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) সকল সম্পদ এবং নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ অধিদপ্তরের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) চলমান সকল কার্যক্রম অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও চলমান কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঘ) সম্পাদিত সকল কার্যক্রম অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।"

৩৪। **২০০০ সনের ৬ নং আইনে তফসিলের সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পর নিম্নরূপ তফসিল সংযোজিত হইবে, যথা:—

তফসিল

[ধারা ২১খ দ্রষ্টব্য]

১। পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫-তে উল্লিখিত বিষয়;

২। বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১-তে উল্লিখিত বিরোধ;

৩। সিভিল জজ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত বণ্টন সম্পর্কিত বিরোধ;

৪। State Acquisition & Tenancy Act, 1950 এর section 96 এ উল্লিখিত অগ্রক্রয় সম্পর্কিত বিরোধ;

৫। Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 এর section 24 এ উল্লিখিত অগ্রক্রয় সম্পর্কিত বিরোধ;

৬। পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে পিতা-মাতার ভরণপোষণ সম্পর্কিত বিরোধ;

৭। Negotiable Instruments Act, 1881 এর section 138 এ বর্ণিত চেক ডিসঅনার সম্পর্কিত অভিযোগ (অনধিক তিন লক্ষ টাকা মূল্যমান চেকের ক্ষেত্রে);

৮। যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩ ও ৪ এ বর্ণিত যৌতুক সম্পর্কিত অভিযোগ;

৯। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ১১(গ) তে বর্ণিত যৌতুকের জন্য নির্যাতন সম্পর্কিত অভিযোগ।

৩৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৫ নং অধ্যাদেশ) এবং আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ০৭ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন জারীকৃত, কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৪৩ নং আইন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের কতিপয় শব্দের সংশোধন।**—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এ ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে ইহার সর্বত্র উল্লিখিত "মহিলা", "মহিলাকে", "মহিলার", "মহিলাগণের" ও "মহিলাদের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে, "নারী", "নারীকে", "নারীর", "নারীগণের" ও "নারীদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (জ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ট) এ উল্লিখিত "(খ), (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ)" বর্ণগুলি, কমাগুলি, বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "(খ), (গ), (ঙ), (চ) ও (ছ)" বর্ণগুলি, কমাগুলি, বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঠ) দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে নাবিক (Seafarers);'';

(ঙ) দফা (ঢ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঢ) এমন কোনো কৃষি খামার, যেখানে সাধারণত পাঁচ জনের কম শ্রমিক কাজ করেন, তবে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেকোনো কৃষি খামারে কর্মরত এবং অন্যান্য সকল কৃষি শ্রমিক এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;";

(চ) দফা (ণ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ণ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ণ) দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রয়োগের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো গৃহ পরিচারক;"।

৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৮ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮ক) "কৃষি শ্রমিক" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক অথবা বাৎসরিক ভিত্তিতে অথবা নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদনে মজুরির বিনিময়ে কৃষিকর্মে অথবা কৃষিখামারে নিযুক্ত থাকেন;";

(খ) দফা (৮ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৮খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৮খ) "কৃষি খামার" অর্থ ফসল, ফল, ফুল উৎপাদন, মৎস্য চাষ এবং পোল্ট্রি, পশু ও প্রাণী পালন হয় এইরূপ কোনো এলাকা যেখানে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) জন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে নিয়োজিত থাকে;";

(গ) দফা (৯ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৯খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৯খ) "গৃহ পরিচারক (Domestic Worker)" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি নিয়োগকারীর গৃহে মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন নিয়োগের ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদন করেন, এইক্ষেত্রে মেস বা ডরমিটরিও 'গৃহ' হিসাবে বিবেচিত হইবে;";

(ঘ) দফা (১২) এর পর নিম্নরূপ দফা (১২ক) ও (১২খ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১২ক) "জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রম" অর্থ এমন কোনো কাজ বা পরিষেবা, যাহা কোনো ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া এবং শাস্তির হুমকি দিয়া বা শোষণমূলক পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হিসাবে গণ্য হইবে না, যথা:—

(ক) জাতীয় আপৎকালীন বা দুর্যোগকালীন সামরিক বাহিনীর আইনের অধীন বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় অংশগ্রহণ;

(খ) নাগরিক কর্তব্যের অংশ হিসাবে স্বাভাবিক সেবামূলক কাজ;

(গ) আদালতের আদেশে দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাজ, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কাজ বা পরিষেবা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে কোনো বেসরকারি ব্যক্তি, কোম্পানি বা সমিতির তত্ত্বাবধানে ভাড়ায় নিয়োগ বা নিয়োজিত করা যাইবে না;

(ঘ) জরুরি পরিস্থিতিতে আদায়কৃত যেকোনো কাজ বা পরিষেবা, যেমন- যুদ্ধ, আগুন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারি, পশু বা পোকামাকড়ের উপদ্রব অথবা মানুষের জীবন বা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো দুর্যোগ;

(ঙ) সমাজের কল্যাণে কৃত গৌণ সেবামূলক কাজ, যাহা উক্ত সমাজের সদস্যগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিদের সহিত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পরামর্শক্রমে করা হইবে;

(১২খ) "জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি" অর্থ কর্মক্ষেত্রে এমন সহিংসতা ও হয়রানি যাহা জেন্ডার, জেন্ডার পরিচয়, জেন্ডার অভিব্যক্তি, অথবা বৈষম্যমূলক জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া ঘটে, অথবা যাহা একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার, জেন্ডার পরিচয় বা জেন্ডার অভিব্যক্তির ব্যক্তিদের উপর ক্ষতিকর বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে, ইহার মধ্যে যৌন হয়রানিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(ঙ) দফা (১৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৫) "ট্রেড ইউনিয়ন" অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন গঠিত ও রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিকগণের বা কর্মকর্তাগণের বা মালিকগণের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি এবং কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও কনফেডারেশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(চ) দফা (১৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৯ক) "দুর্ঘটনা" অর্থ কর্মক্ষেত্রে অথবা কর্মক্ষেত্রের বাহিরে পেশাগত দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বা মালিকের এখতিয়ারাধীন অবস্থায় আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোনো ঘটনা যাহার কারণে শারীরিক জখম বা মানসিক আঘাত বা প্রাণহানি ঘটে;";

(ছ) দফা (২৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৩) "নাবিক (Seafarers)" অর্থ মাস্টার এবং শিক্ষানবিশসহ জাহাজের কার্যে জাহাজের যে-কোনো পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;";

(জ) দফা (৩০) এর উপ-দফা (ক) এবং (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) এবং (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) মৃতের স্ত্রী বা স্বামী, নাবালক সন্তান, অবিবাহিত কন্যা, বিধবা মাতা, এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মৃত্যুর সময় তাহার আয়ের উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল হইবার ক্ষেত্রে- মাতা, পিতা, বিধবা কন্যা, নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিত বা বিধবা ভগ্নি, বিধবা পুত্রবধূ, মৃত পুত্রের নাবালক সন্তান, মৃত মেয়ের নাবালক সন্তান যদি তাহার পিতা জীবিত না থাকেন, অথবা মৃত শ্রমিকের পিতা জীবিত না থাকিলে তাহার দাদা ও দাদী;";

(ঝ) দফা (৩৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৪) "প্রসূতি কল্যাণ" অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ের অধীন কোনো নারী শ্রমিককে তাহার প্রসূতি হইবার কারণে প্রদেয় মজুরি ও সুবিধাদি, যা সংশ্লিষ্ট নারী শ্রমিক ছুটিতে যাওয়ার পূর্বের মাসে মজুরি ও সুবিধাদি হিসেবে প্রতিষ্ঠান হইতে পাইতো তাহার সমপরিমাণ প্রতিমাসের মজুরি ও সুবিধা, তবে, মজুরি ও সুবিধাদি গণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে;";

(ঞ) দফা (৩৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৯ক) "বন্দর কর্তৃপক্ষ" অর্থ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, ঘোষিত অন্য কোনো বন্দর কর্তৃপক্ষ;";

(ট) দফা (৪০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪০) "বাগান" অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রাবার, কফি, চা ইত্যাদি উৎপাদন অথবা সংরক্ষণ করা হয় এইরূপ কোনো এলাকা যেখানে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকে;";

(ঠ) দফা (৪১) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪১ক) "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩৪৮গ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;"

(ড) দফা (৪৯) এর উপ-দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনামূলক বা প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপক বা প্রশাসনিক বা তদারকির জন্য লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;";

(ঢ) দফা (৪৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—"(৪৯ক) "মাস" অর্থ খ্রিষ্টীয় বর্ষপঞ্জির মাস;";

(ণ) দফা (৫২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৫২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫২) ''যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি (CBA)" অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন যাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে, বা খাতভিত্তিক, জাতীয় বা অন্যান্য স্তরে যৌথ দর কষাকষির ব্যাপারে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি;";

(ত) দফা (৫২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৫২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৫২ক) "যৌন হয়রানি" অর্থ —

(ক) নিম্নলিখিত কোনো আচরণ; যথা:—

(১) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে)

যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

(২) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কাহারো সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

(৩) যৌন-নিপীড়নমূলক উক্তি;

(৪) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

(৫) পর্ণোগ্রাফি দেখানো;

(৬) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি;

(৭) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে তাহার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া ঠাট্টা বা উপহাস করা;

(৮) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরির দেওয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনো কিছু লেখা বা আঁকা;

(৯) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;

(১০) যৌন ইঙ্গিত বা হয়রানি প্রত্যাখ্যানের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ হইতে জোরপূর্বক বিরত রাখা;

(১১) প্রেম নিবেদন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

(১২) ভয় দেখাইয়া বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা;

(১৩) 'কুইড প্রো কো হয়রানি', অর্থাৎ যৌন প্রকৃতির যেকোনো শারীরিক, মৌখিক বা অমৌখিক আচরণ এবং জেন্ডার-ভিত্তিক অন্যান্য আচরণ যাহা নারী ও পুরুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া এবং যাহা গ্রহণকারীর কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত, অযৌক্তিক ও আপত্তিকর, এবং এই ধরনের আচরণ প্রত্যাখ্যান বা মানিয়া নেওয়াকে কোনো ব্যক্তির চাকুরির সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করিবার ভিত্তি হিসাবে স্পষ্টভাবে বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা;

(খ) যৌন প্রকৃতির শারীরিক, মৌখিক এবং অমৌখিক আচরণ এবং জেন্ডার, জেন্ডার পরিচয়, জেন্ডার অভিব্যক্তি অথবা বৈষম্যমূলক জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালিত আচরণ যাহা নারী ও পুরুষ কর্মীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া এবং একটি ভীতিপ্রদ, প্রতিকূল, অপমানজনক, আপত্তিকর ও অবমাননাকর কাজের পরিবেশ তৈরি করে;";

(থ) দফা (৬১) এর উপ-দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (টট) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—"(টট) জাহাজ ভাঙা (Ship breaking);";

(দ) দফা (৬৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৬৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬৫) "শ্রমিক" অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, যাহার চাকুরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ইহার মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা করণিক কাজে নিযুক্ত হন, তবে ধারা ২ এর দফা (৪৯) এর উপ-দফা (খ) এর অধীন নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত সকল ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(ধ) দফা (৭৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৭৮) ও (৭৯) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৭৮) "ব্ল্যাক লিস্টিং (Black Listing)" অর্থ কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা মালিকদের কোনো সংগঠন কর্তৃক গৃহীত এমন কোনো কার্যক্রম যাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের বা মালিকদের কোনো সংগঠনের অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের সাময়িক ও বদলি শ্রমিকসহ ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ, অবসর গ্রহণ বা অন্যকোনো কারণে চাকুরি অবসানের পর নূতন করিয়া কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে তালিকা বা ডাটাবেইস তৈরী করা;

(৭৯) "সহিংসতা ও হয়রানি" অর্থ কর্মক্ষেত্রে সকল অগ্রহণযোগ্য আচরণ, চর্চা, রীতি, একক বা দলবদ্ধভাবে উৎপীড়নমূলক কার্যকলাপ বা হুমকি অথবা মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতন, যাহা একবার বা একাধিকবার ঘটিতে পারে এবং যার উদ্দেশ্য, ফলাফল বা সম্ভাব্য পরিণাম হলো শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি, ইহার মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।''।

৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'নব্বই' শব্দটির পরিবর্তে ''১২০ (একশত বিশ)'' সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিদর্শক আদেশ প্রদান না করিলে, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা মহাপরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোনো ব্যক্তি, সরকারের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্ত আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপিল প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে কমা চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "এবং এইরূপ শ্রমিকের ক্ষেত্রে আইনের অষ্টাদশ অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে।" শব্দগুলি এবং চিহ্ন সংযোজিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮) যদি কাজ বন্ধের মেয়াদ ৩ (তিন) কর্মদিবসের অধিক হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে লে-অফ করা হইবে এবং তাহাদেরকে ধারা ১৬ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।"।

৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে, যদি কোনো শ্রমিক কোনো প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী ১২ (বার) পঞ্জিকা মাসে বাস্তবে অন্তত ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) দিন বা ৬ (ছয়) পঞ্জিকা মাসে বাস্তবে অন্তত ১২০ (একশত বিশ) দিন কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যথাক্রমে 'এক বৎসর' বা 'ছয় মাস' উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত "ষোল সপ্তাহ" শব্দগুলির পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ) দিন" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) ধারা ১৯, ২০ অথবা ২৩ এর অধীন ক্ষতিপূরণ অথবা ধারা ২২, ২৩, ২৬ অথবা ২৭ এর অধীন মজুরি হিসাবের প্রয়োজনে "মজুরি" বলিতে কোনো শ্রমিকের ছাঁটাই, বরখাস্ত, অপসারণ, ডিসচার্জ, অবসর গ্রহণ বা চাকুরির অবসানের পূর্ববর্তী সর্বশেষ মাসিক মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তর্বর্তী মজুরি, যদি থাকে, উহাকে বুঝাইবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যে ক্ষেত্রে বদলি বা সাময়িক শ্রমিক নহেন, এইরূপ কোনো শ্রমিককে লে-অফ করা হয়, যাহার নাম কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং যিনি মালিকের অধীন অন্তত ৩ (তিন) মাস চাকুরি সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা হইলে মালিক তাহাকে, সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত তাহার লে-অফের সকল দিনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) যে বদলি শ্রমিকের নাম কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তিনি এই ধারার প্রয়োজনে বদলি বলিয়া গণ্য হইবেন না যদি তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবিচ্ছিন্নভাবে ১ (এক) বৎসর চাকুরি সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন।";

(গ) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) যদি কোনো পঞ্জিকা বর্ষে কোনো শ্রমিককে অবিচ্ছিন্নভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের অধিক সময়ের জন্য লে-অফ করা হয়, এবং উক্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের পর লে-অফের সময় যদি আরও ১৫ (পনের) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বর্ধিত হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রমিককে, শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, পরবর্তী প্রত্যেক ১৫ (পনের) বা তদূর্ধ্ব দিনসমূহের লে-অফের জন্য উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।";

(ঙ) উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত হইবে।

১০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৭। **লে-অফকৃত শ্রমিকগণের রেজিস্টার।**—কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকগণকে লে-অফ করা সত্ত্বেও মালিককে তাহাদের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং স্বাভাবিক কর্মসময়ে লে-অফকৃত শ্রমিকগণের মধ্যে যাহারা কাজের জন্য হাজিরা দিবেন, তাহাদের নাম উহাতে লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, লে-অফকালীন অন্য কোনোভাবে শ্রমিক রেজিস্টার সংরক্ষণ বা শ্রমিক রেজিস্টার বহির্ভূত কোনো শ্রমিক নিয়োগ করা যাইবে না।"।

১১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত "০২ (দুই)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে "১ (এক)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "অধীন" শব্দটির পর "বরখাস্তকৃত বা" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

১৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো স্থায়ী শ্রমিক চাকুরি হইতে ইস্তফা দেন, সেক্ষেত্রে, মালিক উক্ত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহার প্রত্যেক সম্পূর্ণ বৎসরের চাকুরির জন্য—

(ক) যদি তিনি ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে মালিকের অধীন চাকুরি করিয়া থাকেন তাহা হইলে, ৭ (সাত) দিনের মজুরি;

(খ) যদি তিনি ৩ (তিন) বৎসরের বেশি কিন্তু ১০ (দশ) বছরের কম মেয়াদে মালিকের অধীন অবিচ্ছিন্নভাবে চাকুরি করিয়া থাকেন তাহা হইলে, ১৫ (পনের) দিনের মজুরি;

(গ) যদি তিনি ১০ (দশ) বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় মালিকের অধীন অবিচ্ছিন্নভাবে চাকুরি করিয়া থাকেন তাহা হইলে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মজুরি, অথবা গ্রাচ্যুইটি, যদি প্রদেয় হয়, যাহা অধিক হইবে, প্রদান করিবেন, এবং ক্ষতিপূরণ এই আইনের অধীন শ্রমিককে প্রদেয় অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হইবে।"।

১৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ষাট দিনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "৬ (ছয়) মাসের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহের" পরিবর্তে "৬০ (ষাট) দিনের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহ" এবং "আট সপ্তাহের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "৬০ (ষাট) দিন" এবং "৬০ (ষাট) দিনের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মহিলাকে" শব্দের পরিবর্তে "প্রসূতিকে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহের" শব্দগুলির পরিবর্তে '৬০ (ষাট) দিনের' সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মহিলা" শব্দের পরিবর্তে "প্রসূতি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) অথবা (২) এ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির পর মালিক সংশ্লিষ্ট নারীকে—

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে, উহা প্রদানের তারিখের পরের দিন হইতে প্রাপ্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসহ ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন;

(খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে, সন্তান প্রসবের তারিখ হইতে প্রাপ্য প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসহ ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক), (খ) এবং (ঘ) এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহের" এবং "আট সপ্তাহ" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "৬০ (ষাট) দিনের" এবং "৬০ (ষাট) দিন" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই অধ্যায়ের অধীন যে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদেয় হইবে উহা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পন্থায় গণনা করিয়া দৈনিক, সাপ্তাহিক বা, ক্ষেত্রমত, মাসিক, গড় মজুরি হারে সম্পূর্ণ নগদে বা ব্যাংক হিসাবে বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) এর মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রয়োজনে দৈনিক গড় মজুরি গণনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রসূতির জন্য তাহার সর্বশেষ ধার্যকৃত মাসিক মোট মজুরিকে ২৬ (ছাব্বিশ) দ্বারা ভাগ করিতে হইবে।"।

১৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "মহিলার" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহের" পরিবর্তে "৬০ (ষাট) দিনের" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এ উল্লিখিত "আট সপ্তাহ" শব্দগুলির পরিবর্তে "৬০ (ষাট) দিন" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৬১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৬১ক। **কাজের পদ্ধতি।**—(১) কোনো প্রতিষ্ঠানে এমনভাবে কোনো কাজ বা উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো এবং পণ্য সংরক্ষণ করা যাইবে না, যাহা শারীরিক আঘাতের কারণ হইতে পারে।

(২) কোনো মালিক কোনো শ্রমিককে এমন বিপজ্জনক কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন না যদি শ্রমিক তাহার ঊর্ধ্বতনকে জানান যে, কাজের পদ্ধতি তাহার জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর বিপদ ঘটাইতে পারে।

(৩) কোনো মালিক কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা বা অন্য কোনো অযাচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যদি শ্রমিক এই আইন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) নীতি অনুসারে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এমন কোনো পরিস্থিতি হইতে নিজেকে সরাইয়া নেন যাহা সম্পর্কে তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে তাহা একটি আসন্ন ও গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করিবে।

(৪) বিদ্যমান অন্যান্য আইন ও নীতি অনুযায়ী শ্রমিক প্রতিনিধিরা যদি যথাযথভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোনো মালিক তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা বা অন্য কোনো অযাচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৫) যদি পেশাগত নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে কাজ বন্ধ থাকে, তবে মালিক যদি ইচ্ছা করেন, শ্রমিককে অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কাজে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মজুরি ও অন্যান্য শর্ত একই থাকিবে।"।

২২। **২০০৬ সনের ৪২নং আইনের ধারা ৮০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে, যাহার ফলে জীবনহানি বা শারীরিক আঘাত হয়, অথবা কোনো আকস্মিক বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগ, অগ্নিকান্ড বা পানি বা ধোঁয়ার প্রবেশ ঘটে, তাহা হইলে মালিক, পেশাগত স্বাস্থ্য পরিষেবা, চিকিৎসা অনুশীলনকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ঘটনার বিষয়ে অবগত হইবার পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক এবং শ্রম অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক শ্রম কার্যালয় বা বিভাগীয় শ্রম কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত অথবা ডিজিটাল নোটিশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের ঘটনা ঘটিবার পর অবিলম্বে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সরকার, ফায়ার সার্ভিস, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, থানা, এবং প্রয়োজনে, নিকটস্থ হাসপাতাল বা সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে অবহিত করিবে।

ব্যাখ্যা—"কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে" দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই ধরনের নোটিশ শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে। কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগুলি ধারা ২ এর দফা (১৯ক) এবং ধারা ১৫০ এ উল্লিখিত দুর্ঘটনার আওতার বাইরে এবং কোনও দায়বদ্ধতার সহিত সম্পর্কিত নহে।"।

২৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮১। **কতিপয় বিপজ্জনক ঘটনার নোটিশ।**—যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে, উহাতে কোনো শারীরিক জখম হউক বা না হউক, মালিক পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে নোটিশ দ্বারা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরিদর্শক এবং শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, আওতাধীন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর বা বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।"।

২৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো শ্রমিক দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে নিয়োগকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তি, রেজিস্টার্ড চিকিৎসক, পেশাগত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা পরিদর্শককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) যদি কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসক, পেশাগত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কোনো প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বা ভূতপূর্ব কোনো শ্রমিককে চিকিৎসাকালে দেখেন যে, তিনি দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনো ব্যাধিতে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া তাহার সন্দেহ হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত চিকিৎসক অবিলম্বে একটি লিখিত রিপোর্ট মারফত মহাপরিদর্শককে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) রোগীর নাম এবং ডাক যোগাযোগের ঠিকানা;

(খ) রোগী যে রোগে ভুগিতেছেন বা ভুগিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে, তাহার নাম;

(গ) যে প্রতিষ্ঠানে রোগী বর্তমানে কাজ করিতেছেন বা সর্বশেষ কাজ করিয়াছেন, তাহার নাম ও ঠিকানা।"।

২৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) যদি পরিদর্শক মনে করেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তার জন্য আসন্ন বিপদ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট মালিককে তাহার এই মতামতের কারণ লিখিতভাবে জানাইবেন, একইসাথে, পরিদর্শক লিখিত আদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কোনো অংশ, প্ল্যান্ট, লে-আউট বা কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ বা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ঐ অংশে কোনো ব্যক্তিকে কাজ করানো থেকে বিরত রাখিতে পারিবেন, এবং এই নিষেধাজ্ঞা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যতক্ষণ না পরিদর্শক নিশ্চিত হবেন যে, বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত বিপদ অপসারণের কাজে নিযুক্ত থাকিলে তৎসম্পর্কে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশ সম্পর্কে পরিদর্শক তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন, এবং সংশ্লিষ্ট মালিককে এই রিপোর্ট প্রদান সম্পর্কে অবহিত করিবেন।"।

২৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯০ক এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯০ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯০ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯০ক। **সেইফটি কমিটি গঠন।**—(১) পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছেন এমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং উহাকে কার্যকর করিতে হইবে।

(২) সেইফটি কমিটি চিহ্নিত ঝুঁকি, দুর্ঘটনা, বিপজ্জনক ঘটনা এবং রোগ সম্পর্কে মালিক বা তাহার প্রতিনিধিদেরকে অবহিত করিবে।"।

২৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) কোনো কারখানার ক্ষেত্রে, প্রতি ১৪ (চৌদ্দ) দিন কাজের জন্য ১ (এক) দিন;";

(খ) উপ-ধারা (৮) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিন পর্যন্ত প্রসূতিকালীন ছুটি;"।

২৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এগারো" শব্দের পরিবর্তে "১৩ (তের)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "প্রতিনিধি" শব্দের পর "বা কোনো পরিদর্শক" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৩০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "পাঁচ" শব্দটির স্থলে "৩ (তিন)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৫১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৫১ক। **কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল (Employment Injury Scheme Fund)।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বিধি দ্বারা উপযুক্ত বিবেচিত কোনো কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ তহবিল (Employment Injury Scheme Fund) প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং উক্ত বিধিতে তহবিলের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলি, প্রদেয় সুবিধার প্রকার ও মাত্রা নির্ধারণ, তহবিলের অর্থায়ন উৎস ও পদ্ধতি, এবং তহবিলের কার্যকর প্রশাসন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) সরকার এই উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো কোনো শিল্প বা খাতে এই তহবিল প্রযোজ্য হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্ধারণের পর কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ধারা ১৫০ এর আওতায় মালিকের দায়িত্ব সংক্রান্ত এই আইনের বিধানাবলি সংশ্লিষ্ট শিল্প বা খাতের মালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।"।

৩২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৭৫। **শ্রমিকের বিশেষ সংজ্ঞা ও সংগঠন করিবার অধিকার।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এবং ধারা ১ এর উপ-ধারা (৪) ও ২ এর দফা (৬৫) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ে "শ্রমিক" অর্থ ধারা ২ এর দফা (৬৫) এ সংজ্ঞায়িত "শ্রমিক" এর পাশাপাশি স্ব-নিয়োজিত শ্রমিক, দৈনিক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক, কিংবা কোনো ডিজিটাল শ্রম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়োজিত ব্যক্তি, এবং এই অধ্যায়ের অধীন শিল্পবিরোধ সম্পর্কে কোনো কার্যধারার প্রয়োজনে, উক্ত বিরোধের সূত্রে অথবা বিরোধের ফলে লে-অফকৃত, ছাঁটাইকৃত, ডিসচার্জকৃত, বরখাস্তকৃত অথবা অন্যভাবে চাকুরি হইতে অপসারিত কোনো শ্রমিক অথবা যাহার লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত বা অপসারণ হইতে উক্ত বিরোধ উত্থিত হইয়াছে এইরূপ কোনো শ্রমিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের পাহারা টহলদারি অথবা নিরাপত্তা স্টাফ, অগ্নি-নির্বাপক স্টাফের কোনো সদস্য এবং গোপনীয় সহকারী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

(২) প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়া আলাদাভাবে অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি গঠন করিতে পারিবেন।"।

৩৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৬ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "ইউনিয়ন" শব্দটির পর "অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) মুখ্যত প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত এমন ব্যবস্থাপনামূলক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো পার্থক্য ছাড়াই অ্যাসোসিয়েশন বা সমিতি গঠন করিবার এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে তাহাদের নিজস্ব পছন্দের সমিতিতে যোগদানের অধিকার থাকিবে;"।

৩৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (ক) এর উপ-দফা (৩) এ উল্লিখিত "ঠিকানা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ক) এর উপ-দফা (৫) এ উল্লিখিত "সংখ্যা," শব্দ ও কমার পরিবর্তে "সংখ্যা, এবং এই উপ-দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিষ্ঠানে কতজন শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন, সেই বিষয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোনো শ্রমিক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যয়ন চাহিলে তাহা ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভাপতির স্বাক্ষরিত এবং অনুমোদিত গঠনতন্ত্র;";

(গ) দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের কোনো ব্যক্তিগত তথ্য, যাহা এই ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা মালিকসহ অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করা যাইবে না।"।

৩৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ঞ) এ উল্লিখিত "দুই" শব্দটির পরিবর্তে "৩ (তিন)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী এবং শর্তাংশে উল্লিখিত "২" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৩ (তিন)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ট) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ট) কর্মকর্তার সংখ্যা ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;";

(ই) দফা (ড) পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ড) ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের সভা আহ্বান করিবার বিষয়টি গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে, তবে সাধারণ সদস্যদের সভা বৎসরে অন্তত একবার আয়োজন করিতে হইবে;";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যূন ২০ জন শ্রমিক একত্রিত হইয়া এই অধ্যায়ের অধীন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, তবে শ্রমিকগণের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন এই অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকরণের অধিকারী হইবে না, যদি না উহার সদস্য সংখ্যা যে প্রতিষ্ঠানে উহা গঠিত হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হয়:

(ক) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ২০ জন হইতে ৩০০ জন পর্যন্ত ২০ জন;

(খ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ৩০১ জন হইতে ৫০০ জন পর্যন্ত ৪০ জন;

(গ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ৫০১ জন হইতে ১৫০০ জন পর্যন্ত ১০০ জন;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ১৫০১ জন হইতে ৩০০০ জন পর্যন্ত ৩০০ জন; এবং

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা ৩০০১ জন হইতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত ৪০০ জন।";

(গ) উপ-ধারা (২ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২ক) মহাপরিচালক অথবা এতৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হইতে তালিকা সংগ্রহ করিয়া অথবা ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে ধারা ১৭৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (৫) এবং এই ধারায় বর্ণিত বিষয়াদির সঠিকতা যাচাই করিবেন;"

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) কোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন শ্রমিকগণের বা ব্যক্তিগণের বা কর্মকর্তাগণের বা মালিকগণের প্রতিক্ষেত্রে কোনো সময়ে ০৩ (তিন) টির অধিক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যাইবে না।"।

৩৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত 'কোলন' চিহ্নের পরিবর্তে 'দাড়ি' চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এই মর্মে সন্তুষ্ট হওয়ার পর" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই মর্মে নিশ্চিত হইবার পর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ইহার জবাব দিবে" শব্দগুলির পর কমা এর পরিবর্তে দাড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং পরবর্তী শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৮) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৮) রেজিস্ট্রেশন প্রদানের কার্যপ্রণালীর আওতায় কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, সে বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গঠিত তদারকি কমিটির সুপারিশের আলোকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"।

৩৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ন) এর প্রান্তস্থিত কোলন চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (প) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(প) গৃহ পরিচারক;";

(খ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "ত্রিশ শতাংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "২০ (বিশ) জন" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৪ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৪ বিলুপ্ত হইবে।

৪০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সমুদ্রগামী জাহাজে সাধারণত কর্মরত থাকেন এইরূপ নাবিকগণ (Seafarers) যথা- অফিসার ও রেটিংস, তাহাদের স্ব-স্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অফিসার ও রেটিংসদের স্ব-স্ব ইউনিয়ন যৌথ দর কষাকষি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

৪১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৫ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ক এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা" শব্দগুলি বিলুপ্তি হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা" শব্দগুলি বিলুপ্তি হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চট্টগ্রাম ও মংলা" শব্দগুলি বিলুপ্তি হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "চট্টগ্রাম ও মংলা" শব্দগুলি বিলুপ্তি হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা" শব্দগুলি বিলুপ্তি হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "অবিরামভাবে শব্দের পরিবর্তে "নিরবচ্ছিন্নভাবে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৪২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রের প্রত্যেক সংশোধন, উহার কর্মকর্তার প্রত্যেক পরিবর্তন, এবং উহার নাম ও ঠিকানার পরিবর্তন উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তনের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অথবা হাতে হাতে নোটিশ প্রদান করিয়া মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে, এবং মহাপরিচালক নোটিশ প্রাপ্তির পর, উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন এই আইন এবং তদনুযায়ী প্রণীত বিধি অনুযায়ী হইলে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকরণপূর্বক সঙ্গে সঙ্গে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক প্রতিনিধিকে এবং মালিককে তাহার অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) যদি কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের পরিবর্তনের বিষয়ে বিরোধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।"।

৪৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বাতিল" শব্দের পরিবর্তে "বাতিলের জন্য আবেদন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "হাসিল করিয়া থাকে" শব্দগুলির পর "যাহা বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৪৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) এ উল্লিখিত "সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক অথবা কোষাধ্যক্ষকে" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোনো কর্মকর্তাকে" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে এবং প্রান্তস্থিত "অথবা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন দফা (ড), (ঢ), (ণ), (ত) ও (থ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ড) কোনো শ্রমিক বা ইউনিয়নের কোনো সদস্যকে কোনো কারণে চাকুরির অবসান করা হইলে, ব্ল্যাক লিস্টিং (Black listing) করিয়া নোটিশ জারি বা ডাটাবেইজ এ অন্তর্ভুক্ত করিবেন না;

(ঢ) মালিক বা মালিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠাকে উদ্বুদ্ধ করিবেন না;

(ণ) মালিক বা মালিকদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক সংগঠনকে রাখিবার উদ্দেশ্যে আর্থিক বা অন্য কোনোরূপ সহায়তা করিবেন না;

(ত) পক্ষপাতমূলকভাবে বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা এবং অন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিবেন না;

(থ) চাকুরির শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোনো শ্রমিককে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং মালিকের বিরুদ্ধে আইন বা প্রবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের বা কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে, হেল্পলাইনসহ, বা উপযুক্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নেওয়ার কারণে, অথবা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অসৎ শ্রম আচরণ তদন্তে সাক্ষ্য প্রদানের কারণে কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রতিশোধমূলক (Retaliation) ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।"।

৪৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৬ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৬ক এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১ক) যদি মালিক শ্রমিকদের চাকুরির শর্তাবলি লঙ্ঘন করেন এবং ধারা ১৯৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অসৎ শ্রম আচরণ তদন্তের আবেদনের কারণে কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রতিশোধমূলক (Retaliation) ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে তাহা এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৬খ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৬ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৯৬খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৯৬খ। **অসৎ শ্রম আচরণ এবং এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও মালিকের পক্ষ হইতে অসৎ শ্রম আচরণে প্রতিকার প্রদান।**—(১) যদি মালিক ধারা ১৯৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো অসৎ শ্রম আচরণ করেন অথবা ধারা ১৯৬ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপায়ে শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মালিককে মহাপরিচালক কর্তৃক অবিলম্বে এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া যাইবে, যদি এই ধরনের কার্যকলাপের কারণে কোনো শ্রমিকের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে মালিককে উক্ত ক্ষতি পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও আদেশ মহাপরিচালক কর্তৃক দেওয়া যাইবে।

(২) শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট *স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP)* অনুসারে সম্পন্ন হইবে।"।

৪৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর উপ-ধারা (২৪) এর—

(ক) দফা (খ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) ধারা ২১১ এর বিধান অনুযায়ী ধর্মঘটের নোটিশ প্রদানের এবং উহা ঘোষণা করিবার;";

(গ) দফা (ঙ) বিলুপ্ত হইবে।

৪৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৩ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "ফেডারেশন" শব্দের পর "ও কনফেডারেশন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) ও উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) যদি কোনো ফেডারেশন বা কনফেডারেশন, যাহারা কোনো সেক্টরে জাতীয় বা অন্য কোনো স্তরে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সেক্টরের মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী এক বা একাধিক সংস্থাকে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করে অথবা, যদি কোনো সেক্টরের মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা সেই সেক্টরের জাতীয় বা অন্য কোনো স্তরে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন কোনো ফেডারেশন বা কনফেডারেশনকে যৌথ দর কষাকষিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করে, তাহা হইলে যে পক্ষ এই ধরনের অনুরোধ পাইয়াছে তাহারা যৌথ দর কষাকষিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) যৌথ দরকষাকষির পক্ষ স্বাধীনভাবে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে, এবং কারখানার কর্মপরিবেশ, নিয়োগের শর্তাবলি এবং শ্রমিক-মালিক-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে যৌথ দরকষাকষি করা যাইতে পারে।"।

৪৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২০৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২০৩ক। **সেক্টরাল, জাতীয় ও অন্যান্য স্তরে যৌথ দর কষাকষি।**—(১) এক বা একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশন বা কনফেডারেশন, যাহারা সেক্টর, জাতীয় বা অন্য কোনো পর্যায়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহারা মালিক সংগঠন বা সংগঠনসমূহের সহিত যৌথভাবে দরকষাকষির জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) একটি সেক্টরের মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী এক বা একাধিক মালিক সংগঠন, যৌথভাবে কাজ করে, সেই সেক্টরের কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী এক বা একাধিক যথাযথভাবে অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নকে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৩) যখন কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা কনফেডারেশন মালিক সংগঠন বা সংগঠনসমূহকে যৌথ দরকষাকষির জন্য অনুরোধ করিবে, অথবা কোনো মালিক সংগঠন বা সংগঠনসমূহ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা কনফেডারেশনকে যৌথ দরকষাকষির জন্য অনুরোধ করিবে, তখন অনুরোধপ্রাপ্ত সংগঠন অনুরোধ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারী পক্ষকে লিখিতভাবে জবাব দিবে।

(৪) খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করা এবং যৌথ চুক্তি চূড়ান্ত করিবার প্রক্রিয়া ও সময়সীমা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে পারিবে।"।

৫০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৪ এর—

(ক) উপান্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"মজুরী হইতে চাঁদা কর্তন (চেক-অফ)";

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যদি কোনো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) বা ট্রেড ইউনিয়ন অনুরোধ করে, তাহা হইলে মালিক তাহার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সেই সকল শ্রমিকের মজুরি হইতে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কর্তন করিবেন, যাহারা সেই সিবিএ বা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, এবং এই অর্থের পরিমাণ তাহাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকিতে হইবে অথবা সিবিএ বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অন্যভাবে নির্ধারিত হইতে পারিবে, তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক শ্রমিকের লিখিত সম্মতি থাকিতে হইবে, যাহা সিবিএ বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আবেদনে উল্লেখ থাকিবে।";

(গ) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত "সিবিএ" শব্দের পর "বা ট্রেড ইউনিয়ন" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৫১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মালিক" শব্দের পর "ও ট্রেড ইউনিয়ন" শব্দগুলি এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মালিক" শব্দের পর "অথবা ট্রেড ইউনিয়ন" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১১ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "২ (দুই) বৎসর" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১৩ এ উল্লিখিত "যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি" শব্দগুলির পর ", ট্রেড ইউনিয়ন" কমা ও শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৫৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি" শব্দের পর "বা অংশগ্রহণকারী কমিটি" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৫৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) প্রত্যেক বৎসর অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থ সমান ভাগে সকল সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে।"।

৫৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর—

(ক) উপান্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল অথবা সর্বজনীন পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ**";

(খ) উপ-ধারা (১০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১০) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেসকল প্রতিষ্ঠানে অন্যূন ১০০ (একশত) জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকগণের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে বাধ্য থাকিবে, যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক মালিকের নিকট লিখিত দরখাস্ত পেশ করিয়া উক্তরূপ ভবিষ্য তহবিল গঠনের দাবি করে, তবে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের মধ্যে যাহারা লিখিতভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিবে, তাহাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত সর্বজনীন পেনশন স্কিম 'প্রগতি'-তে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিলে ভবিষ্য তহবিল গঠনের বিধান হইতে মালিক অব্যাহতি পাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্কীমে মালিক ৫০% চাঁদা প্রদান করিবে এবং কর্মরত শ্রমিকও ৫০% চাঁদা প্রদান করিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক স্কীমের সদস্য হইতে লিখিতভাবে অনাগ্রহ প্রকাশ করিলে মালিক তাহার প্রদত্ত ৫০% চাঁদা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না।";

(গ) উপ-ধারা (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১২) উক্ত ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থের অন্যূন অর্ধেক সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগযোগ্য কোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (১৬) বিলুপ্ত হইবে।

৫৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন;";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান ও" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৩ এ উল্লিখিত "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৪ এ উল্লিখিত "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৫ এ উল্লিখিত "এক হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার হইতে অনধিক ১০ (দশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পঁচিশ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার হইতে অনধিক ১ (এক) লক্ষ" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পাঁচ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯০ এর—

(ক) উপান্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**দুর্ঘটনার এবং পেশাগত ব্যাধিসমূহের বিষয়ে নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার দণ্ড**";

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক হাজার টাকা পর্যন্ত" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার হইতে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা" এবং "তিন হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ১০ (দশ) হাজার হইতে অনধিক ২০ (বিশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৯৫ বা ১৯৬ক এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার হইতে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোনো শ্রমিক ধারা ১৯৬ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোনো ট্রেড ইউনিয়ন অথবা শ্রমিক ব্যতীত অন্যকোনো ব্যক্তি, ধারা ১৯৬ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোনো ব্যক্তি ধারা ৩১৭(৪)(খ) এবং ১৯৬খ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার হইতে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৯২। **নিষ্পত্তি, ধারা ১২৪ক, ইত্যাদি ভঙ্গের দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন অবশ্য পালনীয় কোনো নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ বা ধারা ১২৪ক এর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো শ্রমিক কোনো বেআইনি ধর্মঘট শুরু করিলে, অথবা চালাইয়া গেলে, অথবা উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো কাজ করিলে, তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অন্যূন ১০ (দশ) হাজার হইতে অনধিক ২০ (বিশ) হাজার পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(২) কোনো মালিক কোনো বেআইনি লক-আউট শুরু করিলে, অথবা চালাইয়া গেলে, অথবা উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো কাজ করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৯৫। **বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউটে প্ররোচিত করিবার দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউটে অংশ গ্রহণের জন্য অথবা উহার জন্য অর্থ খরচ বা সরবরাহের জন্য অথবা অন্য কোনোভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে, তিনি ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৯৬। **ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচনার দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি কোনো ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উহাতে অংশ গ্রহণে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিলে অথবা অন্য কোনো ভাবে উহাকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কোনো কাজ করিলে, তিনি ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৬৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৯৯। **অ-রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি অ-রেজিস্ট্রিকৃত অথবা রেজিস্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোনো কর্মকান্ড ব্যতীত, অন্যকোনো কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে অথবা উক্তরূপ কোনো ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্যকোনো চাঁদা আদায় করিলে, তিনি ২ (দুই) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৭০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩০০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩০০। **ট্রেড ইউনিয়নের দ্বৈত সদস্য পদের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইলে বা থাকিলে, তিনি ২ (দুই) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৭১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০১ এ উল্লিখিত "দুই হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) হাজার" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০২ এ উল্লিখিত "এক হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) হাজার" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩০৭। **অন্যান্য অপরাধের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি এই আইন বা কোনো বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে বা মানিতে ব্যর্থ হইলে, এবং ইহার জন্য উহাতে অন্য কোনো দন্ডের বিধান না থাকিলে, তিনি ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা অন্যূন ২৫ (পচিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।"।

৭৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০৭ক ও ৩০৭খ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩০৭ক এবং ৩০৭খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩০৭ক। **কর্মস্থলে বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানির কারণে দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৩২ক এর বিধান লঙ্ঘন করিলে বা মানিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩০৭খ। **জবরদস্তিমূলক শ্রমের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৪৫গ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে বা মানিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার হইতে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।"।

৭৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "দশ হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার হইতে অনধিক ১ (এক) লক্ষ" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "দুই হাজার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ১০ (দশ) হাজার হইতে অনধিক ২০ (বিশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) কোনো অপরাধের জন্য বা অসৎ শ্রম আচরণের জন্য বা এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিস্ক্রিমিনেশনের জন্য অথবা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কোনো বিধান ভঙ্গের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিবেন, উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করা হইলে শ্রম আদালতে অভিযোগ পেশ করিতে পারিবে;";

(খ) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (চ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (চচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(চচ) ভবিষ্য তহবিল এর কাজকর্ম তত্ত্বাবধান এবং উহার ট্রাস্টি বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচন তত্ত্বাবধান;";

(ঙ) দফা (চচ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (চচচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(চচচ) শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদন, সামাজিক সুরক্ষা, শ্রম প্রশাসন সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং শ্রম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ;"।

৭৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩১৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩১৮ক। **শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার কার্যাবলি।**—(১) শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলি এবং সুরক্ষার সহিত সম্পর্কিত আইনি বিধানসমূহ যথা- কর্মঘণ্টা, মজুরি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, শিশু ও কিশোরদের কর্মে নিয়োজিতকরণ, জবরদস্তিমূলক শ্রমসহ পরিদর্শকের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য সহিংসতা ও হয়রানিসহ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনগত বিধানসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(খ) আইনি বিধানসমূহের সর্বোচ্চ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

(গ) পরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপালনকালে তাহার গোচরে আসা এমন কোনো ত্রুটি বা অপব্যবহার যাহা বিদ্যমান আইনগত বিধি-বিধান দ্বারা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নহে এমন বিষয়সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক সময় সময় বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

(২) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব, এমন হইবে না, যাহা পরিদর্শকের পরিদর্শন সংক্রান্ত মূল দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক হয় বা বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকের প্রতি আইনগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাহার এখতিয়ার ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।"।

৭৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) প্রয়োজনীয় সহকারী সহকারে, তাহার বিবেচনায় কোনো প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য বা ব্যবহৃত কোনো স্থান, আঙ্গিনা, নৌযান বা যানবাহনে যেকোনো যুক্তিসংগত সময়ে 'কর্তৃপক্ষকে আগাম অবহিত করিয়া কিংবা অবহিতকরণ ব্যতিরেকে' মানসম্পন্ন (Operating Procedure) অনুসারে প্রবেশ, পরিদর্শন, তদন্ত এবং পরীক্ষাকার্য পরিচালনা;

(আ) দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(ই) দফা (ছ) এর প্রান্তস্থিত দাড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (জ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জ) পরিদর্শন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) ও (৫ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) মহাপরিদর্শক, অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তা, এই আইন বা কোনো বিধি, প্রবিধান বা স্কীমের অধীন, তাহার এখতিয়ারাধীন কোনো বিষয়ে, কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে অভিযোগ পেশ করিতে পারিবেন।

(৫ক) ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের লংঘনের ক্ষেত্রে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ, তদারকি এবং শ্রম আদালতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অভিন্ন অনুসরণীয় পদ্ধতি নিশ্চিতকরণে সরকার মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত হইবে।

৭৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৯ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩১৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩১৯ক। **অভিযোগ সংক্রান্ত গোপনীয়তার দায়িত্ব।**—(১) পরিদর্শক কর্মক্ষেত্রে আইনের ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগের সূত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন, এবং তাহার মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে কোনো রকম পূর্বতথ্য বা নোটিশ দিবেন না যে, উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির কারণে কর্মস্থলে তদন্ত বা পরিদর্শন করা হইয়াছে।

(২) যদি কোনো শ্রমিকের এই মর্মে যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস থাকে যে, তিনি শ্রম পরিদর্শকের নিকট দাখিলকৃত অভিযোগের জন্য মালিকের পক্ষ হইতে বৈষম্য অথবা বৈরী আচরণের শিকার হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি তাহার অনুযোগ শ্রম আদালতে উত্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন।"।

৮০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ছছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ছছ) শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;";

(খ) দফা (ছছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ছছছ) শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে;";

(গ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঞ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক, পদাধিকারবলে যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।"।

৮১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা কোনো শ্রেণির কারখানাকে লাইসেন্স প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত লাইসেন্স প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর পরপর নবায়ন করিতে হইবে, তবে ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স এর মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় ধার্যকৃত ফিস প্রদানপূর্বক উহা রেজিস্ট্রিকরণ বা লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করিতে হইবে।"।

৮২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৩২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৩২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৩২। **কর্মজগতে এবং কর্মস্থলে সহিংসতা ও হয়রানির বিরুদ্ধে সকল ব্যক্তির দায়িত্ব।**—(১) মালিক, নিয়োগকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মালিক, নিয়োগকর্তা ও কর্তৃপক্ষ কর্মস্থলে সহিংসতা, হয়রানি প্রতিরোধে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ যেন বৈরী না হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(খ) যৌন হয়রানি ও সহিংসতা বন্ধে যেসকল নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রকাশ করা;

(গ) কর্মস্থলে যৌন হয়রানীমূলক সকল প্রকার ঘটনাকে প্রতিরোধ করিতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) সহিংসতা ও হয়রানির বিরুদ্ধে একটি কর্মস্থল নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সহিংসতা ও হয়রানী এবং সংশ্লিষ্ট মনোসামাজিক ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া;

(চ) সহিংসতা ও হয়রানীর ঝুঁকি চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করা এবং তা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) কর্মরত কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য চিহ্নিত ঝুঁকি ও বিপদ সম্পর্কে এবং প্রতিরোধ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা, তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া;

(জ) কর্মস্থলের ওয়েবসাইটে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির বিবরণ প্রদান করা;

(ঝ) প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যৌন হয়রানীর বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করিবার জন্য যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২) কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজে কোনো নারী নিযুক্ত থাকিলে, তিনি যে পদমর্যাদারই হোন না কেন, তাহার প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনো সহকর্মী বা অন্য কেহ এমন কোনো আচরণ করিতে পারিবেন না যাহা অশ্লীল কিংবা অভদ্রজনোচিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিংবা যাহা উক্ত নারীর শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থি।"।

৮৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে ধারা ৩৩২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৩২ক। **বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানির অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি।**—(১) প্রত্যেক মালিক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানির অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করিবে, এবং উক্ত কমিটিতে ৫ (পাঁচ) জন সদস্য থাকিবে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী প্রতিনিধি থাকিবেন এবং প্রধান হইবেন একজন নারী, কমিটিতে দুজন সদস্যকে জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিষয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান হইতে নিতে হইবে।

(২) কমিটি প্রতিটি অভিযোগ বা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন গ্রহণ, তদন্ত এবং পরিচালনা করিবে এবং বৈষম্য, সহিংসতা ও হয়রানির ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা (জিরো টলারেন্স) নীতি অনুসরণ করিবে।

(৩) কমিটি গোপনীয়তা রক্ষা এবং মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া কাজ পরিচালনা করিবে এবং অভিযোগ বা প্রতিবেদন গ্রহণ, তদন্ত ও ব্যবস্থাপনায় কোনো বাধা সৃষ্টি করিবে না।

(৪) লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

৮৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে ধারা ৩৩৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩৮ এর—

(ক) উপান্তটীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**কতিপয় বিশেষ অবস্থায় বাড়িঘর বা আঙ্গিনার মালিক এবং একাধিক নিয়োগকারীর দায়িত্ব**";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) ও (২ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) একাধিক নিয়োগকারীর যৌথ দায়িত্ব, যেক্ষেত্রে কোনো আঙ্গিনার স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বা বাড়ি বিভিন্ন মালিকের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া হয় সেইক্ষেত্রে, আঙ্গিনার মালিক নিম্নলিখিত বিষয়ে এই আইন বা বিধির বিধান ভঙ্গ বা লঙ্ঘনের জন্য এমনভাবে দায়ী হইবেন যেন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক, যথা:-

(ক) শৌচাগার, প্রক্ষালনকক্ষ এবং ধৌতকরণ সুবিধাসমূহে পানির অভিন্ন সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

(খ) আঙ্গিনার মালিকের এমন কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি বেড়া দেওয়া যাহা কোনো ভাড়াটের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে তাহার নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই;

(গ) উপরের তলা এবং ফ্ল্যাটগুলির জন্য নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা, এবং সিঁড়ি ও অভিন্ন পথের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা;

(ঘ) অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা;

(ঙ) হয়েষ্ট এবং উত্তোলন যন্ত্রের ব্যবস্থা ও রক্ষণ; এবং

(চ) আঙ্গিনার অন্য কোনো অভিন্ন সুবিধা রক্ষণ।

(২ক) যদি একাধিক নিয়োগকারী বা প্রতিষ্ঠান একই জায়গায় কাজ করে, তবে তাহাদের একে অপরের সহিত সমন্বয় করিয়া আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।"।

৮৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে ধারা ৩৪৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৪৫। **সমকাজের জন্য সমমজুরি প্রদান।**- (১) কোনো শ্রমিকের জন্য কোনো মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরির হার স্থিরীকরণের ক্ষেত্রে, একই প্রকৃতির বা একই মান বা মূল্যের কাজের জন্য পুরুষ, নারী এবং অক্ষম শ্রমিকগণের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং এতৎসংক্রান্ত কোনো ভেদের কারণে কোনো বৈষম্য করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ২(৪৫)(ক), (গ) এবং (ঘ) তে উল্লিখিত উপাদানসমূহ বিবেচনাযোগ্য হইবে।

৮৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে ধারা ৩৪৫ক, ৩৪৫খ ও ৩৪৫গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪৫ক, ৩৪৫খ ও ৩৪৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৪৫ক। **শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো মালিক কোনো শ্রমিকের সহিত বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় 'বৈষম্য' বলিতে এমন আচরণ বোঝানো হইয়াছে, যাহা জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিচয়, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান, বংশ বা প্রতিবন্ধীতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করা, বাদ দেওয়া বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং যাহার ফলে চাকুরি বা পেশায় সমতার সুযোগ ও আচরণ নষ্ট হয়।

(২) যদি কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষ যোগ্যতা বা দক্ষতা অপরিহার্য হয়, তবে সেই ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বৈধ ধরা হইবে এবং এটি বৈষম্য হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৩) নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও বৈষম্য হিসেবে ধরা হইবে না, যথা:—

(ক) এমন ব্যবস্থা, যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহভাজন বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য;

(খ) অতীতে বৈষম্যমূলক আইন বা চর্চার কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা শিক্ষাগতভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত বিশেষ সুরক্ষা বা সহায়তা কার্যক্রম।

৩৪৫খ। **বৈষম্যের ধরন।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ হইবে।

(২) প্রত্যক্ষ বৈষম্য তখন ঘটে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত কম অনুকূল আচরণ করে, যাহা প্রকাশ্যে বা গোপনে নিষিদ্ধকরণ (যেমন—লিঙ্গ, জাতি বা ধর্ম) করা হয়, এবং ইহার মধ্যে যৌন ও অন্যান্য ধরনের হয়রানিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) পরোক্ষ বৈষম্য তখন ঘটে, যখন কোনো ব্যক্তি এমন একটি শর্ত বা নিয়ম আরোপ করে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মনে হইলেও—

(ক) নিষিদ্ধ কারণে কিছু ব্যক্তিকে অন্যদের তুলনায় বেশি অসুবিধায় ফেলে; এবং

(খ) কাজের জন্য বাস্তবিকভাবে প্রয়োজনীয় নহে।

(৪) প্রমাণের দায়িত্ব নিম্নরূপভাবে নিয়োগকর্তার উপর থাকিবে, যথা:—

(ক) কম অনুকূল আচরণ বৈষম্যমূলক নহে; এবং

(খ) আরোপিত শর্ত বা নিয়ম যুক্তিসঙ্গত।

৩৪৫গ। **জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ বা ব্যবহারে সহায়তা করিতে পারবে না।"।

৮৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৮ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সরকার, শ্রমিকগণের ও মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণ, সাধারণ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এই আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ কোর্স ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।"।

৮৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৪৮ক এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৮ক এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪৮ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৪৮ক। **জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন।**—(১) আইন, নীতি বা শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক 'ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ' নামে পরিষদ গঠন করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের গঠন এবং উহার কার্যপরিধি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"।

৮৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩৪৮খ ও ৩৪৮গ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৮ক এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪৮খ ও ৩৪৮গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩৪৮খ। **জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম।**—যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে সামাজিক ও শ্রম সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, সম্মিলিত চুক্তি প্রণয়ন এবং সেইগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য পক্ষগুলির প্রতিনিধিদের নিয়া একটি জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম গঠন করা যাইবে।

৩৪৮গ। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ।-** (১) এই আইনে বা বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুক থাকুক না কেন, শ্রম-সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও যৌথ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই আইনের আওতায় একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হইবে যাহা নিরপেক্ষ ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ বা শ্রম অধিকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান বিষয়ক অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা বা বেসরকারি পর্যায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রদান করিবে।

(৩) এই কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক দপ্তর স্থাপন করিবে।

(৪) সালিশ পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিবার জন্য মধ্যস্থতাকারীগণ (Conciliators) ও সালিশকারকদের প্যানেল (Panel of Arbitrators) থাকিবে।

(৫) এই কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম তদারকি করিবার জন্য সরকার ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে একটি গভর্নিং বডি গঠন করিবে।

(৬) গভর্নিং বডি শ্রম অধিদপ্তর (DOL) এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মনোনীত তালিকা হইতে মধ্যস্থতাকারীগণকে (Conciliators) নিয়োগ করিবে এবং সালিশকারকগণকে (Panel of Arbitrators) প্যানেল গঠন করিবে, মধ্যস্থতাকারীগণের (Conciliators) এবং সালিশকারকগণের (Panel of Arbitrators) যোগ্যতা ও দক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

(৭) গভর্নিং বডির সদস্য মনোনয়নের মানদণ্ড ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং গভর্নিং বডি গঠনের বিষয়টি সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হইবে।"।

৯০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের প্রথম তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"প্রথম তফসিল
[ধারা ২(১-ক), (৬৭) এবং ধারা ১৫১ দ্রষ্টব্য]
স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা বলে বিবেচিত আঘাতের তালিকা

প্রথম অংশ:	**স্থায়ী পূর্ণ অক্ষমতা**	
ক্রমিক নং	**আঘাতের বিবরণ**	**ক্ষতির শতকরা হার (%)**
১	উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	১০০%
২	উভয় পা গোড়ালি বা তার উপরে থেকে হারানো	১০০%

প্রথম অংশ:	**স্থায়ী পূর্ণ অক্ষমতা**	
ক্রমিক নং	**আঘাতের বিবরণ**	**ক্ষতির শতকরা হার (%)**
৩	উভয় হাত কব্জি বা তার উপরে থেকে হারানো	১০০%
৪	স্থায়ী মস্তিষ্ক ক্ষতির ফলে মানসিক অক্ষমতা যাহা কর্মীকে উপার্জনক্ষম করে না	১০০%
৫	মুখমন্ডলের গুরুতর বিকৃতি	১০০%
৬	কোয়াড্রিপ্লেজিয়া (চার অঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৭	প্যারাপ্লেজিয়া (নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৮	হেমিপ্লেজিয়া (অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৯	এক হাত বা এক পা সম্পূর্ণরূপে হারানো	১০০%
১০	সম্পূর্ণ বধিরতা	১০০%
দ্বিতীয় অংশ:	**স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা**	
	উর্ধ্বাঙ্গের অঙ্গহানি	
১১	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৭০%
১২	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৬৫%
১৩	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) শেষ তৃতীয়াংশ থেকে কনুই-এর নিচ পর্যন্ত	৬০%
১৪	কনুইর নিচ থেকে কব্জি পর্যন্ত	৫০%
১৫	কব্জি হতে হাতের পাতার (পাল্ম) মধ্য অংশ পর্যন্ত	৫০%
১৬	এক হাতের চার আঙুল হারানো	৫০%
১৭	এক হাতের তিন আঙুল হারানো	৩০%
১৮	এক হাতের দুই আঙুল হারানো	২০%
ডান বা বাম হাতের আঙুলের অঙ্গহানি		
	বৃদ্ধাঙ্গুল	
১৯	সম্পূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলি	৩০%
২০	আংশিক বৃদ্ধাঙ্গুলি হারানো (আইপি জয়েন্ট পর্যন্ত)	১৫%
২১	বৃদ্ধাঙ্গুলির ডিস্টাল ফ্যালাঞ্জের অর্ধেক	১০%
২২	বৃদ্ধাঙ্গুলির ডিস্টাল ফ্যালাঞ্জের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ	৫%
২৩	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%

দ্বিতীয় অংশ:	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
	তর্জনী	
২৪	সম্পূর্ণ	১৪%
২৫	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	১১%
২৬	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৯%
২৭	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	মধ্যমা	
২৮	সম্পূর্ণ	১২%
২৯	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৯%
৩০	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৭%
৩১	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	অনামিকা/কনিষ্ঠা	
৩২	সম্পূর্ণ	৭%
৩৩	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৬%
৩৪	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৫%
৩৫	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	নিম্নাঙ্গের অঙ্গহানি	
৩৬	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৮০%
৩৭	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৭০%
৩৮	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৬০%
৩৯	কোমরের নিচে উরুর (থাই) শেষ তৃতীয়াংশ থেকে হাটুর নিচের পায়ের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৫০%
৪০	হাটু (নি জয়েন্ট) নিচে পায়ের মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৪০%
৪১	পায়ের মধ্যম তৃতীয়াংশ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত	৩০%
৪২	পায়ের পাতার মধ্যভাগ পর্যন্ত	২৫%
৪৩	উভয় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সম্পূর্ণ হারানো	৯০%

দ্বিতীয় অংশ:	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
৪৪	উভয় পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি অগ্রভাগে সম্পূর্ণ হারানো (মেটাটারসো-ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টের অগ্রভাগে)	৮০%
৪৫	উভয় পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি বরাবর সকল আঙ্গুল হারানো	৪০%
৪৬	উভয় পায়ের সকল আঙ্গুল হারানো (ক্ষুদ্র অস্থিসন্ধি পর্যন্ত)	৩০%
৪৭	এক পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত সকল আঙ্গুলি হারানো (মেটাটারসো-ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট)	২০%
৪৮	বৃদ্ধাঙ্গুলির দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	১০%
৪৯	বৃদ্ধাঙ্গুলির এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৩%
পায়ের অন্য আঙুল		
৫০	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৫%
৫১	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস) হারানো	২%
	বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের দুইটি আঙ্গুল	
৫২	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৫%
৫৩	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস) হারানো	২%
বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের তিনটি আঙ্গুল		
৫৪	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৬%
৫৫	আঙ্গুলের খুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস) হারানো	৩%
বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের চারটি আঙ্গুল		
৫৬	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৯%
৫৭	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস) হারানো	৫%
ঘ্রাণশক্তি		
৫৮	ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	২০%

দ্বিতীয় অংশ:	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
	দৃষ্টিশক্তি	
৫৯	এক চোখ (আইবল) সম্পূর্ণ হারানো (আঘাত জনিত কারণে)	৪৫%
৬০	এক চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	৪০%
৬১	দৃষ্টিশক্তি আংশিক হারানো	১৫%
৬২	এক চোখে ছানি বা অ্যাফাকিয়া	১০%
৬৩	উভয় চোখে অ্যাফাকিয়া	২০%
৬৪	উভয় চোখের টেম্পোরাল দৃষ্টিক্ষেত্র (হেমিয়ানোপসিয়া)	২৫%
৬৫	উভয় চোখের নেজাল দৃষ্টিক্ষেত্র (হেমিয়ানোপসিয়া)	২০%
৬৬	সব দৃষ্টিক্ষেত্রে ডিপ্লোপিয়া (দ্বিদৃষ্টি)	২০%
৬৭	স্কোটোমা, অবস্থান ও মাত্রা অনুযায়ী	১০% - ১৬%
	শ্রবণশক্তি	
৬৮	এক কানে শোনার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ও আকস্মিকভাবে হারানো	৩০%
৬৯	উভয় কানে শ্রবণশক্তি হ্রাস (মাত্রা অনুযায়ী)	৪০% - ৬০%
৭০	টিনিটাস (কানে শোঁ শোঁ শব্দ)	১০%
	পেরিফেরাল নার্ভ ইঞ্জুরী (স্থায়ীভাবে)	
	উর্ধ্ববাহু	
৭১	ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ইঞ্জুরি	৭০%
৭২	রেডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৫০%
৭৩	মিডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৪০%
৭৪	আলনার নার্ভ ইঞ্জুরি	৩০%
	নিম্নবাহু	
৭৫	সায়াটিক নার্ভ ইঞ্জুরি	৭০%
৭৬	কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৩০%

দ্বিতীয় অংশ:	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
	সার্ভিকাল, থোরাসিক ও লাম্বার স্পাইন কার্যকারিতা (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৭৭	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস (দৈনন্দিন কাজকর্মে সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৭৮	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসার প্রয়োজন, দৈনন্দিন কাজে কিছু বিঘ্ন)	৬% - ২৫%
৭৯	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস)	২৬% - ৫০%
৮০	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (অন্যের সহায়তা প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%
	মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল জৈবিক আঘাত (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৮১	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস (সামাজিক বা ব্যক্তিগত দক্ষতায় সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৮২	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস)	৬% - ২৫%
৮৩	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (সামাজিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস, অন্যের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	২৬% - ৫০%
৮৪	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (নির্ভরশীলতা, দৈনন্দিন জীবনে তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%
	পেট বা বক্ষস্থলের অঙ্গ (ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, কিডনি, অন্তঃস্রাবী, রক্ততন্ত্র, জননতন্ত্র) (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৮৫	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস	০% - ৫%
৮৬	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস	৬% - ২৫%
৮৭	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস	২৬% - ৫০%
৮৮	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস	৫১% - ৭৫%
	পোড়া, আঘাত বা চর্মরোগের দাগ (ব্যক্তিগত বিবেচনা) দাগ দ্বারা ত্বকের গুণগত পরিবর্তন বোঝায়, যাহা নন-ভিসিয়াস বা ভিসিয়াস হতে পারে। শরীরের ১% পৃষ্ঠতল = 'হাতের তালু'। শুধুমাত্র ভিসিয়াস দাগ ক্ষতিপূরণযোগ্য। প্রকাশিত স্থানে (মাথা, হাত-পা) দাগের ক্ষতি বেশি। **নন-ভিসিয়াস দাগ:** রৈখিক, আশেপাশের ত্বকের সমান, রঙ প্রায় একই, কোনো সংকোচন বা বিকৃতি সৃষ্টি করে না। **ভিসিয়াস দাগ:** অসম, ডিপ্রেসড, গাঢ় রঙের, কেলয়েড বা হাইপারট্রফিক, সংকোচন সৃষ্টিকারী।	

দ্বিতীয় অংশ:	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
৮৯	সামান্য (শরীরের ৫%-এর কম)	০% - ৫%
৯০	মাঝারি (৬% - ১০%)	৬% - ১০%
৯১	গুরুতর (১০%-এর বেশি)	১১% - ২৫%
	মানসিক রোগ (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৯২	সামান্য (দৈনন্দিন কাজে সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৯৩	মাঝারি (চিকিৎসা প্রয়োজন, সামাজিক দক্ষতা হ্রাস)	৬% - ২৫%
৯৪	গুরুতর (সামাজিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস, তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	২৬% - ৫০%
৯৫	অত্যন্ত গুরুতর (নির্ভরশীলতা, দৈনন্দিন জীবনে তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%

দ্রষ্টব্য:

১. এই তফসিলে উল্লিখিত কোনো অঙ্গ বা অঙ্গাংশের স্থায়ী ও সম্পূর্ণ কার্যকারিতা হারানোকে সেই অঙ্গ বা অঙ্গাংশের ক্ষতি বলে গণ্য করা হইবে।

২. একাধিক আঘাতের ক্ষেত্রে, যোগ্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় শতকরা হার বাড়ানো যাইতে পারে, তবে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশি হইবে না [ধারা ১৫১(২)]।

৩. এই তফসিলে উল্লেখ নেই এমন আঘাতের ক্ষেত্রে, যোগ্য কর্তৃপক্ষ তফসিলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শতকরা হার নির্ধারণ করিবে [ধারা ১৫১(গ)(২)]।

৪. অক্ষমতা মূল্যায়ন আঘাত স্থিতিশীল হইবার তারিখ বা ১২তম মাসে (যেটি আগে ঘটে) করিতে হইবে।

(বিএলএ-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো অনুযায়ী প্রণীত)

৯১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ দ্বিতীয় তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"দ্বিতীয় তফসিল

[ধারা ৮২ ও ৮৩ দ্রষ্টব্য]

নোটিশ দানযোগ্য ব্যাধির তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম
১	সীসা বা এর যৌগজাত বিষক্রিয়া
২	ফসফরাসজাত বিষক্রিয়া
৩	পারদজাত বিষক্রিয়া
৪	অভ্রজাত (ম্যাঙ্গানিজ) বিষক্রিয়া
৫	আর্সেনিকজাত বিষক্রিয়া
৬	নাইট্রাস ফিউম বিষক্রিয়া
৭	কার্বন-বাইসালফাইড জাত বিষক্রিয়া
৮	বেঞ্জিন বা উহার সদৃশ্য কোনো বস্তুজাত বিষক্রিয়া
৯	ব্যারিলিয়ামজাত বিষক্রিয়া
১০	কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়া
১১	ফসজেনজাত বিষক্রিয়া
১২	বিষক্রিয়াজাত বৃক্ক প্রদাহ
১৩	ক্রোমজাত ক্ষত
১৪	হেলোজেনস-জাত বিষক্রিয়া
১৫	আইসোসায়ানাইট জনিত বিষক্রিয়া
১৬	ফার্মসিউটিকালস এজেন্ট জনিত বিষক্রিয়া
১৭	বিষক্রিয়া জনিত রক্তহীনতা
১৮	বিষাক্ত বস্তু হইতে উদ্ভূত বিষক্রিয়া জনিত জন্ডিস
১৯	কিটনাশকজনিত সৃষ্ট রোগ/বিষক্রিয়া
২০	অন্যান্য ক্যামিকেল/হেভিমেটাল জনিত বিষক্রিয়া
২১	উচ্চ শব্দ জনিত বধিরতা

ক্রমিক নং	শিরোনাম
২২	কম্পনজনিত পেশাগত ব্যাধি
২৩	এক্স-রে অথবা রেডিয়াম বা অন্য কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত কারণে দৈহিক বিকার
২৪	তাপমাত্রা (ঠান্ডা-গরম) জনিত রোগ
২৫	অ্যানথ্রাক্স
২৬	লেপটোস্পাইরোসিস
২৭	যক্ষ্মা
২৮	ভাইরাস জনিত হেপাটাইটিস
২৯	সিলিকোসিস
৩০	বাইসাইওনসিস
৩১	এ্যাসবেসটসিস
৩২	সাইডেরোসিস
৩৩	কয়লা খনি শ্রমিকগণের নিউমোকনিওসিস
৩৪	অন্যান্য নিউমোকনিওসিস ও পেশাগত এ্যাজমা
৩৫	রাসায়নিক পদার্থ এবং রংয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার কারণে উদ্ভূত পেশাগত বা স্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ
৩৬	খনিজ তেল এবং খনিজ তেল মিশ্রিত কোনো যৌগিক পদার্থের কারণে উদ্ভূত তৈলাক্ত ব্রণ অথবা চর্ম প্রদাহ
৩৭	পেশাগত বিভিন্ন ক্যান্সার
৩৮	কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম (Computer Vision Syndrome) (নূতন সংযোজন)
৩৯	মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজঅর্ডারস (MSDs) (নূতন সংযোজন)
৪০	মানসিক চাপ ও ডিপ্রেশনজনিত পেশাগত ব্যাধি (নূতন সংযোজন)
৪১	পেশাগত অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট (নূতন সংযোজন)
৪২	ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট খাতে হেভি মেটাল বিষক্রিয়া (নূতন সংযোজন)
৪৩	অ্যাসবেস্টস বিকল্প পদার্থ ও মাইক্রোপ্লাস্টিক জনিত ফুসফুসের রোগ (নূতন সংযোজন)
৪৪	শব্দ ও আলোক দূষণজনিত মানসিক চাপ (নূতন সংযোজন)
৪৫	কৃষিতে কীটনাশক-সার সংস্পর্শজনিত স্নায়বিক রোগ (নূতন সংযোজন)
৪৬	সংক্রমণজনিত নূতন ঝুঁকি (যেমন কোভিড-১৯ ও অনুরূপ ভাইরাসজনিত রোগ) (নূতন সংযোজন)
৪৭	ত্বকের ক্যান্সার (Skin Cancer) (নূতন সংযোজন)

৯২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের তৃতীয় তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তৃতীয় তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তৃতীয় তফসিল

[ধারা ১৫০(৩) দ্রষ্টব্য]

পেশাগত ব্যাধির তালিকা

ক-অংশ

১। কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত উপাদানগুলোর সংস্পর্শে সৃষ্ট পেশাগত রোগসমূহ

১.১। রাসায়নিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১। বেরিলিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২। ক্যাডমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩। ফসফরাস বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৪। ক্রোমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৫। ম্যাঙ্গানিজ বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৬। আর্সেনিক বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৭। পারদ বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৮। সীসা বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৯। ফ্লুরিন বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১০। কার্বন ডিসালফাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১১। অ্যালিফ্যাটিক বা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের হ্যালোজেন ডেরিভেটিভ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১২। বেনজিন বা তার সমজাতীয় যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৩। বেনজিন বা তার সমজাতীয় যৌগের নাইট্রো ও অ্যামিনো ডেরিভেটিভ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৪। নাইট্রোগ্লিসারিন বা অন্যান্য নাইট্রিক অ্যাসিড ইস্টার দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৫। অ্যালকোহল, গ্লাইকোল বা কিটোন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৬। দমবন্ধকারী গ্যাস যেমনঃ কার্বন মনো-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড বা এর ডেরিভেটিভ
১.১.১৭। অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৮। নাইট্রোজেন অক্সাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.১৯। ভ্যানেডিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২০। অ্যান্টিমনি বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২১। হেক্সেন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২২। খনিজ অ্যাসিড দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৩। ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৪। নিকেল বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৫। থ্যালিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৬। ওসমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৭। সেলেনিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৮। কপার বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.২৯। প্লাটিনাম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩০। টিন বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩১। জিঙ্ক বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩২। ফসজিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৩। বেঞ্জোকুইনোন-এর মতো কর্নিয়া উত্তেজক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৪। অ্যামোনিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৫। আইসোসায়ানেট দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৬। কীটনাশক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৭। সালফার অক্সাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৮। জৈব দ্রাবক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৯। ল্যাটেক্স বা ল্যাটেক্সযুক্ত পণ্য দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৪০। ক্লোরিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৪১। অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান (যা উপরোক্ত তালিকায় নেই) যাহা কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বা জাতীয় প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পর্কিত রোগ সৃষ্টি করে

১.২। শারীরিক উপাদান (ফিজিক্যাল এজেন্ট) দ্বারা সৃষ্ট রোগঃ—

১.২.১। শব্দ দ্বারা শ্রবণক্ষমতা হ্রাস
১.২.২। কম্পন দ্বারা সৃষ্ট রোগ (পেশি, টেন্ডন, হাড়, জয়েন্ট, স্নায়ু বা রক্তনালীর ব্যাধি)
১.২.৩। চাপে বা কম চাপে বায়ুর সংস্পর্শে সৃষ্ট রোগ
১.২.৪। আয়নাইজিং রেডিয়েশন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.২.৫। অপটিক্যাল রেডিয়েশন (UV, দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড) সহ লেজার দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.২.৬। চরম তাপমাত্রার সংস্পর্শে সৃষ্ট রোগ
১.২.৭। অন্যান্য শারীরিক উপাদান যাহা পূর্বের তালিকায় নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত

১.৩। জীবাণু ও সংক্রমণ/পরজীবী রোগসমূহঃ—

১.৩.১। ব্রুসেলোসিস
১.৩.২। হেপাটাইটিস ভাইরাস
১.৩.৩। এইচআইভি
১.৩.৪। টিটেনাস
১.৩.৫। যক্ষ্মা

১.৩.৬। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট টক্সিক বা প্রদাহজনক সিনড্রোম
১.৩.৭। অ্যানথ্রাক্স
১.৩.৮। লেপ্টোস্পাইরোসিস
১.৩.৯। অন্যান্য জৈব উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে

খ-অংশ

২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুযায়ী পেশাগত রোগসমূহঃ—

২.১। শ্বাসতন্ত্রের রোগ

২.১.১. ফাইব্রোজেনিক খনিজ ধুলা দ্বারা সৃষ্ট নিউমোকোনিওসিস (সিলিকোসিস, অ্যানথ্রাকো-সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস)

২.১.২. সিলিকোটিউবারকুলোসিস

২.১.৩. অ-ফাইব্রোজেনিক খনিজ ধুলা দ্বারা সৃষ্ট নিউমোকোনিওসিস

২.১.৪. সাইডেরোসিস

২.১.৫. হার্ড-মেটাল ধুলা দ্বারা সৃষ্ট ব্রঙ্কোপালমোনারি রোগ

২.১.৬. তুলা (বাইসিনোসিস), ফ্ল্যাক্স, হেম্প, সিসাল বা আখের ধুলা (বাগাসোসিস) দ্বারা সৃষ্ট ব্রঙ্কোপালমোনারি রোগ

২.১.৭. স্বীকৃত সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট কর্ম-সম্পর্কিত হাঁপানি

২.১.৮. জৈব ধুলা বা মাইক্রোবায়াল দূষিত অ্যারোসল শ্বাস নেওয়ার ফলে সৃষ্ট এক্সট্রিনসিক অ্যালার্জিক অ্যালভিওলাইটিস

২.১.৯. কয়লা ধুলা, পাথরের খনি ধুলা, কাঠের ধুলা, শস্য ও কৃষি কাজের ধুলা, পশু খামারের ধুলা, টেক্সটাইল ও কাগজের ধুলা শ্বাস নেওয়ার ফলে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত রোগ

২.১.১০. অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা সৃষ্ট ফুসফুসের রোগ

২.১.১১. উপরের শ্বাসনালির রোগ, স্বীকৃত সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট

২.১.১২. অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে বা প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে

২.২। চর্মরোগঃ—

২.২.১. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট অ্যালার্জিক কনট্যাক্ট ডার্মাটোসিস ও কনট্যাক্ট আউর্টিকারিয়া
২.২.২. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত সংবেদনশীল উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ইরিট্যান্ট কনট্যাক্ট ডার্মাটোসিস

২.২.৩. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ভিটিলিগো
২.৩.৪. অন্যান্য চর্মরোগ যাহা শারীরিক, রাসায়নিক বা জৈবিক উপাদানের সংস্পর্শে হয় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত

২.৩। মাস্কিউলোস্কেলেটাল রোগ:—

২.৩.১. কবজির অতিরিক্ত বা জোরালো চলাচল ও চরম ভঙ্গির কারণে রেডিয়াল স্টাইলয়েড টেনোসাইনোভাইটিস

২.৩.২. হাত ও কবজির দীর্ঘস্থায়ী টেনোসাইনোভাইটিস

২.৩.৩. কনুইয়ে দীর্ঘ সময় চাপের কারণে ওলেক্রানন বার্সাইটিস

২.৩.৪. দীর্ঘ সময় হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকার কারণে প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস

২.৩.৫. অতিরিক্ত জোরালো বা পুনরাবৃত্ত কাজের কারণে এপিকন্ডাইলাইটিস

২.৩.৬. হাঁটু গেঁড়ে বা বসে কাজ করার ফলে মেনিস্কাসে ক্ষতি

২.৩.৭. বারবার জোরালো কাজ, কম্পনযুক্ত কাজ বা কবজির চরম ভঙ্গির ফলে কার্পাল টানেল সিনড্রোম

২.৩.৮. অন্যান্য মাস্কিউলোস্কেলেটাল রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে কর্মঝুঁকির সহিত সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে

২.৪। মানসিক ও আচরণগত ব্যাধি:—

২.৪.১। পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার
২.৪.২। অন্যান্য মানসিক বা আচরণগত ব্যাধি

৩। পেশাগত ক্যান্সার

৩.১। নিম্নোক্ত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ক্যান্সার, যথা:—

৩.১.১. অ্যাসবেস্টস

৩.১.২. বেনজিডিন এবং এর লবণ

৩.১.৩. বিস-ক্লোরোমিথাইল ইথার (BCME)

৩.১.৪. ক্রোমিয়াম VI যৌগ

৩.১.৫. কয়লা টার, কয়লা টার পিচ অথবা সোয়েট

৩.১.৬. বিটা-ন্যাফথাইলামিন

৩.১.৭. ভিনাইল ক্লোরাইড

৩.১.৮. বেনজিন

৩.১.৯. বেনজিন বা এর সমজাতীয় যৌগের বিষাক্ত নাইট্রো ও অ্যামিনো ডেরিভেটিভ

৩.১.১০. আয়নাইজিং রেডিয়েশন

৩.১.১১. টার, পিচ, বিটুমেন, মিনারেল অয়েল, অ্যানথ্রাসিন বা এসবের যৌগ/উৎপাদ বা অবশিষ্টাংশ

৩.১.১২. কোক ওভেন নির্গমন

৩.১.১৩. নিকেল যৌগ

৩.১.১৪. কাঠের ধুলা

৩.১.১৫. আর্সেনিক ও এর যৌগ

৩.১.১৬. বেরিলিয়াম ও এর যৌগ

৩.১.১৭. ক্যাডমিয়াম ও এর যৌগ

৩.১.১৮. ইরিওনাইট

৩.১.১৯. ইথিলিন অক্সাইড

৩.১.২০. হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস

৩.১.২১. অন্যান্য উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ক্যান্সার যেখানে কর্মসংক্রান্ত সংযোগ প্রমাণিত হয়েছে

৪। অন্যান্য রোগ

৪.১। খনি শ্রমিকদের নিস্ট্যাগমাস

৪.২। অন্যান্য নির্দিষ্ট রোগ যাহা তালিকাভুক্ত নহে কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে কর্মসংক্রান্ত সংস্পর্শে সৃষ্ট"।

৯৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৫ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৬৩ নং আইন

কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত তাহার মালিকানাধীন গণ্য করিয়া উহা সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত তাহার মালিকানাধীন গণ্য করিয়া তাহার সম্মতিতে আইনসম্মতভাবে প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, বিশেষত উপাত্তের গোপনীয়তা, বিশ্বস্ততা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ ন্যায্যতা, আন্তঃপরিবাহিতা, ডিজিটাল অর্থনীতির উন্নয়নে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত প্রক্রিয়াকরণ আইনসম্মতভাবে পরিচালনা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রতিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা এইরূপ কোনো ব্যক্তি, উপাত্ত-জিম্মাদার, প্রক্রিয়াকারী, প্রক্রিয়াকরণের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি বা এই আইনের অধীন কোনো দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদনকারী অন্য যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যাহারা—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক, বাংলাদেশে বসবাসকারী, সাধারণত বাংলাদেশে বসবাস করেন, বাংলাদেশে কর্মরত বা কার্যোপলক্ষ্যে বাংলাদেশে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন;

(খ) বাংলাদেশের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত উপাত্ত স্থানান্তর ব্যতীত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করেন; বা

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত উপাত্তধারীর পণ্য পরিষেবা প্রদান অথবা পরিবীক্ষণ (monitoring) বা পরিলেখা ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রমের সূত্রে বাংলাদেশের বাহিরে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করেন।

(৩) ধারা ২৩ এবং ধারা ৩১ হইতে ৩৫ ব্যতীত, এই আইন ৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং আইনটি জারির পরবর্তী ১৮ (আঠারো) মাস অতিবাহিত হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উক্ত ধারাসমূহ কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"আর্থিক উপাত্ত (Financial Data)"** অর্থ কথায় বা সংখ্যায় প্রকাশিত অভিব্যক্তি যাহার দ্বারা যিনি আর্থিক লেনদেনের জন্য কোনো একাউন্ট খোলেন বা উপাত্তধারী বরাবরে প্রদত্ত আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত কোনো কার্ড বা এইরুপ অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্ট যাহার দ্বারা লেনদেনের সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, আর্থিক লেনদেনের ইতিবৃত্ত বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় এইরুপ যেকোনো তথ্য বা উপাত্ত;

(২) **"উপাত্ত-জিম্মাদার (Data-fiduciary)"** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি, একক বা যৌথভাবে, কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা তত্ত্বাবধান করেন বা ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেন;

(৩) **"উপাত্তধারী (data subject)"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্তসংশ্লিষ্ট কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যিনি শনাক্ত বা শনাক্তযোগ্য কিংবা জীবিত বা মৃত যাহাই হউক না কেন;

(৪) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ এর ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ;

(৫) **"গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদার (significant data-fiduciary)"** অর্থ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ভিত্তিতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার:

(ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব;

(খ) উপাত্তের পরিমাণ বা প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের আর্থিক সংশ্লেষ;

(গ) উপাত্তধারীর অধিকারের উপর ঝুঁকি;

(ঘ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসুরক্ষা, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য হুমকি;

(৬) **"ছদ্মনামকৃত উপাত্ত (Pseudonymized Data)"** অর্থ উপাত্তধারীর প্রক্রিয়াকৃত কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত যাহার দ্বারা পৃথকভাবে সংরক্ষিত অতিরিক্ত কোনো তথ্য ব্যবহার ব্যতিরেকে উক্ত উপাত্তধারীকে শনাক্ত করা সম্ভব নহে;

(৭) **"জেনেটিক উপাত্ত (Genetic Data)"** অর্থ একজন ব্যক্তির বংশগত বা পূর্বপুরুষ হইতে অর্জিত জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত উপাত্ত, যাহা সেই ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্য, শারীরবৃত্তীয় অবস্থা বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে অন্য তথ্য দেয় এবং ইহা সেই ব্যক্তির কোনো জৈবিক নমুনা (biological sample) বা শরীরের তরল (bodily fluid) এর বিশ্লেষণ হইতে প্রাপ্ত উপাত্ত;

(৮) **"ধারণ (retention)"** অর্থ বলিতে উপাত্তকে এমন ধারাবাহিকভাবে মজুত বুঝাইবে, যাহাতে উপাত্তধারীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়, এবং উপাত্ত সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে, বা আইনসম্মতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রক্রিয়াকরণের জন্য উক্ত উপাত্ত প্রয়োজন হয়;

(৯) **"নিরীক্ষক"** অর্থ ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো স্বতন্ত্র উপাত্ত নিরীক্ষক;

(১০) **"প্রক্রিয়াকরণ"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্তের উপর চলমান বা সম্পাদিত যেকোনো কার্যক্রম, উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হউক বা না হউক, যেমন-উপাত্ত সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, বিন্যাস (organization), গঠন (structuring), মজুত (storage), ধারণ (retention), স্থানান্তর, অভিযোজন বা পরিবর্তন, পুনরুদ্ধার, ব্যবহার, সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ, বিতরণ বা অন্য কোনোভাবে সারিবদ্ধ (alignment) বা সংযোজন (combination), সীমিত বা বিনষ্ট করা অথবা মুছিয়া ফেলা;

(১১) **"প্রক্রিয়াকারী"** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি উপাত্ত-জিম্মাদারের পক্ষে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন;

(১২) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৩) **"পরিলেখা (profiling)"** অর্থ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ যাহা কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ, আগ্রহ, নির্ভরযোগ্যতা, আচরণ, অভ্যাস, অবস্থান বা গতিবিধি সম্পর্কিত দিকগুলি মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা পূর্বাভাস প্রদান করে;

(১৪) **"বায়োমেট্রিক উপাত্ত (Biomatric Data)"** অর্থ কোনো ব্যক্তির শারীরিক, শারীরবৃত্তীয় বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ অথবা কারিগরি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট ব্যক্তিগত উপাত্ত, যাহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যভাবে শনাক্ত করিতে অথবা তাহার পরিচয় নিশ্চিত করিতে সক্ষম, তন্মধ্যে ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA), রক্তের গ্রুপ, আঙুলের ছাপ, মুখের ছবি, আইরিস স্ক্যান, কণ্ঠস্বরের ছাপ এবং হাঁটার ধরন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য;

(১৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৬) **"ব্যক্তি"** অর্থ—

(ক) উপাত্তধারীর ক্ষেত্রে, যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি; বা

(খ) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর ক্ষেত্রে, আইনগত ব্যক্তিসত্তা;

(১৭) **"ব্যক্তিগত উপাত্ত (Personal Data)"** অর্থ কোনো ব্যক্তিসম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত, যেমন-নাম, পিতা-মাতার নাম, শনাক্তকরণ নম্বর, মোবাইল নম্বর, ব্যক্তিকে শনাক্তকারী আর্থিক উপাত্ত (financial data), অবস্থান (location) চিহ্নিতকরণ উপাত্ত বা অনুরূপ অন্য কোনো অনলাইন শনাক্তকারী উপাত্ত; অথবা কোনো একক ব্যক্তির শারীরিক, শরীরবৃত্তীয়, জেনেটিক, বায়োমেট্রিক, মনস্তাত্ত্বিক, আর্থিক উপাত্ত, বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করিতে সহায়ক হয় এইরূপ কোনো উপাদান;

(১৮) **"ব্যক্তিগত উপাত্তের চ্যুতি (Personal Data Breach)"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তার চ্যুতি যাহার ফলে এই আইনের অধীন প্রক্রিয়াকৃত কোনো ব্যক্তিগত উপাত্তে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ বা বেআইনিভাবে স্থানান্তর, প্রকাশ, পরিবর্তন, বা যথাযথ প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত দুর্ঘটনা, বিনষ্ট, ক্ষতি, অনুপ্রবেশের সুযোগ বিদ্যমান থাকে;

(১৯) **"শিশু"** অর্থ ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়সের নিম্নের বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের কোনো ব্যক্তি;

(২০) **"সম্মতি"** অর্থ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপাত্তধারী কর্তৃক জ্ঞাত, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং স্বেচ্ছাপ্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিবাচক নির্দেশনা (indication);

(২১) **"সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত (Sensitive Personal Data)"** অর্থ উপাত্তধারীর নিম্নবর্ণিত যে-কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত, যথা:—

(ক) জেনেটিক উপাত্ত;

(খ) বায়োমেট্রিক উপাত্ত;

(গ) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়-সম্পর্কিত উপাত্ত;

(ঘ) রাজনৈতিক বা দার্শনিক মতাদর্শ, ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো মতাদর্শ বা বিশ্বাস সম্পর্কিত উপাত্ত;

(ঙ) কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণসংক্রান্ত উপাত্ত;

(চ) স্বাস্থ্যসম্পর্কিত উপাত্ত;

(ছ) যৌন অভিমুখিতা (orientation) সম্পর্কিত উপাত্ত;

(জ) অপরাধ সংঘটন, ফৌজদারি কার্যধারা ও দোষীসাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কিত ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(ঝ) উপাত্তধারী কর্তৃক সংঘটনের অভিযোগ করা হইয়াছে এইরূপ অপরাধ সম্পর্কিত উপাত্ত;

(ঞ) কোনো উপাত্তধারীর প্রতি মুহূর্তের তাৎক্ষণিক অবস্থান বা তাৎক্ষণিক জিও-লোকেশন (GO-location) সম্পর্কিত উপাত্ত; এবং

(ট) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(২২) **"স্বাস্থ্যসম্পর্কিত উপাত্ত (health data)"** অর্থ উপাত্তধারীর—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অবস্থা সম্পর্কিত কোনো উপাত্ত;

(খ) উক্ত উপাত্তধারীর অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র;

(গ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাত্ত; এবং

(ঘ) উপাত্তধারীর নিবন্ধন, অর্থ পরিশোধ বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকালে সংগৃহীত ব্যক্তিগত উপাত্তও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) **"সাংকেতীকরণ (Encryption)"** অর্থ কোনো উপাত্ত বা যোগাযোগকে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন (standard) ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদম ও এক বা একাধিক ক্রিপ্টোগ্রাফিক কি (key) ব্যবহার করিয়া এমন ভাবে রূপান্তর করাকে বুঝাইবে, যাহাতে উপযুক্ত কি (key) ব্যতীত উক্ত উপাত্ত বোধ্য বা পুনর্গঠনযোগ্য না থাকে, এবং কেবল অনুমোদিত পক্ষসমূহই উহা বিসাংকেতীকরণ (Decryption) করিয়া অখণ্ডতা বা প্রামাণিকতা যাচাই অথবা মূল উপাত্তে প্রবেশাধিকার (Access) লাভ করিতে পারে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**— আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

৪। **আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।**—(১) যদি বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করেন, যাহা বাংলাদেশে সংঘটন করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেনো উক্ত লঙ্ঘনটি তিনি বাংলাদেশেই সংঘটন করিয়াছেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে, যেনো উক্ত লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপভাবে প্রযোজ্য হইবে, যেনো উক্ত লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

৫। **ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের বৈধ ভিত্তি।**—(১) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধানাবলি অনুসারে এবং উপ-ধারা (২) এর বিধানসাপেক্ষে কোনো উপাত্তধারীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া তাহার ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত প্রত্যেক সম্মতি স্বেচ্ছাধীন, সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও প্রত্যাহারযোগ্য হইবে, এবং উপাত্তধারীকে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য, ধারণ-মেয়াদ, স্থানান্তর ও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বৈধ ভিত্তি বা স্বার্থ (Legitimate Interest) বিদ্যমান থাকিলে উপাত্ত-জিম্মাদার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিধান অনুসারে প্রক্রিয়াকরণের উপকারিতা, অপরিহার্যতা, সমানুপাতিকতা (proportionality) ও উদ্দেশ্যের নিরিখে সীমাবদ্ধতার শর্ত অক্ষুণ্ন রাখিয়া সম্মতিগ্রহণ ব্যতিরেকে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির অধীন কার্যসম্পাদন;

(খ) চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনে উপাত্তধারীর অনুরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) কোনো আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা বা কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারায় আত্মরক্ষার (defence) জন্য প্রয়োজনীয়;

(ঘ) জীবন বা স্বাস্থ্য রক্ষাজনিত অতিজরুরি স্বার্থ (vital interests) সংরক্ষণ;

(ঙ) কর্মসংস্থান, শ্রমাধিকার বা সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত আইনগত অধিকার বাস্তবায়ন;

(চ) উপাত্তধারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ; এবং

(ছ) উপাত্তধারী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতি প্রদান অযৌক্তিকভাবে স্থগিত রাখিবার ফলশ্রুতিতে অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা।

(৪) এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে উপাত্তধারী কর্তৃক যথাযথভাবে সম্মতি প্রদানসংক্রান্ত প্রমাণের দায়ভার উপাত্ত-জিম্মাদারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৬। **ব্যক্তিগত উপাত্ত অধিকতর প্রক্রিয়াকরণের শর্ত।**—কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার, মূল উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে, প্রয়োজনে এই আইন বা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত উপাত্ত অধিকতর প্রক্রিয়া করিতে পারিবেন।

৭। **সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের শর্ত।**—কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার, ধারা ৫ এবং ৬ এর বিধানসাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালনক্রমে, উপাত্তধারীর কোনো সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) উপাত্তধারীর সুনির্দিষ্ট সম্মতি গ্রহণ;

(খ) উপাত্তধারী কর্তৃক পক্ষ হিসাবে চুক্তি সম্পাদন;

(গ) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক পরিপালনীয় কার্যের ধারাবাহিকতায় কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষাসংক্রান্ত কোনো আইন দ্বারা প্রদত্ত বা অর্পিত অধিকার বা বাধ্যবাধকতার অধীন কার্যসম্পাদন;

(ঘ) স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক চিকিৎসার দায়িত্ব পালন এবং উপাত্তধারীর জীবন বা স্বাস্থ্যঝুঁকির সহিত সম্পর্কিত জরুরি চিকিৎসার দায়িত্ব পালন;

(ঙ) কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর অর্পিত কোনো কর্তব্য পালন; এবং

(চ) উপাত্তধারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তাহার কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ।

৮। **প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি।**—(১) উপাত্ত-জিম্মাদার, কোনো বৈধ চুক্তির অধীন উপাত্তধারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহ সম্পর্কিত কোনো কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে, তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোনো প্রক্রিয়াকারী নিয়োগ বা অন্য কোনোভাবে সম্পৃক্ত করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপাত্ত-জিম্মাদারের পক্ষে কোনো প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি সম্পন্ন করা হইলে, উক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং উক্ত উপাত্ত-জিম্মাদার এই আইনের অধীন তৎসম্পর্কে দায়ী থাকিবেন।

(৩) প্রত্যেক উপাত্ত-জিম্মাদারকে এইরূপ যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যেন তাহার পক্ষ হইতে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে নিয়োজিত প্রক্রিয়াকারী এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানমালা যথাযথভাবে অনুসরণক্রমে তাহার উপর অর্পিত প্রক্রিয়াকরণ কার্যাদি সম্পন্ন করেন, এবং তিনি প্রক্রিয়াকারীর কার্যের জন্যও দায়ী থাকিবেন।

৯। **শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তিসম্পর্কিত ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ।**—(১) শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহার পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবক বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণক্রমে, উপাত্ত-জিম্মাদার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কোনো শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ বা প্রক্রিয়া করিতে পারিবেন।

(২) শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত থাকে বা ক্ষুণ্ন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতে হইবে।

(৩) শিশু বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহার পিতামাতা বা আইনগত অভিভাবক বা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির প্রদত্ত সম্মতি শিশুর ১৮ (আঠারো) বৎসর বয়স পর্যন্ত বা সম্মতি প্রদানে সক্ষম নহে এমন ব্যক্তির সম্মতি প্রদানের সক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত বহাল থাকিবে, এবং সেইক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী উক্ত সম্মতির অধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

উপাত্তধারীর অধিকার

১০। **উপাত্তধারী কর্তৃক ব্যক্তিগত উপাত্তে অধিকার প্রয়োগের সাধারণ শর্তাবলি।**—(১) এই অধ্যায়ের অধীন উপাত্তধারী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার, অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় প্রত্যাখ্যান, এবং অনুরোধ গৃহীত হইলে উহা প্রতিপালনের কার্যপদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপাত্তধারীর অনুরোধ প্রাপ্তিতে উপাত্ত-জিম্মাদার উহা প্রক্রিয়াকরণের প্রারম্ভে সংশ্লিষ্ট উপাত্তের সংবেদনশীলতা ও প্রতারণার ঝুঁকি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, এবং তাহার গৃহীত কার্যক্রম প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষণপূর্বক উপাত্তধারীকে অবহিত করিবে।

(৪) এই অধ্যায়ে বর্ণিত অধিকারসমূহ সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় হইবে, এবং চুক্তি বা নোটিশ দ্বারা উহা বাতিল বা ব্যত্যয় করা যাইবে না।

১১। **প্রবেশাধিকার ও বহনযোগ্যতার (portability) অধিকার।**—(১) উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তে উপাত্তধারীর প্রবেশাধিকার (access) থাকিবে।

(২) উপাত্তধারীর নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্তির পর উপাত্ত-জিম্মাদার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার সংগৃহীত ও প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত উপাত্ত উপাত্তধারীকে প্রদান করিবে; এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফেডারেটেড ইন্টারঅপারেবল ইকোসিস্টেম (Federated Interoperable Ecosystems) ব্যবহার করিয়া অন্য কোনো উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট সরাসরি উপাত্ত স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপাত্তধারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত উপাত্তের অনুলিপি সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য বিন্যাসে প্রদান করিতে হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপাত্তের সার সংক্ষেপ, গৃহীত কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, ধরন, প্রাপক, ধারণ (retention), উৎস, আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরের সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তের যুক্তি ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনাসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ এই অধিকারের আওতাধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত উপাত্তের অনুলিপির সহিত উহা অন্য যেসকল ব্যক্তি, উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর সহিত শেয়ার করা হইয়াছে তাহাদের সকলের পরিচয় সম্পর্কিত একটি বিবরণ ও থাকিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে অনুরোধকৃত উপাত্ত সরবরাহ করা হইলে জাতীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি অথবা তৃতীয় পক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার লিখিতভাবে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) অনুরোধের বারংবারতার (frequency) সীমা, অনুরোধপ্রাপ্তি, জবাব ও নিষ্পত্তির সময়সীমা, এবং উপাত্ত জিম্মাদার কর্তৃক উপাত্তধারীর নিকট উপাত্ত প্রদান-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "ফেডারেটেড ইন্টারঅপারেবল ইকোসিস্টেম (Federated Interoperable Ecosystem)" অর্থ এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে একাধিক অপারেটর তাহাদের নিজ নিজ অধিভুক্ত উপাত্তের উপর নিয়ন্ত্রণ, দায় ও জবাবদিহি অক্ষুণ্ন রাখিয়া, পারস্পরিক অনুরোধের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন রীতিতে আদান-প্রদান করে।

১২। **উপাত্ত পরিমার্জন, হালনাগাদকরণ ও সম্পূর্ণকরণের অধিকার।**—(১) উপাত্তধারীর, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, অশুদ্ধ বা বিভ্রান্তিকর ব্যক্তিগত উপাত্ত সংশোধন, অসম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উপাত্ত সম্পূর্ণকরণ, এবং উপাত্ত-জিম্মাদারের নিকট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রক্ষিত ব্যক্তিগত উপাত্ত হালনাগাদকৃত অবস্থায় না থাকিলে, উহা পরিমার্জন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিবার অধিকার থাকিবে এবং উপাত্তধারী উক্তরূপ কার্যক্রম করিবার জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার যদি প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া অনুরোধকৃত ব্যক্তিগত উপাত্ত পরিমার্জন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে, তিনি উপাত্তধারীকে, অসম্মতি জ্ঞাপনের যৌক্তিক কারণ লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন উপাত্ত-জিম্মাদারের প্রদত্ত যৌক্তিকতায় (justification) উপাত্তধারী সন্তুষ্ট না হন, সেইক্ষেত্রে তিনি উপাত্ত-জিম্মাদারকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উপাত্তকে বিরোধপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত করিবার জন্য এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত-জিম্মাদার যদি কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত সংশোধন বা সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করেন, তাহা হইলে, তিনি, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, তৎসম্পর্কে উপাত্তধারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন ব্যক্তিগত উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ বা হালনাগাদ করিবার জন্য অনুরোধপত্র দাখিল ও উহা নিষ্পন্নের পদ্ধতি, উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক ব্যক্তিগত উপাত্ত সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ, হালনাগাদকরণ এবং অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৩। সম্মতি প্রত্যাহার, প্রক্রিয়াকরণে আপত্তি এবং ফলাফল।—(১) উপাত্তধারী যে কোনো সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তাহার সম্মতি প্রবিধানে বর্ণিত সহজতর পদ্ধতিতে প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত সংরক্ষণ;

(খ) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ; বা

(গ) ব্যক্তিগত উপাত্তসম্পর্কিত স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার, উপাত্তধারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার নিকট সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর সকল ব্যক্তিগত উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবেন, যদি—

(ক) যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল তাহা বিদ্যমান না থাকে;

(খ) যে সম্মতির ভিত্তিতে উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছিল উপাত্তধারী উহা প্রত্যাহার করেন;

(গ) উপাত্তধারী এই আইনের বিধান অনুসারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে আপত্তি জ্ঞাপন করেন;

(ঘ) ব্যক্তিগত উপাত্ত বেআইনিভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়; এবং

(ঙ) আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত মুছিয়া ফেলা আবশ্যক হয়।

(৩) উপাত্ত-জিম্মাদার, উপাত্তধারী কর্তৃক অনুরোধকৃত উপাত্ত মুছিয়া ফেলিতে অস্বীকার করিতে পারেন, যদি উহা—

(ক) উপাত্তধারীর সম্মতি অব্যাহত থাকাকালীন কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করিতে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোনো আইডি সম্পর্কিত হয়;

(খ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বা সংরক্ষণাগারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়;

(গ) আইনি বাধ্যবাধকতা মানিয়া চলার জন্য সংরক্ষিত হয়;

(ঘ) গোপনীয় ব্যক্তিগত উপাত্ত হয়; এবং

(ঙ) সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত উপাত্ত হয়।

(৪) উপাত্তধারীর সম্মতি বহাল থাকাকালে সম্পাদিত প্রক্রিয়াকরণের বৈধতা সম্মতি প্রত্যাহারের কারণে ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৫) যদি কোনো উপাত্তধারীর নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হইলে তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উপাত্ত জিম্মাদার বরাবরে প্রক্রিয়াকরণ প্রত্যাহারের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া যোগাযোগ করিবেন, এবং উক্ত ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে উপাত্ত জিম্মাদার উপাত্তধারীকে অবহিত রাখিয়া উক্ত প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করিবেন।

(৬) স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, প্রত্যাহার, স্থানান্তর বা এই আইনের অধীন বা প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অন্য কোনো আইনের অধীন উপাত্তধারীকে অবহিত না করিয়া উপাত্ত-জিম্মাদার কোনো কার্যক্রম গ্রহণ, পরিচালনা বা সম্পাদন করিবেন না।

১৪। সংশোধন, সম্পূর্ণকরণ এবং অপসারণ করিবার পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation)।—(১) ধারা ১২ বা ১৩ এর অধীন অনুমোদিত অনুরোধ প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে, মূল উপাত্ত-জিম্মাদার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ ব্যবহারিক গুরুত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায়, উপাত্ত ক্ষেত্রের উৎসসমূহের অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্রম নির্ধারণকল্পে যে উৎস যৌক্তিক বিবেচনায় অগ্রাধিকারের শীর্ষে অবস্থান করিবে, উহাকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে গণ্য করিয়া, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অন্য যে কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ (data field and alike) প্রাথমিক উৎসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিশ্চিত করিবে।

(৩) প্রাথমিক উপাত্ত-জিম্মাদার—

(ক) তাহার নিজস্ব সিস্টেমের মাধ্যমে সংশোধন করিবার (update) বা মুছিয়া ফেলিবার বিষয়টি যাচাইপূর্বক কার্যকর করিবেন; এবং

(খ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সময়ের উল্লেখে পরিবর্তিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহ এবং ধারণসম্পর্কিত সতর্কতা সম্পর্কে অনুসরণীয় বিধানাবলি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৪) উক্তরূপ অবহিত হইবার পর, কর্তৃপক্ষ—

(ক) অনুমোদিত পরিবর্তনটি সংশ্লিষ্ট সকল গৌণ উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলকভাবে উক্ত পরিবর্তনটি অবিলম্বে সম্পন্ন করিবার নির্দেশ জারি করিবে; এবং

(খ) প্রতিটি পরিবর্তন এবং প্রাপ্তিস্বীকারের বিষয়টি একটি অপরিবর্তনীয় লেজারে, ব্লকচেইন বা সমতুল্য প্রযুক্তিতে, সংশোধন, নিরীক্ষা এবং যাচাইয়ের জন্য রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে।

(৫) পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation) প্রক্রিয়ায় যে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপাত্তের প্রাথমিক উৎস সঠিকতার ক্রম অনুযায়ী একবার নির্ধারিত হইলে উহা উক্ত ব্যক্তির সকল কর্ম ও প্রয়োজনে উহার ব্যত্যয়ে ভিন্ন কোনো "বর্তমান ঠিকানা" অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি রেজিস্ট্রি, লাইসেন্স, আর্থিক লেনদেন, কোনো বিষয় বা সম্পত্তির উপর মালিকানা অর্জন বা ত্যাগ, বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation) মিরর, ক্যাশ, ব্যাকআপ, ডিআর, টেস্ট এনভায়রনমেন্ট, মাইগ্রেশন ডেটাসেট যে কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা ডেটা ব্যবহারকারীর অধীন থাকা অনুলিপির উপরও প্রযোজ্য হইবে।

(৭) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation) প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পন্ন করিতে হইবে, এবং প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, উক্ত পদক্ষেপসমূহ অপরিবর্তনীয় লেজারে লিপিবদ্ধ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ তথ্য জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্ত মুছিয়া ফেলিবার ফলে রেকর্ড বিকৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত জনস্বার্থসংক্রান্ত উপাত্ত বা সংরক্ষণাগার/বৈজ্ঞানিক/ঐতিহাসিক রেকর্ড (record) মুছিবার অনুরোধ প্রত্যাখান করা যাইবে, তবে এইক্ষেত্রে প্রত্যাখানের কারণ উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।— যদি কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট উপাত্ত (যেমন, "বর্তমান ঠিকানা") একাধিক মন্ত্রণালয়, কমিশন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পৃথক রেজিস্ট্রিতে সংরক্ষিত থাকে এবং উক্ত উপাত্তসমূহের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রাথমিক উৎস নির্ধারণ করিবে—

(ক) উপাত্ত সংগ্রহের প্রাথমিক পদ্ধতি ও নির্ভুলতার মান;

(খ) ডেটা কোয়ালিটি ও নিয়মিত হালনাগাদের ধারা;

(গ) উপাত্তের উৎসের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রমাণযোগ্যতা; এবং

(ঘ) স্বয়ংক্রিয় বা আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার সক্ষমতা।

এই মূল্যায়নের মাধ্যমে "সঠিকতার ক্রম" (Order of Precedence) নির্ধারিত হইবার পর যে রেজিস্ট্রি সবচেয়ে নিখুঁত ও প্রামাণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, উহার তথ্যকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে (Primary Source of Truth) গণ্য করা হইবে এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে অন্যান্য সকল রেজিস্ট্রির প্রাসঙ্গিক ফিল্ডসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা পদ্ধতিগত সঞ্চালন প্রক্রিয়া (system-wide propagation) অনুসরণে সংশোধন করিতে হইবে।

উদাহরণ।—যদি পাসপোর্ট রেজিস্ট্রির "বর্তমান ঠিকানা" ফিল্ডকে প্রাথমিক উৎস হিসাবে নির্ধারণ করা হয়, তবে অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়, কমিশন বা কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রিতে ব্যক্তির "বর্তমান ঠিকানা" ফিল্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হইবে এবং যে ব্যক্তির পাসপোর্ট নাই, তাহার ক্ষেত্রে সঠিকতার ক্রমে নির্ধারিত পরবর্তী উৎস, যেমন-জাতীয় পরিচয়পত্র, স্থানীয় সরকার রেজিস্ট্রেশন, ইউটিলিটি বিল, চাকরিসংক্রান্ত তথ্য, স্বাস্থ্যসম্পর্কিত তথ্য বা পুলিশের নিকট হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়া পদ্ধতিগত সঞ্চালন (system-wide propagation) প্রক্রিয়ায় সর্বত্র হালনাগাদ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৫। **জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা।**—(১) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায়সহ অন্যান্য সকল ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসরণে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী স্বচ্ছভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল রীতি-নীতি প্রয়োগের যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, এবং তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাসহ কোনো উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণসংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীকে নিম্নরূপভাবে অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) সাধারণভাবে সংগৃহীত ব্যক্তিগত উপাত্তের শ্রেণি ও উহার সংগ্রহ পদ্ধতি;

(খ) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সাধারণ উদ্দেশ্য;

(গ) বিশেষ পরিস্থিতিতে বা উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে যে যে শ্রেণির ব্যক্তিগত উপাত্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ঝুঁকি সৃষ্টি হইতে পারে, সেই শ্রেণির ব্যক্তিগত উপাত্তের বিবরণ;

(ঘ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তৎসংক্রান্ত যোগাযোগের বিবরণ;

(ঙ) উপাত্তধারী কর্তৃক অধিকার প্রয়োগ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়েরসংক্রান্ত বিবরণ;

(চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপাত্ত-জিম্মাদার কর্তৃক অন্য কোনো স্থানে ব্যক্তিগত উপাত্ত স্থানান্তরসংক্রান্ত তথ্য;

(ছ) উপাত্ত-জিম্মাদারের পরিচিতি ও তাহার সহিত সহজ যোগাযোগের পদ্ধতি; এবং

(জ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো শর্ত।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তথ্যাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপাত্তধারীকে অবহিতকরণ ও অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত ফর্ম ও পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) এই ধারার বিধানাবলি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচেষ্টা বা ব্যয়ের প্রশ্ন (disproportionate effort or expense) জড়িত থাকিলে সেই ক্ষেত্রে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

১৬। **ব্যক্তিগত উপাত্তের গোপনীয়তা।**— এই আইনের অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে, উপাত্তধারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রকাশ (disclosure) করা যাইবে না।

১৭। **ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের মানদণ্ড।**—(১) প্রত্যেক উপাত্ত-জিম্মাদার এবং প্রক্রিয়াকারী, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণসংক্রান্ত যথাযথ কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ এমনভাবে গ্রহণ করিবেন যাহাতে ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা, শুদ্ধতা ও গোপনীয়তা রক্ষাসহ উহার অনিচ্ছাকৃত বা বেআইনি ধ্বংস, ক্ষতি, অপব্যবহার বা পরিবর্তন, অননুমোদিত প্রকাশ (disclosure) বা প্রবেশ রোধ নিশ্চিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণকালে প্রত্যেক উপাত্ত-জিম্মাদার এবং প্রক্রিয়াকারী নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্তের পরিমাণ ও উহার সংবেদনশীলতা;

(খ) ব্যক্তিগত উপাত্তের ক্ষতি, প্রকাশ (disclosure) বা অন্য কোনো অপব্যবহারের ফলে উপাত্তধারীর সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রা ও উহার প্রকৃতি;

(গ) প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপ্তি;

(ঘ) উপাত্ত ধারণের সময়সীমা; এবং

(ঙ) বাস্তবায়িতব্য প্রযুক্তি, উপকরণ বা অন্যান্য ব্যবস্থাদির প্রাপ্যতা ও সম্ভাব্য ব্যয়।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণকালে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত ছদ্মনামকরণ;

(খ) ব্যক্তিগত উপাত্তের সাংকেতীকরণ;

(গ) প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ও সেবার নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, গোপনীয়তা, প্রাপ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা (resilience) নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) ভৌত বা প্রযুক্তিগত ঘটনার (incident) ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্তের প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার সময়মতো পুনরুদ্ধারকরণ;

(ঙ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি, পরিষেবা এবং বৈদ্যুতিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সঞ্চালনের (transmission) ক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন;

(চ) প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলো বর্তমান ও উদ্ভূত ঝুঁকির বিরুদ্ধে কতটা কার্যকরী, তাহা নিয়মিত পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষণ; এবং

(ছ) কার্যকারিতার ত্রুটি নিরসন এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মোকাবিলায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলির নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রবিধান দ্বারা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) প্রক্রিয়াকারী এই ধারার অধীন নির্ধারিত নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

১৮। **ব্যক্তিগত উপাত্ত ধারণের** (retention) **শর্তাদি।**—(১) যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে উপাত্ত ধারণ করিবার জন্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদে উপাত্ত-জিম্মাদার কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত ধারণ করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকিলে, উপাত্তধারীর অধিকার রক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত, উপাত্ত-জিম্মাদার, জনস্বার্থে, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা বা পরিসংখ্যানগত উদ্দেশ্যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদে ব্যক্তিগত উপাত্ত ধারণ করিতে পারিবেন।

১৯। **রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।**— (১) ধারা ১৮ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপাত্ত-জিম্মাদার তৎকর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত উপাত্ত-সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র অন্য কোনো বিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য একটি রেজিস্টারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপাত্ত-জিম্মাদার এই আইনের অধীন উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, কাঠামো বিন্যাসকরণ, বিয়োজন, মজুত, অভিযোজন, পরিবর্তন, বহনযোগ্যতা এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের রেকর্ডপত্র হালনাগাদক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন।

২০। **ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা চ্যুতি** (Breach)।—(১) যদি কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত চ্যুতির কারণে সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে উপাত্ত-জিম্মাদার প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত রূপ, পদ্ধতি এবং সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের ব্যক্তিগত উপাত্ত চ্যুতির বিষয় অবহিত করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রবিধান দ্বারা উপাত্ত চ্যুতির মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবে—

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত চ্যুতির প্রকৃতি এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীগণের শ্রেণি ও আনুমানিক সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত উপাত্তের রেকর্ডসমূহ;

(খ) উপাত্ত-জিম্মাদারের সহিত যোগাযোগের স্থান ও ঠিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত উপাত্ত চ্যুতি মোকাবিলায় উপাত্ত-জিম্মাদার বা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বা করণীয় বিষয়সহ উহার সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করিবার লক্ষ্যে গৃহীতব্য ব্যবস্থা।

২১। **উপাত্ত নিরীক্ষা।**—(১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণির কতিপয় উপাত্ত-জিম্মাদার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো স্বতন্ত্র উপাত্ত নিরীক্ষকের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) নিরীক্ষক এই আইন ও তদধীন প্রণীত প্রবিধানের বিধানাবলির অধীন প্রতিপালনীয় সকল বিষয় মূল্যায়ন করিবেন।

(৩) নিরীক্ষকের যোগ্যতা এবং এই ধারার অধীন ব্যক্তিগত উপাত্ত নিরীক্ষার পদ্ধতি, ফর্ম, প্রক্রিয়া ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কম্পিউটার সিস্টেম, ব্যক্তিগত উপাত্ত-সম্পর্কিত জ্ঞান, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা বা উপাত্তের গোপনীয়তা বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি সমন্বয়ে, একটি নিরীক্ষা প্যানেল প্রস্তুত করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কর্তৃপক্ষের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, উপাত্ত-জিম্মাদার যে পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিতেছে উহা উপাত্তধারীর জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা হইলে তৎকর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা কার্য-সম্পাদনের জন্য উপাত্ত-জিম্মাদারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট উপাত্ত-জিম্মাদার উহা প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

২২। **উপাত্ত সুরক্ষা পরিকল্পনা।**—প্রত্যেক উপাত্ত-জিম্মাদার—

(ক) উপাত্তধারীর ক্ষতি চিহ্নিতক্রমে, উক্তরূপ ক্ষতি পরিহারকল্পে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতি-নীতি প্রতিপালনসহ কারিগরি ব্যবস্থাদির (technical system) যথাযথ মান অনুযায়ী সংস্থাপনের পরিকল্পনা করিবেন;

(খ) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করিবেন;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সকল পর্যায়ে গোপনীয়তা ও উপাত্তধারীর স্বার্থ বজায় রাখিয়া বৈধভাবে উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবেন; এবং

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, স্বচ্ছতার সহিত ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবেন।

২৩। **প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা** (Chief Data Officer)।—(১) এই আইনের অধীন ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষার উদ্দেশ্যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদার তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন।

(২) প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে কার্য-সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষের নিকট উপাত্ত-জিম্মাদারের প্রতিনিধিত্বকরণ;

(খ) কর্তৃপক্ষ ও উপাত্ত জিম্মাদারের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান;

(গ) উপাত্তধারীর অধিকার প্রয়োগের জন্য যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে দায়িত্ব পালন; এবং

(ঘ) সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্তের অপব্যবহার বা অদক্ষ পরিচালনাসম্পর্কিত অভিযোগের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার এবং উহা সমাধানের জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিতকরণ।

(৪) প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণসংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া উহার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও প্রসঙ্গ বিবেচনাক্রমে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অব্যাহতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

২৪। **অব্যাহতি**।—(১) এই আইনের অন্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হইলে উপাত্তধারীর সম্মতি গ্রহণ অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থে;

(খ) উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের আইনসম্মত আদেশ মানিয়া চলা;

(গ) অপরাধ প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ, অনুসন্ধান, তদন্ত বা প্রসিকিউশন;

(ঘ) কর ফাঁকি প্রতিরোধ বা শনাক্তকরণ;

(ঙ) জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা বা চিকিৎসাবিষয়ক জনস্বার্থ; যেমন- উপাত্তধারী বা অন্য ব্যক্তির জীবনরক্ষা বা স্বাস্থ্যঝুঁকিজনিত জরুরি চিকিৎসা পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদান;

(চ) সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের অনুসন্ধান বা তদন্ত;

(ছ) উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত, বিনোদনমূলক বা গৃহস্থালি কার্যে ব্যবহার;

(জ) পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণ বা বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনা;

(ঝ) জনস্বার্থে প্রকাশনা, সাংবাদিকতা, সংরক্ষণাগার সম্পর্কিত (Archival) শিক্ষা, শৈল্পিক কাজ বা সাহিত্য রচনা; এবং

(ঞ) উপরিউক্ত বিষয়সমূহের সহিত সম্পর্কিত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সম্মতিগ্রহণের অব্যাহতি কোনোভাবেই উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, মজুত, ধারণ, প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলির প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে উপাত্ত-জিম্মাদারসহ উক্ত কার্যে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ইত্যাদি

২৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি।**—কর্তৃপক্ষ, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ এর বিধানে উহার উপর অর্পিত কার্যাবলির সহিত নিম্নবর্ণিত যে কোনো কার্য সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নসংক্রান্ত বিষয়াদি নিশ্চিতকরণ;

(খ) এই আইনের বিধানে বিধৃত উপাত্তধারীর অধিকার সমুন্নত রাখা, উহার লঙ্ঘন ও চ্যুতি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাজনিত কারণে যাহাতে উপাত্তধারীর স্বার্থের ক্ষতি না হয় উহা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, ন্যায্যতা ও আন্তঃপরিবাহিতা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য ও বিধানাবলি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(চ) উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কার্যাবলির দক্ষ পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(ছ) জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপদ ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;

(জ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সরকারি বা আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ বা বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং দেশি-বিদেশি সরকারি বেসরকারি কোম্পানির প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তাদের সহিত এই আইনের এবং তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশের বাস্তবায়নকল্পে সমন্বয় সাধন; এবং

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২৬। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা**।—কর্তৃপক্ষ, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ এর বিধানে উহার উপর অর্পিত কার্যাবলির সহিত এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত যে-কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসরণে প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(খ) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত উপাত্ত সরবরাহ করিবার আদেশ প্রদান;

(গ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্পর্কে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে নোটিশ প্রদান;

(ঘ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর ধারণ বা মজুতকৃত ব্যক্তিগত উপাত্ত বা চলমান প্রক্রিয়াকরণের স্থানসহ উক্ত কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা ব্যক্তিগত উপাত্তে বা যে-কোনো স্থাপনায় প্রবেশ;

(ঙ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান লঙ্ঘনক্রমে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিবার ক্ষেত্রে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীকে সতর্কীকরণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(চ) যে কোনো উপাত্তধারীর ব্যক্তিগত উপাত্তে তাহার অধিকার লঙ্ঘন বা চ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে উহা প্রতিরোধকল্পে উপাত্ত-জিম্মাদারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) এই অধ্যাদেশে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ;

(জ) বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের গ্রাহক বা আন্তর্জাতিক সংগঠনে ব্যক্তিগত উপাত্ত সরবরাহ বন্ধ বা স্থগিতের আদেশ প্রদান;

(ঝ) গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদার এবং প্রক্রিয়াকারীদের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রবিধান দ্বারা ফি বা লেভি নির্ধারণ;

(ঞ) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের অধীন কার্য-সম্পাদনে উপাত্ত-জিম্মাদারকে পরামর্শ প্রদান; এবং

(ট) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষার মানদণ্ড সম্পর্কিত নীতিমালা অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান।

২৭। **সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি (Standard operating Procedure) প্রণয়ন।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলিসাপেক্ষে, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগের পরিধিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সাধারণ পরিচালন পদ্ধতি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে উপাত্তধারীর সম্মতি প্রদানের শর্তাদি;

(খ) উপাত্তধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন অধিকার প্রয়োগ;

(গ) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(ঘ) ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও উহা ধারণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;

(ঙ) এই আইনের অধীন অবহিতকরণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় শর্তাদিসহ ফর্ম, ইত্যাদি প্রণয়ন;

(চ) ব্যক্তিগত উপাত্ত বহনের অধিকার প্রয়োগ;

(ছ) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাসহ ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের মানদণ্ড বজায় রাখিবার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি;

(জ) ছদ্মনামকৃত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি;

(ঝ) ব্যক্তিগত উপাত্ত বিনষ্ট, মুছিয়া ফেলা ও বিলোপকরণ পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষার প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি;

(ট) বাংলাদেশের বাহিরে ব্যক্তিগত উপাত্ত স্থানান্তর পদ্ধতি; এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

২৮। **কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধানাবলিসাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, উপাত্ত-জিম্মাদার বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, মজুত ও হস্তান্তরের দায়িত্বে থাকা কোনো ব্যক্তিকে, ব্যক্তিগত উপাত্ত সরবরাহ করিবার জন্য বা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে উহা প্রতিপালন করা তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশে উহা প্রতিপালনের সময়সীমা উল্লেখ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যক্তিগত উপাত্তের শ্রেণিবিন্যাস, মজুত ও স্থানান্তর সংক্রান্ত বিধান

২৯। **ব্যক্তিগত উপাত্তের শ্রেণিবিন্যাস।**—(১) তফসিলে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করিয়া সরকার ব্যক্তিগত উপাত্ত নিম্নবর্ণিতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) পাবলিক বা উন্মুক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(খ) অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(গ) গোপনীয় ব্যক্তিগত উপাত্ত;

(ঘ) সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত উপাত্ত।

(২) সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শ্রেণির আলোকে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসকৃত কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত এই ধারার শর্ত পূরণসাপেক্ষে বিদেশে স্থানান্তর করা যাইবে, যদি উহাতে—

(ক) সংশ্লিষ্ট উপাত্তধারীর সম্মতি থাকে; বা

(খ) উপাত্তধারী পক্ষভুক্ত রহিয়াছে এমন কোনো চুক্তির মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবা আদান প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে; বা

(গ) উপাত্তধারীর সম্মতিতে তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসা, শিক্ষা, বহির্গমন, অভিবাসন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় থাকে।

(৪) যেসকল স্থানে বা দেশে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত উপাত্ত সংরক্ষণের উপযুক্ত প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম বিদ্যমান রহিয়াছে কেবল সেইসকল স্থান বা দেশে আইনগতভাবে স্থানান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত উপাত্ত স্থানান্তর করা যাইবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশি নাগরিকদের ব্যক্তিগত উপাত্ত ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক লাভের উপর ফি বা চার্জ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৬) সংবেদনশীল ব্যক্তিগত শনাক্তযোগ্য বিপুল পরিমাণ উপাত্তের আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "সংবেদনশীল ব্যক্তিগত শনাক্তযোগ্য উপাত্ত" অর্থ নিম্নবর্ণিত এমন উপাত্ত, যাহার বিপুল পরিমাণে আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা বা আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি সৃষ্টি করিতে পারে; যথা:—

(ক) সরকারি একক পরিচিতি সংখ্যা: যেমন-(জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, করদাতা/টিআইএন/প্যান);

(খ) বায়োমেট্রিক শনাক্তকারী: যেমন-(আঙুলের ছাপ, মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ তথ্য, আইরিস স্ক্যান);

(গ) জেনেটিক/ডিএনএ সম্পর্কিত তথ্য; এবং

(ঘ) অপরাধসংক্রান্ত রেকর্ড বা দন্ড সংক্রান্ত তথ্য।

(৭) কর্তৃপক্ষ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩০। **দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা।**—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক এবং আন্তঃসীমান্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত বিনিময় এবং অন্যান্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অন্য যে কোনো দেশ বা বহুপাক্ষিক সংস্থা বা কনসোর্টিয়াম বা ফোরামের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের, প্রশাসনিক জরিমানা এবং উহার বিরুদ্ধে আপিল, ইত্যাদি

৩১। **অভিযোগ দায়ের।**—যদি কোনো উপাত্তধারী বা কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী এই আইনের অধীন প্রদত্ত উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে বা এই আইনের বিধান লঙ্ঘনক্রমে কোনো কার্য করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত উপাত্তধারী বা ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

৩২। **উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রশাসনিক জরিমানা।**—(১) যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী এই অধ্যাদেশে বর্ণিত উপাত্তধারীর কোনো অধিকার প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা হইবে এই অধ্যাদেশে বর্ণিত বিধানের লঙ্ঘন, এবং তজ্জন্য তাহার উপর অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লঙ্ঘন করে, তজ্জন্য, তাহার উপর অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত লঙ্ঘন দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত উপ-ধারা দুইটির অধীন আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানার অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৩৩। **উপাত্তের যথাযথ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার প্রতিকার।**—যদি কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী, এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা সাধারণ পরিচালন পদ্ধতিতে নির্ধারিত ব্যক্তিগত উপাত্তের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা হইবে এই অধ্যাদেশে বর্ণিত উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং তজ্জন্য তাহার উপর অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৩৪। **প্রশাসনিক জরিমানা নির্ধারণে কতিপয় বিবেচ্য বিষয়।**—কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনিক জরিমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কতিপয় বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি, গুরুত্ব, সময় এবং ইহার পুনরাবৃত্তি;

(খ) দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাজনিত উপাত্তধারীর সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ, এবং উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর লাভের সম্ভাব্য পরিমাণ;

(গ) লঙ্ঘনের বিষয়ে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অনতিবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঘ) লঙ্ঘনের ঘটনা অবহিত হইবার পর উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ; এবং

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয়।

৩৫। **ক্ষতিপূরণ আদায়।**—(১) ধারা ৩২ ও ৩৩ এর অধীন উপাত্তধারী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগের নিষ্পত্তিকালে কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনায় অথবা উপাত্তধারী কর্তৃক প্রার্থিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং উক্ত ক্ষতিপূরণ প্রশাসনিক জরিমানার অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে উপাত্তধারীর প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে।

৩৬। **কোম্পানি কর্তৃক আইনের বিধান লঙ্ঘনের প্রতিকার।**—এই আইনের অধীন কোনো উপাত্তধারী যদি কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে তাহার অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের যে কোনো সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো পদাধিকারী বা কোম্পানির দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত যে কোনো কর্মচারী যিনি উক্ত লঙ্ঘনের সহিত জড়িত, তাহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৩৭। **কর্তৃপক্ষের আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারা ৬৮ এর অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তির বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৩৮। **কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষকে, সময় সময়, তদবিবেচনায় প্রয়োজনীয় যেকোনো নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারের উক্তরূপ নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবে।

৩৯। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—সরকার, প্রয়োজনে, সময় সময়, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই আইনের অধীন সম্পাদিত যেকোনো বিষয়ে প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো প্রতিবেদন আহবান করা হইলে, কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট উহা সরবরাহ করিবে।

৪০। **এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে প্রক্রিয়াকৃত ব্যক্তিগত উপাত্ত সম্পর্কে অনুসরণীয় বিধান।**— এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো উপাত্ত-জিম্মাদার যদি কোনো উপাত্তধারী বা অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ হইতে কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ধরনের ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত থাকিবে—

(ক) যে উদ্দেশ্যে মূলত প্রক্রিয়াকরণ করা হইয়াছিল উহাতে কোনো পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত; এবং

(খ) যদি মূল উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে প্রবিধানের বিধান অনুসারে পরিবর্তিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপাত্তধারীর পূর্বসম্মতি গ্রহণসাপেক্ষে।

৪১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া উহাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে, এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে বহুলপ্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক বিধিমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪২। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**— (১) কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ যে কোনো বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া উহাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে, এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে বহুলপ্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক প্রবিধানমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক সরকারের অনুমোদনক্রমে উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৩। **জরুরি প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ বা সরকারের আদেশ জারির ক্ষমতা।**—উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী কর্তৃক উপাত্তধারীর উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, ধারণ বা স্থানান্তর কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে জরুরি বলিয়া অনুমিত হইলে, ক্ষেত্রমত, সরকার বা কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয় সম্পর্কে আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৪৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ) এবং ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২৩নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশসমূহ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

[ধারা ২৯ দ্রষ্টব্য]

(ক) "পাবলিক বা উন্মুক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত যাহা সরকারি প্রকাশনা, উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, রেজিস্ট্রি বা অনুরূপ আইনি মাধ্যমে বা একজন উপাত্তধারী কর্তৃক জনসাধারণের নিকট আইনত প্রবেশযোগ্য করা হইয়াছে। এই শ্রেণিতে এমন ব্যক্তিগত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা জনস্বার্থ, জনসেবা প্রদান, গবেষণা বা সরকারি স্বচ্ছতার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করা হয় এবং যেখানে দায়িত্বশীলভাবে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ক্ষতির কোনো যুক্তিসংগত ঝুঁকি নাই।

(খ) "অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত যাহা পরিচালনাগত, প্রশাসনিক, মানবসম্পদবিষয়ক, বা গ্রাহক পরিষেবার উদ্দেশ্যে কোনো সংস্থা বা সত্তার বৈধ অভ্যন্তরীণ কার্যাবলির জন্য প্রক্রিয়াকৃত ও সংরক্ষিত। এই উপাত্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এবং জনসাধারণের অননুমোদিত প্রবেশ বা প্রকাশ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে। ইহাতে কর্মসংস্থানের বিবরণ, যোগাযোগের উপাত্ত, বা পরিষেবা ব্যবহারের ইতিহাসের মতো অ-সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে এবং অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে কঠোরভাবে প্রক্রিয়াকৃত করা হইলে সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত ও অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিবে।

(গ) "গোপনীয় ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত, যাহার মধ্যে এই আইনে সংজ্ঞায়িত ও অন্তর্ভুক্ত যে কোনো সংবেদনশীল ব্যক্তিগত উপাত্ত, যাহা পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই প্রকাশ, শেয়ার বা প্রক্রিয়া করা হইলে উপাত্তধারীর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি, বৈষম্য বা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণ হইতে পারে। ইহার মধ্যে, আর্থিক, স্বাস্থ্য, বায়োমেট্রিক এবং রিয়েল-টাইম অবস্থানের উপাত্ত, সেইসঙ্গে বিধি বা প্রবিধান দ্বারা সংবেদনশীল বা গোপনীয় যে কোনো উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়।

(ঘ) "সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত উপাত্ত" অর্থ কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত যাহাতে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, বা কোনো ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর সম্ভাব্য প্রভাব রহিয়াছে এবং যাহা প্রক্রিয়াকরণ, বা স্থানান্তর করা হইলে বা, যাহাতে প্রবেশ কঠোরতম নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবে। এই শ্রেণিতে, শ্রেণিবদ্ধ ডেটাসেট, গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা-সম্পর্কিত উপাত্ত, বা কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত "সীমাবদ্ধ" অন্য কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত ও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৮০ নং আইন

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং ইহার সহিত সম্পর্কিত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বৈশ্বিক ক্রমবিকাশমান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ও নাগরিক সেবার সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করিতে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনের নীতিগত ও প্রযুক্তিগত কাঠামো প্রয়োজন; এবং

যেহেতু ব্যক্তিগত উপাত্তের সম্মতিভিত্তিক ও বৈধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সংরক্ষণ, স্থানান্তর, শনাক্তকরণ ও হালনাগাদকরণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা এবং উদ্দেশ্যের নিরিখে উক্ত উপাত্তের আইনসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং দায়িত্ব পালনে আইনি বিধানের লঙ্ঘন বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিতকরণার্থে সুনির্দিষ্ট আইনি বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়; এবং

যেহেতু সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্তের আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত এবং উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু এই সংক্রান্ত একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা এবং উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ সমন্বয় নিশ্চিত করা বিধেয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ণ করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আইন জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) সমগ্র বাংলাদেশে, এবং বাংলাদেশের বা অন্য কোনো আইনি সত্তার মালিকানাধীন যে কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহের পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত থাকিলে;

(খ) কোনো ব্যক্তি, মন্ত্রণালয় বা বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ, সাংবিধানিক এবং দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধিতে সৃষ্ট ও রক্ষিত ব্যক্তিগত ও অন্য যেকোনো উপাত্ত বা তথ্য একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাঝে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের নিরিখে (need and purpose based) আইনসম্মতভাবে আন্তঃপরিচালন এবং সমন্বয় সাধন।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"আন্তঃপরিচালন (interoperability)"** অর্থ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য-ব্যবস্থা ও সেবার মধ্যে তথ্য, উপাত্ত বিনিময়ের এমন একটি সমন্বয়মূলক সক্ষমতা, যাহার মাধ্যমে উপাত্ত ও সেবা প্রযুক্তিগত (technological), অর্থগত (semantic), আইনি (legal) ও সাংগঠনিক (organizational) স্তরে নিরাপদ, প্রমিত ও অর্থপূর্ণভাবে বিনিময় ও ব্যবহারযোগ্য হয়, এবং জনসেবামূলক উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন ব্যবস্থাপনার অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সমন্বিত, দক্ষ ও আইনসম্মতভাবে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য;

(২) **"অ্যাপ্লিকেশন (application)"** অর্থ এমন কোনো ধরনের নির্দেশনা বা নির্দেশনার সমষ্টি যাহা কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে পরিচালনা করা হইলে উক্ত সিস্টেম কম্পিউটারের কার্যসমূহ পরিচালনা করে, এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের সিস্টেমে কার্যকর অপসারণযোগ্য মাধ্যমসমূহ দ্বারা সম্পন্ন নির্দেশাবলিসহ কম্পিউটারের সিস্টেমের ডাটাবেস-প্রোগ্রাম, ওয়ার্ড প্রসেসর, ওয়েব ব্রাউজার, স্প্রেডশিট, উন্নয়ন সরঞ্জাম, অঙ্কন, রং, ইহার ইমেজ এডিটিং প্রোগ্রাম, যোগাযোগ প্রোগ্রাম, ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) **"উপাত্ত (data)"** অর্থ ইলেকট্রনিক, অডিও, ভিজ্যুয়াল, লিখিত বা অন্য কোনো ডিজিটাল আকারে সংরক্ষিত যেকোনো তথ্য, রেকর্ড বা লগ;

(৪) **"উপাত্তধারী (data-subject)"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যিনি শনাক্ত বা শনাক্তযোগ্য কিংবা জীবিত বা মৃত যাহাই হউক না কেন;

(৫) **"উপাত্ত চ্যুতি (data breach)"** অর্থ উপাত্তের নিরাপত্তার চ্যুতি যাহার ফলে কোনো উপাত্তে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ বা বেআইনিভাবে স্থানান্তর, প্রকাশ, পরিবর্তন বা যথাযথ প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত দুর্ঘটনা, বিনষ্ট, ক্ষতি, অনুপ্রবেশের সুযোগ বিদ্যমান থাকে;

(৬) **"উপাত্ত-জিম্মাদার (data-fiduciary)"** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি, একক বা যৌথভাবে, কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, কার্যসম্পাদনের আইনগত ভিত্তির উপস্থিতি সাপেক্ষে বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়া করেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে উহা তত্ত্বাবধান করেন বা ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করেন;

(৭) **"এপিআই (application programming interface)"** অর্থ একটি মান পদ্ধতি, যাহা দ্বারা এক বা একাধিক সফটওয়্যারের উপাদানসমূহ উপাত্ত আদানপ্রদান বা প্রক্রিয়াকরণ করিতে পারে;

(৮) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ;

(৯) **"কম্পিউটার"** অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৩) এ সংজ্ঞায়িত কম্পিউটার;

(১০) **"গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদার (significant data-fiduciary)"** অর্থ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ভিত্তিতে, সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত প্রতিষ্ঠান:—

(ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উপর সম্ভাব্য প্রভাব;

(খ) উপাত্তের পরিমাণ বা প্রক্রিয়াকৃত উপাত্তের আর্থিক সংশ্লেষ;

(গ) উপাত্তধারীর অধিকারের উপর ঝুঁকি;

(ঘ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসুরক্ষা, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য হুমকি;

(১১) **"ছদ্মনামীকরণ (pseudonymization)"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্ত এমনভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা, যাহাতে অতিরিক্ত ও পৃথকভাবে সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত তথ্যের সহিত সম্পর্কিত করা যায় না;

(১২) **"জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (national data governance)"** অর্থ রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপাত্তের সমগ্র জীবনচক্রে (data life-cycle) আইনসম্মত উদ্দেশ্য, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরীক্ষা যোগ্যতার নীতি মানিয়া একীভূত নীতিমালা, মানদণ্ড, প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা, যথা:—

(ক) শ্রেণিবিন্যাস ও প্রক্রিয়াকরণের মান নির্ধারণ;

(খ) সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুণগত নিশ্চয়তা ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ;

(গ) নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও জিরো-ট্রাস্টভিত্তিক সুরক্ষা;

(ঘ) আন্তঃপরিচালন, বৈধ পুনঃব্যবহার (re-sharing) ও ন্যূনতমতার (minimization) নীতি নির্ধারণ; এবং

(ঙ) সংরক্ষণকাল, আর্কাইভিং ও ধ্বংসকরণ।

(১৩) **"জিরো-ট্রাস্ট আর্কিটেকচার (zero-trust architecture)"** অর্থ একটি নিরাপত্তা মডেল, যেখানে প্রতিটি উপাত্ত, ব্যবহারকারী, ডিভাইস বা সেবা-সংক্রান্ত অনুরোধ উৎপত্তি নির্বিশেষে সন্দেহমুক্ত ধরা হয় না; বরং পূর্বনির্ধারিত নিরাপত্তা নীতি ও নিয়মাবলি অনুসরণ করিয়া প্রত্যেকটি অনুরোধের পরিচয় যাচাই, অনুমোদন ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অধিকার প্রদানের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়, যাহার মাধ্যমে উপাত্ত ও সেবার সার্বিক গোপনীয়তা, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত থাকে;

(১৪) **"টোকেন (token)"** অর্থ একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে সুরক্ষিত, সময়-সীমাযুক্ত প্রমাণপত্র, যাহা এপিআই অ্যাক্সেসের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে;

(১৫) **"ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডিপিআই (Digital Public Infrastructure, DPI)"** অর্থ মান-অনুগ, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও সেক্টর (খাত)-নিরপেক্ষ মূল ডিজিটাল সক্ষমতা, নেটওয়ার্ক ও প্ল্যাটফর্মসমূহের সমষ্টি, যাহা জনসেবা, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও বেসরকারি সেবায় পরিচয়/প্রমাণীকরণ, অনুমোদন, উপাত্ত-বিনিময়/আন্তঃপরিচালন ও নিরাপদ আদান-প্রদান/অর্থপ্রদান ইত্যাদি সক্ষমতা প্রদান করে; যাহার নকশা, পরিচালনা ও সনদায়ন কর্তৃপক্ষ ঘোষিত জাতীয় স্থাপত্য ও মানদণ্ড (যেমন "বাংলাদেশ জাতীয় উপাত্ত ও আন্তঃপরিচালন স্থাপত্য (BNDIA)" ও "জাতীয় দায়িত্বশীল উপাত্ত বিনিময় (NRDEX)") অনুযায়ী সম্পাদিত হইবে; এবং যাহা জিরো-ট্রাস্ট নিরাপত্তা, ছদ্মনামীকরণসহ গোপনীয়তা-রক্ষাকারী নীতি, ন্যূনতমতা, উদ্দেশ্য-সীমাবদ্ধতা ও নিরীক্ষা যোগ্যতার নীতি অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যবহৃত হইবে;

(১৬) **"নির্বাহী চেয়ারম্যান"** অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(১৭) **"ন্যাশনাল রেসপন্সিবল ডেটা এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম, এনআরডিএক্স (National Responsible Data Exchange, NRDEX Platform)"** অর্থ একটি সুরক্ষিত এপিআই (API) ভিত্তিক স্তর, যাহা সংস্থা ও সেবাসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্য-ভিত্তিক উপাত্ত প্রবাহকে সক্ষম করে;

(১৮) **"প্রক্রিয়াকরণ"** অর্থ ব্যক্তিগত উপাত্তের উপর চলমান বা সম্পাদিত যেকোনো কার্যক্রম, উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হউক বা না হউক, যেমন-উপাত্ত সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ, বিন্যাস (organization), গঠন (structuring), মজুত (Storage), ধারণ (retention), স্থানান্তর, অভিযোজন বা পরিবর্তন, পুনরুদ্ধার, ব্যবহার, সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ, বিতরণ বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্তিসাধ্য, সারিবদ্ধ (alignment) বা সংযোজন (combination), সীমিত বা বিনষ্ট করা অথবা মুছিয়া ফেলা;

(১৯) **"প্রক্রিয়াকারী (processor)"** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, যাহারা একজন জিম্মাদারের পক্ষে ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে;

(২০) **"বাংলাদেশ জাতীয় উপাত্ত ও আন্তঃপরিবাহিতা আর্কিটেকচার (BNDIA)"** অর্থ সরকার অনুমোদিত রেফারেন্স আর্কিটেকচার, যাহা জাতীয় আন্তঃপরিবাহিতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, এবং ফিজিক্যাল লেয়ার ও সফটওয়্যার উভয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নীতি নির্ধারণী বোর্ড;

(২২) **"ব্যক্তি"** অর্থ—

(অ) উপাত্তধারীর ক্ষেত্রে, যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি; বা

(আ) উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারীর ক্ষেত্রে, কোনো আইনগত ব্যক্তিসত্তা;

(২৩) **"ব্যক্তিগত উপাত্ত"** অর্থ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত, যেমন-নাম, শনাক্তকরণ সংক্রান্ত উপাত্ত, যোগাযোগ সংক্রান্ত উপাত্ত, আর্থিক উপাত্ত (financial data), অবস্থান (location) চিহ্নিতকরণ উপাত্ত বা অনুরূপ অন্য কোনো অনলাইন শনাক্তকারী উপাত্ত অথবা কোনো একক ব্যক্তির পিতা-মাতার নাম, শারীরিক, শরীরবৃত্তীয়, জেনেটিক, বায়োমেট্রিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত উপাদান ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য সংবলিত উপাদান, যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা যায়;

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, নিরাপত্তা বিধান, ব্যক্তি পরিচয় শনাক্তকরণসহ সার্বিকভাবে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং আন্তঃপরিচালনের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।**—এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এবং আদালতের অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নীতি নির্ধারণী বোর্ড

৫। **জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নীতি নির্ধারণী বোর্ড।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করিয়া নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা নীতি নির্ধারণী বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রধানমন্ত্রী -চেয়ারম্যান;

(খ) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(গ) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(ঘ) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(ঙ) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(চ) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(ছ) মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(জ) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(ঝ) মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়- সদস্য;

(ঞ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সদস্য;

(ট) মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-সদস্য;

(ঠ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক- সদস্য;

(ড) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ- সদস্য;

(ঢ) নির্বাহী চেয়ারম্যান- সদস্য;

(ণ) সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়- সদস্য;

(ত) স্পিকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুইজন সদস্য, তন্মধ্যে একজন হইবেন সরকারি দল হইতে, এবং অন্যজন হইবেন বিরোধী দলের-সদস্য;

(থ) সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট, ডেটা সায়েন্টিস্ট/সলিউশন আর্কিটেক্ট, ডেটা গভর্নেন্স এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি এক্সপার্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা/লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এক্সপার্ট, ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড এক্সপার্ট, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন বিশেষজ্ঞ- প্রতিটি ক্ষেত্র হইতে ১ জন করিয়া সরকার কর্তৃক মনোনীত ৬ (ছয়) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য (subject matter expert), যাহার মধ্যে অন্তত দুইজন হইবেন মহিলা-সদস্য; এবং

(দ) নাগরিক সমাজ বা মানবাধিকার সম্পর্কিত সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি- সদস্য।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, এবং বোর্ডের কার্যসম্পাদনে কর্তৃপক্ষকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) ও (দ) এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে, সরকার, তাহাকে সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে, এবং তদস্থলে অন্য একজন সদস্য মনোনীত করিবে।

৬। **নীতি নির্ধারণী বোর্ডের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) বোর্ডের সকল সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের জ্যেষ্ঠ্যতম সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৫) বোর্ডের সভার কোনো আলোচ্যসূচির উপর সরকারের কোন বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সচিব বা সংস্থা প্রধানের, বা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের সুবিধার্থে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

(৬) প্রতি ৬ মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৭। **জরুরি পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতা।**—এই আইনের আওতাভুক্ত বা সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিষয়ে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে এবং উহা তাৎক্ষণিক সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় কিংবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা ও গঠন, ইত্যাদি

৮। **জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।**— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৯। **কর্তৃপক্ষ গঠন।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ১ (এক) জন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও ৬ (ছয়) জন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে, যথা:—

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যেকোনো সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহার সম্পাদিত কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৩) কর্মবণ্টন ও দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সদস্যগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্জিত অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও সততা প্রাধান্য পাইবে।

১০। **কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সদস্যপদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীগণের নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাসহ ন্যূনতম ১৫ (পনেরো) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(খ) সদস্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসরের কর্ম-অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;

(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া অথবা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন ২ (দুই) বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হয়; এবং

(ঙ) নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োজিত থাকাকালীন তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথানিয়মে তাহার নিয়োগের অবসান ঘটে।

(৩) কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোনো কিছুতে ব্যবসায়িক স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োগের যোগ্য হইবেন না।

(৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য ধারা ১২ এর বিধান সাপেক্ষে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এই আইনের পরিধিভুক্ত খাতে ব্যবসায়িক স্বার্থে জড়িত হইতে পারিবেন না এবং চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বে এই ধারার বিধানাবলির সহিত তাহার যোগ্যতার অসামঞ্জস্যতা না থাকা সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বা সরকারের নিকট জমা প্রদান করিবেন।

১১। **নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের অবসান।**—কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর যে কোনো সময় যদি উদঘাটিত হয় যে, চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য পদে নিয়োগ লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বা দায়িত্ব পালনকালে নৈতিক স্খলন বা ক্ষমতার অপব্যবহারে অর্থ লাভ বা অন্য কোনো সুবিধা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে বহাল থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাহী চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, সদস্যের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে।

১২। **নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ ও মেয়াদ।**—(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, ধারা ১০ এ বর্ণিত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিধান ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত তাহাদের যোগ্যতা ও চাকরির শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সভাপতি;

(খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন-সদস্য;

(গ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-সদস্য;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটাসায়েন্স কিংবা সমতুল্য অনুষদের ডিন বা প্রধান মর্যাদার, একজন সরকারি ও একজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে)-সদস্য; এবং

(ঙ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত আইসিটি বিষয়ক কর্মকর্তা-সদস্য।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাছাই ও পর্যালোচনা বৈঠকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি বৎসরে অন্তত একবার কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিবে ও বৈঠক করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্ম-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে সন্তোষজনকভাবে দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৬) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ ২ (দুই) মেয়াদের বেশি নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সদস্য প্রথম মেয়াদে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না।

(৭) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন।

(৮) কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-নির্দেশনা (policy guidelines) অনুসরণ করিবে।

(৯) নির্বাহী চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে নির্বাহী চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা নির্বাহী চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম সদস্য অস্থায়ীভাবে নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্য পদ পূরণ।**—নির্বাহী চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগ করিবে।

১৪। **সদস্যপদে শূন্যতার কারণে কার্য বা কার্যধারা অবৈধ না হওয়া।**— কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। **নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা, ইত্যাদি।**—(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা, জ্যেষ্ঠতা ও চাকরির অন্যান্য শর্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) দেশে-বিদেশে কর্মরত মেধাবী, উদ্ভাবনশীল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে নিয়োগে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তানুযায়ী আর্থিক ভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা যাইবে।

১৬। **নির্বাহী চেয়ারম্যানের ক্ষমতা।**—(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সদস্যগণের দায়িত্ব পালন ও কর্ম সম্পাদন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষমতা বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুসরণে নির্বাহী চেয়ারম্যান এইরূপভাবে সম্পাদন করিবেন যাহাতে সদস্যগণের তাহাদের কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত না হয়।

(৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে ও অন্য কোনো আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তদসংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। **নির্বাহী চেয়ারম্যানের ও সদস্যদের কার্যাবলি।**—নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, এই আইন বা অন্য কোনো আইন দ্বারা কর্তৃপক্ষের উপর আরোপিত কার্যাবলি উদ্দেশ্যের নিরিখে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সময়োপযোগী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৮। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।**—কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১৯। **কর্তৃপক্ষের সভা।**—(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অন্যান্য বিধান এবং প্রবিধান দ্বারা উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভা নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং কর্তৃপক্ষের সকল সভায় নির্বাহী চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি অতিরিক্ত নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সকল সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হইবে।

২০। **কর্তৃপক্ষের সচিব।**—(১) সরকার, যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন দক্ষ কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের সচিব নিয়োগ করিবে।

(২) সচিব নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রবিধানের বিধানাবলি অনুসরণে কর্তৃপক্ষের সভা আহবান এবং অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা;

(খ) নির্বাহী চেয়ারম্যান বা সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী এই আইন বা অন্য কোনো আইন দ্বারা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত যে কোনো কার্য, এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত দাপ্তরিক যোগাযোগ;

(গ) অফিস পরিচালনার সহিত সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় যে কোনো কার্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বা তাহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিপালন।

২১। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই সকল বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠনসহ অন্যবিধ স্কীম প্রণয়ন, উহার নিয়ন্ত্রণ এবং এইরূপ তহবিল বা স্কীমে অর্থ যোগান, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২২। **প্রেষণে কর্তৃপক্ষের জনবল নিয়োগ।**—কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে যে কোনো সরকারি কর্মচারী বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারীকে, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

২৩। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি।**— কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই আইন বা দেশে প্রচলিত অন্য কোনো আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিল, চুক্তি, ইত্যাদি দ্বারা অর্পিত যে কোনো কার্য;

(খ) সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ব্যক্তিগত উপাত্তসহ অন্য যে কোনো উপাত্ত উদ্দেশ্যের নিরিখে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন, ইহার সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান;

(গ) বোর্ডের সুপারিশসমূহ কার্যকরকরণ;

(ঘ) "বাংলাদেশ জাতীয় উপাত্ত ও আন্তঃপরিচালন স্থাপত্য (Bangladesh National Data Governance and Interoparability Architecture)" ও NRDEX প্ল্যাটফর্ম এর নকশা, প্রতিষ্ঠা, প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, এতদসংক্রান্ত যাবতীয় নীতি নির্ধারণ, এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে উহাদের হালনাগাদকরণ;

(ঙ) নাগরিককে সেবা প্রদান ও সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত উপাত্ত ভান্ডার ও সফটওয়্যার সিস্টেমকে যথাক্রমে জাতীয় উপাত্ত ভান্ডার ও রাষ্ট্রীয় সফটওয়্যার সম্পদ ঘোষণা করিয়া তাহাদের বিশেষ পরিবীক্ষণের প্রয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহিত যথাক্রমে নীতিগত ও কারিগরি সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;

(চ) NRDEX প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে কোনো উপাত্ত আদান-প্রদান করিবার পূর্বে, প্রাপক কিংবা প্রদানকারী উভয় পক্ষের সহিত বৈধ তথ্য পুনঃব্যবহার চুক্তি (Data Resharing Agreement, DRA) সম্পাদন, এবং উপাত্ত বিনিময় সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষভুক্ত হওয়া;

(ছ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপাত্ত প্রবাহের নীতিমালা প্রণয়ন ও সমন্বয়;

(জ) যেকোনো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মানসম্পন্ন উপাত্ত-ব্যবস্থাপনা এবং উক্ত প্ল্যাটফর্ম ও ব্যবহারকারী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

(ঝ) সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহে এন্টারপ্রাইজ সফটওয়্যার (enterprize software) ও আইটি অবকাঠামোর (IT infrastructure) নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহারের নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(ঞ) সমন্বিত ইলেকট্রনিক নাগরিক আইডেন্টিফিকেশন (e-ID) ও প্রমাণীকরণ ব্যবস্থা বিকাশ ও তত্ত্বাবধান করা, এবং NRDEX প্ল্যাটফর্ম এর সহিত এই ব্যবস্থার ইন্টারফেসিং নিশ্চিতকরণ; এই মর্মে ধারা ২৯ এ বর্ণিত মৌলিক নাগরিক উপাত্তের উপাত্ত ভান্ডারগুলির সমন্বয়ে একটি আইডেন্টিটি লেয়ার (Identity Layer) স্থাপন এবং জাতীয় সমন্বিত পরিচয় ব্যবস্থাপনা (Unified/Universal Identity Management) সিস্টেম গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, এবং সঠিকতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বর্ণিত সমন্বিত সিস্টেমে সিস্টেম-ওয়াইড তথ্য হালনাগাদকরণ;

(ট) নাগরিক সেবাসমূহের কার্যকারিতা ও সন্তুষ্টি পরিমাপক সূচক প্রণয়ন ও নিয়মিত পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সেবার মান উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে পরামর্শ প্রদান;

(ঠ) সরকারি কার্যক্রমে দুর্নীতি, অনিয়ম বা অপচয় প্রতিরোধে তথ্যভান্ডারের উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকি বা অসামঞ্জস্যতা শনাক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিদমন বা তদারকি সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য-সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন বিষয়ে এ আইনের অধীনে প্রণীত জাতীয় অনুসরণযোগ্যতা (compliance) মানদণ্ড প্রণয়ন এবং সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সেই মানদণ্ড প্রতিপালনের স্তর নিরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন (certification);

(ঢ) জাতীয় কোড রেপোজিটরি বা সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা, যেখানে সরকারি উদ্যোগে তৈরিকৃত বা ক্রয়কৃত সকল সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ডকুমেন্টেশনসহ (কনফিগারেশন, ডেপ্লয় দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বর্ণনা সহকারে সম্পূর্ণ) হালনাগাদকৃত সোর্সকোড (ভার্শন কন্ট্রোলসহ), এবং জাতীয় কোড রেপোজিটরির কোড রাষ্ট্রীয় সফটওয়্যারে পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকিবে;

(ণ) জাতীয় উপাত্তভান্ডার ইকোসিস্টেম (National Datacentre Ecosystem, NDE) এর পরিধি নির্ধারণ, নীতিনির্ধারণী কার্যক্রম ও প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ, ডিআর (Disaster Recovery) শেয়ারিং, ডেটা ট্রাফিক লোড শেয়ারিংসহ এই ইকোসিস্টেমকে সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও ব্যবসায়িক উপযোগিতা নিশ্চিতকল্পে সরকারকে নীতি সহায়তা প্রদান;

(ত) সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত-জিম্মাদারের ও কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা এবং টেকনিক্যাল টিমের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করা ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা, নীতি ও মান বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(থ) উপাত্ত-জিম্মাদার ও প্রক্রিয়াকারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও প্রয়োজনে প্রশাসনিক পদক্ষেপ বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৪। **বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জটিলতা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা।**— কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ চাহিত সহায়তা, যাচিত অনুরোধ বা প্রদত্ত নির্দেশ বাস্তবায়নে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনাগ্রহ বা অবহেলা করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সমীপে উপস্থাপন করিবে, এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত প্রতিকারের মাধ্যমে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

২৫। **আইনের বিধান বাস্তবায়নে জটিলতা নিরসন।**—এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর কবিরার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ।**—কর্তৃপক্ষ, এই আইনের বিধানে উল্লিখিত উহার উপর অর্পিত যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনো দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৭। **কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) কর্তৃপক্ষ এই আইন বা অন্য যে কোনো আইন দ্বারা উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব, কার্যক্রম ও ক্ষমতাবলির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নির্দেশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যকর হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত পরামর্শ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরামর্শ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে যথানিয়মে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

২৮। **কমিটি গঠন।**—কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য যে কোনো সদস্য এবং কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং উহার কর্মপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপাত্তের আন্তঃপরিচালন, ব্যবস্থাপনা, এবং রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ/সংবেদনশীল উপাত্ত বিনিময়ের বিশেষ বিধান

২৯। **উপাত্ত-ভান্ডারের স্তরসমূহ।**—আন্তঃপরিচালন ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালনার স্বার্থে উপাত্তভান্ডারসমূহকে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করা যাইবে, যথা:—

(ক) সর্বজনীন মৌলিক নাগরিক উপাত্ত (core citizen data) সংক্রান্ত উপাত্তভান্ডার;

(খ) সরকারি নীতি ও প্রশাসন (Government Policy & Administration) সংক্রান্ত উপাত্তভান্ডার;

(গ) সরকারি খাতে সেবা প্রদান (Public Sector Service Delivery) সংক্রান্ত উপাত্তভান্ডার;

(ঘ) বেসরকারি খাতে সেবা প্রদান (Private Sector Service Delivery) সংক্রান্ত উপাত্তভান্ডার।

(ঙ) স্বায়ত্তশাসিত খাতে সেবা প্রদান (Autonomous Sector Service Delivery) সংক্রান্ত উপাত্তভান্ডার।

৩০। **ব্যক্তিগত ও অন্য যেকোনো উপাত্তের জাতীয় ব্যবস্থাপনা।**—(১) ব্যক্তিগত ও অন্য যেকোনো উপাত্ত ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য কাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে পর্যায়ক্রমিক (phase-wise) কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় বর্ণিত কার্যক্রম নিম্নবর্ণিতভাবে পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) সিস্টেম ইন্টারঅপারেবিলিটি;

(খ) জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা, উপাত্তভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা।

(২) বিদ্যমান চুক্তিভিত্তিক বা অন্যান্য উপায়ে সরকারি-বেসরকারি পক্ষসমূহের মধ্যে উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত মানদণ্ড অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ সংগৃহীত উপাত্তের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্যের নিরীখে ব্যক্তিগত ও অন্য যেকোনো উপাত্ত পুনর্ব্যবহার (re-use) করিতে পারিবে।

(৩) বিধি, প্রবিধান, সাধারণ পরিচালন-পদ্ধতি, নীতিমালা বা আদেশ ইত্যাদি দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত যান্ত্রিক ও প্রযুক্তিগত মান বজায় রাখিয়া উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পক্ষগণ ব্যক্তিগত ও অন্য যেকোনো উপাত্ত বিনিময় করিতে পারিবে।

(৪) কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধিতে সৃষ্ট ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্তের, এই অধ্যায় বা আইনের অন্য কোনো বিধানে বর্ণিত আন্তঃপরিবাহিতা ও জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা প্রবিধানের বিধান অনুসারে কার্যকরভাবে সম্পন্ন করিবে।

(৫) কোনো মন্ত্রণালয় বা সংস্থা উহার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত মান ও নীতিমালা অনুসরণ করিয়া উক্ত মন্ত্রণালয় বা সংস্থার আওতাধীন সেবা ও কার্যক্রমের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ (need and purpose based) বিষয়ভিত্তিক বা সেক্টোরাল আন্তঃপরিচালন গেটওয়ে কাঠামো গঠন করিতে পারিবে, এবং এইরূপ যেকোনো বিষয়ভিত্তিক আন্তঃপরিচালন কাঠামো অবশ্যই কর্তৃপক্ষের NRDEX প্ল্যাটফর্ম এর সহিত কারিগরিভাবে যুক্ত হইবে।

(৬) তফসিলভুক্ত সংস্থাসমূহসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌক্তিকভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত উপাত্তভান্ডার প্রবিধানের বিধান অনুসরণে NRDEX প্ল্যাটফর্ম এর সহিত সংযুক্তি সম্পন্ন করিবে।

(৭) NRDEX প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া এবং ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও সেবাদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের নিমিত্ত এবং দুর্নীতি দমনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপ্লিকেশনসমূহ প্রয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অ্যাপ্লিকেশনসমূহ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন, পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং ডিপিপি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, পাবলিক প্রোকিউরমেন্ট প্রোসেস রিভিউ এবং পর্যালোচনা, কর-জাল বৃদ্ধি, আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট ফাঁকি রোধ, বিভিন্ন সংস্থার পরিসংখ্যানগত অসামাজ্যতা অডিট ও নিরীক্ষা এবং বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেটের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সহজ নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করিতে হইবে।

৩১। **রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ/সংবেদনশীল উপাত্ত বিনিময়ের বিশেষ বিধান।**—(১) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নে বর্ণিত উপাত্তসমূহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ/সংবেদনশীল উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে, যথা—

(ক) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সম্পর্কিত উপাত্ত;

(খ) জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ কোনো উপাত্ত;

(গ) বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখা ও সীমান্তের সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো উপাত্ত;

(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১(ক) এর অধীন ঘোষিত জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত কোনো তথ্য; এবং

(ঙ) সরকার ঘোষিত কোনো তথ্য বা উপাত্ত যাহা জনশৃঙ্খলা, ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনাক্রমে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহাতে উল্লিখিত সীমা ও শর্তে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য বা উপাত্ত আন্তঃপরিচালন, বিনিময়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

৩২। **উপযোগিতার নিরিখে আন্তঃপরিচালন ও উপাত্ত-ভান্ডারের উন্নয়ন।**—(১) ধারা ৩০ এর বাস্তবায়নকালে, কর্তৃপক্ষের নিকট সঙ্গত কারণে সময়োপযোগী প্রতীয়মান হইলে, তফসিলভুক্ত সংস্থাসমূহের উপাত্ত বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় উপাত্তভান্ডার-ব্যবস্থায় মজুত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলভুক্ত সংস্থাসমূহ উহাদের নিজস্ব এখতিয়ারাধীন প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং জাতীয় উপাত্ত-ভান্ডারে হস্তান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এই আইন বা অন্য কোনো আইনে উহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে পালন করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও অন্যান্যদের দায়িত্ব, ইত্যাদি

৩৩। **মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা ও অন্যান্যদের দায়িত্ব।**—(১) প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান তাহার প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় আন্তঃপরিচালন বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং তিনি নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন, যথা:—

(ক) এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ আন্তঃপরিচালনার রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় "জাতীয় আন্তঃপরিচালন নীতিমালা" অনুসারে কোনো খাতের জন্য সেই খাতের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সংযুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট আন্তঃপরিচালন কাঠামোর NRDEX প্ল্যাটফর্ম গঠন, পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে উক্ত কাঠামোর সহিত বাধ্যতামূলকভাবে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সংযুক্তিকরণ;

(গ) নিজ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন এবং প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা নিয়োগ বা উক্ত দায়িত্বপ্রদান, যিনি কর্তৃপক্ষের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(ঘ) প্রকাশযোগ্য প্রত্যেক ডেটাসেটের জন্য সুস্পষ্ট ডেটা এক্সচেঞ্জ রুল (শ্রেণিকরণ-স্তর, আইনসঙ্গত ভিত্তি, উদ্দেশ্য-কোড ও সংরক্ষণ-প্যারামিটার) অনুমোদন;

(ঙ) প্রযুক্তিগত আর্কিটেকচার ও অবকাঠামো উইং-এর জিরো-ট্রাস্ট নিরাপত্তা, টোকেন-প্রমাণীকরণ ও সার্ভিস-লেভেল পরীক্ষাকরণ;

(চ) নিজ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল আর্কিটেকচার অনুসারে তথ্য-সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা;

(ছ) কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঘোষিত হালনাগাদকৃত 'জাতীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার মানদণ্ড' এর প্রতিফলনে যে কোনো সফটওয়্যার, বা অ্যাপ্লিকেশন, বা হার্ডওয়্যার উন্নয়ন বা ক্রয়;

(জ) বাস্তবায়ন কমিটি বা টেকনিক্যাল উইং প্রদত্ত নির্দেশ, সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন;

(ঝ) ই-সেবা প্রদানে বিএনডিআইএ অনুবর্তিতা এবং সরকারি অ্যাপ্লিকেশন বা সিস্টেম বা ই-সেবার সহিত আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) নিজ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি রোডম্যাপ-কে হালনাগাদ বিএনডিআইএ কৌশল-এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ;

(ট) রোডম্যাপ ও ডিজিটাল আর্কিটেকচার ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ;

(ঠ) নিজ প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল আর্কিটেকচারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ড) প্রতিটি সেবা প্রদানের বিপরীতে গ্রাহকের সহিত সম্পাদিত লেনদেন সংশ্লিষ্ট রেকর্ড বা লগ উক্ত লেনদেনের সময়কালের নিরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ প্রক্রিয়ায় মজুত ও ধারণ;

(ঢ) মানদণ্ড-বহির্ভূত কোনো সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, দ্রুততম সময়ে মানদণ্ড সম্পন্নকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ণ) এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন ও বিএনডিআইএ-ফ্রেমওয়ার্ক পরিপালনে শ্রেষ্ঠ উদ্যোগসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উৎসাহ প্রদান; এবং

(ত) সকল আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃসংস্থা তথ্যযোগাযোগ, ডিআরএ অনুমোদন ও সরকারি নির্দেশনা এনআরডিইএক্স-এর মাধ্যমে এবং ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা সম্পাদন ও বিনিময়।

(২) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নূতন ডিপিআই (Digital Public Infrastructure)/ জাতীয় ডিজিটাল পরিচয়পত্র ভিত্তিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় নিশ্চিতকরণ ও বিদ্যমান সার্ভিসের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়িক উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

৩৪। **সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধান লঙ্ঘনের প্রতিকার।**—(১) সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হয় এইরূপ অন্য কোনো আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তিগত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, মজুত বা ধারণ বা হস্তান্তর বা প্রকাশ বা স্থানান্তরকালে উপাত্তধারীর অধিকার লঙ্ঘিত (Violation) হয়, এইরূপ কোনো কর্ম সম্পাদনে সরকারি কর্মচারী জড়িত থাকিলে উহা অসদাচরণ গণ্যে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সরকার বিধি, বা কর্তৃপক্ষ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **সমন্বয় কার্যক্রম।**—এই আইনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও সমন্বয় করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের আর্থিক বিষয়াদি

৩৬। **কর্তৃপক্ষের তহবিল।**—(১) কর্তৃপক্ষের জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্য কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) এই আইনের অধীন জমাকৃত ফি, চার্জ, ইত্যাদি; এবং

(ঘ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে কর্তৃপক্ষ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) কোনো অর্থ বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

৩৭। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী।**—(১) কর্তৃপক্ষ যেকোনো অর্থবৎসর শুরু হইবার পূর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে প্রথম মাসে সংশ্লিষ্ট বৎসরে উহার পরিচালন ব্যয় বহন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের যৌক্তিক কারণে প্রয়োজন উহার বরাদ্দ চাহিয়া অর্থ বিভাগ বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

(২) অর্থবিভাগ উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ আর্থিক বরাদ্দ হইতে উহার খাত ভিত্তিক খরচ করিতে পারিবে, তবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর উহার আয়-ব্যয়ের বিবরণী অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিবে এবং আর্থিক শৃংখলার সংরক্ষণ ও অনুনমোদিত ব্যয় পরিলক্ষিত হইলে অর্থ বিভাগ উহার ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করিবে।

৩৮। **হিসাব ও নিরীক্ষা।**—(১) কর্তৃপক্ষ উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোনো সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

৩৯। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা বা উন্নয়ন সহযোগী হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪০। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—(১) প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার কার্যাবলি বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য, রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্য কোনো তথ্য চাহিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রশাসনিক জরিমানা এবং উহার বিরুদ্ধে আপীল

৪১। **ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষার বিধান লঙ্ঘনে প্রশাসনিক জরিমানা।**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্যতা অনুযায়ী এই আইন বা অন্য কোনো আইন দ্বারা কর্তৃপক্ষের উপর আরোপিত ক্ষমতা অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা নির্ধারণ ও আরোপ করিতে পারিবে।

(২) অভিযোগের গুরুত্ব অনুসারে প্রশাসনিক জরিমানার ক্ষেত্র ও প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪২। **এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ দায়ের ও প্রশাসনিক জরিমানা।**— (১) ধারা ৪১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো উপাত্তধারী মনে করেন যে উপাত্ত-জিম্মাদার বা প্রক্রিয়াকারী তাহার অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা হইলে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১), বা এই আইনের আওতাভুক্ত ব্যক্তিগত উপাত্ত বা প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অন্য কোনো উপাত্তের আন্তঃপরিচালনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো দলিলের বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৪৩। **প্রশাসনিক জরিমানা আদায়।**—ধারা ৪১ ও ৪২ এর অধীন নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানার অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৪। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আদায়।**—(১) অভিযোগকারী বা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত অভিযোগকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং ইহা প্রশাসনিক জরিমানার অতিরিক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক লেনদেনে নিয়োজিত মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রদেয় হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হইলে উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৫। **কর্তৃপক্ষের আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানার বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারা ৬৮ এর অধীন স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

(২) বিধি দ্বারা ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তির বিধান প্রণীত হইবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৪৬। **জনসেবক।**—কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্যগণ এবং কর্মচারীগণ এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 এর section 21 এ "public servant (জনসেবক)" অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

৪৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, বিধিমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া উহাতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে মতামত প্রদানের বিজ্ঞপ্তি খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক, বিধিমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৮। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত নয় এইরূপ যে কোনো বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রবিধানমালার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত উহাতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে মতামত প্রদানের বিজ্ঞপ্তি খসড়াটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অংশীজন ও জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনাপূর্বক প্রবিধানমালার খসড়াটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

৪৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজিতে অনূদিত পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

[ধারা ৩০(৬) ও ৩২ দ্রষ্টব্য]

(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রের সংশ্লিষ্ট উপাত্তভান্ডার;

(২) পাসপোর্ট উপাত্তভান্ডার;

(৩) নাগরিকের ঠিকানা-বিষয়ক উপাত্তভান্ডার;

(৪) কর দাতা শনাক্তকরণ নাম্বার (TIN)-সংশ্লিষ্ট উপাত্তভান্ডার;

(৫) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকের জন্ম পরিচয়পত্র ইত্যাদির উপাত্তভান্ডার;

(৬) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সের সহিত জড়িত উপাত্তভান্ডার; এবং

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্তভান্ডার।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তফসিল

[ধারা ৩০(৬) ও ৩২ দ্রষ্টব্য]

(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রের সংশ্লিষ্ট উপাত্তভান্ডার;

(২) পাসপোর্ট উপাত্তভান্ডার;

(৩) নাগরিকের ঠিকানা-বিষয়ক উপাত্তভান্ডার;

(৪) কর দাতা শনাক্তকরণ নাম্বার (TIN)-সংশ্লিষ্ট উপাত্তভান্ডার;

(৫) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকের জন্ম পরিচয়পত্র ইত্যাদির উপাত্তভান্ডার;

(৬) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্সের সহিত জড়িত উপাত্তভান্ডার; এবং

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো উপাত্তভান্ডার।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১০ নং আইন

হাওর ও জলাভূমি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য জলাভূমি, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব; এবং

যেহেতু হাওর বাংলাদেশের একটি অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের সকল হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(২) **"কান্দা"** অর্থ হাওর বা জলাভূমি এলাকার মধ্যে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি;

(৩) **"জলাভূমি"** অর্থ বাঁওড় ও বিল;

(৪) **"জীববৈচিত্র্য"** অর্থ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ০২ নং আইন) এর ধারা ২(১১) এ সংজ্ঞায়িত জীববৈচিত্র্য;

(৫) **"তফসিল"** অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৬) **"নির্দেশিকা"** অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন প্রণীত নির্দেশিকা;

(৭) **"পরিবেশ"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) এ সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(৮) **"পরিযায়ী প্রজাতি"** অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২(২২) এ সংজ্ঞায়িত পরিযায়ী প্রজাতি;

(৯) **"পানিধারক স্তর"** অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২(১৮) এ সংজ্ঞায়িত Aquifer বা পানিধারক স্তর;

(১০) **"প্রতিবেশ ব্যবস্থা"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ২(ছ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিবেশ ব্যবস্থা;

(১১) **"বাঁওড়"** অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২(২২) এ সংজ্ঞায়িত বাঁওড়;

(১২) **"বিধি"** অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) **"বিল"** অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২(২৪) এ সংজ্ঞায়িত বিল;

(১৪) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোনো ব্যক্তি এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সমিতি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা সংবিধিবদ্ধ বা অন্য কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **"সংরক্ষণ"** অর্থ পানি সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি, অপচয় ও ক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সুরক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **"সুরক্ষা"** অর্থ হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা; এবং

(১৭) **"হাওর"** অর্থ দুইটি ভিন্ন নদীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কড়াই আকৃতির বৃহদাকার কোনো নিম্নভূমি।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর" এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(২) অধিদপ্তর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হইবে।

৫। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থাকিবে ঢাকায় এবং অধিদপ্তর, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, হাওর ও জলাভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **মহাপরিচালক।**—(১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি উহার প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৭। **অধিদপ্তরের কার্যাবলি।**—(১) অধিদপ্তর, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, উহার অধিক্ষেত্রাধীন হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় লিখিত আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) অধিদপ্তর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) হাওর ও জলাভূমির তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(খ) বিদ্যমান নীতি, পরিকল্পনা, কৌশলপত্র এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহিত পরামর্শক্রমে হাওর ও জলাভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্র প্রস্তুতকরণ;

(গ) হাওর ও জলাভূমির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারি;

(ঘ) হাওর ও জলাভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঙ) হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিমিত্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(চ) হাওর ও জলাভূমির পানি প্রবাহ নির্বিঘ্ন রাখা ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই খনন এবং কান্দা সংরক্ষণ;

(ছ) হাওর ও জলাভূমি এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান;

(জ) হাওর ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের বেইজলাইন নির্ণয়, ডাটাবেজ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাওর ও জলাভূমির পলি ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) হাওর ও জলাভূমি এলাকায় পরিযায়ী প্রজাতির পাখিসহ বিভিন্ন প্রকার বিপন্ন প্রাণীর আবাসস্থলের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের সহিত সমন্বয়সাধন;

(ট) হাওর ও জলাভূমির জলাবন (swamp forest) এবং কান্দার বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ;

(ঠ) হাওর ও জলাভূমির সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত অন্যান্য সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ সংরক্ষণ, পর্যটন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশবান্ধব পর্যটনের নির্দেশিকা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

(ড) হাওরের কৃষি জমিতে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ঢ) হাওর ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের হুমকি বলিয়া বিবেচিত কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ;

(ণ) হাওর ও জলাভূমি রক্ষায় যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও আদেশ প্রদান;

(ত) হাওর ও জলাভূমি এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও অভিযোজন ক্ষমতা (climate resilience and adaptability) বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(থ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বা সরকার কর্তৃক অধিদপ্তরের উপর অর্পিত অন্য যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ব্যাখ্যা।—উপ-ধারা (২) এর দফা (ঝ)-তে উল্লিখিত "পলি" বলিতে শিলা, মাটি বা জৈব কণিকামূলক পদার্থকে বুঝাইবে, যাহা প্রাকৃতিক, ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং পানি, বায়ু, বরফ, মাধ্যাকর্ষণ বা জীবজগতের মাধ্যমে পরিবাহিত হইয়া হাওর বা জলাভূমিতে তলানি আকারে জমা হয়।

৮। হাওর ও জলাভূমির তালিকা প্রণয়ন, ইত্যাদি।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলা প্রশাসক কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকার ভিত্তিতে, হাওর ও জলাভূমির তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে, সময় সময়, উক্ত তালিকা সংশোধন বা হালনাগাদ করিবে।

৯। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।—(১) অধিদপ্তর, সরকারের বিদ্যমান নীতি, পরিকল্পনা, কৌশলপত্র ইত্যাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হাওর ও জলাভূমির সুরক্ষা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাওর ও জলাভূমি নির্ভর জনগোষ্ঠী ও অংশীজনের মতামত গ্রহণ এবং উহা চূড়ান্তকরণের পূর্বে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জনমত যাচাই করিতে হইবে।

১০। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় ও সহায়তা গ্রহণ।—(১) এই আইনের অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, কোনো কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) অধিদপ্তর, এই আইনের অধীনে উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকসহ পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে।

(৩) অধিদপ্তর, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিবে।

১১। সুরক্ষা আদেশ জারি।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, মানবসৃষ্ট কারণে কোনো হাওর বা জলাভূমির জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র, অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহা হইলে, সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা অন্যান্যদের মতামত গ্রহণপূর্বক, উক্ত হাওর বা জলাভূমি বা উহার কোনো অংশবিশেষ রক্ষার্থে, সুরক্ষা আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো সুরক্ষা আদেশ জারি করা হইলে উক্ত আদেশে, সংশ্লিষ্ট এলাকার 'ভূমির তফসিল ও সীমানা' উল্লেখপূর্বক, প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত সুরক্ষা আদেশে আরোপিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

১২। সংরক্ষিত হাওর ও জলাভূমি ঘোষণা।—(১) সরকার, কোনো হাওর বা জলাভূমি সুরক্ষাকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা অন্যান্যদের মতামত গ্রহণপূর্বক, উক্ত হাওর বা জলাভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, কোনো হাওর বা জলাভূমিকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণার ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত এলাকার সীমানা এবং সংরক্ষিত এলাকায় কোন্ কোন্ কাজ করা যাইবে এবং করা যাইবে না, সংশ্লিষ্ট ঘোষণার দ্বারা, তৎসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর, উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকার পানির প্রবাহ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর স্থাপনা, অবকাঠামো ও কার্যাদি চিহ্নিত করিয়া তাহা নিয়ন্ত্রণ, সংশোধন বা অপসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) অধিদপ্তর, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় করিয়া, উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

(৫) পরিযায়ী প্রজাতির পাখিসহ বিরল প্রজাতির কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী রক্ষায় কোনো হাওর ও জলাভূমি এলাকাকে অভয়ারণ্য বা মৎস্য অভয়াশ্রম এলাকা ঘোষণা করিবার যৌক্তিকতা থাকিলে অধিদপ্তর, ক্ষেত্রমত, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর বা মৎস্য অধিদপ্তরকে তাহা লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর বা সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে, উক্ত এলাকাকে অভয়ারণ্য বা মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করিয়া সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অভয়ারণ্য বা মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণার ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২; Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (Act No. XVIII of 1950) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর বা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীতব্য কোনো কার্যক্রম বারিত হইবে না।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন অভয়ারণ্য ও মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২; Protection and Conservation of Fish Act, 1950 এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ বর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত—

(ক) **"অভয়ারণ্য"** বলিতে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর ধারা ২(১) এ সংজ্ঞায়িত অভয়ারণ্যকে বুঝাইবে; এবং

(খ) **"মৎস্য অভয়াশ্রম"** বলিতে Protection and Conservation of Fish Act, 1950 এর section 2(7) এ সংজ্ঞায়িত Fish Sanctuary-কে বুঝাইবে।

১৩। হাওর ও জলাভূমি এলাকায় কতিপয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ।— (১) হাওর ও জলাভূমির সুরক্ষা ও সংরক্ষণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকিবে, যথা:—

ক) হাওর ও জলাভূমি হইতে এমনভাবে পানি উত্তোলন, আহরণ বা ব্যবহার, যাহার ফলে পানিধারক স্তরের নিরাপদ সীমা ব্যাহত হয় বা জলজ প্রাণীর আবাসস্থল বা জলজ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়;

(খ) হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার অবৈধ দখল , ভরাটকরণ, অননুমোদিত খনন, পরিবর্তন বা রূপান্তর;

(গ) হাওর ও জলাভূমির পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত হয় এইরূপ অবকাঠামো নির্মাণ বা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) হাওর ও জলাভূমির পানি, মাটি ও পরিবেশ দূষিত হয় এইরূপ কার্যক্রম;

(ঙ) হাওর ও জলাভূমি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার মাটি, বালু, পাথর বা যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ;

(চ) হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দা এলাকায় পরিযায়ী প্রজাপতির পাখি বা সংরক্ষিত জলজ প্রাণী শিকার বা আহরণ, হাওরের জলাবন বা কান্দার বন বিনষ্টকরণ অথবা পশু-পাখির আবাসস্থল ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করা;

(ছ) হাওর ও জলাভূমি এলাকায় নিষিদ্ধ জাল, বৈদ্যুতিক শক, বিষটোপ বা বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ; এবং

(জ) মাছ অথবা জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে আহরণ, যাহার ফলে মাছ বা জলজ প্রাণীর প্রজনন বা উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

(২) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষিত হাওর ও জলাভূমি এলাকায় উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত বিধিনিষেধ এই ধারার অধীন নিষিদ্ধ কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্যক্রম এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা তফসিল অনুসারে দন্ডনীয় হইবে।

১৪। **উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ, ইত্যাদি।**—(১) হাওর বা জলাভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) হাওর ও জলাভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে অধিদপ্তরের মতামত যাচনা করা হইলে, অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত যাচাই-বাছাই ও প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করিবে।

(৩) অধিদপ্তর কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত মতামতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিনা;

(খ) পানির স্বাভাাবিক প্রবাহে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি হইবে কিনা;

(গ) জনসাধারণের হাওর বা জলাভূমি কেন্দ্রিক জীবিকা অর্জনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়িবে কিনা; এবং

(ঘ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থাপিত কোনো অবকাঠামোর কোনো ক্ষতি হইবে কিনা।

(৪) কোনো সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক হাওর বা জলাভূমির সীমানার মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মতামত গ্রহণ করিতে হইবে এবং মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান অনুসরণ করিবে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সংস্কার, মেরামত ও পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এর কোনো বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুমোদন এবং ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। **হাওর ও জলাভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) মহাপরিচালকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হাওর ও জলাভূমির প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে, মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারি মামলা অথবা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, কারিগরি কমিটি অথবা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

১৬। **কমিটি গঠন।**—সরকার ও অধিদপ্তর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৭। **ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) সরকার, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন উহার যে কোনো ক্ষমতা লিখিতভাবে মহাপরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন তাহার যে কোনো ক্ষমতা লিখিতভাবে উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৮। **অধিদপ্তরের কর্মচারী।**—(১) সরকার, অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অধিদপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। **তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা তফসিল অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

২০। **অপরাধ ও দন্ড।**—(১) এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তফসিলে বর্ণিত দন্ড আরোপণীয় হইবে।

(২) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দন্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দন্ড ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

২১। **অপরাধের সহায়তাকারী, ইত্যাদি।**—এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করা বা প্ররোচণা প্রদান করা বা হুকুম প্রদান করা বা প্রলুব্ধ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট সহায়তাকারী বা প্ররোচণা প্রদানকারী বা হুকুম প্রদানকারী বা প্রলুব্ধকারী মূল অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একই অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন, যাহা মূল অপরাধ সংঘটনকারীর ন্যায় একইভাবে দন্ডনীয় হইবে।

২২। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ।**—মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

২৩। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।**—এই আইনে ভিন্ন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—অধিদপ্তর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হাওর ও জলাভূমির পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নির্মিত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ।**—এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**— এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন বা দ্বারা—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা প্রদত্ত কোনো আদেশ এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত বা গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর—

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও দাবি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও জামানত, প্রকল্প, হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ড, দলিল, ভূমি ও দালান, যদি থাকে, যথাক্রমে, অধিদপ্তরের সম্পদ, অধিকার ও দাবি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও জামানত, প্রকল্প, হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ড, দলিল, ভূমি ও দালান হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যদি থাকে, যথাক্রমে, অধিদপ্তরের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা, যদি থাকে, অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) কর্মচারীগণ অধিদপ্তরের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে অধিদপ্তরের চাকরিতে নিয়োজিত এবং, ক্ষেত্রমত, বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সাবেক বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো কর্মচারী উক্ত অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ঘোষিত অধিদপ্তরের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিলে, কোনো চুক্তি বা চাকরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি অধিদপ্তরের নিয়মিত বা আত্মীকৃত কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং

(ঙ) কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২" রহিত, বা এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়োগ বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন, উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে।

তফসিল

[ধারা ২(৫) দ্রষ্টব্য]

(অপরাধ ও দণ্ড)

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট ধারা	আমলযোগ্যতা	জামিনযোগ্যতা	আপোষযোগ্যতা	আরোপণীয় দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	জারীকৃত লিখিত আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন [ধারা ৭(১)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
২।	জারীকৃত 'সুরক্ষা আদেশ' এ আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন [ধারা ১১(৩)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৩।	সংরক্ষিত ঘোষিত হাওর ও জলাভূমি এলাকায় আরোপিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন [ধারা ১২(২)]।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৪।	হাওর ও জলাভূমি হইতে এমনভাবে পানি উত্তোলন, আহরণ বা ব্যবহার, যাহার ফলে পানিধারক স্তরের নিরাপদ সীমা ব্যহত হয় বা জলজ প্রাণীর অবাসস্থল বা জলজ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় [ধারা ১৩(১)(ক)]।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৫।	হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার অবৈধ দখল, ভরাটকরণ, অননুমোদিত খনন, পরিবর্তন বা রূপান্তর [ধারা ১৩(১)(খ)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৬।	হাওর ও জলাভূমির পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত হয় এইরূপ অবকাঠামো নির্মাণ বা কার্যক্রম পরিচালনা [ধারা ১৩(১)(গ)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৭।	হাওর ও জলাভূমির পানি, মাটি ও পরিবেশ দূষিত হয় এইরূপ কার্যক্রম [ধারা ১৩(১)(ঘ)]।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট ধারা	আমলযোগ্যতা	জামিনযোগ্যতা	আপোষযোগ্যতা	আরোপণীয় দণ্ড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৮।	হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের সহিত সম্পৃক্ত কোনো সরকারি দপ্তর, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত হাওর ও জলাভূমি এবং কান্দার মাটি, বালু, পাথর, বা যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন বা আহরণ [ধারা ১৩(১)(ঙ)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
৯।	হাওর ও জলাভূমি এলাকায় পরিযায়ী প্রজাতির পাখি বা সংরক্ষিত জলজ প্রাণী শিকার বা আহরণ, হাওরের জলাবন বা কান্দার বন বিনষ্টকরণ অথবা পশু-পাখির আবাসস্থল ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করা [ধারা ১৩(১)(চ)]।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
১০।	হাওর ও জলাভূমি এলাকায় নিষিদ্ধ জাল, বৈদ্যুতিক শক, বিষটোপ বা বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ [ধারা ১৩(১)(ছ)]।	আমলযোগ্য	অ-জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।
১১।	মাছ অথবা জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে আহরণ, যাহার ফলে মাছ বা জলজ প্রাণীর প্রজনন বা উৎপাদন বিঘ্নিত হয় [ধারা ১৩(১)(জ)]।	অ-আমলযোগ্য	জামিনযোগ্য	অ-আপোষযোগ্য	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ড।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৫৬ নং আইন

বনভূমির ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বনভূমির দখল প্রতিরোধ, বন ও বনভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, বনভূমির পরিমাণ হ্রাস রোধকল্পে এবং বৃক্ষ সংরক্ষণে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৮ক অনুচ্ছেদে বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় দেশের বনাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে; এবং

যেহেতু বৃক্ষের অনিয়ন্ত্রিত কর্তন ও অপসারণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিষ্ঠিত বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বিনষ্ট করিতে সক্ষম; এবং

যেহেতু রক্ষিত এলাকা ও গণপরিসরে বৃক্ষ সংরক্ষণ করা এবং প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষসহ অন্যান্য বৃক্ষ কর্তন ও অপসারণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু বিপদাপন্ন বৃক্ষের ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি; এবং

যেহেতু বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালার অতিরিক্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "**অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন (Unclassed State Forest)**" অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) সরকারি অথবা বন্দোবস্তকৃত এইরূপ বনভূমি, যাহা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বন (Reserved Forest), রক্ষিত বন (Protected Forest), অর্জিত বন (Acquired Forest), অর্পিত বন (Vested Forest) বা অন্য কোনো বন হিসাবে গেজেটভুক্ত নহে;

(২) **"আগ্রাসী প্রজাতি (Invasive Species)"** অর্থ এইরূপ প্রাণী বা উদ্ভিদ বা অন্যান্য জীব যাহা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের প্রাকৃতিক পরিসরের বাহিরে প্রবর্তন করিবার কারণে স্থানীয় জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র বা বাস্তুতান্ত্রিক সেবার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে;

(৩) **"গণপরিসর (Public Place)"** অর্থ উদ্যান, পার্ক, মাঠ, জলাশয়ের পাড়, সড়কের পাশ ও বিভাজিকা, ফুটপাতসহ জনসাধারণের ব্যবহার্য অন্যান্য উন্মুক্ত স্থান;

(৪) **"জলাভূমি"** অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জলাভূমি এবং ভাটার সময় সমুদ্রের পানির গভীরতা ৬ মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে এইরূপ উপকূলীয় জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) **"জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)"** অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (Species Diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (Genetic Diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (Ecosystem Diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"বন"** অর্থ সরকার সময় সময় যে সকল ভূমি বা এলাকাকে বন হিসাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছে, যে ভূমি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বন হিসাবে ব্যবস্থাপনার জন্য অধিগ্রহণ, হস্তান্তর বা ন্যস্ত করিয়াছে বা যে ভূমি বন হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে এবং উপকূলীয় চরাঞ্চলের বনভূমি, প্রাকৃতিক বন, সৃজিত বন ও জলাভূমির বন (Swamp Forest) এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) **"বনজ সম্পদ"** অর্থ বনভূমি, বনের জীববৈচিত্র্য বা বন হইতে উৎপাদিত বনজদ্রব্য ও উৎপন্ন সেবাসমূহ;

(৮) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) **"বনভূমি"** অর্থ বৃক্ষাচ্ছাদন থাকুক বা না থাকুক, দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত বন বা বন হিসাবে রেকর্ডকৃত বা গেজেটকৃত ভূমি;

(১০) **"বিপদাপন্ন প্রজাতি (Threatened Species)"** অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা IUCN Red List এ মহাবিপন্ন (Critically Endangered; CR), বিপন্ন (Endangered; EN) বা সংকটাপন্ন (Vulnerable; VU) হিসাবে বিবেচিত এবং যাহা বিলুপ্ত হইবার হুমকির সম্মুখীন;

(১১) **"বৃক্ষ"** অর্থ চতুর্থ অধ্যায়ে সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত বৃক্ষের তালিকা;

(১২) **"ব্যক্তি"** অর্থ প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এবং ইহাতে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, কর্পোরেশন, ফার্ম, সমিতি, সংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) **"বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তা (Tree Conservation Officer)"** অর্থ এই আইনের অধীন ক্ষমতায়িত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা;

(১৪) **"রক্ষিত বন (Protected Forest)"** অর্থ Forest Act, 1927 এর ধারা ২৯ অনুযায়ী ঘোষিত রক্ষিত বন;

(১৫) **"সংরক্ষণ"** অর্থ বনভূমি, বন ও বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ ও বৃক্ষের সুরক্ষা ও উন্নয়ন;

(১৬) **"সংরক্ষিত বন (Reserved Forest)"** অর্থ Forest Act, 1927 এর ধারা ২০ এ ঘোষিত সংরক্ষিত বন, Assam Forest Regulation, 1891 অনুযায়ী ঘোষিত সুনির্দিষ্ট ভূমি; Attia Forest (Protection) Ordinance, 1982 এর তফসিলভুক্ত ও অবমুক্ত নহে এইরূপ সংরক্ষিত বন এবং ইহার অনুবৃত্তিক্রমে প্রণীত আইনসমূহে ঘোষিত সংরক্ষিত বন;

(১৭) **"ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন (Compensatory Afforestation)"** অর্থ এই আইনের বিধান সাপেক্ষে জাতীয় অপরিহার্য প্রয়োজনে, বনভূমির ভিন্ন বনবিরুদ্ধ বা বনবর্হিভূত ব্যবহারে অনুমতি প্রদান করা হইলে তাহার বিপরীতে বিকল্প বা পরিপূরক বাস্তুসংস্থান গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে বনভূমির বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন সৃজনের প্রক্রিয়া।

৩। **অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা।**—এই আইন বন, বনভূমি, বনের বাস্তুসংস্থান, বনজ সম্পদ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে Forest Act, 1927 এবং বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ এর পরিপূরক ও অতিরিক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪। **বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণে সাধারণ করণীয়।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার—

(ক) ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বনভূমি, বন ও বনের বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে;

(খ) দফা (ক) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অবক্ষয়িত বন ফিরাইয়া আনিতে, বন ও বনভূমি সুরক্ষা করিতে ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এবং বন, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করিবে, প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবে;

ব্যাখ্যা।—"**অবক্ষয়িত বন**" বলিতে বৃক্ষাচ্ছাদন শূন্য ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হারানো বনভূমিকে বুঝাইবে;

(গ) বন, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশের অন্যান্য আইন ও সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করিবে;

(ঘ) বনভূমি রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়, অনুশাসন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে;

(ঙ) বৃক্ষরোপণে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও পুরস্কার প্রদান করিবে; এবং

(চ) বন ও বনের বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা সাপেক্ষে Forest Act, 1927 এর বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন অধিকার, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষিত রাখিতে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫। **বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে, যথা:—

(ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বনের সীমানা নির্ধারণ, বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem), বনজসম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

(খ) অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার, বন ও বনভূমি সুরক্ষা এবং সম্প্রসারণ এবং বিপদাপন্ন বৃক্ষের সংরক্ষণের লক্ষ্যে অংশীজনকে সম্পৃক্ত করিয়া, সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা;

(গ) বন ও বনের বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা সাপেক্ষে Forest Act, 1927 এর বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন অধিকার, ঐতিহ্যগত ও প্রথাগত অধিকার সুরক্ষিত রাখা;

(ঘ) বনভূমির দখল প্রতিরোধ ও অবৈধ দখল উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বন ও বনভূমির সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে প্রচলিত পদ্ধতির সহিত প্রযুক্তি নির্ভর মনিটরিং কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(চ) বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ; এবং

(ছ) বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি নিশ্চিত করিবে, যথা:—

(ক) বন, বনভূমি, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বনায়নের কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করিবে ও তাহাদের প্রথাগত জ্ঞান চর্চাকে গুরুত্ব প্রদান করিবে;

(খ) বন অধিকার ও প্রথাগত ব্যবহারের তালিকা সংরক্ষণ ও যথাযথ পদ্ধতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(গ) সকল বনায়নে স্থানীয় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও আগ্রাসী প্রজাতি পরিহার ও অপসারণ নিশ্চিত করিবে;

(ঘ) বিপদাপন্ন বৃক্ষের তালিকা হালনাগাদ করিবে;

(ঙ) মহাসড়ক, সড়ক, রেলপথ, গণপরিসর, বাঁধ, জেগে উঠা চরসহ নদী-তীরবর্তী প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে;

(চ) বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে;

(ছ) উদ্ভিদ উদ্যান স্থাপন ও সংরক্ষণ, বৃক্ষমেলা আয়োজন ও নার্সারি পরিচালনা করিবে;

(জ) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া আগ্রাসী প্রজাতি চিহ্নিতকরণ ও নির্মূলীকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ঝ) বিদেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণি আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিবে;

(ঞ) প্রাকৃতিক বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমি এবং অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনে (Unclassed State Forest) মনোকালচার, হর্টিকালচার ও বাণিজ্যিক চাষাবাদ নিয়ন্ত্রণ করিবে;

(ট) আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া, সময় সময়, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির লাল তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদ করিবে;

(ঠ) বন, বনের বাস্তুতন্ত্র, বনজসম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশের অন্যান্য আইন ও সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করিবে;

(ড) বন, বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বনভূমি ব্যবস্থাপনা

৬। **বনভূমির জরিপ ও রেকর্ড।**—(১) বৃক্ষাচ্ছাদন থাকুক বা না-ই থাকুক, গেজেট দ্বারা ঘোষিত বনভূমি বন বিভাগের নামে রেকর্ড নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) রক্ষিত ও অর্জিত বনভূমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভুক্ত হইবে ও বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় থাকিবে, এবং বন বিভাগের ব্যবস্থাপনাধীন রক্ষিত, অর্পিত, অর্জিত বনভূমি বন্দোবস্তি প্রদান করা যাইবে না।

(৩) কোনো বনভূমি বিধি মোতাবেক অবমুক্ত হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) ও (২) প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) এই আইন কার্যকর হইবার পর বন অধিদপ্তর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনভূমির জরিপ ও বনভূমির সীমানা চিহ্নিত করিতে এবং রেকর্ড হালনাগাদ করিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৫) যে সকল দাগে বন বিভাগের আংশিক ভূমি রহিয়াছে, সেই সকল দাগ এবং বনভূমির দাগ সংলগ্ন খাস ভূমি বন্দোবস্তের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগকে অবহিত করিয়া যৌথ জরিপের মাধ্যমে বনভূমি ও খাস ভূমির সীমানা চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৬) বনের অখণ্ডতা রক্ষার্থে সরকার বনের অভ্যন্তরে বিদ্যমান খাস ভূমি বন বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি বন বিভাগের অনুকূলে অধিগ্রহণপূর্বক বন ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে ভূমিসহ অন্যান্য ঐতিহ্যগত ও প্রথাগতভাবে ভোগকৃত বন অধিকার নিষ্পত্তি সাপেক্ষে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭। **বনভূমি সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) কোনো প্রাকৃতিক বন বনবিরুদ্ধ বা বনবর্হিভূত কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না, তবে অন্যান্য বনভূমির ক্ষেত্রে শুধু অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে এবং অন্য কোনো বিকল্প না থাকিলে নিরপেক্ষ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, ক্ষতিপূরণমূলক বনায়ন, বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি, বিপদাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর ঝুঁকি বিবেচনা করিয়া মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার বনভূমির বনবর্হিভূত ব্যবহার (Non-Forest Use) অনুমোদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের ক্ষেত্রে বিকল্প বা পরিপূরক বাস্তুসংস্থানের পরিকল্পনা বন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং ইহার বাস্তবায়ন বন অধিদপ্তর তদারকি করিবে; এবং একইসঙ্গে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিপরীতে প্রদেয় অর্থ বন অধিদপ্তর কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য সরকার নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

(৩) ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিপরীতে আদায়যোগ্য অর্থ বন অধিদপ্তর পরিচালিত একটি নির্দিষ্ট তহবিলে জমা হইবে, যাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বনায়নের কার্যে ব্যবহৃত হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

৮। **বনভূমি শর্তসাপেক্ষে বিনিময়।**—(১) কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমির অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নভাবে এক একরের নিম্নে কোনো বনভূমি থাকিলে অপরিহার্যতা ও জনস্বার্থ বিবেচনায় এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের অনুমোদনক্রমে বিনিময়ের অনুমতি প্রদান করা যাইবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্ত বনভূমির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বন সংলগ্ন বনায়ন উপযোগী দ্বিগুণ নিষ্কণ্টক ভূমি উক্ত সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন বিভাগকে হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হস্তান্তরিত ভূমি সরকার সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে ঘোষণা করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃক্ষ ব্যবস্থাপনা

৯। **বৃক্ষ সংরক্ষণ ও কর্তনের বিধিবিধান।**—(১) বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ধারা Forest Act, 1927 এর ধারা ৪ ও ৬ এর অধীন গেজেটভুক্ত বন, অশ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন, সামাজিক বন, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণপরিসরের বৃক্ষ কর্তন ও অপসারণ করা যাইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রধান বন সংরক্ষক বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন।

(৩) গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত কর্তন নিষিদ্ধ বৃক্ষের তালিকায় বর্ণিত অথবা বন অধিদপ্তর কর্তৃক, সময় সময়, রক্ষিত বিপদাপন্ন ঘোষিত কোনো বৃক্ষ কর্তন করা যাইবে না।

(৪) গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষের তালিকায় থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির বৃক্ষসমূহ উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তন করা যাইবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষের তালিকায় উল্লিখিত বৃক্ষ কর্তন করিতে চাহিলে তিনি সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর বৃক্ষের প্রজাতি, সংখ্যা, আনুমানিক উচ্চতা, বুক সমান উচ্চতায় বেড় (Girth at Breast Height-GBH), কর্তনের কারণ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ফরম 'ক' পূরণ করিয়া আবেদন করিবেন, এবং বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তা ফরেস্টারের নিম্নে নহেন এইরূপ কোনো কর্মকর্তা দ্বারা আবেদন যাচাই-বাছাই ও বৃক্ষ পরিদর্শনের পর আবেদনের বিষয়ে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লিখিত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌজা রিজার্ভে (VCF) বৃক্ষ কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১), (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 এর অধীন প্রণীত Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts,1900 এর Rule 41A প্রযোজ্য হইবে।

(৭) বৃক্ষ কর্তনের আবেদন মঞ্জুর করা হইলে বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তা নিশ্চিত করিবেন যে, কর্তিত বৃক্ষের বিপরীতে আবেদনকারী একই এলাকায় নির্দিষ্ট প্রজাতি ও সংখ্যার বৃক্ষরোপণ করিয়াছেন।

(৮) বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বন অধিদপ্তরের নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী বন সংরক্ষকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন যাহা ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৯) এই ধারার কোনো বিধান বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন বনভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(১০) কর্তন নিষিদ্ধ বৃক্ষ এবং অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষের তালিকায় উল্লিখিত বৃক্ষ ব্যতীত অন্যান্য সকল বাণিজ্যিক প্রজাতির বৃক্ষ বা গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক ব্যবহৃত বৃক্ষ কর্তনের ক্ষেত্রে বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

(১১) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিমালিকানাধীন বৃক্ষ কর্তন ও অপসারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষ সংরক্ষণ কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে না, যথা:—

(ক) রোগাক্রান্ত বা মৃত বৃক্ষ;

(খ) ঝড়ে পড়া বৃক্ষ;

(গ) সড়ক যোগাযোগে বাধাসৃষ্টিকারী বৃক্ষ;

(ঘ) বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড, ভারি বৃষ্টিপাত বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বৃক্ষ; এবং

(ঙ) জননিরাপত্তা অর্থাৎ জীবন বা সম্পদের জন্য হুমকিস্বরূপ বৃক্ষ।

(১২) উপ-ধারা (৪) ও (৯) এর অধীন কর্তনকৃত বৃক্ষ অপসারণ বা পরিবহনের ক্ষেত্রে Forest Act, 1927 এর ধারা ৪১ এর অধীন প্রণীত বনজদ্রব্য পরিবহন বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) বিভিন্ন শ্রেণির ভূমির বৃক্ষ কর্তন, অপসারণ ও পরিবহন Chittagong Hill Tracts Forest Transit Rules, 1973 অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(১৩) বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পেরেক বা কোনো ধাতব বস্তুর মাধ্যমে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১৪) বন অধিদপ্তর বৃক্ষ সংরক্ষণ ও কর্তন সংক্রান্ত এই আইনের বিধি-বিধানের ব্যাপক প্রচারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১৫) এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্তন নিষিদ্ধ বৃক্ষ এবং অনুমতি সাপেক্ষে কর্তনযোগ্য বৃক্ষের তালিকা প্রকাশ করিবে এবং, সময় সময়, প্রয়োজনে, তালিকা হালনাগাদ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

১০। **দণ্ড।**—(১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য আদালত অপরাধীকে সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিষয়টিও আদালত বিবেচনা করিতে পারিবে।

(২) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য আদালত অপরাধীকে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে অতিরিক্ত দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণমূলক বনায়নের বিষয়টিও বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১৩) এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য আদালত অপরাধী ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফরেস্টার বা বিট অফিসার বা সমমানের পদের নিম্নে নহেন, এইরূপ কোনো ফরেস্ট অফিসার মামলা দায়ের, অপরাধ তদন্ত এবং উক্তরূপ তদন্তে সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন, অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে অপরাধ সংঘটনের স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা জব্দ বা নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং যে কোনো আদালতে বিচারাধীন মামলায় বন অধিদপ্তরের পক্ষে উপস্থিত হইয়া মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

১১। **কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

১২। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।**—এই আইন ও Forest Act, 1927 প্রয়োগ বা উহাদের অধীন কার্য সম্পাদনের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**—ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (১৩) এবং ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৪) লঙ্ঘনের জন্য সংঘটিত অপরাধ আমল-অযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

১৪। **Code of Criminal Procedure, 1898 এর প্রয়োগ।**—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

১৫। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে উক্তরূপ স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সালের ০৮ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

"ফরম -ক"

[ধারা ৯(৫) দ্রষ্টব্য]

অনুমতি সাপেক্ষে বৃক্ষ কর্তনের আবেদন

১। (ক) আবেদনকারীর নাম :
(খ) পিতা/স্বামীর নাম :
(গ) মাতার নাম :
(ঘ) জন্ম তারিখ :
(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নং :
(চ) পেশা :
(ছ) জাতীয়তা :
(জ) মোবাইল নম্বর :

২। পূর্ণ ঠিকানা
(ক) স্থায়ী ঠিকানা :
(খ) বর্তমান ঠিকানা :

৩। যে স্থান হইতে গাছ কর্তন করা হইবে:
(ক) জেলার নাম :
(খ) উপজেলা/ থানার নাম :
(গ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম :
(ঘ) গ্রামের নাম :
(ঙ) রাস্তার নাম :
(চ) মৌজার নাম :
(ছ) খতিয়ান নং :
(জ) দাগ নং :

৪। বৃক্ষ কর্তনের কারণ:

৫। বৃক্ষের বিবরণ:

ক্র. নং	প্রজাতি	সংখ্যা	আনুমানিক বয়স	উচ্চতা	বুক সমান উচ্চতায় (১.৩ মিটার) বেড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

"ফরম -ক"

[ধারা ৯(৫) দ্রষ্টব্য]

অনুমতি সাপেক্ষে বৃক্ষ কর্তনের আবেদন

১। (ক) আবেদনকারীর নাম :
(খ) পিতা/স্বামীর নাম :
(গ) মাতার নাম :
(ঘ) জন্ম তারিখ :
(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নং :
(চ) পেশা :
(ছ) জাতীয়তা :
(জ) মোবাইল নম্বর :

২। পূর্ণ ঠিকানা
(ক) স্থায়ী ঠিকানা :
(খ) বর্তমান ঠিকানা :

৩। যে স্থান হইতে গাছ কর্তন করা হইবে:
(ক) জেলার নাম :
(খ) উপজেলা/ থানার নাম :
(গ) ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম :
(ঘ) গ্রামের নাম :
(ঙ) রাস্তার নাম :
(চ) মৌজার নাম :
(ছ) খতিয়ান নং :
(জ) দাগ নং :

৪। বৃক্ষ কর্তনের কারণ:

৫। বৃক্ষের বিবরণ:

ক্র. নং	প্রজাতি	সংখ্যা	আনুমানিক বয়স	উচ্চতা	বুক সমান উচ্চতায় (১.৩ মিটার) বেড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৮৬ নং আইন

বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র কর্তৃক জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে ; এবং

যেহেতু বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং বন্যপ্রাণীর সার্বিক কল্যাণের নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৭ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অন্যান্য এলাকা ভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM-Other Effective Area-based Conservation Measures)"** অর্থ রক্ষিত এলাকার বাহিরে ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) অনুসারে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত (recognized) কোনো এলাকা যাহা একটি সুনির্দিষ্ট পরিচালনা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার আওতায় এমনভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং যাহা দীর্ঘমেয়াদি স্বস্থানিক (in-situ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে সমৃদ্ধ ও টেকসই করে, বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সেবা অব্যাহত রাখে এবং স্থানীয়, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রাখে ;

(২) **"অভয়ারণ্য"** অর্থ মুখ্যত বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-উদ্ভিদ, মাটি ও পানি সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপনা করা হয় এইরূপ এলাকা যাহা ধারা ১৮ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত ;

(৩) "**অসম্পূর্ণ ট্রফি**" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বা উহার অংশ বিশেষ যাহা পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করা হয় নাই এবং বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে ;

(৪) "**আবদ্ধ প্রাণী**" অর্থ আবদ্ধ বা আটক অথবা উক্তরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী প্রাণী ;

(৫) "**আবাসস্থল**" অর্থ জলজ, স্থলজ ও ভূ-উপরিস্থ এমন কোনো স্থান যাহা বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক বাসস্থান এবং যাহা বন্যপ্রাণীর বিচরণ, প্রজনন ও খাদ্য সংস্থান ক্ষেত্র ;

(৬) "**ইকোট্যুরিজম বা প্রকৃতি পর্যটন**" অর্থ প্রকৃতির কোনো ক্ষতিসাধন না করিয়া প্রকৃতিতে ভ্রমণ যাহার মাধ্যমে কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকার পরিবেশগত সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও স্থানীয় জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হইয়া থাকে ;

(৭) "**ইকোপার্ক**" অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বাস্তুতান্ত্রিক **(ecological)** আবাসস্থল ও নয়নাভিরাম দৃশ্য সংবলিত এলাকা যেখানে পর্যটকদের প্রকৃতি উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং যাহা ধারা ২১ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত ;

(৮) "**উদ্ভিদ উদ্যান**" অর্থ ধারা ২১ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত কোনো এলাকা যেখানে শিক্ষা, গবেষণা, জিনপুল **(gene pool)** উৎস সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় ;

(৯) "**কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি** (Convention on Biological Diversity)" অর্থ পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য সংরক্ষণে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি **(১৯৯২)** যাহার মূল লক্ষ্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার এবং উহা হইতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

(১০) "**কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা** (Community Conservation Area)" অর্থ কোনো এলাকা যেখানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহা ধারা ২৩ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত ;

(১১) "**কর্মকর্তা**" অর্থ এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্য পালনের নিমিত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং **Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927)** এর **section 2** এর **clause (2)** এ সংজ্ঞায়িত বন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(১২) "**করিডোর** (corridor)" অর্থ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বা রক্ষিত এলাকার প্রান্ত সীমানায় অবস্থিত চলাচল পথ বা এলাকা যাহার মধ্য দিয়া বন্যপ্রাণী এক বনাঞ্চল বা এলাকা হইতে অন্য বনাঞ্চল বা এলাকায় যাতায়াত করিয়া থাকে এবং যাহা ধারা ২৪ এর অধীন করিডোর হিসাবে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত ;

(১৩) "**কোর জোন** (core zone)" অর্থ ধারা ২৪ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত রক্ষিত এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণীর নিরাপদ বংশবৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং পর্যটন সীমিত করিবার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয় ;

(১৪) "**কুঞ্জবন**"**অর্থ** কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় সামাজিক, ধর্মীয়, ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত মূল্য এবং বন্যপ্রাণীর আবাস রহিয়াছে এইরূপ বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মের সমাহার যাহা ধারা ১৬ এর অধীন কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষিত ;

(১৫) "**চিড়িয়াখানা**" অর্থ চিড়িয়াখানা আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩) সংজ্ঞায়িত চিড়িয়াখানা;

(১৬) "**জলাভূমি**" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জলাভূমি এবং ভাটার সময় সমুদ্রের পানির গভীরতা ৬ মিটার পর্যন্ত হইয়া থাকে এমন উপকূলীয় জোয়ারভাটা সমৃদ্ধ এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(১৭) "**জলাধার**" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত জলাধার ;

(১৮) "**জাতীয় উদ্যান**"অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর কোনো এলাকা যাহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা করা হয় ;

(১৯) ''**জীববৈচিত্র্য**'' অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা **(species diversity)**, কৌলিগত বিভিন্নতা **(genetic diversity)** ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও **(ecosystem diversity)** ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(২০) "**ট্রফি** (trophy)" অর্থ কোনো মৃত বা আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর সম্পূর্ণ বা উহার কোনো অংশ, যাহা পরিশোধন বা প্রক্রিয়াজাত করিয়া স্বাভাবিকভাবে রাখা হয়, যেমন—

(ক) চামড়া, পশমের মোটা চাদর, সম্পূর্ণ বা আংশিক মাউন্টিং বন্যপ্রাণী অথবা ট্যাক্সিডার্মি করা অংশ ; এবং

(খ) হরিণের শিং ও হাড়, কচ্ছপের শক্ত খোলস, শামুক ও ঝিনুকের খোল, হস্তীদন্ত, মৌচাক, পশম, পালক, নখ, দাঁত, খুর এবং ডিম ;

(২১) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল ;

(২২) "নমুনা" অর্থ-

(ক) জীবন্ত বা মৃত কোনো উদ্ভিদ বা বন্যপ্রাণী; বা

(খ) কোনো বন্যপ্রাণী বা সহজেই শনাক্তযোগ্য এমন প্রাণীর দেহাংশ বা উহা হইতে উৎপাদিত বস্তু; বা

(গ) তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য;

(২৩) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(২৪) "নিষ্ঠুর আচরণ" অর্থ বন্যপ্রাণীর প্রতি এমন কোনো ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাজনিত কার্য বা অবহেলা বোঝায়, যাহার ফলে বন্যপ্রাণীর অপ্রয়োজনীয় কষ্ট, আঘাত, অঙ্গহানি বা শারীরিক যন্ত্রণা কিংবা মৃত্যু ঘটে অথবা তাহাদের প্রাকৃতিক আচরণ, আবাসস্থল, প্রজনন ও জীবনধারা বিঘ্নিত হয়;

(২৫) "ন্যূনতম বিপদাপন্ন **(Least Concern; LC)** প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা সবচেয়ে কম বিপদগ্রস্ত, সহজেই দেখা যায় ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত;

(২৬) "পচনশীল বনজদ্রব্য" অর্থ মৃত বন্যপ্রাণী বা উহার অংশবিশেষ (হাড়, দাঁত, নখ ও শিং ব্যতীত), অপ্রক্রিয়াজাত কাঠ, বাঁশ, বেত, জ্বালানি কাঠ বা উহার অংশ বিশেষ বা উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন কোনো দ্রব্য সামগ্রী, যাহা প্রাকৃতিকভাবে পচনশীল;

(২৭) "পজেশন সার্টিফিকেট" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রদত্ত পজেশন সার্টিফিকেট;

(২৮) "পবিত্র বৃক্ষ" অর্থ কোনো ধর্ম ও গোত্রের জনগোষ্ঠীর নিকট ধর্মীয় পবিত্র উদ্ভিদ হিসাবে স্বীকৃত কোনো বৃক্ষ;

(২৯) "পরিযায়ী প্রজাতি" অর্থ ঐ সকল বন্যপ্রাণী যাহারা এক বা একাধিক দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করিয়া বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময় আসা-যাওয়া করিয়া থাকে;

(৩০) "প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "অতিরিক্ত প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "যুগ্মপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "উপপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন যথাক্রমে "প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "অতিরিক্ত প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", "যুগ্মপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন", উপপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন" ও "বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন" হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(৩১) "প্রায়-বিপদাপন্ন **(Near Threatened; NT)** প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা নিকট ভবিষ্যতে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িবার ঝুঁকিতে রহিয়াছে;

(৩২) "বনজদ্রব্য" অর্থ **Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927)** এর **section 2** এর **clause (4)** এ সংজ্ঞায়িত বনজদ্রব্য;

(৩৩) "বন্যপ্রাণী" অর্থ বিভিন্ন প্রকার ও জাতের প্রাণী বা তাহাদের জীবনচক্রের যেকোনো পর্যায়সমূহ যাহাদের উৎস বন্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে;

(৩৪) "বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট ফান্ড" অর্থ ধারা ৯ অনুসারে গঠিত ট্রাস্ট ফান্ড;

(৩৫) "বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কেন্দ্র যেখানে দেশি বিলুপ্ত, বিপদাপন্ন, প্রায় বিপদাপন্ন, ন্যূনতম বিপদাপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী পুনর্বাসনের নিমিত্ত রাখিয়া বংশবৃদ্ধি করা হয়;

(৩৬) "বাফার জোন **(buffer zone)**" অর্থ কোর জোন ব্যতীত রক্ষিত এলাকার অবশিষ্ট অংশ যেখানে রক্ষিত এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যাহা ধারা ২৪ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত;

(৩৭) "বাস্তুতন্ত্র **(ecosystem)**" অর্থ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যস্থিত কার্যকর এলাকা বা ব্যবস্থা **(functional unit)** যাহা উক্ত এলাকার উদ্ভিদ, প্রাণী, ক্ষুদ্র অণুজীব এবং জড় বস্তুসমূহের আন্তঃসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল;

(৩৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩৯) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড;

(৪০) "বিদেশি প্রাণি" অর্থ দেশের বাহির হইতে আনা হইয়াছে এমন **CITES Appendix** ভুক্ত বা বহির্ভূত আবদ্ধ প্রাণি বা উহাদের বংশধর বা মিউট্যান্টসমূহ বা উহার অংশ বা ট্রফি;

(৪১) "বিপদাপন্ন (Threatened) প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহা IUCN Red List এ মহাবিপন্ন (Critically Endangered; CR), বিপন্ন (Endangered; EN) বা সংকটাপন্ন (Vulnerable; VU) হিসাবে বিবেচিত এবং যাহা বিলুপ্ত হইবার হুমকির সম্মুখীন;

(৪২) "বিপন্ন (Endangered; EN) প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহার কোনো একটি দেশে বা বৈশ্বিকভাবে প্রকৃতিতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(৪৩) "ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এবং ইহাতে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, কর্পোরেশন, ফার্ম, সমিতি, সংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৪) "ভারমিন (vermin)" অর্থ তফসিল ৩ এ উল্লিখিত কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক প্রাণী;

(৪৫) "মহাবিপন্ন (Critically Endangered; CR) প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহার কোনো একটি দেশে বা বৈশ্বিকভাবে প্রকৃতিতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সর্বোচ্চ ও স্পষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(৪৬) "রক্ষিত উদ্ভিদ (protected plants)" অর্থ তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো প্রজাতির উদ্ভিদ বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি;

(৪৭) "রক্ষিত এলাকা (protected area)"অর্থ ধারা ১৮ ও ২১ অনুসারে সরকার ঘোষিত সকল অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা;

(৪৮) "রক্ষিত বন্যপ্রাণী (protected animal)" অর্থ তফসিল ১(ক), তফসিল ১(খ), তফসিল ১(গ) ও তফসিল ২ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী;

(৪৯) "লাইসেন্স" অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৫০) "লালন-পালন যোগ্য বন্যপ্রাণী" অর্থ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় ঘোষিত বন্যপ্রাণী;

(৫১) "ল্যান্ডস্কেপ জোন (landscape zone)" অর্থ কোনো স্বীকৃত অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান ও ইকোপার্ক এর বাহিরে সরকারি বা বেসরকারি এলাকা, যাহা রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ও রক্ষিত এলাকার অবক্ষয় রোধে ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের সহিত মিল রাখিয়া ব্যবস্থাপনা করা হয় এবং যাহা ধারা ২৪ এর অধীন ল্যান্ডস্কেপ জোন হিসাবে ঘোষিত এলাকা;

(৫২) "শিকার" অর্থ—

(ক) কোনো বন্যপ্রাণীকে হত্যা করা, ধরা, বিষ প্রয়োগ করা বা অনুরূপ কোনো উদ্যোগ; বা

(খ) উপ-দফা (ক) এ বর্ণিত কোনো উদ্দেশ্যে বন্যপ্রাণীকে তাড়াইয়া নেওয়া; বা

(গ) কোনো বন্যপ্রাণীকে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং কোনো বন্যপ্রাণীর কোনো অংশ নেওয়া বা বন্য পাখির বা সরীসৃপের বাসা বা ডিম সংগ্রহ বা ধ্বংস করা;

(৫৩) "সহ-ব্যবস্থাপনা" অর্থ ধারা ২৫ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণে কোনো এলাকার বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা;

(৫৪) "সাইটিস (CITES)" অর্থ **Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;**

(৫৫) "সাফারি পার্ক"অর্থ ধারা ২১ অনুসারে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত এইরূপ বন এলাকা যেখানে দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর যথাসম্ভব প্রাকৃতিক ও উন্মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করিবার সুযোগ থাকিবে এবং যেখানে দর্শনার্থীদের বন্যপ্রাণী দর্শনের ব্যবস্থা থাকিবে;

(৫৬) "সিএমএস (CMS)" অর্থ **Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals;**

(৫৭) "স্মারক বৃক্ষ" অর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত মূল্য রহিয়াছে এইরূপ ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ বা পুরাতন বয়স্ক দেশীয় উদ্ভিদ বা শতবর্ষী বৃক্ষ;

(৫৮) "সংকটাপন্ন (Vulnerable; VU) প্রজাতি" অর্থ কোনো বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদের প্রজাতি যাহার কোনো একটি দেশে বা বৈশ্বিকভাবে প্রকৃতিতে বিপন্ন হইয়া পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে;

(৫৯) "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" অর্থ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী;

৩। আইনের প্রাধান্য।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বন্যপ্রাণীর কল্যাণ, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪। বন্যপ্রাণী রক্ষায় সাধারণ করণীয়।—(১) বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করিতে সরকার বন অধিদপ্তরের অধীন বন্যপ্রাণী উইং নামে একটি উইং প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) সরকার বন্যপ্রাণীর কল্যাণ ও সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) সরকার অনুমোদিত বা অনুসমর্থিত বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

(৪) সরকার বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করিবে এবং নিরীক্ষক নিয়োগ অনুমোদন করিবে।

(৫) সরকার এই **আইনের** উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং বোর্ড ও বন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৫। বন অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।—(১) এই আইন অনুযায়ী রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, কল্যাণ, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব বন অধিদপ্তরের উপর অর্পিত থাকিবে এবং বন অধিদপ্তরের পক্ষে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন ও অন্যান্য ওয়ার্ডেনগণ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে দেশের বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে এবং অবস্থান অনুযায়ী মহাবিপন্ন, বিপন্ন, সংকটাপন্ন ও প্রায়-বিপদাপন্ন বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা বিভিন্ন প্রকার বন্যপ্রাণীর ঝুঁকি হ্রাস, কল্যাণ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও করিডোর চিহ্নিত ও সুরক্ষিত রাখিবে, in-situ ও ex-situ সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) তফসিল ৪ এ বর্ণিত রক্ষিত উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ঘ) ধারা ১৬ অনুসারে ঘোষিত ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন সংরক্ষণে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে;

(ঙ) বন্যপ্রাণীর কল্যাণ, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ে, মানুষ-বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব নিরসনে ও সহাবস্থান নিশ্চিত করিতে, বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ রোধে এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা, ক্ষতিপূরণ প্রদান, আইনি প্রক্রিয়া, উদ্দীপনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(চ) লাইসেন্স এবং পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান ও বাতিল, নিবন্ধন সনদ ইস্যু ও বাতিল, লালন-পালনযোগ্য বন্যপ্রাণীর তালিকা প্রণয়ন, বন্যপ্রাণী লালন-পালন ও বন্যপ্রাণীর ক্যাপটিভ ব্রিডিং নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বন্যপ্রাণীর অবস্থা পরিবীক্ষণ করিবে;

(ছ) প্রকৃতি হইতে বিলুপ্ত বন্যপ্রাণীর প্রকৃতিতে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে এবং বিপদাপন্ন প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(জ) উদ্ধারকৃত ও আহত বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং বন্যপ্রাণীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ঝ) বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২নং আইন)-সহ বন্যপ্রাণীর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সকল আইন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে;

(ঞ) CITES সহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণ করিয়া ট্রফিসহ বন্যপ্রাণীর আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং পাচারকৃত বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করিবে;

(ট) যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত সাপেক্ষে উদ্ধারকৃত বন্যপ্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে নিজস্ব হেফাজতে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে;

(ঠ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইকোট্যুরিজম নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার স্বার্থে পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করিবে, সাফারি পার্ক ও ইকোপার্কসহ বন্যপ্রাণী পরিদর্শনের সুযোগ রহিয়াছে এইরূপ রক্ষিত এলাকায় সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে;

(ড) নির্দেশিকা অনুসরণ করিয়া বন্যপ্রাণীর কল্যাণ ও সুরক্ষায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তা গ্রহণ, ব্যক্তি অনুদান গ্রহণসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ঢ) বন্যপ্রাণী ও তাহাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থার সহিত যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ণ) সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন বা চুক্তির প্রতিপালন করিবে;

(ত) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উপদেষ্টা বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করিবে;

(থ) সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অডিটরের মাধ্যমে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে; এবং

(দ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

৬। বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড, ইত্যাদি।— (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন সভাপতি এবং জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও কল্যাণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও কল্যাণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কর্তৃক সরকারের নিকট উপস্থাপিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত এতদসম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(৩) উপদেষ্টা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপদেষ্টা বোর্ডের সভা বৎসরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৫) উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

৭। বৈজ্ঞানিক কমিটি।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অভিজ্ঞ বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিশারদগণের সমন্বয়ে অনধিক ৯ (নয়) সদস্য-বিশিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে কমিটির কার্যপরিধিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ গঠিত কমিটি একইসাথে CITES Scientific Authority হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

৮। দায়িত্ব অর্পণ।—(১) দেশের বন্যপ্রাণী, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর কল্যাণ, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন;

(খ) অতিরিক্ত প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন;

(গ) যুগ্মপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন;

(ঘ) উপপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন;

(ঙ) বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন।

(২) বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান বন সংরক্ষক, উপপ্রধান বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষকগণ এবং পরিচালক, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ যথাক্রমে অতিরিক্ত প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন, যুগ্মপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন, উপপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন ও বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন প্রয়োজনে এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাহার অধস্তন কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯। বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট ফান্ড (Wildlife Trust Fund)।—সরকার বন্যপ্রাণীর কল্যাণ, সংরক্ষণ, উদ্ধার, উদ্ধার পরবর্তী শুশ্রূষা নিশ্চিতকরণ, পুনর্বাসন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ-প্রজনন (conservation breeding), বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনসচেতনতা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিয়া বন্যপ্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান বিষয়ে কাজের নিমিত্ত বন্যপ্রাণী ট্রাস্ট ফান্ড (Wildlife Trust Fund) গঠন করিবে এবং ট্রাস্টটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো ও বিধি প্রণয়ন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষা

১০। বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা।—**(১) লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, পজেশন সার্টিফিকেট, পারমিট গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো বন্যপ্রাণী লালন-পালন, আবদ্ধ রাখা এবং বন্যপ্রাণী, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি দখলে রাখা, ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করিতে পারিবে না বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো উদ্ভিদের ক্ষতিসাধন, ধ্বংস, সংগ্রহ বা পরিবহন করিতে পারিবে না।**

(২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন বা হাট-বাজার বা অন্য কোনো মাধ্যমে বন্যপ্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) সকল বন্যপ্রাণী, বন্যপ্রাণীর দেহের অংশ, মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সরকারের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি বন্যপ্রাণীর প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করিলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

ব্যাখ্যা।— উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে—

> **"নিষ্ঠুর আচরণ" বলিতে বন্যপ্রাণীকে প্রহার, উত্ত্যক্ত করা, চোখ বাঁধিয়া রাখা, অপ্রয়োজনে আটক রাখা, ভীতি প্রদর্শন করা, পরিবহনের ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়া, মাত্রাতিরিক্ত ভার বহন করানো, বৈদ্যুতিক তারের বেষ্টনী দিয়া হত্যা করা, বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ ইত্যাদিকে বুঝাইবে।**

১১। বিপদাপন্ন (Threatened), প্রায়-বিপদাপন্ন (Near Threatened), ন্যূনতম বিপদাপন্ন (Least Concern) প্রজাতি নির্ধারণ।—বৈজ্ঞানিক উপাত্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিধান বা প্রথা অনুসরণপূর্বক, প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন, বৈজ্ঞানিক কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, তফসিল ১(ক),

তফসিল ১(খ), তফসিল ১(গ), তফসিল ২ ও তফসিল ৩ এ উল্লিখিত কোন কোন প্রজাতির বা উপ-প্রজাতির বন্যপ্রাণী বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোন কোন উদ্ভিদ বিপদাপন্ন, প্রায়-বিপদাপন্ন, ন্যূনতম বিপদাপন্ন তাহা নির্ধারণ করিবেন।

১২। বন্যপ্রাণী অপসারণ, ইত্যাদি।—(১) কোনো বন্যপ্রাণী—

(ক) মানুষের জীবনের প্রতি হুমকির কারণ হইলে, বা

(খ) দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা ছোঁয়াচে বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলে,

প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত বন্যপ্রাণী অপসারণ, কালিং (culling) বা ক্ষেত্রমত, পুনর্বাসনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিষয়টি উপদেষ্টা বোর্ড ও বৈজ্ঞানিক কমিটিতে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবেন।

(২) কোনো বিমানঘাঁটি বা বিমানবন্দরে উড়োজাহাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোনো বন্যপ্রাণীকে অপসারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। এয়ারগান, ইত্যাদি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।—বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের স্বার্থে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এয়ারগান, ইত্যাদি আমদানি, বিক্রয়, ব্যবহার বা বহনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় শুটিং ফেডারেশন কর্তৃক নিবন্ধিত শুটিং ক্লাব, বনাঞ্চল সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার প্রয়োজন উক্তরূপ নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

১৪। বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ।—উদ্ধারকৃত বা জব্দকৃত বা ধৃত বন্যপ্রাণীকে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ বন্যপ্রাণী দ্বারা রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকিলে বা উহার শুশ্রূষার প্রয়োজন হইলে আবদ্ধ রাখা যাইবে।

১৫। রক্ষিত উদ্ভিদ সংরক্ষণ।—তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদসমূহ রক্ষিত উদ্ভিদ হিসাবে বিবেচিত ও সংরক্ষিত হইবে এবং রক্ষিত উদ্ভিদসমূহ পুনরুদ্ধারে (restoration), উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাসে বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬। ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন ঘোষণা।—(১) বন অধিদপ্তর, যে কোনো ভূমিতে অবস্থিত প্রাচীন অথবা প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, ধর্মীয় বা স্মৃতিস্মারক মূল্য বহনকারী কোনো বৃক্ষ বা বৃক্ষরাজি যাহা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হিসাবে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাহা প্রাচীন বৃক্ষ, ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ বা ক্ষেত্রমত, সরকারের অনুমোদনক্রমে কুঞ্জবন হিসাবে ঘোষণা

করিতে পারিবে এবং এইরূপ ঘোষিত বৃক্ষ বা বৃক্ষরাজি প্রথাগত ব্যবহার, সাংস্কৃতিক অনুশাসন সাপেক্ষে সংরক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন বিষয়ক বিধিনিষেধ।—কোনো ব্যক্তি জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ এবং কুঞ্জবন কর্তন বা অপসারণ বা উহার ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

রক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা

১৮। **অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।—(১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উহার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবে।

(২) কোনো বন, বনের অংশ, সরকারি ভূমি, জলাধার, জলাভূমি বা যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণের নিমিত্ত সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা নির্ধারণপূর্বক অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ঘোষণার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের জন্য বন অধিদপ্তর ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত অভয়ারণ্যকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পাখি অভয়ারণ্য, হাতি অভয়ারণ্য, জলাধার বা জলাভূমি নির্ভর বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য অভয়ারণ্য, মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(৫) কোনো বনভূমি বা জলাভূমি বা জলাধার বা সামুদ্রিক বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যান হিসাবে ঘোষণা করা হইলে উক্ত এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী, যেমন- বনজীবী, বন নির্ভর জনগোষ্ঠী, জেলে, নৌকাচালকদের পেশাগত, প্রথাগত বা জীবন জীবিকার অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৯। অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে বাধা নিষেধ।—(১) কোনো ব্যক্তি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানে নিম্নবর্ণিত কার্য করিতে পারিবেন না, যথা:—

(ক) অননুমোদিত প্রবেশ;

(খ) চাষাবাদ;

(গ) কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা;

(ঘ) আগুন লাগিতে পারে এমন কোনো কাজ;

(ঙ) কোনো বন্যপ্রাণী শিকার, বন্যপ্রাণীকে উত্ত্যক্ত করা বা ভয় দেখানো কিংবা কোনো বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট বা বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, অন্য কোনো অস্ত্র বা দ্রব্য বা বিষ প্রয়োগ বা শিকার সংক্রান্ত উপকরণ ব্যবহার;

(চ) কোনো বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ;

(ছ) বিদেশি (exotic), এলিয়েন (alien) ও আগ্রাসী (invasive) প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ প্রবেশ;

(জ) কোনো গৃহপালিত পশু প্রবেশ করানো বা কোনো গৃহপালিত পশুকে নিরুদ্দিষ্ট রাখা;

(ঝ) বন্যপ্রাণীর জন্য ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করা;

(ঞ) ময়লা, আবর্জনা, যে কোনো খনিজ পদার্থ, বর্জ্য (পচনশীল বা অপচনশীল) ডাম্পিং বা স্তূপ করা;

(ট) কোনো খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করা;

(ঠ) উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সিলভিকালচারাল অপারেশন ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ কর্তন করা;

(ড) বনভোজন;

(ঢ) জলাভূমি বা জলাধার বা সামুদ্রিক এলাকার বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য কোনো ক্ষতিকর বা নিষিদ্ধ কার্যক্রম করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিধিনিষেধ সরকার সময় সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এই **আইন** প্রবর্তনের পর অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানের সীমানা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটারের মধ্যে কোনো শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা ইট ভাটা স্থাপন বা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার স্বার্থে বন অধিদপ্তর বিদ্যমান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২০। অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ, ইত্যাদি।—(১) এই আইন বা বিধির অধীন দায়িত্ব পালনরত বা অনুমতি প্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ অথবা অবস্থান করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ও ক্ষেত্রমত, প্রবেশ ফি আদায় সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অভয়ারণ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) শিক্ষা ও গবেষণা ;

(খ) বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক অনুসন্ধান ;

(গ) চিত্রধারণ।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ও ক্ষেত্রমত, প্রবেশ ফি আদায় সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে জাতীয় উদ্যানে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) শিক্ষা ও গবেষণা;

(খ) বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক অনুসন্ধান;

(গ) ইকোট্যুরিজম; ও

(ঘ) চিত্রধারণ।

২১। সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা ঘোষণা।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণী স্বীয় আবাসস্থলে (in-situ) বা স্বীয় আবাসস্থলের বাহিরে অন্যত্র (ex-situ) সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষা বা গবেষণা বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যান নহে এইরূপ এলাকাকে সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র বা ক্ষেত্রমত, কোনো সরকারি ভূমি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিকে বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে ও সরকারের অনুমোদনক্রমে তাহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৩) আন্তর্জাতিক আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া সাফারি পার্কে বিদেশি প্রাণী প্রদর্শন করা যাইবে।

২২। সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা সম্পর্কিত বাধা নিষেধ।—(১) কোনো ব্যক্তি সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী

প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকায় নিম্নবর্ণিত কার্য করিতে পারিবেন না, যথা:—

(ক) অননুমোদিত প্রবেশ ;

(খ) চাষাবাদ, তবে সাফারি পার্কের ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণীর খাদ্য উপযোগী চাষাবাদ করা যাইবে ;

(গ) কোনো শিল্প কারখানা স্থাপন বা পরিচালনা ;

(ঘ) আগুন লাগিতে পারে এমন কোনো কাজ ;

(ঙ) কোনো বন্যপ্রাণীকে হত্যা বা শিকার বা উত্যক্ত করা কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হইতে পারে এইরূপ কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, গোলাবারুদ, অন্য কোনো অস্ত্র বা দ্রব্য বা বিষ প্রয়োগ বা শিকার সংক্রান্ত উপকরণ ব্যবহার ;

(চ) ব্যক্তিগত পোষা প্রাণী নিয়ে প্রবেশ ;

(ছ) অনুমতি ব্যতীত কোনো উদ্ভিদ আহরণ, ধ্বংস বা সংগ্রহ ;

(জ) ক্ষতিকর পদার্থ গাদি (ডাম্পিং) করা ;

(ঝ) ময়লা, আবর্জনা, যে কোনো খনিজ পদার্থ, বর্জ্য (পচনশীল বা অপচনশীল) ডাম্পিং বা স্তূপ করা ;

(ঞ) অনুমতি ব্যতীত কোনো খনিজ পদার্থ আহরণের জন্য অনুসন্ধান কিংবা গর্ত করা ;

(ট) অনুমতি ব্যতীত ভিডিও-চিত্র বা ডকুমেন্টারি ধারণ করা ;

(ঠ) বন্যপ্রাণীর প্রজনন বাধাগ্রস্ত হয় এমন কাজ করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিধিনিষেধ সরকার, সময় সময়, প্রয়োজন অনুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

২৩। কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা, অন্যান্য এলাকাভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM), ইত্যাদি ঘোষণা ও সহায়তা প্রদান।—(১) ল্যান্ডস্কেপ জোনের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোনো জমি বা জলাভূমির মালিক কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটি কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ এর প্রথাগত অথবা কৃষ্টিগত মূল্যবোধ বা ব্যবহার-সংরক্ষণ এবং উক্ত জমি বা জলাভূমির টেকসই উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা হিসাবে ঘোষণার লক্ষ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) বন অধিদপ্তর কোনো এলাকার বন্যপ্রাণী এবং আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করিয়া যৌথ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি কনজারভেশন এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) বন অধিদপ্তর কোনো ব্যক্তি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবে এবং কোনো জনগোষ্ঠীকে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করিতে পারিবে।

(৪) সরকার বন্যপ্রাণী এবং আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য কোনো এলাকাকে "অন্যান্য এলাকাভিত্তিক কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থা (OECM)" হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এবং (৪) এ ঘোষিত বা স্বীকৃত কোনো এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। কোর জোন, বাফার জোন, করিডোর ও ল্যান্ডস্কেপ জোন ঘোষণা।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে কোর জোন, বাফার জোন, করিডোর ও ল্যান্ডস্কেপ জোন চিহ্নিত ও ঘোষণা করিতে পারিবে এবং তদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) কোর জোনে সকল কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকিবে।

(৩) বাফার জোন, ল্যান্ডস্কেপ জোন বা করিডোরে অবক্ষয়িত (degraded) বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল পুনঃপ্রতিষ্ঠার (restoration) উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে, তবে বনায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা প্রাধান্য পাইবে।

২৫। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।—(১) সরকার, বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহারের প্রয়োজনে বন অধিদপ্তর, বনে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিয়া সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বিধি ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
পারমিট, লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট

২৬। পারমিট প্রদান।—কোনো বন্যপ্রাণী বা বন্যপ্রাণীর দেহাংশ, মাংস, ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি সংগ্রহ এবং তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ সংগ্রহ করা, দখলে রাখা অথবা উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্য কোনো বন অথবা দেশের যে কোনো স্থান হইতে পরিবহনের জন্য নিম্নবর্ণিত কারণে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি আদায় সাপেক্ষে পারমিট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) শিক্ষা ;

(খ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ;

(গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ;

(ঘ) কোনো উদ্ভিদ উদ্যান, সাফারি পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, হার্বেরিয়াম অথবা একইরূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ;

(ঙ) জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরির জন্য উদ্ভিদ বা সাপের বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্যপ্রাণীর বংশ বিস্তারের জন্য।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় "বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা" অর্থ—

(ক) কোনো বন্যপ্রাণীকে অন্য কোনো সুবিধাজনক আবাসস্থলে স্থানান্তর করা;

(খ) কোনো বন্যপ্রাণী অথবা নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের ব্যবস্থাপনার জন্য হত্যা না করিয়া বা বিষ প্রয়োগ না করিয়া অথবা ধ্বংস না করিয়া প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(গ) বিজ্ঞানসম্মতভাবে কালিং (culling) করা:

তবে শর্ত থাকে যে, কালিংকৃত বন্যপ্রাণী মাটি চাপা দিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

২৭। বন্যপ্রাণীর ট্রফি ও উদ্ভিদ নিবন্ধীকরণ এবং নিবন্ধন সনদ ইস্যু।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে প্রত্যেক বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন তাহার এলাকাধীন কোনো ব্যক্তির নিকট সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্য নিবন্ধন করাইবে, যথাযথ নিবন্ধনকরণ চিহ্ন প্রদান করিবে এবং উহার সংখ্যা ও অবস্থান উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বিবরণ প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এর নিকট প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধনকরণ চিহ্ন প্রদানের পর উক্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত বন্যপ্রাণীর অংশ, মাংস, ট্রফি বা ক্ষেত্রমত, উদ্ভিদের আইনানুগ দখলের প্রমাণ স্বরূপ নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন না করিলে উহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং বন অধিদপ্তর উহা জব্দ করিতে পারিবে।

২৮। হস্তান্তর।—(১) নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো বন্যপ্রাণীর মাংস, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, বন্যপ্রাণীর অংশবিশেষ (ভারমিন ব্যতীত) অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দান, বিক্রয় বা অন্য কোনো প্রকারে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(২) প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন, যুগ্মপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন, উপপ্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এমন কোনো বন্যপ্রাণীর অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অন্য কাহারো নিকট স্থানান্তর, হস্তান্তর বা পরিবহন করিতে পারিবে।

(৩) চিড়িয়াখানার আবদ্ধ প্রাণী বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

২৯। লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট।—(১) এই আইনের অধীনে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফি আদায় সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করিবে, যথা:—

(ক) বন্যপ্রাণীর খামার পরিচালনা, লালন-পালন, বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিক্রয় ;

(খ) আমদানি ও রপ্তানি ;

(গ) কোনো রক্ষিত উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষ, আহরণ, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি:

তবে শর্ত থাকে যে, লালন-পালনযোগ্য বন্যপ্রাণীর জন্য লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট ইস্যুর পূর্বে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উক্ত বন্যপ্রাণী লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীর পর্যাপ্ত আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সামর্থ্য ও সুবিধাদি রহিয়াছে এবং বন্যপ্রাণী লালন-পালন সম্পর্কিত জ্ঞান রহিয়াছে:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, পালিত বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের প্রমাণ পাইলে বন অধিদপ্তর কোনো কারণ দর্শানো ব্যতীত লালন-পালনের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পজেশন সার্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবে এবং পালিত বন্যপ্রাণী নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিতে অথবা উপযুক্ত ব্যক্তিকে লালন-পালনের জন্য প্রদান করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেটের মেয়াদ প্রদানের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা **(১)** এর অধীনে লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ ব্যতীত কোনো বন্যপ্রাণী লালন-পালন, বন্যপ্রাণী বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি করিতে পারিবে না এবং কোনো রক্ষিত উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষ, আহরণ, উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি করিতে পারিবে না।

(৪) এই **আইনের** অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত খামারি প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোনো বন্যপ্রাণী শিকার করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে এই ধারার আওতায় লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা যাইবে না।

৩০। লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট বাতিল ও স্থগিতকরণ।—কোনো লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহীতা এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট এর কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে, প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহীতাকে, যুক্তিসংগত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া, লাইসেন্স এবং পজেশন সার্টিফিকেট স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

৩১। আপীল।— ধারা ২৯ ও ৩০ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

৩২। তথ্য সংরক্ষণ।—প্রত্যেক লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহীতা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট এর বিপরীতে বন্যপ্রাণী লালন-পালন, বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি এবং রক্ষিত উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষ, আহরণ, উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত ফরম অথবা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত ফরম বা রেজিস্টার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় চাহিবামাত্র প্রদর্শন করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমদানি-রপ্তানি, বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন

৩৩। আমদানি-রপ্তানি।—(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) লাইসেন্স ছাড়া, ক্ষেত্রমত, আগমন ও বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোনো পথে ;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট, পারমিট, অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate) এবং সাইটিস বহির্ভূত প্রজাতির জন্য অনাপত্তি পত্র ব্যতীত; কোনো বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি বা বিদেশি প্রাণী অথবা কোনো রক্ষিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানি বা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য নির্ধারিত বন্যপ্রাণী বা ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি বা বিদেশি প্রাণী অথবা কোনো রক্ষিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য আগমন বা বহির্গমন কাস্টমস বন্দর হইতে ছাড়াইতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিতে হইবে এবং প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নমুনা বা প্রজাতি শনাক্ত করিতে হইবে।

৩৪। বন্যপ্রাণী উদ্ধার কেন্দ্র।—বন অধিদপ্তর, বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা সেবা, খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের নিমিত্ত উদ্ধার কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে এবং উদ্ধার কেন্দ্র হইতে বন্যপ্রাণী প্রকৃতিতে অবমুক্ত করিবার বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস দেশে ফেরত পাঠাইবার নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তি ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর, স্থল বন্দর বা সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে দায়িত্ব পালনের জন্য বন অধিদপ্তরের অধীনে এই আইনে উল্লিখিত কর্মকর্তা, কাস্টমস কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সমন্বয়ে বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
জব্দকরণ, প্রবেশ, গ্রেফতার ইত্যাদির ক্ষমতা

৩৬। জব্দকরণ।—(১) এই আইনের অধীন কর্মকর্তা, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা, পেটি অফিসার পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা বা হাবিলদার পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দ্রব্য বা সামগ্রী জব্দ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) লাইসেন্স এবং পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত শিকার করা, দখলে রাখা বা ধৃত বন্যপ্রাণী বা উহাদের আবদ্ধ অবস্থায় রাখিবার কারণে প্রজননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণী ;

(খ) দুর্ঘটনার কারণে মারা গিয়াছে বা মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে এইরূপ বন্যপ্রাণী ;

(গ) এই আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত অথবা লাইসেন্স এবং পজেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ কোনো বন্যপ্রাণী বা উহার কোনো অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য ;

(ঘ) অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, **"Evidence Act, 1872"**-এ সংজ্ঞায়িত **"Digital record" or "electronic record"** বা অন্য কোনো বস্তু, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ;

(ঙ) ধারা ৩৩ অনুযায়ী আমদানি বা রপ্তানি করা হয় নাই এমন কোনো বন্যপ্রাণী বা উহার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাগত ঐতিহ্য বা দৈনন্দিন জীবন ধারণের অংশ হিসাবে এই আইন প্রণয়নের পূর্বে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা স্মৃতি চিহ্ন এর ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ জব্দকৃত সামগ্রী সন্দেহভাজন ধৃত ব্যক্তিসহ নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করিতে হইবে, তবে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত দ্রব্য বা সামগ্রী নিকটতম ফরেস্ট অফিসে আবশ্যিকভাবে হস্তান্তর করিতে হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিবার প্রয়োজন নাই, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নিকটস্থ ফরেস্ট অফিসকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত সকল দ্রব্য বা সামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন জব্দকৃত দ্রব্য বা সামগ্রী দ্রুত পচনশীল হইলে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহা ধ্বংস বা অপসারণ করিতে পারিবেন।

৩৭। পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতারের ক্ষমতা।—(১) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমলযোগ্য অপরাধের সহিত কোনো ব্যক্তি জড়িত আছেন বলিয়া সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকিলে ধারা ৩৬ এ বর্ণিত যে কোনো কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশ বা পরোয়ানা ব্যতিরেকে এইরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় বিলম্ব ব্যতিরেকে উক্ত মামলার এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবেন বা প্রেরণ করিবেন।

৩৮। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে মুচলেকায় মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা।—সহকারী বন সংরক্ষক **পদমর্যাদার নিম্নে** নহেন এমন কোনো কর্মকর্তা, যিনি নিজে অথবা যাহার অধস্তন বা সহযোগী কোনো কর্মকর্তা ধারা ৩৭ এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়াছেন, তিনি, এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক মামলাটি বিচারের এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যদি এবং যখন প্রয়োজন হয় হাজির হইবার শর্তে মুচলেকা সম্পাদন করিলে, এইরূপ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি এই **আইনের** অধীন জামিন অযোগ্য কোনো অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৩৯। অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদানের ক্ষমতা।– এই আইনের অধীন বন অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা এবং কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, কাস্টমস কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা বা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্মকর্তা এই আইনের যে কোনো অপরাধ সংঘটনে বাধা প্রদান করিবেন এবং বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪০। প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।—(১) এই আইন বা বিধির বিধানাবলির যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে এবং এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগের তদন্ত করিতে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে তল্লাশি, আটক বা নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কোনো স্থানে প্রবেশ বা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন তল্লাশি, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে, এই **আইনের** বিধানাবলির সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ, জরিমানা ও দন্ড

৪১। তফসিল ১ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার, ইত্যাদি।— (১) কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(ক) এ উল্লিখিত বাঘ বা হাতি শিকার করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১(ক) এ উল্লিখিত কোনো বাঘ বা হাতির ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিতে বা দখলে রাখিতে বা ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করিতে পারিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(খ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার করিতে পারিবে না।

(৪) কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(গ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার করিতে পারিবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১(খ) এবং তফসিল ১(গ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস বা দেহের অংশ সংগ্রহ করিতে বা দখলে রাখিতে বা ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করিতে পারিবে না।

৪২। তফসিল ২ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার, ইত্যাদি।—কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত তফসিল ২ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণী শিকার করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬-এর অধীন পারমিন গ্রহণ না করিয়া তফসিল ২ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণীর ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস বা দেহের অংশ সংগ্রহ করিতে বা দখলে রাখিতে বা ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করিতে পারিবে না।

৪৩। মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের।—এই **আইনের** অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই **আইনের** বিধান লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করিতে পারিবে না।

৪৪। জরিমানা বা দন্ড।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত ছকের কলাম (১) এ উল্লিখিত ধারা সমূহের বিধানাবলি লঙ্ঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্য করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে কলাম (৩) এ বর্ণিত দন্ড বা অর্থদন্ড আরোপণীয় হইবে:

ধারা	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দন্ড
(১)	(২)	(৩)
১০, ২৮ ও ৩৩	কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ১০, ২৮ ও ৩৩ এর বিধান লঙ্ঘন করেন	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(১)	(২)	(৩)
১৭, ২২	কোনো ব্যক্তি ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ, স্মারক বৃক্ষ, পবিত্র বৃক্ষ, কুঞ্জবন, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা সম্পর্কিত বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করেন	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
১৯	কোনো ব্যক্তি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যান সম্পর্কিত বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করেন	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৪ (চার) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
২৭	কোনো ব্যক্তি (ক) ধারা ২৭ এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং প্রদত্ত নিবন্ধন চিহ্ন নকল, বিনিময় অথবা অন্য কোনো ভাবে হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন করেন (খ) নিবন্ধন সনদ ব্যতীত কোনো বন্যপ্রাণীর অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি অথবা তফসিল ৪ এ উল্লিখিত কোনো উদ্ভিদ বা উহার অংশ বা উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্য দখলে রাখেন বা ক্রয় বা বিক্রয় করেন	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
২৯, ৩২	কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট এর শর্ত ভঙ্গ করিলে এবং তথ্য সংরক্ষণ না করিলে	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪১(১)	কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(ক) এ উল্লিখিত বাঘ বা হাতি শিকার করেন	সর্বনিম্ন ২ (দুই) বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১ (এক) লক্ষ এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১)	(২)	(৩)
৪১(২)	কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১(ক) এ উল্লিখিত কোনো বাঘ বা হাতির ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে বা দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করিলে	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪১(৩)	কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(খ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার করিলে	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪১(৪)	কোনো ব্যক্তি তফসিল ১(গ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী শিকার করিলে	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪১(৫)	কোনো ব্যক্তি ধারা ২৬ এর অধীন পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ১(খ) এবং তফসিল ১(গ) এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস বা দেহের অংশ সংগ্রহ করিলে বা দখলে রাখিলে বা ক্রয় বা বিক্রয় করিলে	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১)	(২)	(৩)
৪২(১)	কোনো ব্যক্তি লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতিত তফসিল ২ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণী শিকার করিলে	সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪২(২)	কোনো ব্যক্তি পারমিট গ্রহণ না করিয়া তফসিল ২ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণীর ট্রফি বা অসম্পূর্ণ ট্রফি, মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করেন বা দখলে রাখেন বা ক্রয় বা বিক্রয় বা পরিবহন করেন	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাইলে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
৪৩	মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইনের যে সকল ধারা ভঙ্গের জন্য দণ্ডের কোনো বিধান নাই, কোনো ব্যক্তি সেই সকল ধারা ভঙ্গ করিলে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৫। অপরাধ সংঘটনের সহায়তা, প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড।—কোনো ব্যক্তি এই **আইনের** অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিলে বা উক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা প্রদান করিলে এবং উক্ত সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হইলে, উক্ত সহায়তাকারী বা প্ররোচনাকারী তাহার সহায়তা বা প্ররোচনা দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৬। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপসযোগ্যতা।—(১) ধারা ১৯, ৪১(১), ৪১(২) ও ৪১(৩) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিনঅযোগ্য হইবে এবং ধারা ৪১(৪) ও ৪১(৫) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

(২) অন্যান্য ধারার অধীন সংঘটিত অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এর পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এইরূপ কর্মকর্তা দ্বারা জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে আপসযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো সম্পত্তি জব্দ করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ সম্পত্তির মূল্যানুমান করিয়া উহা বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এর পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এইরূপ কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই করিয়া উহার অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে জব্দকৃত যানবাহন বা যন্ত্রপাতি অবমুক্ত করা যাইবে এবং এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৪৭। মামলা দায়ের, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।—(১) ধারা ৪৬ এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোনো আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) বা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের বিচার প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষেত্রমত, Code of Criminal Procedure, 1898 এর section 12 এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ বিচার্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এবং Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১৯, ৪১(১), ৪১(২) ও ৪১(৩) এ উল্লিখিত অপরাধের বিচার Courts of Sessions কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৪) Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোনো প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অনুমোদিত যে কোনো অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত মামলায় সরকারের পক্ষে উপস্থিত হইতে, আরজি পেশ করিতে ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৪৮। Code of Criminal Procedure এর প্রয়োগ।—এই আইনের বিধানাবলির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এমন প্রত্যেক পরিচালক, ব্যবস্থাপক, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায়—

(ক) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানি এবং কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৫০। বাৎসরিক প্রতিবেদন।—বন অধিদপ্তর এই আইনের অধীন সম্পাদিত কার্যাবলি এবং বন্যপ্রাণীর অবস্থা বিষয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং তাহা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মুদ্রিত আকারে বা অনলাইনে প্রকাশ করিবে।

৫১। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৫২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫৩। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

৫৪। ২০১২ সনের ৩০ নং আইন রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন।—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

৫৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার**,** সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা**,** এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ **(Authentic English Text)** প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল ১(ক)

[ধারা ১১, ৪১(১), ৪১(২) ও ৪৪(১) দ্রষ্টব্য]

রক্ষিত বন্যপ্রাণী (Protected animals)

বাংলাদেশের ঐতিহ্য বা জনপ্রিয় (ক্যারিশম্যাটিক) বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশের ফ্ল্যাগশিপ বা সূচক হিসাবে বিবেচিত বন্যপ্রাণী, যাহাদের (গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যতীত অথবা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত) কোনো অবস্থাতেই শিকার, ধরা, মারা, উত্যক্ত, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয় অথবা আমদানি-রপ্তানি করা যাইবে না।

ক্রমিক#	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্তন্যপায়ী (Mammals) **বর্গঃ কার্নিভোরা (Carnivora)** **পরিবারঃ ফেলিডি (Felidae)**			
১	বাঘ	Bengal Tiger	*Panthera tigris* (Linnaeus,1758)
বর্গঃ প্রোবসিডিয়া (Proboscidea) **পরিবারঃ এলিফ্যান্টিডি (Elephantidae)**			
২	হাতি	Asian Elephant	*Elephas maximus* Linnaeus, 1758

তফসিল ১(খ)

[ধারা ১১, ৪১(৩), ৪১(৫) ও ৪৪(১) দ্রষ্টব্য]

রক্ষিত বন্যপ্রাণী (Protected animals)

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী এবং সাইটিস ও সিএমএস এর এপেন্ডিক্স ১ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী যাহাদের (গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যতীত অথবা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত) কোনো অবস্থাতেই শিকার, উত্ত্যক্ত, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয় অথবা আমদানি-রপ্তানি করা যাইবে না।

ক্রমিক	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্তন্যপায়ী (Mammals) **বর্গঃ কার্নিভোরা (Carnivora)** **পরিবারঃ আর্সিডি (Ursidae)**			
১	সুর ভালুক, গাছ ভালুক, সূর্যমুখী ভালুক	Sun Bear	*Helarctos malayanus* (Raffles, 1821)
২	কালো ভালুক	Asiatic Black Bear	*Ursus thibetanus* G. Cuvier, 1823
পরিবারঃ ক্যানিডি (Canidae)			
৩	ধুসর নেকড়ে	Grey Wolf	*Canis lupus* Sykes, 1831
৪	রামকুত্তা, রাম কুকুর	Asiatic Wild Dog	*Cuon alpinus* (Pallas, 1811)
৫	খেক শিয়াল	Bengal Fox	*Vulpes bengalensis* (Shaw, 1800)
পরিবারঃ ফেলিডি (Felidae)			
৬	সোনালি বিড়াল	Asian Golden Cat	*Catopuma temminckii* (Vigors & Horsfield, 1827)
৭	বন বিড়াল	Jungle Cat	*Felis chaus* Schreber, 1777
৮	মেঘছাপা চিতা, লাম চিতা, মেঘলা চিতা	Clouded Leopard	*Neofelis nebulosa* (Griffith, 1821)
৯	চিতা বাঘ	Leopard	*Panthera pardus* (Linnaeus, 1758)

ক্রমিক	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
১০	মার্বেল বিড়াল	Marbled Cat	*Pardofelis marmorata* (Martin, 1837)
১১	চিতা বিড়াল	Leopard Cat	*Prionailurus bengalensis* (Kerr, 1792)
১২	মেছো বিড়াল	Fishing Cat	*Prionailurus viverrinus* (Bennett, 1833)

পরিবারঃ ভিভেরিডি (Viverridae)			
১৩	বিন্টুরং	Bear Cat, Binturong	*Arctictis binturong* (Raffles,1821)
১৪	ক্ষুদ্রদন্তী গন্ধগোকুল, ছোটদাঁতের তাল - খাটাশ	Small-tooted Palm Civet	*Arctogalidia trivirgata* (Gray, 1832)
১৫	হিমালয়ী বাগদাশ, মুখোশধারী গন্ধগোকুল, মুখোশধারী তাল খাটাশ	Masked Palm Civet	*Paguma larvata* (Smith, 1827)
১৬	বড় বাগদাশ	Large Indian Civet	*Viverra zibetha* Linnaeus, 1758
১৭	ছোট বাগদাশ	Small Indian Civet	*Viverricula indica* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)
পরিবারঃ মুসটেলিডি (Mustelidae)			
১৮	ছোটনখী ভোঁদড়, উদবিড়াল	Oriental Small-clawed Otter, Asian Small-clawed Otter, Short-clawed Otter	*Aonyx cinerea* (Illiger, 1815)

১৯	হগবেজার, শুকরাকার ব্যাজার	Greater Hog Badger	*Arctonyx collaris* Cuvier, 1825
২০	পাতি ভোঁদড়	Common Otter	*Lutra lutra* (Linnaeus, 1758)
২১	মসৃণ ভোঁদড়	Smooth-coated Otter, Indian Smooth-coated Otter	*Lutrogale perspicillata* (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1826)
২২	হলুদ গাছ গোকূল, মৌলে, মৌচাকি	Yellow-throated Marten	*Martes flavigula* (Boddaert, 1785)
পরিবারঃ হার্পেসটিডি (Herpestidae)			
২৩	পাতি বেজিনেইল	Common Mongoose	*Urva edwardsii* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)
২৪	কাঁকড়াভূক বেজি	Crab-eating Mongoose	*Urva urva* (Hodgson,1836)
বর্গঃ প্রাইমেটস (Primates) **পরিবারঃ লরিসিডি (Lorisidae)**			
২৫	লজ্জাবতী বানর	Bengal Slow Loris	*Nycticebus bengalensis* (Lacepede, 1800)
পরিবারঃ সার্কোপিথেসিডি (Cercopithecidae)			
২৬	খাটোলেজি বানর	Stump-tailed Macaque	*Macaca arctoides* (I. Geoffroy, 1831)
২৭	আসামি বানর	Assamese Macaque	*Macaca assamensis* McClelland, 1840
২৮	কাঁকড়াভুক বানর, লম্বালেজি বানর	Long-tailed Macaque	*Macaca fascicularis* (Raffles, 1821)
২৯	উল্টোলেজি বানর	Northern Pig-tailed Macaque	*Macaca leonina* (Blyth, 1863)
৩০	রেসাস বানর	Rhesus Macaque	*Macaca mulatta* (Zimmermann, 1780)
৩১	বড় হনুমান, হনুমান লাঙ্গুর	Northern Plains Gray Langur	*Semnopithecus entellus* (Dufresne, 1797)

৩২	চশমাপরা হনুমান, ফেইরিস হনুমান	Phayre's Leaf Langur	*Trachypithecus phayrei* (Blyth, 1847)
৩৩	মুখপোড়া হনুমান, টুপিপড়া হনুমান	Capped Langur	*Trachypithecus pileatus* (Blyth, 1843)
পরিবারঃ হাইলোবাটিডি (Hylobatidae)			
৩৪	উল্লুক, হুলোক গিবন	Western Hoolock Gibbon	*Hoolock hoolock* (Harlan, 1834)
বর্গঃ ফলিডেটা (Pholidota) **পরিবারঃ মেনিডি (Manidae)**			
৩৫	বনরুই	Pangolin	*Manis sp.*
বর্গঃ রোডেন্সিয়া (Rodentia) **পরিবারঃ সিওরিডি (Sciuridae)**			
৩৬	হজ্সনের উড়ন্ত কাঠবিড়ালী	Hodgson's Giant Flying Squirrel	*Petaurista magnificus* (Hodgson, 1836)
৩৭	লাল উড়ন্ত কাঠবিড়ালী	Red Giant Flying Squirrel	*Petaurista petaurista* (Pallas, 1766)
৩৮	বড় কাঠবিড়ালী	Malayan Giant Squirrel	*Ratufa bicolor* (Sparrman, 1778)
পরিবারঃ স্প্লাসিডি (Spalacidae)			
৩৯	বাশ ইঁদুর	Bay Bamboo Rat, Lesser Bamboo Rat	*Cannomys badius* (Hodgson, 1841)
পরিবারঃ হিস্ট্রিসিডি (Hystricidae)			
৪০	তুলিলেজি সজারু	Asiatic Brush-tailed Porcupine	*Atherurus macrourus* (Linnaeus, 1758)
৪১	ঝুঁটিহীন সজারু	Indian Crested Porcupine	*Hystrix indica* Kerr, 1792

বর্গঃ লেগুমোর্ফা (Lagomorpha) **পরিবারঃ লেপুরিডি (Leporidae)**			
৪২	হিসপিড খরগোশ	Hispid Hare	*Caprolagus hispidus* (Pearson, 1839)
৪৩	কালোগ্রীব খরগোশ	Indian Hare	*Lepus nigricollis* F. Cuvier, 1823
বর্গঃ সিটারটিওড্যাক্টিলা (Cetartiodactyla) **পরিবারঃ বভিডি (Bovidae)**			
৪৪	বন গরু, গৌর	Gaur, Indian Bison	*Bos gaurus* (Smith, 1827)
৪৫	নীলগাই	Nilgai	*Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)
৪৬	বন ছাগল/সিরো	Burmese Red Serow	*Capricornis rubidus* Blyth, 1863
পরিবারঃ সার্ভিডি (Cervidae)			
৪৭	চিত্রা হরিণ	Spotted Deer	*Axis axis* (Erxleben, 1777)
৪৮	প্যারা হরিণ	Hog Deer	*Axis porcinus* (Zimmermann, 1780)
৪৯	মায়া হরিণ	Barking Deer	*Muntiacus muntjak* (Zimmermann, 1780)
৫০	সাম্বার হরিণ	Sambar, Sambar Deer	*Rusa unicolor* (Kerr, 1792)
বর্গঃ আরটিয়োডেকটাইলা (Artiodactyla) **পরিবারঃ ডেলফিনিডি (Delphinidae)**			
৫১	ইরাবতী ডলফিন	Irrawaddy Dolphin	*Orcaella brevirostris* (Owen in Gray, 1866)
৫২	ঘাতক তিমি	Killer Whale	*Orcinus orca* (Linnaeus,1758)

৫৩	ছদ্মঘাতক তিমি	False Killer Whale	*Pseudorca crassidens* (Owen, 1846)
৫৪	গোলাপী ডলফিন	Indo-Pacific Hump-backed Dolphin	*Sousa chinensis* (Osbeck, 1765)
৫৫	চিতা ডলফিন	Pantropical Spotted Dolphin	*Stenella attenuata* (Gray, 1846)
৫৬	ঘূর্ণী ডলফিন	Spinner Dolphin	*Stenella longirostris* (Gray, 1828)
৫৭	খর্বদাঁতী ডলফিন	Rough-toothed Dolphin	*Steno bredanensis* (G. Cuvier in Lesson, 1828)
৫৮	ইন্দো-প্রশান্তীয় বোতলনাক ডলফিন	Indo-Pacific Bottlenose Dolphin	*Tursiops aduncus* (Ehrenberg, 1833)
পরিবারঃ পুকুনিডি (Phocoenidae)			
৫৯	পাখনাহীন সমুদ্র শুশুক	Finless Porpoise	*Neophocaena phocaenoides* (G. Cuvier, 1829)
পরিবারঃ প্লাটানিস্টিডি (Platanistidae)			
৬০	শুশুক	Gangetic River Dolphin	*Platanista gangetica* (Lebeck, 1801)
পরিবারঃ ফাইসেটেরিডে (Physeteridae)			
৬১	গণ্ডার তিমি	Sperm Whale, Spermacet Whale, Cachelot, Pot Whale	*Physeter macrocephalus* Linnaeus, 1758
পরিবারঃ বেলানুপ্টেরিডি (Balaenopteridae)			
৬২	ব্রাইড্স তিমি	Bryde's Whale	*Balaenoptera edeni* Anderson, 1879
৬৩	খাটো স্পার্ম তিমি	Dwarf Sperm Whale	*Kogia sima* (Owen, 1846)

পাখি (Aves) **বর্গঃ এক্সিপিট্রিফর্মিজ (Accipitriformes)** **পরিবারঃ এক্সিপিট্রিডি (Accipitridae)**			
১	কালা শকুন	Cinereous Vulture	*Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)
২	এশিও শাহী ঈগল	Asian Imperial Eagle	*Aquila heliaca* Savigny, 1809
৩	নেপালি ঈগল	Steppe Eagle	*Aquila nipalensis* Hodgson, 1833
৪	তামাটে ঈগল	Tawny Eagle	*Aquila rapax* (Temminck, 1828)
৫	বড় গুটিঈগল	Greater Spotted Eagle	*Clanga clanga* (Pallas, 1811)
৬	দেশি গুটিঈগল	Indian Spotted Eagle	*Clanga hastata* (Lesson, 1831)
৭	বাংলা শকুন	White-rumped Vulture	*Gyps bengalensis* (Gmelin, 1788)
৮	ইউরেশিও গ্রিধিনি	Griffon Vulture	*Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)
৯	হিমালয়ী গ্রিধিনি	Himalayan Vulture	*Gyps himalayensis* (Hume, 1869)
১০	সরুঠোঁট শকুন	Slender-billed Vulture	*Gyps tenuirostris* Gray, 1844
১১	ধলালেজ ঈগল	White-tailed Sea-Eagle	*Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)
১২	পালাসি কুরাঈগল	Pallas's Fish Eagle	*Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771)
১৩	লালপেট ঈগল	Rufous-bellied Eagle	*Lophotriorchis kienerii* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1835)
১৪	ধলা শকুন	Egyptian Vulture	*Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)
১৫	পাহাড়ি শিকরে ঈগল	Mountain Hawk-Eagle	*Nisaetus nipalensis* Hodgson, 1836

১৬	রাজ শকুন	Red-headed Vulture	*Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786)
বর্গঃ এনসেরিফর্মিজ (Anseriformes) **পরিবারঃ এনাটিডি (Anatidae)**			
১৭	উত্তুরে ল্যাঞ্জাহাঁস	Northern Pintail	*Anas acuta* Linnaeus, 1758
১৮	পাতি তিলিহাঁস	Common Teal	*Anas crecca* Linnaeus, 1758
১৯	নীলমাথা হাঁস, নীলশির	Mallard	*Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758
২০	দেশী মেটেহাঁস, তেলে ঠোঁটি হাঁস	Indian Spot-billed Duck	*Anas poecilorhyncha* Forster, 1781
২১	বড় ধলাকপাল রাজহাঁস, বড় সাদামুখো রাজহাঁস	Greater White-fronted Goose	*Anser albifrons* (Scopoli, 1769)
২২	মেটে রাজহাঁস	Greylag Goose	*Anser anser* (Linnaeus, 1758)
২৩	ছোট ধলাকপাল রাজহাস	Lesser White-fronted Goose	*Anser erythropus* (Linnaeus, 1758)
২৪	দাগী রাজহাঁস	Bar-headed Goose	*Anser indicus* (Latham, 1790)
২৫	বাদি হাঁস	White-winged Duck	*Asarcornis scutulata* (S. Müller, 1842)
২৬	বেয়ারের ভুতিহাঁস	Baer's Pochard	*Aythya baeri* (Radde, 1863)
২৭	পাতি ভুতিহাঁস	Common Pochard	*Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
২৮	টিকি হাঁস, কালো হাঁস	Tufted Duck	*Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)

২৯	বড়ো স্কাউপ	Greater Scaup	*Aythya marila* (Linnaeus, 1761)
৩০	মরচেরং ভুতিহাঁস	Ferruginous Duck	*Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)
৩১	পাতি সোনাচোখ	Common Goldeneye	*Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)
৩২	রাজ সরালি	Fulvous Whistling-duck	*Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816)
৩৩	পাতি সরালি	Lesser Whistling Duck	*Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821)
৩৪	ফুলুরি হাঁস, কাস্তে বাঁকা হাঁস	Falcated Duck	*Mareca falcata* (Georgi, 1775)
৩৫	ইউরেশিও সিঁথিহাঁস, লালশির	Eurasian Wigeon	*Mareca penelope* (Linnaeus, 1758)
৩৬	পিয়ং হাঁস	Gadwall	*Mareca strepera* (Linnaeus, 1758)
৩৭	স্মিউ হাঁস	Smew	*Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758)
৩৮	সরুঠোঁট ডুবুরি হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার	Goosander	*Mergus merganser* Linnaeus, 1758
৩৯	লালঝুঁটি ভুতিহাঁস	Red-crested Pochard	*Netta rufina* (Pallas, 1773)
৪০	ধলা বালিহাঁস, বালিহাঁস	Cotton pygmy-Goose	*Nettapus coromandelianus* (Gmelin, 1789)
৪১	নাকতা হাঁস, ঝুঁটি হাঁস	Comb Duck/ Knob-billed Duck	*Sarkidiornis melanotos* (Pennant, 1769)
৪২	বৈকাল তিলিহাঁস	Baikal Teal	*Sibirionetta formosa* (Georgi, 1775)
৪৩	উত্তুরে খুন্তেহাঁস, পান্তামুখি হাঁস	Northern Shoveler	*Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758)
৪৪	গিরিয়া হাঁস	Garganey	*Spatula querquedula* (Linnaeus,

			1758)
৪৫	চখাচখি, খয়রা চখাচখি	Ruddy Shelduck	*Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)
৪৬	পাতি চখাচখি, শাহ চখা	Common Shelduck	*Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)
বর্গঃ কলাম্বিফর্মিজ (Columbiformes) **পরিবারঃ কলাম্বিডি (Columbidae)**			
৪৭	ধলাটুপি পায়রা	Pale-capped Pigeon	*Columba punicea* Blyth, 1842
৪৮	উদয়ী রাজঘুঘু	Oriental Turtle Dove	*Streptopelia orientalis* (Latham, 1790)
বর্গঃ ক্যাপ্রিমুলগিফর্মিজ (Caprimulgiformes) **পরিবারঃ পোডারজিডি (Podargidae)**			
৪৯	হজসনি ব্যাঙমুখো	Hodgson's Frogmouth	*Batrachostomus hodgsoni* (Gray, 1859)
বর্গঃ গ্যালিফর্মস (Galliformes) **পরিবারঃ ফাসিয়ানিডি (Phasianidae)**			
৫০	কালা তিতির, শেখ ফরিদ	Black Francolin	*Francolinus francolinus* (Linnaeus, 1766)
৫১	মেটে তিতির	Grey Francolin	*Francolinus pondicerianus* (Gmelin, JF, 1789)
৫২	কালা মথুরা	Kalij Pheasant	*Lophura leucomelanos* (Latham, 1790)
৫৩	মেটে কাঠমৌর	Grey Peacock-Pheasant	*Polyplectron bicalcaratum* (Linnaeus, 1758)
৫৪	রাজ বটেরা	Asian Blue Quail, King Quail	*Synoicus chinensis* (Linnaeus, 1766)

বর্গঃ গ্রুইফর্মিজ (Gruiformes) **পরিবারঃ গ্রোইডি (Gruidae)**			
৫৫	দেশি সারস	Sarus Crane	*Antigone antigone* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ রেলিডি (Rallidae)			
৫৬	কোরা, কুরা, ঝিল মোরগ	Watercock	*Gallicrex cinerea* (Gmelin, JF, 1789)
৫৭	পাতি কুট	Eurasian Coot	*Fulica atra* Linnaeus, 1758
৫৮	পাতি পানমুরগি	Common Moorhen	*Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ হেলিওর্নিথিডি (Heliornithidae)			
৫৯	কালামুখ প্যাঁরাপাখি, সুন্দরী হাঁসপাখি	Masked Finfoot	*Heliopais personata* (G.R. Gray, 1849)
বর্গঃ চারাড্রিফর্মিস (Charadriformes) **পরিবারঃ গ্লারিওলিডি (Glareolidae)**			
৬০	দাগিঘাড় বাবুবাটান	Collared Pratincole	*Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)
পরিবারঃ জাকানিডি (Jacanidae)			
৬১	নেউ পিপি	Pheasant-tailed Jacana	*Hydrophasianus chirurgus* (Scopoli, 1786)
৬২	দল পিপি	Bronze-winged Jacana	*Metopidius indicus* (Latham, 1790)
পরিবারঃ রুস্ট্রাটুলিডি (Rostratulidae)			
৬৩	বাংলা রাঙ্গাচ্যাগা	Greater Painted Snipe	*Rostratula benghalensis* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ লারিডি (Laridae)			
৬৪	কালাপা কিট্টিওয়াক	Black-legged Kittiwake	*Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758)

৬৫	দেশি গাঙচষা	Indian Skimmer	*Rynchops albicollis* Swainson, 1838
৬৬	কালাপেট পানচিল	Black-bellied Tern	*Sterna acuticauda* Gray, 1832
৬৭	নদীয়া পানচিল	River Tern	*Sterna aurantia* Gray, 1831
পরিবারঃ স্কোলোপ্যাসিডি (Scolopacidae)			
৬৮	চামচঠুঁটো বাটান	Spoon-billed Sandpiper	*Calidris pygmaea* (Linnaeus, 1758)
৬৯	বড় নথ	Great Knot	*Calidris tenuirostris* (Horsfield, 1821)
৭০	সুইনহোর চ্যাগা	Swinhoe's Snipe	*Gallinago megala* Swinhoe, 1861
৭১	এশিও ডউইচার	Asian Dowitcher	*Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848)
৭২	নর্ডম্যান সবুজপা	Nordmann's Greenshank	*Tringa guttifer* (Nordmann, 1835)
বর্গঃ পেলিকানিফর্মিজ (Pelecaniformes) **পরিবারঃ আর্ডেইডি (Ardeidae)**			
৭৩	দৈত্য বক	Goliath Heron	*Ardea goliath* Cretzschmar, 1827
৭৪	ধলাপেট বক	White-bellied Heron	*Ardea insignis* Hume, 1878
৭৫	দেশি কানিবক	Indian Pond Heron	*Ardeola grayii* (Sykes, 1832)
৭৬	গোবক, গো-বগা	Cattle Egret	*Bubulcus ibis* Linnaeus, 1758
৭৭	বড় বগা	Great Egret	*Casmerodius albus* Linnaeus, 1758
৭৮	ছোট বগা	Little Egret	*Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)
৭৯	কালামাথা নিশিবক	Black-crowned Night Heron	*Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

পরিবারঃ থ্রেসকিওর্নিথিডি (Threskiornithidae)			
৮০	ইউরেশিও চামচঠুঁটি	Eurasian Spoonbill	*Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758
৮১	কালামাথা কাস্তেচরা	Black-headed Ibis	*Threskiornis melanocephalus* (Latham, 1790)
পরিবারঃ পেলিকানিডি (Pelecanidae)			
৮২	তিলাঠোট গগনবেড়	Spot-billed Pelican	*Pelecanus philippensis* Gmelin, 1789
বর্গঃ প্যাসারিফর্মিজ (Passeriformes) **পরিবারঃ এমবেরিজিডি (Emberizidae)**			
৮৩	হলদেবুক চটক	Yellow-breasted Bunting	*Emberiza aureola* Pallas, 1773
পরিবারঃ স্টার্নিডি (Sturnidae)			
৮৪	পাতি ময়না	Common Hill Myna	*Gracula religiosa* Linnaeus, 1758
বর্গঃ ফিনেকপটেরিফরমিস (Phoenicopteriformes) **পরিবারঃ ফিনেকপ্টেরিডি (Phoenicopteridae)**			
৮৫	কানঠুঁটি, বড় ফ্লেমিংগো	Greater Flamingo	*Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811
বর্গঃ ফেলকুনিফর্মিজ (Falconiformes) **পরিবারঃ ফেলকুনিডি (Falconidae)**			
৮৬	সাকের শাহীন	Saker Falcon	*Falco cherrug* Gray, 1834
৮৭	লগগর শাহীন	Laggar Falcon	*Falco jugger* Gray, 1834
৮৮	ছোট কেস্ট্রেল	Lesser Kestrel	*Falco naumanni* Fleischer, 1818
৮৯	পেরেগ্রিন শাহীন	Peregrine Falcon	*Falco peregrinus* Tunstall, 1771

বর্গঃ বুসেরুটিফর্মিজ (Bucerotiformes) **পরিবারঃ বুসেরুটিডি (Bucerotidae)**			
৯০	রাজ ধনেশ	Great Hornbill	*Buceros bicornis* Linnaeus, 1758
৯১	পাতাঠুঁটি ধনেশ	Wreathed Hornbill	*Rhyticeros undulatus* (Shaw, 1811)
৯২	উদয়ী পাকড়া ধনেশ	Oriental Pied Hornbill	*Anthracoceros albirostris* (Shaw & Nodder, 1807)
৯৩	দেশি ধুসর ধনেশ	Indian Grey Hornbill	*Ocyceros birostris* (Scopoli, 1786)
বর্গঃ সুলিফর্মিজ (Suliformes) **পরিবারঃ এনহিংগিলিডি (Anhingidae)**			
৯৪	উদয়ী গয়ার, সাপ পাখী	Oriental Darter	*Anhinga melanogaster* Pennant, 1769
বর্গঃ সিকোনিফর্মিজ (Ciconiiformes) **পরিবারঃ সিকোনিডি (Ciconiidae)**			
৯৫	ধলাগলা মানিকজোড়	Asian Woolyneck	*Ciconia episcopus* (Boddaert,1783)
৯৬	কালা মানিকজোড়	Black Stork	*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)
৯৭	কালাগলামানিকজোড়	Black-necked Stork	*Ephippiorhynchus asiaticus* (Latham, 1790)
৯৮	বড় মদনটাক, হাঁড়গিলা	Greater Adjutant	*Leptoptilos dubius* (Gmelin, 1789)
৯৯	ছোট মদনটাক	Lesser Adjutant	*Leptoptilos javanicus* (Horsfield, 1821)
১০০	রাঙ্গা মানিকজোড়, সোনা জংগা	Painted Stork	*Mycteria leucocephala* (Pennant, 1769)
বর্গঃ সিটাসিফরমিস (Psittaciformes) **পরিবারঃ সিটাসিডি (Psittacidae)**			
১০১	মেটেমাথা টিয়া	Grey-headed Parakeet	*Himalayapsitta finschii* (Hume, 1874)

১০২	লালমাথা টিয়া	Plum-headed Parakeet	*Himalayapsitta cyanocephala* (Linnaeus, 1766)
১০৩	ফুলমাথা টিয়া	Blossom-headed Parakeet	*Himalayapsitta roseata* (Biswas, 195)
১০৪	বাসন্তী লটকন টিয়া	Vernal Hanging- Parrot	*Loriculus vernalis* (Sparrman, 1787)
১০৫	মদনা টিয়া	Red-breasted Parakeet	*Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758)
১০৬	চন্দনা টিয়া	Alexandrine Parakeet	*Palaeornis eupatria* (Linnaeus, 1766)
১০৭	সবুজ টিয়া	Rose-ringed Parakeet	*Alexandrinus krameri* (Scopoli, 1769)
সরীসৃপ (Reptiles) **বর্গঃ ক্রোকুডাইলিয়া (Crocodilia)** **পরিবারঃ ক্রোকোডাইলিডি (Crocodylidae)**			
১	মিঠাপানির কুমির	Mugger Crocodile/ Freshwater crocodile	*Crocodylus palustris* Lesson, 1831
২	লোনাপানির কুমির	Saltwater Crocodile	*Crocodylus porosus* Schneider, 1801
পরিবারঃ গেভিয়ালিডি (Gavialidae)			
৩	ঘড়িয়াল, ঘট কুমির	Gharial	*Gavialis gangeticus* (Gmelin in Linnaeus, 1789)
বর্গঃ টেস্টুডাইন্স (Testudines) **পরিবারঃ চেলোনিডি (Cheloniidae)**			
৪	ধজ্যা কাছিম, আংটামাথা সাগর কাছিম	Loggerhead Sea Turtle	*Caretta caretta* (Linnaeus, 1758)
৫	সবুজ সাগর-কাছিম	Green Turtle	*Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758)

৬	ঈগলঠুঁটি সাগর-কাছিম	Hawksbill Sea Turtle	*Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766)
৭	জলপাইরঙা সাগরকাছিম	Olive Ridley Sea Turtle	*Lepidochelys olivacea* (Eschscholtz, 1829)
পরিবারঃ জিওমাইডিডি (Geoemydidae)			
৮	রাম কাছিম, বড় কাইট্টা	Northern River Terrapin	*Batagur baska* (Gray, 1830)
৯	ধুর কাছিম	Three-striped Roofed Turtle	*Batagur dhongoka* (Gray, 1832)
১০	আদি কড়ি কাইট্টা	Red-crowned Roofed Turtle	*Batagur kachuga* (Gray, 1831)
১১	এশীয় ডিবা কাছিম	Asian Box Turtle	*Cuora amboinensis (Riche in* Daudin, 1801)
১২	লালচোখা - ডিবা কাছিম	Keeled Box Turtle, Jagged-shelled Turtle, Keel-backed Terrapin	*Cuora mouhotii* (Gray, 1862)
১৩	পাতা কাছিম	Asian Leaf Turtle	*Cyclemys gemeli* Fritz, Guicking, Auer, Sommer, Wink & Hunsdörfer, 2008
১৪	কালা চিত্রা কাছিম, নগম কাইট্টা	Black/Spotted Pond Turtle	*Geoclemys hamiltonii* (Gray, 1830)
১৫	মুকুট নদকাছিম	Crowned River Turtle	*Hardella thurjii* (Gray, 1831)
১৬	আরাকানি কচ্ছপ	Arakan Forest Turtle	*Heosemys depressa* (Anderson, 1875)
১৭	ইন্ডিয়ার কালো কাছিম	Indian Black Turtle	*Melanochelys trijuga* (Schweigger, 1812)
১৮	শিলা কচ্ছপ, ত্রিখিলা স্থল - কচ্ছপ	Tricarinate Hill Turtle	*Melanochelys tricarinata* (Blyth, 1856)

১৯	হলুদ কাইট্টা	Indian Eyed Turtle	*Morenia petersi* (Anderson, 1879)
২০	সিলেটি কড়ি কাইট্টা	Sylhet Roofed Turtle	*Pangshura sylhetensis* Jerdon, 1870
২১	কড়ি কাইট্টা	Indian Roofed Turtle	*Pangshura tecta* (Gray, 1830)
২২	মাঝারি কাইট্টা	Indian Tent Turtle	*Pangshura tentoria* (Gray, 1834)
২৩	ভাইটাল কাইট্টা	Brown-roofed Turtle	*Pangshura smithii* (Gray 1863)
পরিবারঃ টেস্টুডিনিডি (Testudinidae)			
২৪	হলুদ পাহাড়ি কচ্ছপ	Elongated Tortoise	*Indotestudo elongata* (Blyth, 1853)
২৫	বড় শিলা কচ্ছপ, পাহাড়ী কচ্ছপ	Asian Giant Tortoise, Brown Tortoise	*Manouria emys phayeri* (Schlegel & S. Müller, 1844)
পরিবারঃ ট্রাইওনিকিডি (Trionychidae)			
২৬	পাহাড়ি তরুণাস্থি কাছিম	Asiatic Softshell Turtle, Southeast Asian Softshell Turtle, Malayan Softshell Turtle	*Amyda cartilaginea* (Boddaert, 1770)
২৭	চিত্র, ছিম কাছিম	Narrow-headed Soft-shelled Turtle	*Chitra indica* (Gray, 1830)
২৮	খালুয়াগঙ্গা / কাছিম	Ganges Soft-shelled Turtle	*Nilssonia gangetica* (Cuvier, 1825)
২৯	ধুম কাছিম	Peacock Soft-shelled Turtle	*Nilssonia hurum* (Gray, 1830)
৩০	বোস্তামি কাছিম	Bostami Turtle, Black Softshell Turtle	*Nilssonia nigricans* (Anderson, 1875)
৩১	জাঁতা কাছিম	Asian Giant Soft-shelled Turtle	*Pelochelys cantorii* Gray, 1864
৩২	সুন্দি/চিতি কাছিম	Indian Flap-shelled Turtle	*Lissemys punctata* (Lacépède, 1788)

পরিবারঃ ডারমোচেলিডি (Dermochelyidae)			
৩৩	পুরুচর্ম পৃষ্ঠ সাগরকাছিম	Leatherback Sea Turtle	*Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)
বর্গঃ স্কুয়ামাটা (Squamata) **পরিবারঃ ইলাপিডি** (Elapidae)			
৩৪	রাজ গোখরা, শঙ্খচূড়	King Cobra	*Ophiophagus hannah* (Cantor, 1836)
পরিবারঃ এগামিডি (Agamidae)			
৩৫	চিতি উড়ন্ত রক্তচোষা, উড়ন্ত টিকটিকি	Spotted Flying Lizard	*Draco maculatus* (Gray, 1845)
৩৬	নীলগলা গিরগিটি	Green Fan-throated Lizard	*Ptyctolaemus gularis* (Peters, 1864)
গেকোনিডি (Gekkonidae)			
৩৭	তক্ষক	Tokay Gecko	*Gekko gecko* (Linnaeus, 1758)
৩৮	খাসিয়া টিকটিকি-তক্ষক	Ayeyarwady Bent-toed Gecko	*Cyrtodactylus ayeyarwadyensis* Bauer, 2003
পরিবারঃ পাইথোনিডি (Pythonidae)			
৩৯	বার্মিজ অজগর, বর্মি অজগর	Burmese Python, Rock Python, Indian Rock Python	*Python bivittatus* Kuhl, 1820
৪০	গোলবাহার, ময়াল, অজগর	Reticulated Python	*Malayopython reticulatus* (Schneider, 1801)
৪১	অজগর	Rock Python	*Python molurus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ ভেরানিডি (Varanidae)			
৪২	গুইসাপ	Bengal Monitor	*Varanus bengalensis* (Daudin, 1802)

৪৩	সোনা গুঁই	Yellow Monitor	*Varanus flavescens* (Hardwicke & Gray, 1827)
৪৪	কালো গুঁই, রামগদি	Water Monitor, Ringed Monitor	*Varanus salvator* (Laurenti, 1768)
উভচর (Amphibibia) **বর্গঃ এনুরা (Anura)** **পরিবারঃ ডাইক্রোগ্লোসিডি (Dicroglossidae)**			
১	সোনা ব্যাঙ	Indian Bull Frog	*Hoplobatrachus tigerinus* (Daudin, 1802)
২	উপকূলীয় সোনা ব্যাঙ	Coastal Bullfrog	*Hoplobatrachus litoralis* Hasan, Kuramoto, Islam, Alam, Khan & Sumida, 2012
মাছ (Fish) **শ্রেণিঃ এক্টিনোপ্টেরিডি (Actinopterygii)** **বর্গঃ সিগ্নিথিফর্মিজ (Syngnathiformes)** **পরিবারঃ সিগ্নেথিডি (Syngnathidae)**			
১	সমুদ্র ঘোড়া	Seahorse	*Hippocampus spp.*
তরুনাস্থিযুক্ত মাছ (Elasmobranchs) **শ্রেণিঃ কন্ড্রিকথিস (Chondrichthyes)** **বর্গঃ ওরেক্টলোবিফর্মিজ (Orectolobiformes)** **পরিবারঃ রিংকোডনটিডি (Rhincodontidae)**			
১	তিমি হাঙ্গর	Whale shark	*Rhincodon typus* Smith, 1828
বর্গঃ কার্চারিনিফর্মিজ (Carcharhiniformes) **পরিবারঃ কার্চারিনিডি (Carcharhinidae)**			
২	সাদাডগা হাঙ্গর, সাদাটুপি হাঙ্গর	Oceanic whitetip shark	*Carcharhinus longimanus* (Poey, 1861)
৩	বড়পাখ বলি হাঙ্গর	Sandbar Shark	*Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827)

৪	গাঙ্গেয় চিনারি হাঙ্গর	Ganges shark	*Glyphis gangeticus* (Müller & Henle, 1839)
৫	বড়পাখ চিনারি হাঙ্গর, সিনারি হাঙ্গর	Broadfin shark	*Lamiopsis temminckii* (Müller & Henle, 1839)
পরিবারঃ স্ফিরনিডি (Sphyrnidae)			
৬	পাখমাথা হাতুড়ি হাঙ্গর, কাইন্যা, কাউন্যা	Winghead shark	*Eusphyra blochii* (Cuvier, 1816)
৭	খাঁজকাটা হাতুড়ি হাঙ্গর, কাইন্যা, কাউন্যা	Scalloped hammerhead	*Sphyrna lewini* (Griffith & Smith, 1834)
৮	বড়পাখ হাতুড়ি হাঙ্গর, বড় জুলিয়া মাগর, কাইন্যা, কাউন্যা	Great hammerhead	*Sphyrna mokarran* (Rüppell, 1837)
৯	খাঁজহীন হাতুড়ি হাঙ্গর, কাইন্যা, কাউন্যা	Smooth hammerhead	*Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ ডেসিয়াটিডি (Dasyatidae)			
১০	বামনলেজি শাপলাপাতা	Shorttail whipray	*Maculabatis bineeshi* Manjaji-Matsumoto & Last, 2016
পরিবারঃ মোবুলিডি (Mobulidae)			
১১	সাদাপিঠ শিংচোয়াইন, লুইমনি, দেউমাছ	Oceanic manta ray	*Mobula birostris* (Walbaum, 1792)

১২	লম্বাকাইন্যা শিংচোয়াইন, লম্বা শিংওয়ালা শিংচোয়াইন, দেউমাছ	Longhorned pygmy devil ray	*Mobula eregoodoo* (Cantor, 1849)
১৩	ছোটপাখ শিংচোয়াইন, বামন শিংচোয়াইন, দেউমাছ	Shorthorned pygmy devil ray	*Mobula kuhlii* (Myller & Henle, 1841)
১৪	সাদাপেট শিংচোয়াইন, লেজকাঁটা শিংচোয়াইন, দেউমাছ	Spinetail devil ray	*Mobula mobular* (Bonnaterre, 1788)
১৫	ধূসরপেট শিংচোয়াইন, দেউমাছ	Sicklefin devil ray	*Mobula tarapacana* (Philippi, 1892)
১৬	বাঁকাপাখ শিংচোয়াইন, দেউমাছ	Bentfin devilray	*Mobula thurstoni* (Lloyd, 1908)
বর্গঃ রাইনোপ্রিস্টিফর্মিজ (Rhinopristiformes) **পরিবারঃ গ্লকোস্টেজিডি (Glaucostegidae)**			
১৭	সরুনাক পিতাম্বরিনাঙলা	Sharpnose guitarfish	*Glaucostegus granulatus* (Cuvier, 1829)
১৮	ভোঁতানাক পিতাম্বরিনাঙলা	Widenose guitarfish	*Glaucostegus obtusus* (Müller & Henle, 1841)
১৯	গোদানাক পিতাম্বরিনাঙলা	Clubnose guitarfish	*Glaucostegus thouin* (Anonymous [Lacepède], 1798)
২০	বড়দেহী পিতাম্বরিনাঙলা	Giant guitarfish	*Glaucostegus typus* (Anonymous [Bennett], 1830)
২১	বাংলাদেশি পিতাম্বরিনাঙলা	Bangladeshi guitarfish	*Glaucostegus younholeei* Habib & Islam, 2021

পরিবারঃ প্রিস্টিডি (Pristidae)			
২২	চিকন করাত মাছ, খান্দা মাগর, খটক, করাতি হাঙ্গার, আইশা	Narrow sawfish	*Anoxypristis cuspidata* (Latham, 1794)
২৩	বড়দাঁতী করাত মাছ, খান্দা মাগর, খটক, করাতি হাঙ্গার, আইশা	Largetooth sawfish	*Pristis pristis* (Linnaeus, 1758)
২৪	সবুজ করাত মাছ, খান্দা মাগর, খটক, করাতি হাঙ্গার, আইশা	Green Sawfish	*Pristis zijsron* Bleeker, 1851
পরিবারঃ রাইনোব্যাটিডি (Rhinobatidae)			
২৫	বাংলা পিতাম্বরিনাঙলা	Bengal Guitarfish	*Rhinobatos annandalei* Norman, 1926
২৬	কালোদাগী পিতাম্বরিনাঙলা	Smoothback guitarfish	*Rhinobatos lionotus* Norman, 1926
২৭	তেলাপিঠ পিতাম্বরিনাঙলা	Ranong guitarfish	*Rhinobatos ranongensis* Last, Séret & Naylor, 2019
পরিবারঃ রিনিডি (Rhinidae)			
২৮	গোলনাক পিতাম্বরি, ব্যাঙ হাঙ্গার	Bowmouth guitarfish (Shark ray)	*Rhina ancylostomus* Bloch & Schneider, 1801
২৯	বোতলনাক পিতাম্বরি, নাঙলা	Bottlenose wedgefish	*Rhynchobatus australiae* Whitley, 1939
৩০	মসৃণনাক পিতাম্বরি, নাঙলা	Smoothnose wedgefish	*Rhynchobatus laevis* (Bloch & Schneider, 1801)

তফসিল ১(গ)

[ধারা ১১, ৪১(৪), ৪১(৫) ও ৪৪(১) দ্রষ্টব্য]

রক্ষিত বন্যপ্রাণী (Protected animals)

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী যাহাদের (গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যতীত অথবা লাইসেন্স বা পজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত) কোনো **অবস্থাতেই শিকার, উদ্ভ্যক্ত, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয় অথবা আমদানি-রপ্তানি করা যাইবে না।**

ক্রমিক	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
স্তন্যপায়ী (Mammals) বর্গঃ কার্নিভোরা (Carnivora) পরিবারঃ ক্যানিডি (Canidae)			
১	পাতি শিয়াল	Golden Jackal	*Canis aureus* Linnaeus,1758
পরিবারঃ ভিভেরিডি (Viverridae)			
২	পাতি বাগদাশ, গন্ধগোকুল, পাতি তাল খাটাশ	Common Palm Civet	*Paradoxurus hermaphroditus* (Pallas,1777)
পরিবারঃ হার্পেসটিডি (Herpestidae)			
৩	ছোট ইন্ডিয়ান বেজি	Small Indian Mongoose	*Urva auropunctatus* Hodgson,1836
পাখি (Aves) বর্গঃ এনসেরিফর্মিজ (Anseriformes) পরিবারঃ এনাটিডি (Anatidae)			
১	মান্দারিন হাঁস	Mandarin Duck	*Aix galericulata* (Linnaeus, 1758)
বর্গঃ কলুম্বিফর্মিজ (Columbiformes) পরিবারঃ কুলাম্বিডি (Columbidae)			
২	হাসির ঘুঘু	Laughing Dove	*Spilopelia senegalensis* (Linnaeus, 1766)
৩	তিলা ঘুঘু	Western Spotted Dove	*Spilopelia suratensis* (Scopoli, 1786)

৪	ইউরেশিও কণ্ঠীঘুঘু	Eurasian Collared Dove	*Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)
৫	লাল রাজঘুঘু	Red Turtle Dove	*Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804)
বর্গঃ কোরাসিফর্মিজ (Coraciformes) **পরিবারঃ আলসেডিনিডি (Alcedinidae)**			
৬	উদয়ী বামনরাঙ্গা, উদয়ী বামন মাছরাঙ্গা	Oriental Dwarf Kingfisher	*Ceyx erithaca* (Linnaeus,1758)
৭	কালাটুপি মাছরাঙ্গা	Black-capped Kingfisher	*Halcyon pileata* (Boddaert, 1783)
৮	খয়রাপাখ মাছরাঙ্গা	Brown-winged Kingfisher	*Pelargopsis amauroptera* (Pearson, JT, 1841)
বর্গঃ গ্যালিফর্মস (Galliformes) **পরিবারঃ ফাসিয়ানিডি (Phasianidae)**			
৯	চিনা বটেরা, বৃষ্টি বটেরা	Rain Quail	*Coturnix coromandelica* (Gmelin, JF, 1789)
১০	পাতি বটেরা	Common Quail	*Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
১১	লাল বনমোরগ, বনমুরগি	Red Junglefowl	*Gallus gallus* (Linnaeus, 1758)
১২	ময়ূর	Indian Peafowl	*Pavo cristatus* Linnaeus, 1758
বর্গঃ গ্রুইফর্মিজ (Gruiformes) **পরিবারঃ রেলিডি (Rallidae)**			
১৩	ধলাবুক ডাহুক	White-breasted Waterhen	*Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769)
১৪	বেগুনি কালেম	Purple Swamphen	*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)

বর্গঃ চারাড্রিফর্মিস (Charadriformes) **পরিবারঃ গ্লারিওলিডি (Glareolidae)**			
১৫	ছোট বাবুবাটান	Little Pratincole	*Glareola lactea* Temminck, 1820
১৬	উদয়ী বাবুবাটান	Oriental Pratincole	*Glareola maldivarum* Forster, 1795
পরিবারঃ চারাড্রিডি (Charadriidae)			
১৭	ছোট ধূলজিরিয়া	Siberian Sandplover	*Charadrius mongolus* (Pallas, 1776)
১৮	মেটে জিরিয়া	Grey Plover	*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ স্কোলোপ্যাসিডি (Scolopacidae)			
১৯	মোটাঠুঁটো বাটান	Broad-billed Sandpiper	*Calidris falcinellus* (Pontoppidan, 1763)
২০	গুলিন্দা বাটান	Curlew Sandpiper	*Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763)
২১	পাতি চ্যাগা	Common Snipe	*Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)
২২	বন চ্যাগা	Wood Snipe	*Gallinago nemoricola Hodgson, 1836*
২৩	ল্যাঞ্জা চ্যাগা	Pin-tailed Snipe	*Gallinago stenura* (Bonaparte, 1830)
২৪	জ্যাক চ্যাগা	Jack Snipe	*Lymnocryptes minimus* (Brunnich, 1764)
২৫	পূবের গুলিন্দা	Eastern Curlew	*Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1766)
পরিবারঃ হেমাটোপোডিডি (Haematopodidae)			
২৬	ইউরেশিও ঝিনুকমার	Eurasian Oystercatcher	*Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758

বর্গঃ পিসিফর্মিজ (Piciformes) **পরিবারঃ পিসিডি (Picidae)**			
২৭	বড় মেটেকুড়ালি	Great Slaty Woodpecker	*Mulleripicus pulverulentus* (Temminck, 1826)
বর্গঃ পেলিকানিফর্মিজ (Pelecaniformes) **পরিবারঃ আর্ডেইডি (Ardeidae)**			
২৮	ধুপনি বক, ধুসর বক	Grey Heron	*Ardea cinerea* Linnaeus, 1758
২৯	মাঝলা বগা	Intermediate Egret	*Ardea intermedia* Wagler, 1829
৩০	লালচে বক	Purple Heron	*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766
৩১	চীনা কানিবক	Chinese Pond Heron	*Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855)
৩২	নিশিবক	Malayan Night Heron	*Gorsachius melanolophus* (Raffles, 1822)
৩৩	ধলাকান নিশিবক	White-eared Night Heron	*Oroanassa magnifica* (Ogilvie Grant, 1899)
বর্গঃ প্যাসারিফর্মিজ (Passeriformes) **পরিবারঃ টিমালিডি (Timaliidae)**			
৩৪	হলদেচোখ ছাতারে	Yellow-eyed Babbler	*Chrysomma sinense* (Gmelin, JF, 1789)
৩৫	বড় ছাতারে	Marsh Babbler	*Pellorneum palustre* Gould, 1872
পরিবারঃ পেলোরনিডি (Pellorneidae)			
৩৬	ধলামুখোশ ছাতারে	White-hooded Babbler	*Gampsorhynchus rufulus* Blyth, 1844
৩৭	বাংলা ঘাসপাখি	Rufous-rumped Grassbird	*Graminicola bengalensis* Jerdon, 1863

৩৮	জলার ঘাস ছাতারে	Swamp Grass Babbler	*Laticilla cinerascens* (Walden, 1874)
৩৯	খয়রাবুক ছাতারে	Buff-breasted Babbler	*Trichastoma tickelli* Blyth, 1859
পরিবারঃ মুসসিকাপিডি (Muscicapidae)			
৪০	জাভান নীলচুটকি	Javan Blue Flycatcher	*Cyornis banyumas* (Horsfield, 1821)
৪১	ধলাগলা ঝাড়ফিদ্দা	White-throated BushChat	*Saxicola insignis* Gray, 1846
পরিবারঃ লানিডি (Laniidae)			
৪২	দক্ষিণে মেটেলাটোরা	Southern Grey Shrike	*Lanius meridionalis* Temminck, 1820
পরিবারঃ সিলভিডি (Sylvidae)			
৪৩	শতদাগি ঘাসপাখি	Bristled Grassbird	*Schoenicola striatus* (Jerdon, 1841)
বর্গঃ সুলিফর্মিজ (Suliformes) **পরিবারঃ ফালাক্রোকুরাসিডি (Phalacrocoracidae)**			
৪৪	ছোট পানকৌড়ি	Little Cormorant	*Microcarbo niger* (Vieillot, 1817)
৪৫	বড় পানকৌড়ি	Great Cormorant	*Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)
৪৬	দেশি পানকৌড়ি	Indian Cormorant	*Phalacrocorax fuscicollis* Stephens, 1826
বর্গঃ সিকোনিফর্মিজ (Ciconiiformes) **পরিবারঃ সিকোনিডি (Ciconiidae)**			
৪৭	এশিও শামকখোল	Asian Openbill	*Anastomus oscitans* (Boddaert, 1783)
সরীসৃপ (Reptiles) **বর্গঃ স্কুয়ামাটা (Squamata)** **পরিবারঃ এনগোইলিডি (Anguidae)**			
১	সাপ আঁচিলা	Asian Glass Lizard	*Dopasia gracilis* (Gray, 1845)

পরিবারঃ কলুব্রিডি (Colubridae)			
২	ফণিমনসা	Grey Cat Snake	*Boiga siamensis* Nutaphand, 1971
৩	কলোদাগা কুকরি সাপ	Black-barred Kukri Snake	*Oligodon cinereus* (Günther, 1864)
৪	সবুজ দারাজ	Green Rat Snake	*Ptyas nigromarginata* (Blyth, 1854)
৫	চিত্রিত ঢোঁড়া সাপ	Painted Keelback	*Xenochrophis cerasogaster* (Cantor, 1839)
পরিবারঃ নট্রিসিডি (Natricidae)			
৬	কমলাঘাড় ঢোঁড়া সাপ	Himalayan Keelback, Orange-collared Keelback	*Rhabdophis himalayanus* (Günther, 1864)
পরিবারঃ ভাইপারিডি (Viperidae)			
৭	পপের সবুজ বোড়া	Pope's Pit Viper	*Trimeresurus popeiorum* Smith,1937
পরিবারঃ সাইনসিডি (Scincidae)			
৮	চিতি আঁচিলা, অঞ্জন	Spotted Supple Skink	*Lygosoma punctata* (Gmelin, 1799)
৯	জলার আঁচিলা	North-eastern Water Skink	*Tropidophorus assamensis* Annandale, 1912
উভচর (Amphibibia) **বর্গঃ এনুরা (Anura)** **পরিবারঃ ইচথিওফাইডি (Ichthyophiidae)**			
১	গারো পাহাড়ী সিসিলিয়ান	Garo Hills Caecilian	*Ichthyophis garoensis* Pillai & Ravichandran, 1999

বর্গঃ Gymnophiona **পরিবারঃ চিকিলিডি (Chikilidae)**			
২	লাউয়াছড়ার চিকিলা	Fuller's Caecilian, Kuttal Caecilian	*Chikila fulleri* (Alcock, 1904)
পরিবারঃ ডাইক্রোগ্লোসিডি (Dicroglossidae)			
৩	সবুজ ব্যাঙ	Green Frog	*Euphlyctis hexadactylus* (Lesson, 1834)
৪	বন ভাউয়া ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ	Jerdon's Bull Frog	*Hoplobatrachus crassus* (Jerdon, 1853)
৫	চ্যাপ্টামাথা কোলা ব্যাঙ	Flat-headed Frog, Corrugated Frog, Rivulet Frog, Broad-headed Frog, Khasi Wart Frog, Southern Bigheaded Frog	*Limnonectes khasianus* (Anderson, 1871)
পরিবারঃ মাইক্রোহাইলিডি (Microhylidae)			
৬	দাগি অনড় ব্যাঙ	Piebald Narrowmouthed Frog	*Kalophrynus interlineatus* (Blyth, 1855)
৭	ভ্যাঁপু ব্যাঙ, সুন্দরী ব্যাঙ, ব্যান্ড সোনা ব্যাঙ	Malaysian Narromouth Toad	*Kaloula pulchra* Gray, 1831
৮	ভারতের ধানি ব্যাঙ	Northeast Indian Paddy Frog	*Micryletta aishani* Das, Garg, Hamidy, Smith, and Biju, 2019
৯	বেলুন ব্যাঙ	Balloon Frog	*Uperodon globulosus* (Gynther, 1864)
১০	চিত্রিত ভ্যাঁপু ব্যাঙ, বেলুন ব্যাঙ	Sri Lankan Bullfrog	*Uperodon taprobanicus* (Parker, 1934)

পরিবারঃ মেগোফ্রাইডি (Megophryidae)			
১১	লালচোখ ব্যাঙ	Smith's Litter Frog	*Leptobrachium smithi* Matsui Nabhitabhata and Panha, 1999
১২	সিলেটি লালচোখ ব্যাঙ	Sylhet Litter Frog	*Leptobrachium sylheticum* (Al-Razi et al. 2021)
১৩	মুকুট ব্যাঙ, বর্মি ব্যাঙ, বেলচাপা ব্যাঙ	Concave-crowned Horned Toad	*Xenophrys serchhipii* (Mathew & Sen, 2007)
পরিবারঃ রেকোফোরিডি (Rhacophoridae)			
১৪	দরিয়ার বামন গেছো ব্যাঙ	Doriae's Pigmy Tree Frog	*Chirixalus doriae* Boulenger, 1893
১৫	ছোট গেছো ব্যাঙ	Assam Asian Treefrog	*Chirixalus simus* Annandale, 1915
১৬	বাদামি ছোট গেছো ব্যাঙ	Brown blotched Bengal Tree Frog	*Polypedates bengalensis* Purkayastha, Das, Mondal, Mitra & Das, 2019
১৭	লনগছুএনের বামন ব্যাঙ	Longchuan Bubble-nest Frog	*Raorchestes longchuanensis* (Yang & Li, 1978)
১৮	রেজা খানের বামন ব্যাঙ	Reza Khan's Bush Frog	*Raorchestes rezakhani* Al-Razi, Maria & Muzaffar, 2020
১৯	লাললিপ্তপাদ গেছো ব্যাঙ	Htun Win's Tree Frog, Twin-spotted Tree Frog	*Rhacophorus bipunctatus* Ahl, 1927
২০	পাখির বিষ্ঠা ব্যাঙ	Pied Warty Tree Frog, Hill Garden Bug-eyed Frog, Bird Poop Frog	*Theloderma baibungense* (Jiang, Fei & Huang, 2009)
২১	বড় গেছো ব্যাঙ	Large Tree Frog	*Zhangixalus smaragdinus* (Blyth, 1852)

পরিবারঃ রেনিডি (Ranidae)			
২২	ঝরণাসুন্দরি ব্যাঙ	Marbled Torrent Frog	*Amolops marmoratus* Blyth, 1855
২৩	সরুমাথা ব্যাঙ, বাদামি ছড়া ব্যাঙ	Point-nosed Frog, Hill Frog, High-altitude Frog	*Clinotarsus alticola* (Boulenger, 1882)
২৪	শুকরডাকা ব্যাঙ	Bhamo Frog	*Humerana humeralis* (Boulenger, 1887)
২৫	চামড়াঝোলা ব্যাঙ, উড়ুক্কু ব্যাঙ	Khare's Stream Frog, Indian Flying Frog	*Pterorana khare* (Kiyasetuo & Khare, 1986)
২৬	কাঠ ব্যাঙ, ছরার ব্যাঙ	Chin woodfrog, Crying stream frog	*Hylarana lacrima* (Sheridan & Stuart, 2018)
২৭	মুরগিডাকা ব্যাঙ	Cope's Frog, Cope's Assam Frog	*Hylarana leptoglossa* (Cope, 1868)
২৮	নিকোবারের ব্যাঙ	Flat-headed Frog, Corrugated Frog, Rivulet Frog, Broad-headed Frog, Khasi Wart Frog, Southern Bigheaded Frog	*Hylarana nicobariensis* (Stoliczka, 1870)
২৯	মাইট্যা ব্যাঙ, কালো ফোঁটা ব্যাঙ	Dark-sided Frog, Black-spotted Frog	*Hylarana nigrovittata* (Blyth, 1856)
৩০	সবুজ ধানি ব্যাঙ, দুই দাগী সবুজ ব্যাঙ	Taipei Frog	*Hylarana taipehensis* (van Denburgh, 1909)
৩১	সবুজপিঠ ঝর্ণা ব্যাঙ	Green-backed Stream Frog, Coppercheeked Frog	*Odorrana chloronota* (Gunther, 1876)
৩২	সবুজ ঝর্ণা ব্যাঙ	Green Cascade Frog	*Odorrana livida* (Blyth, 1856)

তরুনাস্থিযুক্ত মাছ (Elasmobranchs) **শ্রেণিঃ কন্ড্রিকথিস (Chondrichthyes)** **বর্গঃ ওরেক্টলোবিফর্মিজ (Orectolobiformes)** **পরিবারঃ স্টেগস্টোমাটিডি (Stegostomatidae)**			
১	চিতা হাঙ্গর, জেব্রা হাঙ্গর	Indo-Pacific leopard shark	*Stegostoma tigrinum* Forster, 1781
বর্গঃ ল্যামনিফর্মিজ (Lamniformes) **পরিবারঃ অ্যালোপিডি (Alopiidae)**			
২	নীল কাস্তে হাঙ্গর	Pelagic thresher	*Alopias pelagicus* Nakamura, 1935
৩	বড়চোখা কাস্তে হাঙ্গর	Bigeye thresher	*Alopias superciliosus* Lowe, 1841
পরিবারঃ ল্যামনিডি (Lamnidae)			
৪	ছোটপাখ ম্যাকো হাঙ্গর	Shortfin mako	*Isurus oxyrinchus* Rafinesque, 1810
৫	বড়পাখ ম্যাকো হাঙ্গর	Longfin mako	*Isurus paucus* Guitart, 1966
বর্গঃ কার্চারিনিফর্মিজ (Carcharhiniformes) **পরিবারঃ কার্চারিনিডি (Carcharhinidae)**			
৬	ভোঁতা বলি হাঙ্গর, গোছা কামট	Pigeye shark	*Carcharhinus amboinensis* (Myller & Henle, 1839)
৭	বলি হাঙ্গর, ঘবলি - হাঙ্গর, গোছা কামট	Bull shark	*Carcharhinus leucas* (Valenciennes in Myller & Henle, 1839)
৮	দাগহীন বলি হাঙ্গর	Sicklefin lemon shark	*Negaprion acutidens* (Ryppell, 1837)
পরিবারঃ হেমিগ্যালিডি (Hemigaleidae)			
৯	শিয়ালবলি হাঙ্গর-, শাঁখাদাঁতী বলি হাঙ্গর	Snaggletooth shark	*Hemipristis elongata* (Klunzinger, 1871)

বর্গঃ মাইল্যোব্যাটিফর্মিজ (Myliobatiformes) **পরিবারঃ ইটোব্যাটিডি (Aetobatidae)**			
১০	লম্বামাথা ঠুইট্যা ঘাপরি, টুইট্যা ঘাপরি	Longhead eagle ray	*Aetobatus flagellum* (Bloch & Schneider, 1801)
১১	কাঁটাযুক্ত ফুল ঠুইট্যা ঘাপরি, টুইট্যা ঘাপরি	Spotted eagle ray	*Aetobatus ocellatus* (Kuhl, 1823)
পরিবারঃ ডেসিয়াটিডি (Dasyatidae)			
১২	ছোটদাগী বাঘা, চিতা শাপলাপাতা	Leopard whipray	*Himantura leoparda* Manjaji-Matsumoto & Last, 2008
১৩	চিতাতিলা শাপলাপাতা	Coach whipray	*Himantura uarnak* (Gmelin, 1789)
১৪	বাঘা শাপলাপাতা, বড়দাগী বাঘা	Honeycomb whipray	*Himantura undulata* (Bleeker, 1852)
১৫	ফুলজাতি শাপলাপাতা	Whitespotted whipray	*Maculabatis gerrardi* (Gray, 1851)
১৬	গোল শাপলাপাতা	Round whipray	*Maculabatis pastinacoides* (Bleeker, 1852)
১৭	সরুনাক হাঙরাইল থাইন	Narrow cowtail ray	*Pastinachus gracilicaudus* Last & Manjaji-Matsumoto, 2010
১৮	ভোঁতানাক/ থ্যাবড়ানাক হাঙরাইল, থাইন	Roughnose cowtail ray	*Pastinachus solocirostris* Last, Manjaji & Yearsley, 2005
১৯	রাম্মি শাপলাপাতা	Bleeker's whipray	*Pateobatis bleekeri* (Blyth, 1860)
২০	কালোদাগী ঘুড়ি শাপলাপাতা	Jenkins' whipray	*Pateobatis jenkinsii* (Annandale, 1909)
২১	চুনি শাপলাপাতা, হাউশ	Whitenose whipray	*Pateobatis uarnacoides* (Bleeker, 1852)
২২	সজারু, কাঠাইল্যা শাপলাপাতা	Porcupine ray	*Urogymnus asperrimus* (Bloch & Schneider,1801)
২৩	সাদাফোঁটা বাদা শাপলাপাতা	Mangrove whipray	*Urogymnus granulatus* (Macleay, 1883)
২৪	চোঙ্গামুখ চুনি/ শাপলাপাতা	Tubemouth whipray	*Urogymnus lobistoma* (Manjaji-Matsumoto & Last, 2006)

২৫	পাইন্যা/ মিঠাপানির শাপলাপাতা, বাইল্যা	Giant freshwater whipray	*Urogymnus polylepis* (Bleeker, 1852)
পরিবারঃ মাইলিয়োব্যাটিডি (Myliobatidae)			
২৬	চিত্রা ঠুইট্যা ঘাপরি, টুইট্যা ঘাপরি	Mottled eagle ray	*Aetomylaeus maculatus* (Gray, 1834)
পরিবারঃ রাইনোপটেরিডি (Rhinopteridae)			
২৭	খাটোলেজী ভোঁতা ঘাপরি	Oman Cownose Ray	*Rhinoptera jayakari* Boulenger, 1895
২৮	লম্বালেজী ভোঁতা ঘাপরি	Javanese cownose ray	*Rhinoptera javanica* Müller & Henle, 1841

সমুদ্রশসা (Sea Cucumber)
শ্রেণিঃ হলোথুরোইডিয়া (Holothuroidea)
বর্গঃ এসপিডোকাইরোটিডা (Aspidochirotida)
পরিবারঃ হলোথুরিয়িডি (Holothuriidae)

০১	সোনালী সমুদ্রশসা	Golden Sandfish	*Holothuria scabra* (Jaeger, 1833)
০২	পাতি সমুদ্রশসা	Ubiquitous Sandfish	*Holothuria arenicola* (Semper, 1868)
০৩	বোতল-গলা সমুদ্রশসা	Bottleneck Sea Cucumber	*Holothuria impatiens* (Forskaal, 1775)
০৪	বাদামী/খড়ি সমুদ্রশসা	Chalky Cucumber, Brown Sandfish	*Bohadschia marmorata* (Jaeger, 1833)
০৫	বাদামী সমুদ্রশসা	Brown Sandfish	*Bohadschia vitiensis* (Semper, 1868)
বর্গঃ সিন্যাল্যাকটিডা (Synallactida) **পরিবারঃ স্টিকোপোডিডি (Stichopodidae)**			
০৬	ড্রাগন সমুদ্রশসা	Dragonfish, Peanutfish, Selenka's Sea Cucumber, Warty Sea Cucumber	*Stichopus horrens* (Selenka, 1867)
০৭	আনারস/কাঁটা সমুদ্রশসা	Pineapple sea cucumber, Prickly redfish	*Thelenota ananas* (Jaeger, 1833)
০৮	দানব/আম্বার সমুদ্রশসা	Giant Sea Cucumber, Amberfish	*Thelenota anax* (H. L. Clark, 1921)

তফসিল ২

[ধারা ১১, ৪২(১), ৪২(২) ও ৪৪(১) দ্রষ্টব্য]

রক্ষিত বন্যপ্রাণী (Protected animals)

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী এবং সাইটিস ও সিএমএস এর এপেন্ডিক্স ২ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী যাহাদের প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিরেকে শিকার, উত্ত্যক্ত, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, অথবা আমদানি-রপ্তানি করা যাইবে না।

ক্রমিক	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
স্তন্যপায়ী (Mammals) **বর্গঃ আর্টিওডাক্টাইলা (Artiodactyla)** **পরিবারঃ সুইডি (Suidae)**			
১	বন শুকর	Wild Boar	*Sus scrofa* Linnaeus, 1758
বর্গঃ ইউলিপোটিফ্লা (Eulipotyphla) **পরিবারঃ তালপিডি (Talpidae)**			
২	অন্ধ মূষিক, সুসেন্দরি, ছুঁচো	Himalayan Mole, Eastern Mole	*Euroscaptor micrura* (Hodgson, 1841)
৩	সাদালেজি ছুঁচো	White-tailed Mole	*Parascaptor leucura* (Blyth, 1850)
৪	গেছো ছুঁচো	Common Tree Shrew	*Tupaia belangeri* (Wagner, 1841)
পরিবারঃ সরিসাইডি (Soricidae)			
৫	ছোট ছুঁচো	Savi's Pygmy Shrew, Whitetoothed Pigmy Shrew	*Suncus etruscus* (Savi, 1822)
৬	চিকা, ছুঁচো, ছুঁচা	House Shrew, Asian House Shrew	*Suncus murinus* (Linnaeus, 1766)

বর্গঃ কাইরোপটেরা (Chiroptera) **পরিবারঃ এম্বালুনরিডি (Emballonuridae)**			
৭	থলে বাদুড়, ঝুলি বাদুড় লম্বা	Pouch-bearing Bat	*Saccolaimus saccolaimus* (Temminck, 1838)
৮	লম্বা বাদুড়-পাখ গোর-	Long-winged Tomb Bat	*Taphozous longimanus* Hardwicke, 1825
৯	গোপা গোরবাদুড়	Black-bearded Tomb Bat	*Taphozous melanopogon* Temminck, 1841
পরিবারঃ টেরুপুডিডি (Pteropodidae)			
১০	খর্বনাসা কলাবাদুড়	Greater Shortnosed Fruit Bat	*Cynopterus sphinx* (Vahl, 1797)
১১	প্রভাতী বাদুড়	Dawn Bat, Common Dawn Bat, Common Nectar Bat, Lesser Dawn Bat	*Eonycteris spelaea* (Dobson, 1871)
১২	লম্বানাসা কলাবাদুড়	Greater Long-nosed Fruit Bat	*Macroglossus sobrinus* K. Andersen, 1911
১৩	কলাবাদুড়, ইন্ডিয়ান খেচর শিয়াল	Indian Flying Fox	*Pteropus medius* Temminck, 1825
১৪	ধলা কলাবাদুড়, তামাটে ফলা বাদুড়	Fulvous Fruit Bat	*Rousettus leschenaultii* (Desmarest, 1820)
পরিবারঃ ভেসপার্টিলিওনিডি (Vespertilionidae)			
১৫	টিকেলস্ বাদুড়	Tickell's Bat	*Hesperoptenus tickelli* Blyth, 1851
১৬	থালাকান নলনাসা বাদুড়	Round-eared tube-nosed bat	*Murina cyclotis* Dobson, 1872
১৭	লোমশমুখ বাদুড়, ইঁদুরকানি বাদুড়	Hairy-faced bat	*Myotis annectans* (Dobson, 1871)
১৮	দেশি চামচিকা	Indian Pipistrelle	*Pipistrellus coromandra* (Gray, 1838)

১৯	জাভার চামচিকা	Javan Pipistrelle Bat	*Pipistrellus javanicus* (Gray, 1838)
২০	চামচিকা	Common Pipistrelle	*Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774)
২১	বামন পিপিস্ট্রিল	Least Pipistrelle, Indian Pigmy Bat	*Pipistrellus tenuis* (Temminck, 1840)
২২	বড় হলদে বাদুড়	Greater Asiatic Yellow House Bat	*Scotophilus heathii* (Horsfield, 1831)
২৩	ছোট হলদে বাদুড়	Lesser Asiatic Yellow House Bat	*Scotophilus kuhlii* Leach, 1821
২৪	ডোমার্স পিপিস্ট্রিল বলিরেখা-	Dormer's Pipistrelle	*Scotozous dormeri* Dobson,1875
পরিবারঃ মলোসিডি (Molossidae)			
২৫	বলিরেখা ঠোঁটওয়ালা মুক্ত লেজওয়ালা বাদুড়	Wrinkle-lipped Free-tailed Bat	*Chaerephon plicatus* (Buchanan, 1800)
পরিবারঃ মেগাডার্মিডি (Megadermatidae)			
২৬	ছদ্ম রক্তখেকো বাদুড়	Greater False Vampire Bat	*Megaderma lyra* E. Geoffroy, 1810
২৭	ছোট ডাইনী বাদুড়	Lesser False Vampire, Common Asian Ghost Bat	*Megaderma spasma* (Linnaeus, 1758)
		পরিবারঃ মাসটেলিডি (Mustelidae)	
২৮	দাঁতাল ফেরেট বেজার	Large-toothed Ferret Badger	*Melogale personata* I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1831
পরিবারঃ রাইনোপোমাটিডি (Rhinopomatidae)			
২৯	ছোট ইঁদুরলেজি বাদুড়	Lesser Mouse-tailed Bat	*Rhinopoma hardwickii* Gray, 1831

৩০	বড় ইঁদুরলেজি বাদুড়	Greater Mouse-tailed Bat	*Rhinopoma microphyllum* (Brunnich, 1792)
পরিবারঃ রাইনোলুফিডি (Rhinolophidae)			
৩১	বড় পশমি ঘোড়ানালবাদুড়	Great Woolly Horseshoe Bat	*Rhinolophus luctus* Temminck, 1834
৩২	ছোট ঘোড়ানালবাদুড়	Least Horseshoe Bat	*Rhinolophus pusillus* Temminck, 1834
৩৩	ব্লাইথ্স অশ্বখুর বাদুড়	Blyth's Horseshoe Bat	*Rhinolophus lepidus* Blyth, 1844
পরিবারঃ হিপ্পুসিরিডি (Hipposideridae)			
৩৪	লেজ বিহীন পত্রনাসা বাদুড়	Tail-less Leaf-nosed Bat	*Coelops frithii* Blyth, 1848
৩৫	হিমালয়ের বড় পত্রনাসা বাদুড়	Great Himalayan Leaf-nosed Bat	*Hipposideros armiger* (Hodgson, 1835)
৩৬	কেণ্টরস পত্রনাসা বাদুড়	Cantor's Leaf-nosed Bat	*Hipposideros galeritus* Cantor, 1846
৩৭	এন্ডারসনের পত্রনাসা বাদুড়	Andersen's Roundleaf Bat	*Hipposideros gentilis* Andersen, 1918
৩৮	গুহাবাসী পাতা নাক বাদুড়	Indian Leaf-nosed Bat, Indian Roundleaf Bat	*Hipposideros lankadiva* Kelaart, 1850
৩৯	হর্সফিল্ড পত্রনাসা বাদুড়	Horsfield's Leaf-nosed Bat	*Hipposideros larvatus* (Horsfield, 1823)
৪০	এন্ডারসনের গোলপাতা বাদুড়	Andersen's Roundleaf Bat	*Hipposideros pomona* Andersen, 1918
পরিবারঃ হার্পেসটিডি (Herpestidae)			
৪১	ছোট বেজী, নকুল, নেউল	Small Indian Mongoose	*Herpestes auropunctatus* (Hodgson, 1836)
৪২	বড় বেজী, নেউলে, নকুল, নেউল	Indian Grey Mongoose, Common Mongoose	*Herpestes edwardsii* (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)

৪৩	কাঁকড়াভুক বেজী, মাউছা বেজী, নেউল	Crab-eating Mongoose	*Herpestes urva* (Hodgson, 1836)
পরিবারঃ সিওরিডি (Sciuridae)			
৪৪	প্যালাস কাঠবিড়ালী	Pallas's Squirrel	*Callosciurus erythraeus* (Pallas, 1779)
৪৫	ইরাবতি কাঠবিড়ালী	Hoary-bellied Squirrel	*Callosciurus pygerythrus* (I. Geoffroy,1832)
৪৬	কমলাপেট কাঠবিড়ালী	Orange-bellied Himalayan Squirrel	*Dremomys lokriah* (Hodgson, 1836)
৪৭	পঞ্চরেখা কাঠবিড়ালী	Five-striped Palm Squirrel	*Funambulus pennantii* Wroughton, 1905
৪৮	বিচিত্ররঙা উড়ন্ত - কাঠবিড়ালী, ছোট উড়ন্ত কাঠবিড়ালী	Particolored Flying Squirrel	*Hylopetes alboniger* (Hodgson, 1836)
৪৯	হিমালয়ী ডোরা কাঠবিড়ালী, হিমালয়ান ডোরাকাটা কাঠবিড়ালী	Himalayan Striped Squirrel, Western Striped Squirrel	*Tamiops mcclellandii* (Horsfield, 1840)
পাখি (Aves) **বর্গঃ এক্সিপিট্রিফর্মিজ (Accipitriformes)** **পরিবারঃ ইলানিডি (Elanidae)**			
১	কাটুয়া চিল	Black-winged Kite	*Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)
পরিবারঃ এসিপিট্রিডি (Accipitridae)			
২	পাতি শিকরে	Shikra	*Accipiter badius* (Gmelin, JF, 1788)

৩	উত্তুরে গোদাশিকরে	Northern Goshawk	*Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
৪	জাপানিজ চড়ুইশিকরে	Japanese Sparrowhawk	*Accipiter gularis* (Temminck & Schlegel, 1845)
৫	ইউরেশিও চড়ইশিকরে	Eurasian Sparrowhawk	*Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
৬	ঝুঁটিয়াল গোদাশিকরে	Crested Goshawk	*Accipiter trivirgatus* (Temminck, 1824)
৭	বসরা শিকরে	Besra	*Accipiter virgatus* (Temminck, 1822)
৮	বনেলির ঈগল	Bonelli's Eagle	*Aquila fasciata* (Vieillot, 1822)
৯	জার্ডনের বাজ	Jerdon's Baza	*Aviceda jerdoni* (Blyth, 1842)
১০	কালা বাজ	Black Baza	*Aviceda leuphotes* (Dumont, 1820)
১১	ধলাচোখ তিশাবাজ	White-eyed Buzzard	*Butastur teesa* (Franklin, 1831)
১২	পাতি তিশাবাজ	Japanese Buzzard, Eastern Buzzard	*Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
১৩	লম্বাপা তিশাবাজ	Long-legged Buzzard	*Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)
১৪	খাটোআঙ্গুল সাপঈগল	Short-toed Snake Eagle	*Circaetus gallicus* (Gmelin, JF, 1788)
১৫	পশ্চিমা পানকাপাসি	Western Marsh Harrier	*Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
১৬	মুরগি কাপাসি	Hen Harrier	*Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)

১৭	ধলা কাপাসি	Pallid Harrier	*Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1770)
১৮	পাকড়া কাপাসি	Pied Harrier	*Circus melanoleucos* (Pennant, 1769)
১৯	মন্টেগুর কাপাসি	Montagu's Harrier	*Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)
২০	পুবের পানকাপাসি	Eastern Marsh Harrier	*Circus spilonotus* Kaup, 1847
২১	ধলাপেট সিন্ধুঈগল	White-bellied Sea Eagle	*Haliaeetus leucogaster* (Gmelin, JF, 1788)
২২	শঙ্খচিল	Brahminy Kite	*Haliastur indus* (Boddaert, 1783)
২৩	বুটপা ঈগল	Booted Eagle	*Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788)
২৪	মেটেমাথা কুরাঈগল	Grey-headed Fish Eagle	*Icthyophaga ichthyaetus* (Horsfield, 1821)
২৫	কালো ঈগল	Black Eagle	*Ictinaetus malaiensis* (Temminck, 1822)
২৬	ভুবন চিল	Black Kite	*Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
২৭	বহুরূপী শিকরেঈগল	Changeable Hawk-eagle	*Nisaetus cirrhatus* (Gmelin, JF, 1788)
২৮	উদয়ী মধুবাজ	Oriental Honey Buzzard	*Pernis ptilorhynchus* (Temminck, 1821)
২৯	তিলা নাগঈগল	Crested Serpent Eagle	*Spilornis cheela* (Latham, 1790)
পরিবারঃ পানডিওনিডি (Pandionidae)			
৩০	মাছমুরাল	Osprey	*Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)

বর্গঃ এনসেরিফর্মিজ (Anseriformes) **পরিবারঃ এনাটিডি (Anatidae)**			
৩১	লালবুক মার্গেঞ্জার	Red-breasted Merganser	*Mergus serrator* Linnaeus, 1758
বর্গঃ কলুম্বিফর্মিজ (Columbiformes) **পরিবারঃ কুলাম্বিডি (Columbidae)**			
৩২	সবুজ ঘুঘু	Common Emerald Dove	*Chalcophaps indica* (Linnaeus, 1758)
৩৩	গোলা পায়রা, জালালি কবুতর	Common Pigeon	*Columba livia* (Gmelin, JF, 1789)
৩৪	সবুজ ধুমকল	Green Imperial Pigeon	*Ducula aenea* (Linnaeus, 1766)
৩৫	পাহাড়ি ধুমকল	Mountain Imperial Pigeon	*Ducula badia* (Raffles, 1822)
৩৬	দাগি কোকিলঘুঘু	Barred Cuckoo-Dove	*Macropygia unchall* (Wagler, 1827)
৩৭	ল্যাঞ্জা হরিয়াল	Pin-tailed Green Pigeon	*Treron apicauda* Blyth,1846
৩৮	কমলাবুক হরিয়াল	Orange-breasted Green Pigeon	*Treron bicinctus* (Jerdon, 1840)
৩৯	ঠোটমোটা হরিয়াল	Thick-billed Green Pigeon	*Treron curvirostra* (Gmelin, JF, 1789)
৪০	ছোট হরিয়াল	Ashy-headed Green Pigeon	*Treron phayrei* (Blyth, 1862)
৪১	হলদেপা হরিয়াল	Yellow-footed Green Pigeon	*Treron phoenicopterus* (Latham,1790)
৪২	গেঁজলেজ হরিয়াল	Wedge-tailed Green Pigeon	*Treron sphenurus* (Vigors, 1832)

বর্গঃ কুকুলিফর্মিজ (Cuculiformes) **পরিবারঃ কুকুলিডি (Cuculidae)**			
৪৩	করুণ পাপিয়া	Plaintive Cuckoo	*Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786)
৪৪	মেটেপেট পাপিয়া	Grey bellied Cuckoo	*Cacomantis passerinus* (Vahl, 1797)
৪৫	দাগি তামাপাপিয়া	Banded Bay Cuckoo	*Cacomantis sonneratii* (Latham, 1790)
৪৬	বাংলা কুবো	Lesser Coucal	*Centropus bengalensis* (Gmelin, JF, 1788)
৪৭	বড় কুবো	Greater Coucal	*Centropus sinensis* (Stephens, 1815)
৪৮	এশিও শ্যামাপাপিয়া	Asian Emerald Cuckoo	*Chrysococcyx maculatus* (Gmelin, JF, 1788)
৪৯	বেগুনি পাপিয়া	Violet Cuckoo	*Chrysococcyx xanthorhynchus* (Horsfield, 1821)
৫০	খয়রাপাখ পাপিয়া, লালডানা ঝুঁরিয়াল কোকিল	Chestnut-winged Cuckoo	*Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766)
৫১	পাকড়া পাপিয়া	Jacobin Cuckoo	*Clamator jacobinus* (Boddaert, 1783)
৫২	পাতি পাপিয়া	Common Cuckoo	*Cuculus canorus* Linnaeus,1758
৫৩	বৌ কথা কও পাপিয়া	Indian Cuckoo	*Cuculus micropterus* Gould, 1837
৫৪	ছোট পাপিয়া, ছোট কোকিল	Lesser Cuckoo	*Cuculus poliocephalus* Latham, 1790
৫৫	উদয়ী পাপিয়া, হিমালয় কোকিল	Oriental Cuckoo, Himalayan Cuckoo	*Cuculus saturatus* Blyth, 1843

৫৬	এশিও কোকিল	Western Koel	*Eudynamys scolopaceus* (Linnaeus, 1758)
৫৭	হজসনি চোখগেলো	Whistling Hawk Cuckoo	*Hierococcyx nisicolor* (Blyth, 1843)
৫৮	বড় চোখগেলো, বড় বাজ কোকিল	Large Hawk-Cuckoo	*Hierococcyx sparverioides* (Vigors, 1831)
৫৯	পাতি চোখগেলো	Common Hawk-Cuckoo	*Hierococcyx varius* (Vahl, 1797)
৬০	সবুজঠোঁট মালকোয়া	Green-billed Malkoha	*Phaenicophaeus tristis* (Lesson, 1830)
৬১	এশিও ফিঙ্গেপাপিয়া	Square-tailed Drongo-cuckoo	*Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821)
৬২	সাকির মালকোয়া	Sirkeer Malkoha	*Taccocua leschenaultii* Lesson, 1830
বর্গঃ কোরাসিফর্মিজ (Coraciformes) **পরিবারঃ আলসেডিনিডি (Alcedinidae)**			
৬৩	পাতি মাছরাঙ্গা	Common Kingfisher	*Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
৬৪	ব্লাইদের মাছরাঙ্গা	Blyth's Kingfisher	*Alcedo hercules* Laubmann, 1917
৬৫	নীলকান মাছরাঙ্গা	Blue-eared Kingfisher	*Alcedo meninting* Horsfield, 1821
৬৬	পাকড়া মাছরাঙ্গা	Pied Kingfisher	*Ceryle rudis* (Linnaeus, 1758)
৬৭	লাল মাছরাঙ্গা	Ruddy Kingfisher	*Halcyon coromanda* (Latham, 1790)
৬৮	ধলাগলা মাছরাঙ্গা	White-throated Kingfisher	*Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758)
৬৯	ঝুঁটিয়াল মাছরাঙ্গা	Crested Kingfisher	*Megaceryle lugubris* (Temminck, 1834)

৭০	মেঘহও মাছরাঙ্গা	Stork-billed Kingfisher	*Pelargopsis capensis* (Linnaeus, 1766)
৭১	ধলাঘাড় মাছরাঙ্গা	Collared Kingfisher	*Todiramphus chloris* (Boddaert, 1783)
পরিবারঃ কোরাসিডি (Coraciidae)			
৭২	ইন্দোচাইনিজ নীলকন্ঠ	Indochinese Roller	*Coracias affinis* McClelland, 1839
৭৩	বাংলা নীলকান্ত, নীলকন্ঠ	Indian Roller	*Coracias benghalensis* (Linnaeus, 1758)
৭৪	পাহাড়ি নীলকান্ত	Oriental Dollarbird	*Eurystomus orientalis* (Linnaeus, 1766)
পরিবারঃ মেরোপিডি (Meropidae)			
৭৫	খয়রামাথা সূঁইচোরা	Cheastnut-headed Bee-eater	*Merops leschenaulti* Vieillot, 1817
৭৬	সবুজ সূইচোরা	Green Bee-eater	*Merops orientalis* Latham, 1802
৭৭	নীললেজ সূঁইচোরা	Blue-tailed Bee-eater	*Merops philippinus* Linnaeus, 1766
৭৮	নীলদাড়ি সূঁইচোরা	Blue-bearded Bee-eater	*Nyctyornis athertoni* (Jardine & Selby, 1830)
বর্গঃ ক্যাপ্রিমুলগিফর্মিজ (Caprimulgiformes) **পরিবারঃ এপুডিডি (Apodidae)**			
৭৯	হিমালয়ী কুটিবাতাসি	Himalayan Swiftlet	*Aerodramus brevirostris* (Horsfield, 1840)
৮০	ঘর বাতাসি	House Swift	*Apus nipalensis* (Hodgson, 1836)
৮১	চেরালেজ বাতাসি	Pacific Swift	*Apus pacificus* (Latham, 1802)
৮২	এশিও তালবাতাসি	Asian Palm Swift	*Cypsiurus balasiensis* (J.E. Gray, 1829)

৮৩	চান্দিপিঠ সূঁইবাতাসি	Silver-backed Needletail	*Hirundapus cochinchinensis* (Oustalet, 1878)
৮৪	খয়রাপিঠ সূঁইবাতাসি	Brown-backed Needletail	*Hirundapus giganteus* (Temminck, 1825)
৮৫	ধলাকোমর সূঁইবাতাসি	White-rumped Spinetail	*Zoonavena sylvatica* (Tickell, 1846)
পরিবারঃ ক্যাপ্রিমুলজিডি (Caprimulgidae)			
৮৬	মেঠো রাতচরা	Savanna Nightjar	*Caprimulgus affinis* Horsfield, 1821
৮৭	দেশি রাতচরা	Indian Nightjar	*Caprimulgus asiaticus* Latham, 1790
৮৮	মেটে রাতচরা	Grey Nightjar	*Caprimulgus jotaka* Temminck & Schlegel, 1847
৮৯	লেঞ্জা রাতচরা	Large-tailed Nightjar	*Caprimulgus macrurus* Horsfield, 1821
৯০	সাইক রাতচরা	Sykes's Nightjar	*Caprimulgus mahrattensis* Sykes, 1832
৯১	বড় কানচরা	Great Eared Nightjar	*Lyncornis macrotis* (Vigors, 1831)
পরিবারঃ হেমিপ্রোকনিডি (Hemiprocnidae)			
৯২	ঝুঁটিয়াল গাছবাতাসি	Crested Treeswift	*Hemiprocne coronata* (Tickell, 1833)
বর্গঃ গ্যালিফর্মস (Galliformes) **পরিবারঃ ফাসিয়ানিডি (Phasianidae)**			
৯৩	ধলাগলা বাতাই, সাদাচিবুক তিতির	White-cheeked Partridge	*Arborophila atrogularis* (Blyth, 1850)

বর্গঃ গ্রুইফর্মিজ (Gruiformes) **পরিবারঃ গ্রোইডিস (Gruidae)**			
৯৪	ডেমোজিল সারস	Demoiselle Crane	*Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758)
৯৫	পাতি সারস	Common Crane	*Grus grus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ রেলিডি (Rallidae)			
৯৬	মেটেবুক ঝিল্লি	Slaty-breasted Rail	*Lewinia striata* (Linnaeus, 1766)
৯৭	চিত্রা ঝিল্লি	Spotted Crake	*Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)
৯৮	মেটেপা ঝিল্লি	Slaty-legged Crake	*Rallina eurizonoides* (Lafresnaye, 1845)
৯৯	পান্তা ঝিল্লি	Water Rail	*Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758
১০০	খয়রা গুড়গুড়ি	Brown Crake	*Zapornia akool* (Sykes, 1832)
১০১	লালবুক গুরগুরি	Ruddy-breasted Crake	*Zapornia fusca* (Linnaeus, 1766)
১০২	বাইলনের গুরগুরি	Baillon's Crake	*Zapornia pusilla* (Pallas, 1776)
বর্গঃ চারাড্রিফর্মিস (Charadriformes) **পরিবারঃ চারাড্রিডি (Charadriidae)**			
১০৩	কেন্টিশ জিরিয়া	Kentish Plover	*Charadrius alexandrinus* (Linnaeus,1758)
১০৪	ছোট নথজিরিয়া	Little Ringed Plover	*Charadrius dubius* (Scopoli, 1786)
১০৫	পাতি নথজিরিয়া	Common Ringed Plover	*Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758

১০৬	বড় ধূলজিরিয়া	Greater Sand Plover	*Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826
১০৭	লম্বাঠুঁটো জিরিয়া	Long-billed Plover	*Charadrius placidus* (Gray, JE, and Gray, GR, 1863)
১০৮	উদয়ী নথজিরিয়া	Oriental Plover	*Charadrius veredus* Gould, 1848
১০৯	প্রশান্ত সোনাজিরিয়া	Pacific Golden Plover	*Pluvialis fulva* (Gmelin, JF, 1789)
১১০	মেটেমাথা টিটি	Grey-headed Lapwing	*Vanellus cinereus* (Blyth, 1842)
১১১	নদী টিটি	River Lapwing	*Vanellus duvaucelii* (Lesson, 1826)
১১২	হটটিটি, লাল লতিকা টিটি	Red-wattled Lapwing	*Vanellus indicus* (Boddaaert, 1783)
১১৩	সাদালেজ টিটি	White-tailed Lapwing	*Vanellus leucurus* (Lichtenstein, MHC, 1823)
১১৪	হলদেগাল টিটি	Yellow-wattled Lapwing	*Vanellus malabaricus* (Boddaaert, 1783)
১১৫	উত্তুরে টিটি	Northern Lapwing	*Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ টার্নিসিডি (Turnicidae)			
১১৬	দাগি নাটাবটের, গুলু	Barred Buttonquail	*Turnix suscitator* (Gmelin, JF, 1789)
১১৭	পাতি নাটাবটের	Common Buttonquail	*Turnix sylvaticus* (Desfontaines, 1787)
১১৮	হলদেপা নাটাবটের	Yellow-legged Buttonquail	*Turnix tanki* Blyth, 1843

পরিবারঃ ড্রোমাডিডি (Dromadidae)			
১১৯	কাঁকড়া জিরিয়া	Crab-plover	*Dromas ardeola* Paykull, 1805
পরিবারঃ বোর্হিনিডি (Burhinidae)			
১২০	ইউরেশিও মোটাহাঁটু	Indian Thick Knee	*Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)
১২১	বড় মোটাহাঁটু	Great Stone-curlew	*Esacus recurvirostris* (Cuvier, 1829)
পরিবারঃ রিকারভিরোসট্রিডি (Recurvirostridae)			
১২২	কালাপাখ ঠেঙ্গি	Black-winged Stilt	*Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
১২৩	পাকড়া উল্টোঠুঁটি	Pied Avocet	*Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758
পরিবারঃ লারিডি (Laridae)			
১২৪	ছোট নডি	Lesser Noddy	*Anous tenuirostris* (Temminck, 1823)
১২৫	জুলফি পানচিল	Whiskered Tern	*Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)
১২৬	ধলাপাখা পানচিল	White-winged Tern	*Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)
১২৭	কালাঠোঁট পানচিল	Common Gull-billed Tern	*Gelochelidon nilotica* (Gmelin, JF, 1789)
১২৮	খয়রামাথা গাঙচিল	Brown-headed Gull	*Larus brunnicephalus* (Jerdon, 1840)
১২৯	হিউগলিনে গাঙচিল	Lesser Black-backed Gull	*Larus fuscus* Linnaeus, 1758
১৩০	সরুঠুঁটি গাঙচিল	Slender-billed Gull	*Larus genei* Breme, 1839
১৩১	পালাসি গাঙচিল	Pallas's Gull	*Larus ichthyaetus* Pallas, 1773

১৩২	কালামাথা গাঙচিল	Black-headed Gull	*Larus ridibundus* Linnaeus, 1766
১৩৩	লাগাম পানচিল	Bridled Tern	*Onychoprion anaethetus* (Scopoli, 1786)
১৩৪	সুটি পানচিল	Sooty Tern	*Onychoprion fuscatus* (Linnaeus, 1766)
১৩৫	ছোট পানচিল	Little Tern	*Sterna albifrons* (Pallas, 1764)
১৩৬	কাসপিয়ান পানচিল	Caspian Tern	*Sterna caspia* (Pallas, 1770)
১৩৭	পাতি পানচিল	Common Tern	*Sterna hirundo* Linnaeus, 1758
১৩৮	কালাঘাড় পানচিল	Black-naped Tern	*Sterna sumatrana* Raffles, 1822
১৩৯	বাংলা টিকিপানচিল	Lesser Crested Tern	*Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831)
১৪০	বড় টিকিপানচিল	Great Crested Tern	*Thalasseus bergii* (Lichtenstein, MHC, 1823)
১৪১	স্যান্ডউইচ পানচিল	Sandwich Tern	*Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1787)
পরিবারঃ স্কোলোপ্যাসিডি (Scolopacidae)			
১৪২	পাতি বাটান	Common Sandpiper	*Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)
১৪৩	লাল নুড়িবাটান	Ruddy Turnstone	*Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)
১৪৪	স্যান্ডার্লিং	Sanderling	*Calidris alba* (Pallas, 1764)
১৪৫	ডানলিন	Dunlin	*Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

১৪৬	লাল নথ	Red Knot	*Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)
১৪৭	ছোট চাহা	Little Stint	*Calidris minuta* (Leisler, 1812)
১৪৮	গেওয়ালা বাটান	Ruff	*Calidris pugnax* (Linnaeus, 1758)
১৪৯	লালঘাড় চাহা	Red-necked Stint	*Calidris ruficollis* (Pallas, 1776)
১৫০	লম্বাঙ্গুল চাপাখিচাহা	Long-toed Stint	*Calidris subminuta* (Middendorff, 1853)
১৫১	টেমিঙ্কের চাপাখিচাহা	Temminck's Stint	*Calidris temminckii* (Leisler, 1812)
১৫২	লম্বাঠুঁটো ডউইচার	Long-billed Dowitcher	*Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823)
১৫৩	দাগিলেজ জৌরালি	Bar-tailed Godwit	*Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)
১৫৪	কালালেজ জৌরালি	Black-tailed Godwit	*Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)
১৫৫	ইউরেশিও গুলিন্দা	Eurasian Curlew	*Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)
১৫৬	নাটা গুলিন্দা	Whimbrel	*Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)
১৫৭	লাল ফালারোপ	Red Phalarope	*Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)
১৫৮	লালগলা ফালারোপ	Red-necked Phalarope	*Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)
১৫৯	ইউরেশিও মুরগিচ্যাগা	Eurasian Woodcock	*Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758
১৬০	মেটেলেজ ট্যাটলার	Grey-tailed Tattler	*Tringa brevipes* (Vieillot, 1816)

১৬১	তিলা লালপা	Spotted Redshank	*Tringa erythropus* (Pallas, 1764)
১৬২	বন বাটান	Wood Sandpiper	*Tringa glareola* Linnaeus, 1758
১৬৩	পাতি সবুজপা	Common Greenshank	*Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)
১৬৪	সবুজ বাটান	Green Sandpiper	*Tringa ochropus* Linnaeus, 1758
১৬৫	বিল বাটান	Marsh Sandpiper	*Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)
১৬৬	পাতি লালপা, লালপা পিউ	Common Redshank	*Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)
১৬৭	টেরেক বাটান	Terek Sandpiper	*Xenus cinereus* (Guldenstadt, 1775)
পরিবারঃ স্টেরকোরারিডি (Stercorariidae)			
১৬৮	লম্বালেজি জেগার	Long-tailed Jaeger	*Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819
১৬৯	পরজীবী জেগার	Arctic Jaeger	*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)
১৭০	পমেরাইন জেগার	Pomarine Skua	*Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)
বর্গঃ ট্রগোনিফর্মিজ (Trogoniformes) **পরিবারঃ ট্রগোনিডি (Trogonidae)**			
১৭১	লালমাথা কুচকুচি	Red-headed Trogon	*Harpactes erythrocephalus* (Gould, 1834)
বর্গঃ পিসিফর্মিজ (Piciformes) **পরিবারঃ পিসিডি (Picidae)**			
১৭২	ইউরেশিও ঘাড়ব্যাথাঝজুগ্রীবা	Eurasian Wryneck	*Jynx torquilla* Linnaeus, 1758

১৭৩	তামাটে কাঠকুড়ালি	Bay Woodpecker	*Blythipicus pyrrhotis* (Hodgson, 1837)
১৭৪	বড় কাঠঠোকরা	Greater Flameback	*Chrysocolaptes guttacristatus* (Tickell, 1833)
১৭৫	বড় হলদেকুড়ালি	Greater Yellownape	*Chrysophlegma flavinucha* (Gould, 1834)
১৭৬	বাতাবি কাঠকুড়ালি	Fulvous-breasted Woodpecker	*Dendrocopos macei* (Vieillot, 1818)
১৭৭	মেটেমাথা কাঠকুড়ালি	Grey-headed Woodpecker	*Dendropicos spodocephalus* (Bonaparte, 1850)
১৭৮	বাংলা কাঠঠোকরা	Black-rumped Flameback	*Dinopium benghalense* (Linnaeus, 1758)
১৭৯	পাতি কাঠঠোকরা	Common Goldenback	*Dinopium javanense* (Ljungh, 1797)
১৮০	হিমালয়ী কাঠঠোকরা	Himalayan Goldenback	*Dinopium shorii* (Vigors, 1832)
১৮১	ধলামাথা কাঠকুড়ালি	Pale-headed Woodpecker	*Gecinulus grantia* (Horsfield, 1840)
১৮২	কলজেবুটি কাঠকুড়ালি	Heart-spotted Woodpecker	*Hemicircus canente* (Lesson, 1830)
১৮৩	হলদেচাঁন্দি কাঠকুড়ালি	Yellow-crowned Woodpecker	*Leiopicus mahrattensis* (Latham, 1801)
১৮৪	খয়রা কাঠকুড়ালি	Rufous Woodpecker	*Micropternus brachyurus* (Vieillot, 1818)
১৮৫	মেটেটুপি বাটকুড়ালি	Grey-capped Woodpecker	*Picoides canicapillus* (Blyth, 1845)

১৮৬	দেশি বামন কাঠকুড়ালি	Indian Pygmy Woodpecker	*Picoides nanus* (Vigors, 1832)
১৮৭	তিলা কুটিকুড়ালি	Speckled Piculet	*Picumnus innominatus* Burton, 1836
১৮৮	ছোট হলদেকুড়ালি	Lesser Yellownape	*Picus chlorolophus* Vieillot, 1818
১৮৯	কালাঘার কাঠকুড়ালি	Black-naped Woodpecker	*Picus guerini* (Malherbe, 1849)
১৯০	দাগিবুক কাঠকুড়ালি	Streak-breasted Woodpecker	*Picus viridanus* Blyth, 1843
১৯১	দাগিগলা কাঠকুড়ালি	Streak-throated Woodpecker	*Picus xanthopygaeus* (Gray,JE & Gray, GR 1846)
১৯২	ধলাভ্রু কুটিকুড়ালি	White-browed Piculet	*Sasia ochracea* Hodgson, 1836
পরিবারঃ মেগালাইমিডি (Megalaimidae)			
১৯৩	নীলগলা বসন্ত বৌরী	Blue-throated Barbet	*Psilopogon asiaticus* (Latham, 1790)
১৯৪	নীলকান বসন্ত বৌরী	Blue-eared Barbet	*Psilopogon cyanotis* (Blyth, 1847)
১৯৫	সেঁকড়া বসন্ত বৌরী	Coppersmith Barbet	*Psilopogon haemacephalus* (Statius Müller, 1776)
১৯৬	দাগি বসন্ত বৌরী	Lineated Barbet	*Psilopogon lineatus* (Vieillot, 1816)
১৯৭	বড় বসন্ত বৌরী	Great Barbet	*Psilopogon virens* (Boddaert, 1783)

বর্গঃ পেলিকানিফর্মিজ (Pelecaniformes) **পরিবারঃ আর্ডেইডি (Ardeidae)**			
১৯৮	বাঘা বগলা, সবুজ বক	Eurasian Bittern	*Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)
১৯৯	ক্ষুদে বক	Striated Heron	*Butorides striata* (Linnaeus, 1758)
২০০	প্রশান্ত শৈলবগা	Pacific Reef Heron	*Egretta sacra* (Gmelin, 1789)
২০১	খয়রা বগলা, নল ঘোঙ্গা	Cinnamon Bittern	*Ixobrychus cinnamomeus* (Gmelin, JF, 1789)
২০২	কালা বগলা	Black Bittern	*Ixobrychus flavicollis* (Latham, 1790)
২০৩	হলদে বগলা, সোনা ঘোঙ্গা	Yellow Bittern	*Ixobrychus sinensis* (Gmelin, JF, 1789)
পরিবারঃ থ্রেসকিওর্নিথিডি (Threskiornithidae)			
২০৪	খয়রা কাস্তেচরা	Glossy Ibis	*Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)
২০৫	কালা কাস্তেচরা, লালটুপি কাস্তেচরা-	Red-naped Ibis	*Pseudibis papillosa* (Temminck, 1824)
পরিবারঃ পেলিকানিডি (Pelecanidae)			
২০৬	বড় ধলা গগণবেড়	Great White Pelican	*Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758
পরিবারঃ পোডিসিপেডিডি (Podicipedidae)			
২০৭	বড় খোপাডুবুরি	Great Crested Grebe	*Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
২০৮	লালগলা ডুবুরি	Red-necked Grebe	*Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)
২০৯	কালাঘাড় ডুবুরি	Black-necked Grebe	*Podiceps nigricollis* Brehm, 1831

২১০	ছোট ডুবুরি	Little Grebe	*Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)
বর্গঃ প্যাসারিফর্মিজ (Passeriformes) **পরিবারঃ অ্যাগিথিনিডি (Aegithinidae)**			
২১১	পাতি ফটিকজল	Common Iora	*Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ আরটামিডি (Artamidae)			
২১২	মেটে বনাবাবিল	Ashy Woodswallow	*Artamus fuscus* Vieillot, 1817
পরিবারঃ আর্ডেইডি (Ardeidae)			
২১৩	পশ্চিমের শৈলবগা	Western Reef-egret	*Egretta gularis* (Bosc, 1792)
পরিবারঃ ইউরাইলামিডি (Eurylaimidae)			
২১৪	ল্যাঞ্জা মোটাঠুঁটি	Long-tailed Broadbill	*Psarisomus dalhousiae* (Jameson, 1835)
২১৫	ধুসরভ্রু মোটাঠুঁটি-	Grey-browed Broadbill	*Serilophus rubropygius* (Hodgson, 1839)
পরিবারঃ ইরেনিডি (Irenidae)			
২১৬	এশিও নীলপরি	Asian Fairy-bluebird	*Irena puella* (Latham, 1790)
পরিবারঃ এক্রোছেফালিডি (Acrocephalidae)			
২১৭	ধানী ফুটকি	Paddyfield Warbler	*Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845)
২১৮	কালাভ্রু নলফুটকি	Black-browed Reed Warbler	*Acrocephalus bistrigiceps* R. Swinhoe, 1860
২১৯	ভোঁতাডানা ফুটকি	Blunt-winged Warbler	*Acrocephalus concinens* (R. Swinhoe, 1870)
২২০	ব্লাইদের ফুটকি	Blyth's Reed Warbler	*Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849

২২১	বাচাল নলফুটকি	Clamorous Reed Warbler	*Acrocephalus stentoreus* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
২২২	মোটাঠোঁট ফুটকি	Thick-billed Warbler	*Arundinax aedon* (Pallas, 1776)
২২৩	বুটপা ফুটকি	Booted Warbler	*Iduna Caligata* (Lichtenstein, 1823)
২২৪	সাইকের ফুটকি	Sykes's Warbler	*Iduna rama* (Sykes, 1832)
পরিবারঃ এমবেরিজিডি (Emberizidae)			
২২৫	লালমাথা চটক	Red-headed Bunting	*Emberiza bruniceps* Brandt, 1841
২২৬	ধুসরগলা চটক	Grey-necked Bunting	*Emberiza buchanani* Blyth, 1844
২২৭	লালকান চটক	Chestnut-eared Bunting	*Emberiza fucata* Pallas, 1776
২২৮	ঝুটি চটক	Crested Bunting	*Emberiza lathami* (Gray, JE, 1831)
২২৯	কালামাথা চটক	Black-headed Bunting	*Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769
২৩০	ক্ষুদে চটক	Little Bunting	*Emberiza pusilla* Pallas, 1776
২৩১	কালামুখ চটক	Black-faced Bunting	*Emberiza spodocephala* Pallas, 1776
২৩২	ট্রিশট্রাম চটক	Tristram’s Bunting	*Emberiza tristrami* R. Swinhoe, 1870
পরিবারঃ এলাওডিডি (Alaudidae)			
২৩৩	উদয়ী অভ্রভরত	Oriental Skylark	*Alauda gulgula* Franklin, 1831

২৩৪	বালি ভরত	Sand Lark	*Alaudala raytal* (Blyth, 1844)
২৩৫	হিউমের ভোতাভরত	Hume's Short-toed Lark	*Calandrella acutirostris* Hume, 1873
২৩৬	বড় ভোতাভরত	Greater Short-toed Lark	*Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814)
২৩৭	মঙ্গালিয়ার বালি ভরত	Mongolian Short-toed Lark	*Calandrella dukhunensis* (Sykes, 1832)
২৩৮	মেটেচান্দি চড়ুইভরত	Ashy-crowned Sparrow-Lark	*Eremopterix griseus* (Scopoli, 1786)
২৩৯	বাংলা ঝাড়ভরত	Bengal Bush Lark	*Mirafra assamica* (Horsfield, 1840)
২৪০	সুরেলা ঝাড়ভরত	Horsfield's Bush Lark	*Mirafra javanica* Horsfield, 1821
পরিবারঃ এস্ট্রিল্ডিডি (Estrildidae)			
২৪১	লাল মামুনিয়া	Red Avadavat	*Amandava amandava* (Linnaeus, 1758)
২৪২	দেশি চান্দিঠোঁট	Indian Silverbill	*Euodice malabarica* (Linnaeus, 1758)
২৪৩	কালামাথা মুনিয়া	Chestnut Munia	*Lonchura atricapilla* (Vieillot, 1807)
২৪৪	খয়েরি মুনিয়া	Tricoloured Munia, Black-headed Munia	*Lonchura malacca* (Linnaeus, 1766)
২৪৫	তিলা মুনিয়া	Scaly-breasted Munia	*Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758)
২৪৬	ধলাকোমর মুনিয়া	White-rumped Munia	*Lonchura striata* (Linnaeus, 1766)
পরিবারঃ এ্যালসিপিডি (Alcippeidae)			
২৪৭	নেপালি ফুলভেটা	Nepal Fulvetta	*Alcippe nipalensis* (Hodgson, 1837)

২৪৮	খয়রাগাল ফুলভেটা	Brown-cheeked Fulvetta	*Alcippe poioicephala* (Jerdon, 1844)
পরিবারঃ ওরিওলিডি (Oriolidae)			
২৪৯	কালাঘাড় বেনেবউ	Black-naped Oriole	*Oriolus chinensis* Linnaeus, 1766
২৫০	দেশি বেনেবউ	Indian Golden Oriole	*Oriolus kundoo* Sykes, 1832
২৫১	সরুঠোঁট বেনেবউ	Slender-billed Oriole	*Oriolus tenuirostris* Blyth, 1846
২৫২	তামাটে বেনেবউ	Maroon Oriole	*Oriolus traillii* (Vigors, 1832)
২৫৩	কালামাথা বেনেবউ	Black-hooded Oriole	*Oriolus xanthornus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ কর্ভিডি (Corvidae)			
২৫৪	পাতি সবুজতাউরা	Common Green Magpie	*Cissa chinensis* (Boddaert, 1783)
২৫৫	দাঁড় কাক	Large-billed Crow, Jungle Crow	*Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827
২৫৬	পাতি কাক	House Crow	*Corvus splendens* Vieillot, 1817
২৫৭	মেটে হাড়িচাচা	Grey Treepie	*Dendrocitta formosae* R. Swinhoe, 1863
২৫৮	খয়রা হাড়িচাচা	Rufous Treepie	*Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790)
২৫৯	লালঠোঁট নীলতাউরা	Red-billed Blue Magpie	*Urocissa erythroryncha* (Boddaert, 1783)
পরিবারঃ ক্যাম্পিফ্যাগিডি (Campephagidae)			
২৬০	বড় কাবাসি	Large Cuckooshrike	*Coracina javensis* (Horsfield, 1821)

২৬১	কালামাথা কাবাসি	Black-headed Cuckooshrike	*Lalage melanoptera* (Ruppell, 1839)
২৬২	কালাপাখ কাবাসি	Black-winged Cuckooshrike	*Lalage melaschistos* (Hodgson, 1836)
২৬৩	সুইনহোর সাহেলি	Swinhoe's Minivet	*Pericrocotus cantonensis* R. Swinhoe, 1861
২৬৪	ছোট সাহেলি	Small Minivet	*Pericrocotus cinnamomeus* (Linnaeus, 1766)
২৬৫	মেটে সাহেলি, কালচে সাহেলি	Ashy Minivet	*Pericrocotus divaricatus* (Raffles, 1822)
২৬৬	ল্যাঞ্জা সাহেলি	Long-tailed Minivet	*Pericrocotus ethologus* (Bangs and Phillips, 1914)
২৬৭	সিঁদুরে সাহেলি	Scarlet Minivet	*Pericrocotus flammeus* (Forster, 1781)
২৬৮	গোলাপি সাহেলি	Rosy Minivet	*Pericrocotus roseus* (Vieillot, 1818)
পরিবারঃ ক্লোরোপসিডি (Chloropseidae)			
২৬৯	সোনাকপালি হরবোলা	Golden-fronted Leafbird	*Chloropsis aurifrons* (Temminck, 1829)
২৭০	কমলাপেট হরবোলা	Orange-bellied Leafbird	*Chloropsis hardwickii* (Jardine & Selbey, 1830)
২৭১	জার্ডন হরবোলা	Jerdon's Leafbird	*Chloropsis jerdoni* (Blyth, 1844)
২৭২	নীলডানা হরবোলা	Blue-winged Leafbird	*Chloropsis moluccensis* Gray, JE 1831

পরিবারঃ ছিস্টিকুলিডি (Cisticolidae)			
২৭৩	ধলামাথা ছোটন	Golden-headed Cisticola	*Cisticola exilis* (Vigors & Horsfield, 1827)
২৭৪	ভোমরা ছোটন	Zitting Cisticola	*Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)
২৭৫	পাতি টুনটুনি	Common Tailorbird	*Orthotomus sutorius* (Pennant, 1769)
২৭৬	লালতলা প্রিনা	Rufous-vented Prinia	*Prinia burnesii* (Blyth, 1844)
২৭৭	হলদেপেট প্রিনা	Yellow-bellied Prinia	*Prinia flaviventris* (Delessert, 1840)
২৭৮	সুন্দরি প্রিনা	Graceful Prinia	*Prinia gracilis* (Lichtenstein, MHC, 1823)
২৭৯	মেটেবুক প্রিনা	Grey-breasted Prinia	*Prinia hodgsonii* Blyth, 1844
২৮০	নিরল প্রিনা	Plain Prinia	*Prinia inornata* Sykes, 1832
২৮১	লালচে প্রিনা	Rufescent Prinia	*Prinia rufescens* Blyth, 1847
২৮২	কালচে প্রিনা	Ashy Prinia	*Prinia socialis* Sykes, 1832
পরিবারঃ জুস্টেরুপিডি (Zosteropidae)			
২৮৩	দাগি উহিনা	Striated Yuhina	*Staphida castaniceps* (Moore, F, 1854)
২৮৪	উদয়ী ধলাচোখ	Oriental White-eye	*Zosterops palpebrosus* (Temminck, 1824)
পরিবারঃ টারডিডি (Turdidae)			
২৮৫	বেগুনি কোচোয়া	Purple Cochoa	*Cochoa purpurea* Hodgson, 1836

২৮৬	কমলা দামা	Orange-headed Thrush	*Geokichla citrina* (Latham, 1790)
২৮৭	পাকড়া দামা	Pied Thrush	*Geokichla wardii* (Blyth,1842)
২৮৮	ধলাঘাড় দামা	White-collared Blackbird	*Turdus albocinctus* Royle, 1840
২৮৯	কালাগলা দামা	Black-throated Thrush	*Turdus atrogularis* Jarocki, 1819
২৯০	ধলাপাখ কালিদামা	Grey-winged Blackbird	*Turdus boulboul* (Latham, 1790)
২৯১	কালাবুক দামা	Black-breasted Thrush	*Turdus dissimilis* Blyth, 1847
২৯২	কালচে দামা	Dusky Thrush	*Turdus eunomus* Temminck, 1831
২৯৩	তিব্বতের কালাদামা	Tibetan Blackbird	*Turdus maximus* (Seebohm, 1881)
২৯৪	ভ্রুলেখা দামা	Eyebrowed Thrush	*Turdus obscurus* (Gmelin, JF, 1789)
২৯৫	লালগলা দামা	Red-throated Thrush	*Turdus ruficollis* Pallas, 1776
২৯৬	টিকেলের দামা	Tickell's Thrush	*Turdus unicolor* Tickell, 1833
২৯৭	আঁশটে দামা	Scaly Thrush	*Zoothera dauma* (Latham, 1790)
২৯৮	কালাপাশ দামা	Dark-sided Thrush	*Zoothera marginata* Blyth, 1847
২৯৯	খয়রাপিঠ দামা	Plain-backed Thrush complex (Himalayan/Alpine)	*Zoothera mollissima* (Blyth, 1842)

৩০০	লম্বাঠোঁট দামা	Long-billed Thrush	*Zoothera monticola* Vigors, 1832
পরিবারঃ টিমালিডি (Timaliidae)			
৩০১	লালকপাল ছাতারে	Rufous-fronted Babbler	*Cyanoderma rufifrons* (Hume, 1873)
৩০২	বড় কাস্তেছাতারে	Large Scimitar Babbler	*Erythrogenys hypoleucos* (Blyth, 1844)
৩০৩	তিলাবুক কাস্তেছাতারে	Spot-breasted Scimitar Babbler	*Erythrogenys mcclellandi* (Godwin-Austen, 1870)
৩০৪	দাগি তিতছাতারে	Pin-striped Tit-Babbler	*Mixornis gularis* (Horsfield, 1822)
৩০৫	লালঠোঁট কাস্তেছাতারে	Red-billed Scimitar Babbler	*Pomatorhinus ochraceiceps* Walden, 1873
৩০৬	ধলাভ্রু কাস্তেছাতারে	White-browed Scimitar Babbler	*Pomatorhinus schisticeps* Hodgson, 1836
৩০৭	মেটেগলা ছাতারে	Grey-throated Babbler	*Stachyris nigriceps* Blyth, 1844
৩০৮	লালটুপি ছাতারে	Chestnut-capped Babbler	*Timalia pileata* Horsfield, 1821
পরিবারঃ নিওপিজিডি (Pnoepygidae)			
৩০৯	বামন টুনিছাতারে	Pygmy Cupwing	*Pnoepyga pusilla* Hodgson, 1845
পরিবারঃ ডাইক্রুরিডি (Dicruridae)			
৩১০	ব্রোঞ্জ ফিঙে	Bronzed Drongo	*Dicrurus aeneus* Vieillot, 1817
৩১১	কাকঠুঁটো ফিঙে	Crow-billed Drongo	*Dicrurus annectans* (Hodgson, 1836)

৩১২	ধলাতলা ফিঙে	White-bellied Drongo	*Dicrurus caerulescens* (Linnaeus, 1758)
৩১৩	কেশরী ফিঙে	Hair-crested Drongo	*Dicrurus hottentottus* (Linaeus, 1766)
৩১৪	মেটে ফিঙে, কালচে ফিঙে	Ashy Drongo	*Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817
৩১৫	কালা ফিঙে	Black Drongo	*Dicrurus macrocercus* Vieillot, 1817
৩১৬	বড় ভীমরাজ	Greater Racket-tailed Drongo	*Dicrurus paradiseus* (Linnaeus, 1766)
৩১৭	ছোট ভীমরাজ	Lesser Racket-tailed Drongo	*Dicrurus remifer* (Temminck, 1823)
পরিবারঃ ডাইসিডি (Dicaeidae)			
৩১৮	ঠোঁটমোটা ফুলঝুরি	Thick-billed Flowerpecker	*Dicaeum agile* (Tickell, 1833)
৩১৯	হলদেতলা ফুলঝুরি	Yellow-vented Flowerpecker	*Dicaeum chrysorrheum* Temminck & Laugier, 1829
৩২০	নিরল ফুলঝুরি	Nilgiri Flowerpecker	*Dicaeum concolor* Jerdon, 1840
৩২১	লালপিঠ ফুলঝুরি	Scarlet-backed Flowerpecker	*Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758)
৩২২	মেটেঠোঁট ফুলঝুরি	Pale-billed Flowerpecker	*Dicaeum erythrorhynchos* (Latham, 1790)
৩২৩	লালবুক ফুলঝুরি	Fire-breasted Flowerpecker	*Dicaeum ignipectus* (Blyth, 1843)
৩২৪	হলদেপেট ফুলঝুরি	Yellow-bellied Flowerpecker	*Dicaeum melanozanthum* Blyth, 1843

৩২৫	কমলাপেট ফুলঝুরি	Orange-bellied Flowerpecker	*Dicaeum trigonostigma* (Scopoli, 1786)
পরিবারঃ নেকটারিনিডি (Nectariniidae)			
৩২৬	বেগমগোল্ডের মৌটুসি	Mrs. Gould's Sunbird	*Aethopyga gouldiae* (Vigors, 1831)
৩২৭	লাললেজ মৌটুসি	Fire-tailed Sunbird	*Aethopyga ignicauda* (Hodgson, 1837)
৩২৮	সবুজলেজ মৌটুসি	Green-tailed Sunbird	*Aethopyga nipalensis* (Hodgson, 1837)
৩২৯	সিঁদুরে মৌটুসি	Crimson Sunbird	*Aethopyga siparaja* (Raffles, 1822)
৩৩০	ছোট মাকড়মার	Little Spiderhunter	*Arachnothera longirostra* (Latham, 1790)
৩৩১	দাগি মাকড়মার	Streaked Spiderhunter	*Arachnothera magna* (Hodgson, 1837)
৩৩২	চুনিমূখি মৌটুসি	Ruby-cheeked Sunbird	*Chalcoparia singalensis* (Gmelin, JF, 1789)
৩৩৩	বেগুনি মৌটুসি	Purple Sunbird	*Cinnyris asiaticus* (Latham, 1790)
৩৩৪	জলপাইপিঠ মৌটুসি	Olive-backed Sunbird	*Cinnyris jugularis* (Linnaeus, 1766)
৩৩৫	মেরুনপেট মৌটুসি-	Maroon-bellied Sunbird	*Leptocoma brasiliana* (Gmelin, J.F, 1788)
৩৩৬	বেগুনিকোমর মৌটুসি	Purple-rumped Sunbird	*Leptocoma zeylonica* (Linnaeus, 1766)
পরিবারঃ পারিডি (Paridae)			
৩৩৭	সুলতান টিট	Sultan Tit	*Melanochlora sultanea* (Hodgson, 1837)
৩৩৮	বড় তিত	Great Tit	*Parus major* Linnaeus, 1758

৩৩৯	সবুজপিঠ তিত	Green-backed Tit	*Parus monticolus* Vigors, 1831
পরিবারঃ পিকনোনুটিডি (Pycnonotidae)			
৩৪০	ধলাগলা বুলবুল	White-throated Bulbul	*Alophoixus flaveolus* (Gould, 1836)
৩৪১	কালামাথা বুলবুল	Black-headed Bulbul	*Brachypodius atriceps* (Temminck, 1822)
৩৪২	কালচে বুলবুল	Ashy Bulbul	*Hemixos flavala* Blyth, 1845
৩৪৩	কালা বুলবুল	Black Bulbul	*Hypsipetes leucocephalus* (Gmelin, JF, 1789)
৩৪৪	জলপাই বুলবুল	Olive Bulbul	*Iole viridescens* Blyth, 1867
৩৪৫	বাংলা বুলবুল	Red-vented Bulbul	*Pycnonotus cafer* (Linnaeus, 1766)
৩৪৬	মেটে বুলবুল	Flavescent Bulbul	*Pycnonotus flavescens* Blyth, 1845
৩৪৭	সিপাহী বুলবুল	Red-whiskered Bulbul	*Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758)
৩৪৮	ধলাভ্রু বুলবুল	White-browed Bulbul	*Pycnonotus luteolus* (Lesson, 1841)
৩৪৯	কালাঝুঁটি বুলবুল	Black-crested Bulbul	*Rubigula flaviventris* (Tickell, 1833)
পরিবারঃ পিটিডি (Pittidae)			
৩৫০	নীলঘাড় শুমচা	Blue-naped Pitta	*Hydrornis nipalensis* (Hodgson, 1837)
৩৫১	দেশি শুমচা	Indian Pitta	*Pitta brachyura* (Linnaeus, 1766)
৩৫২	নীল শুমচা	Blue Pitta	*Hydrornis cyaneus* (Blyth, 1843)

৩৫৩	প্যারাবন শুমচা, প্যারা শুমচা	Mangrove Pitta	*Pitta megarhyncha* Schlegel, 1863
৩৫৪	খয়রামাথা শুমচা	Western Hooded Pitta	*Pitta sordida* (Muller, PLS, 1776)
পরিবারঃ পেচিছেফাইলিডি (Pachycephalidae)			
৩৫৫	প্যারাবন শীষমার	Mangrove Whistler	*Pachycephala cinerea* (Blyth, 1847)
পরিবারঃ পেলোরনিডি (Pellorneidae)			
৩৫৬	অ্যাবটের ছাতারে	Abbott's Babbler	*Malacocincla abbotti* Blyth, 1845
৩৫৭	দাগিগলা ছাতারে	Spot-throated Babbler	*Pellorneum albiventre* (Godwin-Austen, 1877)
৩৫৮	গলাফোলা ছাতারে	Puff-throated Babbler	*Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832
৩৫৯	দাগি টুনিছাতারে	Streaked Wren-babbler	*Turdinus brevicaudatus* (Blyth, 1855)
পরিবারঃ প্যাসারিডি (Passeridae)			
৩৬০	লালচে চড়ুই	Russet Sparrow	*Passer cinnamomeus* (Temminck, 1836)
৩৬১	পাতি চড়ুই	House Sparrow	*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
৩৬২	ইউরেশিও গাছচড়ুই	Eurasian Tree Sparrow	*Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ প্লোছিডি (Ploceidae)			
৩৬৩	বাংলা বাবুই	Black-breasted Weaver	*Ploceus benghalensis* (Linnaeus, 1758)
৩৬৪	দাগি বাবুই	Streaked Weaver	*Ploceus manyar* (Horsfield, 1821)
৩৬৫	দেশি বাবুই	Baya Weaver	*Ploceus philippinus* (Linnaeus, 1766)

পরিবারঃ ফাইলোস্কোপিডি (Phylloscopidae)			
৩৬৬	টিকেলের পাতাফুটকি	Tickell's Leaf Warbler	*Phylloscopus affinis* (Tickell, 1833)
৩৬৭	সাখালিনের পাতাফুটকি	Sakhalin Leaf Warbler	*Phylloscopus borealoides* Portenko, 1950
৩৬৮	হলদেতলা ফুটকি	Yellow-vented Warbler	*Phylloscopus cantator* (Tickell, 1833)
৩৬৯	লালচান্দি ফুটকি	Chestnut-crowned Warbler	*Phylloscopus castaniceps* (Hodgson, 1845)
৩৭০	লেবুকোমর ফুটকি	Lemon-rumped Leaf-warbler	*Phylloscopus chloronotus* (Gray, JE & Gray, GR 1846)
৩৭১	মেটে ফুটকি	Smoky Warbler	*Phylloscopus fuligiventer* (Hodgson, 1845)
৩৭২	কালচে ফুটকি	Dusky Warbler	*Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842)
৩৭৩	হিউমের পাতাফুটকি	Hume's Leaf Warbler	*Phylloscopus humei* (Brooks, 1878)
৩৭৪	হলদেভ্রু ফুটকি	Yellow-browed Warbler	*Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)
৩৭৫	ধলাচোখ ফুটকি	White-spectacled Warbler	*Phylloscopus intermedius* (La Touche,1898)
৩৭৬	বড়ঠোঁট ফুটকি	Large-billed Leaf Warbler	*Phylloscopus magnirostris* Blyth, 1843
৩৭৭	সবুজ ফুটকি	Green Warbler	*Phylloscopus nitidus* Blyth, 1843

৩৭৮	পশ্চিমা মাথাফুটকি	Western Crowned Warbler	*Phylloscopus occipitalis* (Blyth, 1845)
৩৭৯	ব্লাইদের পাতাফুটকি	Blyth's Leaf Warbler	*Phylloscopus reguloides* (Blyth, 1842)
৩৮০	রাড্ডির ফুটকি	Radde's Warbler	*Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863)
৩৮১	ফিকেপা - পাতাফুটকি	Pale-legged Leaf Warbler	*Phylloscopus tenellipes* R. Swinhoe, 1860
৩৮২	সাইবেরিয়ান চিফচ্যাফ	Siberian Chiffchaff	*Phylloscopus tristis* Blyth, 1843
৩৮৩	সবজে ফুটকি	Greenish Warbler	*Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837)
৩৮৪	মেটেমুখোশ ফুটকি	Grey-hooded Warbler	*Phylloscopus xanthoschistos* (Gray, JE & Gray, GR, 1846)
৩৮৫	সবুজচান্দি ফুটকি	Green-crowned Warbler	*Seicercus burkii* (Burton, 1836)
৩৮৬	মেটেচান্দি ফুটকি	Grey-crowned Warbler	*Seicercus tephrocephalus* (Anderson, 1871)
৩৮৭	হুইসলারের ফুটকি	Whistler's Warbler	*Seicercus whistleri* (Ticehurst, 1925)
পরিবারঃ ফ্রিংগিলিডি (Fringillidae)			
৩৮৮	পাতি তুতি	Common Rosefinch	*Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)
পরিবারঃ ভিরিওনিডি (Vireonidae)			
৩৮৯	ধলাপেট উহিনা	White-bellied Yuhina	*Erpornis zantholeuca* Blyth, 1844

পরিবারঃ ভেনগিডি (Vangidae)			
৩৯০	দাগিপাখ চুটকিলাটোরা	Bar-winged Flycatcher-shrike	*Hemipus picatus* (Sykes, 1832)
৩৯১	পাতি বনলাটোরা	Common Woodshrike	*Tephrodornis pondicerianus* (Gmelin, JF, 1789)
৩৯২	বড় বনলাটোরা	Large Woodshrike	*Tephrodornis virgatus* (Temminck, 1824)
পরিবারঃ মুসসিকাপিডি (Muscicapidae)			
৩৯৩	ক্ষুদে খাটোডানা	Lesser Shortwing	*Brachypteryx leucophris* (Temminck, 1827)
৩৯৪	ধলালেজ চুনিকণ্ঠী	Himalayan Rubythroat	*Calliope pectoralis* Gould, 1837
৩৯৫	চিনের চুনিকণ্ঠী	Chinese Rubythroat	*Calliope tschebaiewi* (Przhevalsky, 1876)
৩৯৬	ধলাটুপি পানগির্দি	White-capped Water-redstart	*Phoenicurus leucocephalus* (Vigors, 1831)
৩৯৭	ধলালেজ রবিন	White-tailed Robin	*Cinclidium leucurum* (Hodgson, 1845)
৩৯৮	ধলাকোমর শামা	White-rumped Shama	*Copsychus malabaricus* (Scopoli, 1786)
৩৯৯	উদয়ী দোয়েল	Oriental Magpie-robin	*Copsychus saularis* (Linnaeus, 1758)
৪০০	বড় নীলচুটকি	Large Blue Flycatcher	*Cyornis magnirostris* Blyth, 1849
৪০১	ধলাগলা চুটকি	Pale-chinned Flycatcher	*Cyornis poliogenys* Brooks, 1879
৪০২	নীলগলা চুটকি	Blue-throated Blue Flycatcher	*Cyornis rubeculoides* (Vigors, 1831)

৪০৩	টিকেলের নীলচুটকি	Tickell's Blue Flycatcher	*Cyornis tickelliae* Blyth, 1843
৪০৪	নীলচে চুটকি	Pale Blue Flycatcher	*Cyornis unicolor* Blyth, 1843
৪০৫	কালাপিঠ চেরালেজ	Black-backed Forktail	*Enicurus immaculatus* (Hodgson, 1836)
৪০৬	ধলাচান্দি চেরালেজ	White-crowned Forktail	*Enicurus leschenaulti* (Vieillot, 1818)
৪০৭	স্লেটপিঠ চেরালেজ	Slaty-backed Forktail	*Enicurus schistaceus* (Hodgson, 1836)
৪০৮	অম্বর চুটকি	Verditer Flycatcher	*Eumyias thalassinus* Swainson, 1838
৪০৯	টাইগা চুটকি	Taiga Flycatcher	*Ficedula albicilla* (Pallas, 1811)
৪১০	কালচেপীঠ চুটকি	Slaty-backed Flycatcher	*Ficedula erithacus* (Jerdon & Blyth, 1861)
৪১১	বামন নীলচুটকি	Pygmy Blue Flycatcher	*Ficedula hodgsoni* (Moore, F, 1854)
৪১২	ধলাভ্রু চুটকি	Snowy-browed Flycatcher	*Ficedula hyperythra* (Blyth, 1843)
৪১৩	তাইগা চুটকি	Red-breasted Flycatcher	*Ficedula parva* (Bechstein, 1792)
৪১৪	লালচেলেজ চুটকি-	Rusty-tailed Flycatcher	*Ficedula ruficauda* (Swainson, 1838)
৪১৫	নীলকান্ত চুটকি	Sapphire Flycatcher	*Ficedula sapphira* (Blyth, 1843)
৪১৬	লালমালা চুটকি	Rufous-gorgeted Flycatcher	*Ficedula strophiata* (Hodgson, 1837)
৪১৭	ঘননীল চুটকি	Ultramarine Flycatcher	*Ficedula superciliaris* (Jerdon, 1840)

৪১৮	কালচেনীল চুটকি	Slaty-blue Flycatcher	*Ficedula tricolor* (Hodgson, 1845)
৪১৯	ছোট পাকড়াচুটকি	Little Pied Flycatcher	*Ficedula westermanni* (Sharpe, 1888)
৪২০	হলুদকোমড় চুটকি-	Yellow-rumped Flycatcher	*Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845)
৪২১	দেশি নীলরবিন	Indian Blue Robin	*Luscinia brunnea* Hodgson, 1837
৪২২	সাইবেরিও চুনিকণ্ঠী	Siberian Rubythroat	*Luscinia calliope* (Pallas, 1776)
৪২৩	সাইবেরীয় নীলরবিন	Siberian Blue Robin	*Luscinia cyane* (Pallas, 1776)
৪২৪	লালগলা ফিদ্দা	Firethroat	*Calliope pectardens* David, 1871
৪২৫	নীলগলা ফিদ্দা	Bluethroat	*Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)
৪২৬	নীলটুপি শিলাদামা	Blue-capped Rock-Thrush	*Monticola cinclorhyncha* (Vigors, 1832)
৪২৭	খয়রাতলা শিলাদামা	Chestnut-bellied Rock-Thrush	*Monticola rufiventris* (Jardine & Selby, 1833)
৪২৮	নীল শীলাদামা	Blue Rock Thrush	*Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758)
৪২৯	এশিও খয়রাচুটকি	Asian Brown Flycatcher	*Muscicapa dauuric* Pallas, 1811
৪৩০	মরচে চুটকি	Ferruginous Flycatcher	*Muscicapa ferruginea* (Hodgson, 1845)
৪৩১	মেটেবুক চুটকি	Brown-breasted Flycatcher	*Muscicapa muttui* (Layard, 1854)
৪৩২	কালাপাশ চুটকি	Dark-sided Flycatcher	*Muscicapa sibirica* (Gmelin, JF, 1789)

৪৩৩	চিত্রা চুটকি	Spotted Flycatcher	*Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
৪৩৪	নীল শীষদামা	Blue Whistling Thrush	*Myophonus caeruleus* (Scopoli, 1786)
৪৩৫	বড় নীলমনি	Large Niltava	*Niltava grandis* (Blyth, 1842)
৪৩৬	ছোট নীলমনি	Small Niltava	*Niltava macgrigoriae* (Burton, 1836)
৪৩৭	লালপেট নীলমনি	Rufous-bellied Niltava	*Niltava sundara* Hodgson, 1837
৪৩৮	উষর কানকালি	Desert Wheatear	*Oenanthe deserti* (Temminck, 1825)
৪৩৯	ডাউরিয়ান গির্দি	Daurian Redstart	*Phoenicurus auroreus* (Pallas, 1776)
৪৪০	নীলকপালি গির্দি	Blue-fronted Redstart	*Phoenicurus frontalis* Vigors, 1832
৪৪১	নীল পানগির্দি	Plumbeous Water-Redstart	*Phoenicurus fuliginosus* (Vigors, 1831)
৪৪২	ধলা টুপি পানগির্দি	White-capped Water-redstart	*Phoenicurus leucocephalus* (Vigors, 1831)
৪৪৩	কালা গির্দি	Black Redstart	*Phoenicurus ochruros* (S.G. Gmelin, 1774)
৪৪৪	পাকড়া ঝাড়ফিদ্দা	Pied BushChat	*Saxicola caprata* (Linnaeus, 1766)
৪৪৫	মেটে ঝাড়ফিদ্দা	Grey BushChat	*Saxicola ferreus* Gray, 1846
৪৪৬	জার্দনের ঝাড়ফিদ্দা	Jerdon's BushChat	*Saxicola jerdoni* (Blyth, 1867)
৪৪৭	ধলালেজ শিলাফিদ্দা	White-tailed Stonechat	*Saxicola leucurus* (Blyth, 1847)

৪৪৮	পাতি শিলাফিদ্দা	Common StoneChat	*Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766)
৪৪৯	কমলাপাশ বনরবিন	Orange flanked Bush-robin	*Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)
৪৫০	লালবুক বনরবিন	Rufous-breasted Bush Robin	*Tarsiger hyperythrus* (Blyth, 1847)
৪৫১	ধলাভ্রু বনরবিন	White-browed Bush Robin	*Tarsiger indicus* (Vieillot, 1817)
৪৫২	হিমালয়ের ঝাড়-রবিন	Himalayan Bush-robin	*Tarsiger rufilatus* (Hodgson, 1845)
পরিবারঃ মোটাসিলিডি (Motacillidae)			
৪৫৩	তামাটে তুলিকা	Tawny Pipit	*Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)
৪৫৪	লালগলা তুলিকা	Red-throated Pipit	*Anthus cervinus* (Pallas, 1811)
৪৫৫	ব্লাইদের তুলিকা	Blyth's Pipit	*Anthus godlewskii* (Taczanowski, 1876)
৪৫৬	জলপাইপিঠ তুলিকা	Olive-backed Pipit	*Anthus hodgsoni* Richmond, 1907
৪৫৭	রিচার্ডের তুলিকা	Richard's Pipit	*Anthus richardi* Vieillot, 1818
৪৫৮	গোলাপি তুলিকা	Rosy Pipit	*Anthus roseatus* Blyth, 1847
৪৫৯	ধানী তুলিকা	Paddyfield Pipit	*Anthus rufulus* Vieillot, 1818
৪৬০	লম্বাঠোঁটি তুলিকা	Long-billed Pipit	*Anthus similis* Jerdon, 1840
৪৬১	পানি তুলিকা	Water Pipit	*Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758)

৪৬২	গেছো তুলিকা	Tree Pipit	*Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)
৪৬৩	বন খঞ্জন	Forest Wagtail	*Dendronanthus indicus* (Gmelin, JF, 1789)
৪৬৪	ধলা খঞ্জন	White Wagtail	*Motacilla alba* Linnaeus, 1758
৪৬৫	মেটে খঞ্জন	Grey Wagtail	*Motacilla cinerea* Tunstall, 1771
৪৬৬	সিট্রিন খঞ্জন	Citrine Wagtail	*Motacilla citreola* Pallas, 1776
৪৬৭	পশ্চিমা হলদেখঞ্জন	Western Yellow Wagtail	*Motacilla flava* Linnaeus, 1758
৪৬৮	ধলাভ্রু খঞ্জন	White-browed Wagtail	*Motacilla maderaspatensis* Gmelin, JF, 1789
৪৬৯	পুবের হলুদ খঞ্জন	Eastern Yellow Wagtail	*Motacilla tschutschensis* Gmelin, JF, 1789
পরিবারঃ মোনারখিডি (Monarchidae)			
৪৭০	কালাঘাড় রাজন	Black-naped Monarch	*Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783)
৪৭১	উদয়ী শাহবুলবুলি	Oriental Paradise-flycatcher	*Terpsiphone affinis* (Blyth, 1846)
৪৭২	চিনা শাহবুলবুলি	Chinese Paradise Flycatcher	*Terpsiphone incei* (Gould, 1852)
৪৭৩	এশিও শাহবুলবুলি	Indian Paradise Flycatcher	*Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ রিপিডুরিডি (Rhipiduridae)			
৪৭৪	ধলাগলা ছাতিঘুরানি	White-throated Fantail	*Rhipidura albicollis* (Vieillot, 1818)

পরিবারঃ লানিডি (Laniidae)			
৪৭৫	বর্মী লাটোরা	Burmese Shrike	*Lanius collurioides* Lesson, 1834
৪৭৬	খয়রা লাটোরা	Brown Shrike	*Lanius cristatus* Linnaeus, 1758
৪৭৭	বড় ধূসর কসাই	Great Grey Shrike	*Lanius excubitor* Linnaeus, 1758
৪৭৮	ইসাবেলিন কসাই	Isabelline Shrike	*Lanius isabellinus* Ehrenberg, 1833
৪৭৯	ল্যাঞ্জা লাটোরা	Long-tailed Shrike	*Lanius schach* Linnaeus, 1758
৪৮০	মেটেপিঠ লাটোরা	Grey-backed Shrike	*Lanius tephronotus* (Vigors, 1831)
৪৮১	তামাপিঠ লাটোরা	Bay-backed Shrike	*Lanius vittatus* Valenciennes, 1826
পরিবারঃ লিওরট্রাইচিডি (Leiotrichidae)			
৪৮২	পাতি ছাতারে	Common Babbler	*Argya caudata* (Dumont, 1823)
৪৮৩	দাগি ছাতারে	Striated Babbler	*Argya earlei* (Blyth, 1844)
৪৮৪	হলদেগলা পেঙ্গা	Yellow-throated Laughingthrush	*Garrulax galbanus* (Godwin-Austen, 1874)
৪৮৫	ধলাঝুঁটি পেঙ্গা	White-crested Laughingthrush	*Garrulax leucolophus* (Hardwicke, 1815)
৪৮৬	ছোট মালাপেঙ্গা	Lesser Necklaced Laughingthrush	*Garrulax monileger* Riley, 1930
৪৮৭	বড় মালাপেঙ্গা	Greater Necklaced Laughingthrush	*Garrulax pectoralis* (Gould, 1836)
৪৮৮	লালঘাড় পেঙ্গা	Rufous-necked Laughingthrush	*Garrulax ruficollis* (Jardine and Selby, 1838)

৪৮৯	ল্যাঞ্জা সিবিয়া	Long-tailed Sibia	*Heterophasia picaoides* (Hodgson, 1839)
৪৯০	বন ছাতারে	Jungle Babbler	*Turdoides striata* (Dumont, 1823)
পরিবারঃ লোকাস্টেলিডি (Locustellidae)			
৪৯১	পালসি ফড়িংফুটকি	Pallas's Grasshopper Warbler	*Locustella certhiola* (Pallas, 1811)
৪৯২	বৈকাল ঘাসফড়িং-ফুটকি	Baikal Grasshopper-warbler	*Locustella davidi* (La Touche, 1923)
৪৯৩	হিমালয়ের ঘাসফড়িংফুটকি-	Himalayan Grasshopper-warbler	*Locustella kashmirensis* (Sushkin, 1925)
৪৯৪	পাতারি ফুটকি	Lanceolated Warbler	*Locustella lanceolata* (Temminck, 1840)
৪৯৫	পাতি ফড়িংফুটকি	Common Grasshopper-warbler	*Locustella naevia* (Boddaert, 1783)
৪৯৬	তিলা ফড়িংফুটকি	Spotted Grasshopper-warbler	*Locustella thoracica* (Blyth, 1845)
৪৯৭	দাগি ঘাসপাখি	Striated Grassbird	*Megalurus palustris* Horsfield, 1821
পরিবারঃ সিটিডি (Sittidae)			
৪৯৮	ধুসরপাশি ঝাড়ফুটকি	Grey-sided Bush-warbler	*Cettia brunnifrons* (Hodgson, 1845)
৪৯৯	খয়ড়ামুকুট ঝাড়ফুটকি	Chestnut-crowned Bush-warbler	*Cettia major* (Horsfield & Moore, 1854)
৫০০	খয়রাপেট বনমালি	Chestnut-bellied Nuthatch	*Sitta cinnamoventris* Blyth, 1842
৫০১	কালাকপাল বনমালি	Velvet-fronted Nuthatch	*Sitta frontalis* Swainson, 1820
পরিবারঃ সিলভিডি (Sylvidae)			
৫০২	বড় নলফুটকি	Great Reed-warbler	*Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus,1758)

৫০৩	উদয়ী নলফুটকি	Oriental Reed Warbler	*Acrocephalus orientalis* (Temminck & Schlegel, 1847)
৫০৪	লম্বাঠুঁটি নলফুটকি	Large-billed Reed Warbler	*Acrocephalus orinus* Oberholser, 1905
৫০৫	পশুয়া ঝাড়ফুটকি	Aberrant Bush-warbler	*Horornis flavolivaceus* (Blyth, 1845)
৫০৬	পূবের এতিম ফুটকি	Eastern Orphean Warbler	*Curruca crassirostris* (Cretzschmar, 1827)
৫০৭	ছোট ধলাগলা	Lesser Whitethroat	*Curruca curruca* (Linnaeus, 1758)
৫০৮	অর্ফিয়ান ফুটকি	Western Orphean Warbler	*Curruca hortensis* (Gmelin, 1789)
পরিবারঃ সিস্টিকোলিডি (Cisticolidae)			
৫০৯	কালাগলা টুনটুনি	Dark-necked Tailorbird	*Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836
পরিবারঃ স্কোটোছারসিডি (Scotocercidae)			
৫১০	হলদেপেট ফুটকি	Yellow-bellied Warbler	*Abroscopus superciliaris* (Blyth, 1859)
৫১১	খয়রামাথা টেসিয়া	Chestnut-headed Tesia	*Cettia castaneocoronata* (Burton, 1836)
৫১২	খয়রাপাশ ঝাড়ফুটকি	Brownish-flanked Bush-Warbler	*Horornis fortipes* (Hodgson, 1845)
৫১৩	পাহাড়ি টুনটুনি	Mountain Tailorbird	*Phyllergates cucullatus* (Temminck, 1836)
৫১৪	মেটেপেট টেসিয়া	Grey-bellied Tesia	*Tesia cyaniventer* Hodgson, 1837
৫১৫	স্লেটপেট টেসিয়া	Slaty-bellied Tesia	*Tesia olivea* (McClelland, 1840)

৫১৬	এশিও ভোঁতালেজ	Asian Stubtail	*Urosphena squameiceps* (R, Swinhoe, 1863)
পরিবারঃ স্টার্নিডি (Sturnidae)			
৫১৭	ঝুঁটি শালিক	Jungle Myna	*Acridotheres fuscus* (Wagler, 1827)
৫১৮	গাঙ শালিক	Bank Myna	*Acridotheres ginginianus* (Latham, 1790)
৫১৯	ধলাতলা শালিক, বড় শালিক	Great Myna	*Acridotheres grandis* Moore,1858
৫২০	ভাত শালিক	Common Myna	*Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766)
৫২১	খয়রাগাল শালিক	Chestnut-cheeked Starling	*Agropsar philippensis* (Forster, 1781)
৫২২	বেগুনিপীঠ শালিক	Purple-backed Starling	*Agropsar sturninus* (Pallas, 1776)
৫২৩	সোনাকুকুট ময়না	Golden-crested Myna	*Ampeliceps coronatus* Blyth, 1842
৫২৪	এশিও তেলশালিক	Asian Glossy Starling	*Aplonis panayensis* (Scopoli, 1783)
৫২৫	পাকড়া শালিক	Pied Myna	*Gracupica contra* (Linnaeus, 1758)
৫২৬	গোলাপি কাঠশালিক	Rosy Starling	*Pastor roseus* (Linnaeus, 1758)
৫২৭	চিতিপাখ তেলশালিক	Spot-winged Starling	*Saroglossa spilopterus* (Vigors, 1831)
৫২৮	খয়রালেজ কাঠশালিক	Chestnut-tailed Starling	*Sturnia malabarica* (Gmelin, 1789)
৫২৯	বামুনি কাঠশালিক	Brahminy Starling	*Sturnia pagodarum* (Gmelin, JF, 1789)

৫৩০	পাকরা শালিক	Indian Pied Starling	*Gracupica contra* (Linnaeus, 1758)
৫৩১	পাতি কাঠশালিক	Common Starling	*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758
পরিবারঃ স্টেনোসট্রিডি (Stenostiridae)			
৫৩২	মেটেমাথা ক্যানারিচুটকি	Grey-headed Canary-Flycatcher	*Culicicapa ceylonensis* Swinson, 1820
পরিবারঃ হিরুন্ডিনিডি (Hirundinidae)			
৫৩৩	লালকোমর আবাবিল	Red-rumped Swallow	*Cecropis daurica* (Laxmann, 1769)
৫৩৪	এশিও ঘরনাকুটি	Asian House Martin	*Delichon dasypus* (Bonaparte, 1850)
৫৩৫	নেপালি ঘরনাকুটি	Nepal House Martin	*Delichon nipalensis* Horsfield & Moore, 1854
৫৩৬	মেঠো আবাবিল	Barn Swallow	*Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758)
৫৩৭	তারলেজা আবাবিল	Wire-tailed Swallow	*Hirundo smithii* Leach, 1818
৫৩৮	দাগিগলা আবাবিল	Streak-throated Swallow	*Petrochelidon fluvicola* (Blyth, 1855)
৫৩৯	ইউরেশিও ক্র্যাগনাকুটি	Eurasian Crag Martin	*Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)
৫৪০	এশিয় ম্লাননাকুটি	Asian Plain Martin	*Riparia chinensis* (J. E. Gray, 1830)
৫৪১	ম্লান নাকুটি	Pale Sand Martin	*Riparia diluta* (Sharpe and Wyatt, 1893)
৫৪২	খয়রাগলা নাকুটি	African Plain Martin	*Riparia paludicola* (Vieillot, 1817)
৫৪৩	বালি নাকুটি	Collared Sand Martin	*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

বর্গঃ প্রোসেলারিফরমিস (Procellariiformes) **পরিবারঃ ওশ্যানিটিডি (Oceanitidae)**			
৫৪৪	উইলসনের ঝড় পেট্রেল	Wilson's Storm Petrel	*Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820)
পরিবারঃ প্রোসেলারিডি (Procellariidae)			
৫৪৫	গেঁজলেজ শিয়ারওয়াটার	Wedge-tailed Shearwater	*Ardenna pacifica* (Gmelin, JF, 1789)
৫৪৬	ছোটলেজী শিয়ারওয়াটার	Short-tailed Shearwater	*Ardenna tenuirostris* (Temminck, 1835)
৫৪৭	জুয়ানিনের পেট্রেল	Jouanin's Petrel	*Bulweria fallax* Jouanin, 1955
পরিবারঃ মাস্কিক্যাপিডি (Muscicapidae)			
৫৪৮	ইসাবেলিন কানকালি	Isabelline Wheatear	*Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829)
বর্গঃ ফেলকুনিফর্মিজ (Falconiformes) **পরিবারঃ ফেলকুনিডি (Falconidae)**			
৫৪৯	আমুর শাহীন	Amur Falcon	*Falco amurensis* Radde, 1863
৫৫০	লালমাথা শাহীন	Red-headed Falcon	*Falco chicquera* Daudin, 1800
৫৫১	মারলিন	Merlin	*Falco columbarius* Linnaeus, 1758
৫৫২	ঊদয়ী টিকাশাহীন	Oriental Hobby	*Falco severus* Horsfield, 1821
৫৫৩	ইউরেশিও টিকাশাহীন	Eurasian Hobby	*Falco subbuteo* Linnaeus, 1758
৫৫৪	পাতি কেস্ট্রেল	Common Kestrel	*Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
৫৫৫	দাগিঘাড় শাহীন	Collared Falconet	*Microhierax caerulescens* (Linnaeus, 1758)

বর্গঃ ফ্যাথওন্টিফরমিস (Phaethontiformes) **পরিবারঃ ফ্যাথওন্টিডি (Phaethontidae)**			
৫৫৬	লালতলা ট্রপিকপাখী	Red-billed Tropicbird	*Phaethon aethereus* Linnaeus, 1758
বর্গঃ বুসেরুটিফর্মিজ (Bucerotiformes) **পরিবারঃ আপুপিডি (Upupidae)**			
৫৫৭	পাতি হুদহুদ, মোহনচুঁড়া	Common Hoopoe	*Upupa epops* Linnaeus,1758
বর্গঃ সিকোনিফর্মিজ (Ciconiiformes) **পরিবারঃ সিকোনিডি (Ciconiidae)**			
৫৫৮	ধলা মানিকজোড়	White Stork	*Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ ফ্রেগাটিডি (Fregatidae)			
৫৫৯	ছোট ফ্রিগেটপাখী	Lesser Frigatebird	*Fregata ariel* (Gray, GR, 1845)
বর্গঃ সুলিফর্মিজ (Suliformes) **পরিবারঃ সুলিডি (Sulidae)**			
৫৬০	মুখশপড়া বুবি	Masked Booby	*Sula dactylatra* Lesson, 1831
৫৬১	লালপো বুবি	Red-footed Booby	*Sula sula* (Linnaeus, 1766)
বর্গঃ স্ট্রিজিফর্মিজ (Strigiformes) **পরিবারঃ টাইটুনিডি (Tytonidae)**			
৫৬২	লক্ষ্মী প্যাঁচা	Barn Owl	*Tyto alba* (Scopoli, 1769)
৫৬৩	উদয়ী বে প্যাঁচা	Oriental Bay Owl	*Phodilus badius* (Horsfield, 1821)
পরিবারঃ স্ট্রিজিডি (Strigidae)			
৫৬৪	ছোটকান প্যাঁচা	Short-eared Owl	*Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

৫৬৫	কণ্ঠী কুটিপ্যাঁচা	Spotted Owlet	*Athene brama* (Temminck, 1821)
৫৬৬	মেটে হুতোমপ্যাঁচা	Dusky Eagle-Owl	*Bubo coromandus* (Latham, 1790)
৫৬৭	চিতিপেট হুতোমপ্যাঁচা	Spot-bellied Eagle-Owl	*Bubo nipalensis* Hodgson, 1836
৫৬৮	দাগিঘাড় কুটিপ্যাঁচা	Collared Owlet	*Glaucidium brodiei* (Burton, 1836)
৫৬৯	জাভান কুটিপ্যাঁচা	Javan Owlet	*Glaucidium castanopterum* (Horsfield, 1821)
৫৭০	এশিও দাগিপ্যাঁচা	Asian Barred Owlet	*Glaucidium cuculoides* (Vigors, 1831)
৫৭১	তামাটে মেছোপ্যাঁচা	Tawny Fish Owl	*Ketupa flavipes* (Hodgson, 1836)
৫৭২	মেটে মেছোপ্যাঁচা	Buffy Fish Owl	*Ketupa ketupu* (Horsfield, 1821)
৫৭৩	খয়রা মেছোপ্যাঁচা	Brown Fish Owl	*Ketupa zeylonensis* (Gmelin, JF, 1788)
৫৭৪	খয়রা শিকরেপ্যাঁচা	Brown Hawk-Owl	*Ninox scutulata* (Raffles, 1822)
৫৭৫	কণ্ঠী নিমপ্যাঁচা	Collared Scops Owl	*Otus lettia* (Hodgson, 1836)
৫৭৬	পাহাড়ি নিমপ্যাঁচা	Mountain Scops Owl	*Otus spilocephalus* (Blyth, 1846)
৫৭৭	উদয়ী নিমপ্যাঁচা	Oriental Scops Owl	*Otus sunia* (Hodgson, 1836)
৫৭৮	খয়রা গাছপ্যাঁচা	Brown Wood Owl	*Strix leptogrammica* Temminck, 1831

সরীসৃপ (Reptiles) **বর্গঃ স্কুয়ামাটা (Squamata)** **পরিবারঃ গেকোনিডি (Gekkonidae)**			
১	পত্রপা টিকটিকি	Oriental Leaf-toed Gecko	*Hemidactylus bowringii* (Gray, 1845)
২	গুটি টিকটিকি	Brook's House Gecko	*Hemidactylus brookii* Gray, 1845
৩	গোদা বড়/টিকটিকি	Yellow-green House Gecko	*Hemidactylus flaviviridis* Rüppell, 1835
৪	পাতি টিকটিকি	Common House Gecko	*Hemidactylus frenatus* Schlegel in Duméril & Bibron, 1836
৫	ধলা টিকটিকি	Garnot's House Gecko	*Hemidactylus garnotii* Duméril & Bibron, 1836
৬	চেপ্টালেজি টিকটিকি	Flat-tailed Gecko	*Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1792)
পরিবারঃ ইলাপিডি (Elapidaee)			
৭	পাতি কাল কেউটে	Common Krait	*Bungarus caeruleus* (Schneider, 1801)
৮	শঙ্খিনি, বোটালেজ কেউটে	Banded Krait	*Bungarus fasciatus* (Schneider, 1801)
৯	ছোট কাল কেউটে	Lesser Black Krait	*Bungarus lividus* Cantor, 1839
১০	কাল কেউটে	Black Krait	*Bungarus niger* Wall, 1908
১১	ওয়ালএর কেউটে-	Wall's Krait	*Bungarus walli* Wall, 1907
১২	চিকনা প্রবাল সাপ	Slender Coral Snake	*Calliophis melanurus* (Shaw, 1802)

১৩	দজ্যা সাপ, সামুদ্রিক সাপ	Dwarf Sea Snake	*Hydrophis caerulescens* (Shaw, 1802)
১৪	চিকনামাথা - সামুদ্রিক সাপ	Cantor's Narrow-headed Sea Snake	*Hydrophis cantoris* Günther, 1864
১৫	বেঁটে সামুদ্রিক সাপ	Spine-bellied/Short Sea Snake	*Hydrophis curtus* (Shaw, 1802)
১৬	কালোহলুদ - সামুদ্রিক সাপ	Annulated Sea Snake	*Hydrophis cyanocinctus* Daudin, 1803
১৭	চিতি সামুদ্রিক সাপ, লতি সাপ	Striped Sea Snake	*Hydrophis fasciatus* (Schneider, 1799)
১৮	পারস্য উপসাগরীয় সামুদ্রিক সাপ	Arabian Gulf Sea Snake, Persian Gulf Sea Snake	*Hydrophis lapemoides* (Gray, 1849)
১৯	ডডিনের সামুদ্রিক সাপ	Black-banded Sea Snake	*Hydrophis nigrocinctus* Daudin, 1803
২০	মোহনার সামুদ্রিক সাপ	Estuarine Sea Snake	*Hydrophis obscurus* Daudin, 1803
২১	ব্যান্ডেড সামুদ্রিক সাপ	Ornate Reef Sea Snake, Ornate Sea Snake	*Hydrophis ornatus* (Gray, 1842)
২২	রঙ্গিলা সামুদ্রিক সাপ, হলুদপেটি - সামুদ্রিক সাপ	Yellow-bellied Sea Snake	*Hydrophis platurus* (Linnaeus, 1766)
২৩	বড়শিনাক দজ্যা - সাপ	Hook-nosed Sea Snake	*Hydrophis schistosus* Daudin, 1803
২৪	স্টোকসের সামুদ্রিক সাপ	Stokes' Sea Snake, Large-headed Sea Snake	*Hydrophis stokesii* (Gray, 1846)
২৫	মোহনার লাঠি সাপ	Russell's Sea Snake, Estuarine Sea Snake	*Hydrophis stricticollis* Günther, 1864
২৬	বলয়ি সমুদ্রকেউটে	Yellow-lipped Sea Krait	*Laticauda colubrina* (Schneider, 1799)
২৭	পাতি সমুদ্রকেউটে	Blackbanded Sea Krait, Brown-lipped Sea Krait	*Laticauda laticaudata* (Linnaeus, 1758)
২৮	সামুদ্রিক নলি সাপ	Slender Sea Snake	*Microcephalophis gracilis* (Shaw, 1802)

২৯	গোখরা	Monocled Cobra	*Naja kaouthia* Lesson, 1831
৩০	ফুল গোখরা	Spectacled Cobra	*Naja naja* (Linnaeus, 1758)
৩১	প্রবাল সাপ	Macclelland's Coral Snake	*Sinomicrurus macclellandi* (Reinhardt, 1844)
পরিবারঃ এক্রোকর্ডিডি (Acrochordidae)			
৩২	খসখসে সাপ	Wart Snake	*Acrochordus granulatus* (Schneider, 1799)
পরিবারঃ এগামিডি (Agamidae)			
৩৩	শিঙি রক্তচোষা	Forest Crested Lizard	*Calotes emma* Gray, 1845
৩৪	রক্তচোষা	Common Garden Lizard	*Calotes versicolor* (Daudin, 1802)
৩৫	উড়ন্ত টিকটিকি, উড়ুক্কু টিকটিকি	Blanford's Flying Lizard	*Draco blanfordii* Boulenger, 1885
পরিবারঃ কলুব্রিডি (Colubridae)			
৩৬	পতি লাউডগা সাপ	Common Vine Snake	*Ahaetulla nasuta* (Lacépède, 1789)
৩৭	খাটোনাক লাউডগা সাপ	Short-nosed Vine Snake	*Ahaetulla prasina* (Boie, 1827)
৩৮	দাগি ঢোঁড়া মাইট্টাসাপ	Striped Keelback	*Amphiesma stolatum* (Linnaeus, 1758)
৩৯	মাইট্টা সাপ	Olive Keelback Water Snake	*Atretium schistosum* (Daudin, 1803)
৪০	সবুজ ফনিমনসা	Green Cat Snake	*Boiga cyanea* (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
৪১	বাংলা ফণিমনসা, কুকুরদাঁতওয়ালা - বিড়াল সাপ	Bengal Cat Snake, Dogtoothed Cat Snake, Large Blunt-headed Tree Snake	*Boiga cynodon* (Boie, 1827)

৪২	ফণিমনসা	Eastern Cat Snake	*Boiga gocool* (Gray, 1834)
৪৩	বড়চিতি ফণিমনসা-	Large-spotted Cat Snake	*Boiga multomaculata* (Boie, 1827)
৪৪	লাল ফণিমনসা	Tawny Cat Snake, Wall's Cat Snake	*Boiga ochracea* (Theobald, 1868)
৪৫	পাতি ফণিমনসা	Common Cat Snake	*Boiga trigonata* (Schneider in Bechstein, 1802)
৪৬	ডিমখোর সাপ	Indian Egg-eating Snake	*Boiga westermanni* (Reinhardt, 1863)
৪৭	কালনাগিনী	Ornate Flying Snake	*Chrysopelea ornata* (Shaw, 1802)
৪৮	পাতি দুধরাজ	Common Trinket Snake	*Coelognathus helena* (Daudin, 1803)
৪৯	দুধরাজ	Copper Head Trinket Snake	*Coelognathus radiatus* (Boie, 1827)
৫০	সবুজ বেত আঁছড়া	Wall's Bronzeback Tree Snake	*Dendrelaphis cyanochloris* (Wall, 1921)
৫১	হ্যাস বেত আঁছড়া	Hass's bronzeback	*Dendrelaphis haasi* (Rooijen & Vogel, 2008)
৫২	ডোরা বেত আঁছড়া	Painted Bronzeback Tree Snake	*Dendrelaphis pictus* (Gmelin, 1789)
৫৩	পাতি বেত আঁছড়া	Common Bronzeback Tree Snake	*Dendrelaphis tristis* (Daudin, 1803)
৫৪	পাতি জলঢোঁড়া	Common Smooth Water Snake	*Enhydris enhydris* (Schneider, 1799)
৫৫	ঢোঁড়া সাপ	Checkered Keelback	*Fowlea piscator* (Schneider, 1799)

৫৬	গুন্থারের রিড সাপ	Stripe-Necked Snake, Gunther's Reed Snake	*Gongylosoma frenata* (Günther, 1858)
৫৭	সবুজ ট্রিঙ্কেট সাপ, সবুজ বুশ র‍্যাট সাপ	Green Trinket Snake, Green Bush Rat Snake, Green Ratsnake	*Gonyosoma prasina* (Blyth, 1854)
৫৮	পাহাড়ি ঢোঁড়া	Himalayan Mountain Keelback	*Herpetoreas platyceps* (Blyth, 1854)
৫৯	ঝাপসামুখো জলঢোঁড়া	Masked Water Snake	*Homalopsis buccata* (Linnaeus, 1758)
৬০	নলখাগড়া সাপ	Clamaria Reed Snake	*Liopeltis calamaria* (Günther, 1858)
৬১	পাতি নেকড়ে সাপ	Common Wolf Snake	*Lycodon aulicus* (Linnaeus, 1758)
৬২	দাগি নেকড়ে সাপ	Banded Wolf Snake	*Lycodon fasciatus* (Anderson, 1879)
৬৩	ডোরাবলয় রেসার	Banded Racer	*Argyrogena fasciolata* (Shaw, 1802)
৬৪	হলুদছাপ নেকড়ে - সাপ	Yellow Speckled wolf Snake	*Lycodon jara* (Shaw, 1802)
৬৫	নেকড়ে সাপ	Zaw’s Wolf Snake	*Lycodon zawi* Slowinski, Pawar, Win, Thin, Tun, Gyi, Oo & Tun, 2001
৬৬	পাকড়া কুকরি সাপ	White-barred Kukri Snake	*Oligodon albocinctus* (Cantor, 1839)
৬৭	কেন্টরের কুকরি সাপ	Cantor’s Kukri Snake	*Oligodon cyclurus* (Cantor, 1839)
৬৮	বাংলার কুকরি সাপ	Bengalese Kukri Snake	*Oligodon dorsalis* (Gray in Gray and Hardwicke, 1834)
৬৯	পাতি কুকরি সাপ	Russell's Kukri Snake	*Oligodon russelius* (Shaw, 1802)

৭০	রাসেলের কুকরি সাপ	Russell's Kukri Snake	*Oligodon taeniolatus* (Jerdon, 1853)
৭১	টিওবেল্ডের কুকরি সাপ	Theobald's Kukri Snake	*Oligodon theobaldi* (Günther, 1868)
৭২	রঙিলা আরবিলা	Bamboo Trinket Snake, Red Bamboo Snake, Black-banded Trinket Snake	*Oreocryptophis porphyraceus* (Cantor, 1839)
৭৩	দার্জিলিং শামুকখোর সাপ	Common Slug Snake	*Pareas monticola* (Theobald, 1868)
৭৪	ছদ্মবোড়া	Common Mock Viper	*Psammodynastes pulverulentus* (H. Boie in F. Boie, 1827)
৭৫	দারাজ	Indo-Chinese Rat Snake	*Ptyas korros* (Schlegel, 1837)
৭৬	দারাজ, দামান	Indian Rat Snake	*Ptyas mucosa* (Linnaeus, 1758)
৭৭	লালগলা সাপ, অড়ল সাপ	Red-necked Keelback	*Rhabdophis subminiatus* (Schlegel, 1837)
৭৮	কেন্টরের কালোমাথা সাপ	Cantor's Black-headed Snake	*Sibynophis sagittarius* (Cantor, 1839)
৭৯	কালোমাথা সাপ	Black-headed Snake	*Sibynophis subpunctatus* (Dumeril, Bibron & Duméril, 1854)
৮০	পাহাড়ি কীটখোর সাপ	Mountain Worm-eating Snake	*Trachischium monticola* (Cantor, 1839)
৮১	চকচকে সাপ, ব্লিথের চকচকে সাপ	Iridescent Snake, Blyth's Reticulate Snake	*Blythia reticulata* (Blyth, 1854)
পরিবারঃ টিফ্লোপিডি (Typhlopidae)			
৮২	দুমুখা সাপ	Diard's Blind Snake	*Argyrophis diardii* (Schlegel, 1839)

৮৩	দুমুখা সাপ	Brahminy Blind Snake	*Indotyphlops braminus* (Daudin, 1803)
৮৪	জের্ডোনের দুমুখো সাপ	Jerdon's Worm Snake	*Indotyphlops jerdoni* (Boulenger, 1890)
৮৫	সরু দুমুখা সাপ	Slender Worm Snake	*Indotyphlops porrectus* (Stoliczka, 1871)
পরিবারঃ নট্রিসিডি (Natricidae)			
৮৬	হলদেচিটি ঢোরা - সাপ	Yellow-spotted Keelback, Yellow-spotted Keelback Water Snake	*Fowlea flavipunctata* (Hallowell, 1860)
৮৭	পাহাড়ি মাইট্টা, চেরাপুঞ্জির ঢোরা	Strange-tailed Keelback, Wall's Keelback, Cherrapunji Keelback	*Herpetoreas xenura* (Wall, 1907)
পরিবারঃ প্যারাটিডি (Pareatidae)			
৮৮	শামুকখোর সাপ	White-spotted Slug Snake, Darjeeling Snail-eater	*Pareas margaritophorus* (Jan, 1866)
পরিবারঃ বোয়িডি (Boidae)			
৮৯	বালু বোড়া	Common Sand Boa	*Eryx conicus* (Schneider, 1801)
পরিবারঃ ভাইপারিডি (Viperidae)			
৯০	চন্দ্রবোড়া, উলুবোড়া	Russell's Viper	*Daboia russelii* (Shaw & Nodder, 1797)
৯১	লাললেজি সবুজ বোড়া	White-lipped Pit Viper	*Trimeresurus albolabris* Grey, 1842
৯২	সবুজ বোড়া	Spot-tailed Pit Viper, Red tail Pit Viper, Bamboo Pit Viper	*Trimeresurus erythrurus* (Cantor, 1839)
পরিবারঃ লেছারটিডি (Lacertidae)			
৯৩	লম্বালেজি গিরগিটি	Khasi Hills Long-tailed Lizard	*Takydromus khasiensis* Boulenger, 1917

পরিবারঃ সাইনসিডি (Scincidae)			
৯৪	মুকুট আঁচিলাঅঞ্জন	Keeled Grass Skink	*Eutropis carinata* (Schneider, 1801)
৯৫	দাগি ঘাস-অঞ্জন/আঁচিলা	Striped Grass Mabuya	*Eutropis dissimilis* (Hallowell, 1857)
৯৬	তামাটে আঁচিলাঅঞ্জন	Bronze Grass Skink	*Eutropis macularia* (Blyth, 1853)
৯৭	বহুডোরা আঁচিল, দাগি অঞ্জন	Many-lined Sun Skink, Common Sun Skink, East Indian Brown Mabuya, Javan Sun Skink	*Eutropis multifasciata* (Kuhl, 1820)
৯৮	ধলাচিতি আঁচিলাঅঞ্জন	White-spotted Supple Skink	*Lygosoma albopunctata* Gray, 1846
৯৯	বাউরিঙ্গোর অঞ্জন, বাউরিঙ্গোর নমনীয় অঞ্জন	Bowring's Supple Skink, Christmas Island Grass-skink	*Lygosoma bowringii* (Günther, 1864)
১০০	লাললেজি আঁচিলাঅঞ্জন	Reeve's Ground Skink	*Scincella reevesii* (Gray, 1838)
১০১	হিমালয়ী বন আঁচিলা	Himalayan Litter Skink	*Sphenomorphus indicus* (Gray, 1853)
১০২	চিতি বন আঁচিলা	Spotted Litter Skink	*Sphenomorphus maculatus* (Blyth, 1853)
পরিবারঃ সিউডক্সেনোডোন্টিডি (Pseudoxenodontidae)			
১০৩	মিছা গোখরা, বড়চোখি পাহাড়ি সাপ	False Cobra, Large-eyed False Cobra, Large-eyed Bamboo Snake, Big-eyed Bamboo Snake, Mock Cobra	*Pseudoxenodon macrops* (Blyth, 1854)
পরিবারঃ হোমালোপসিডে (Homalopsidae)			
১০৪	জলবোড়া সাপ	Dog-faced water Snake	*Cerberus rynchops* (Schneider, 1799)

১০৫	সাইবোল্ডের জলজ সাপ, পাইন্না সাপ	Siebold's Mud Snake, Siebold's Smoothwater Snake, Siebold's Water Snake	*Ferania sieboldi* (Schlegel, 1837)
১০৬	কাকঁড়াখোর জলঢোঁড়া	Crab-eating Water Snake	*Fordonia leucobalia* (Schlegel, 1837)
১০৭	মনোহারী জলঢোঁড়া	Gerard's Water Snake	*Gerarda prevostiana* (Eydoux & Gervais, 1837)
উভচর (Amphibia) **বর্গঃ এনুরা (Anura)** **পরিবারঃ ডাইক্রোগ্লোসিডি (Dicroglossidae)**			
১	ভাসা ব্যাঙ, কটকটি ব্যাঙ	Bangladesh Skittering Frog	*Euphlyctis adolfi* (Gunther, 1860)
২	ভাসা ব্যাঙ, কটকটি ব্যাঙ	Skipping Frog	*Euphlyctis cyanophlyctis* (Schneider, 1799)
৩	কাঁকড়াভুক ব্যাঙ	Crab-eating Frog, Marsh Frog, Brackish Water Frog, Mangrove Frog	*Fejervarya cancrivora* (Gravenhorst, 1829)
৪	উড়িষ্যার ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ	Orissa Cricket Frog	*Fejervarya orissaensis* (Dutta, 1997)
৫	ঝোপবাসী ব্যাঙ	Rotung Oriental Frog	*Ingerana borealis* (Annandale, 1912)
৬	আসমতের ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ, বাংলাদেশী ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ	Asmat's Cricket Frog, Bangladeshi Cricket Frog	*Minervarya asmati* (Howlader, 2011)
৭	নেপালী ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ, নেপালী কটকটি ব্যাঙ	Nepal Wart Frog, Nepal Cricket Frog	*Minervarya nepalensis* (Dubois, 1975)
৮	পিয়েরের ঝিঁঝিঁ ব্যাঙ, পিয়েরের কটকটি ব্যাঙ	Pierre's Cricket Frog, Pierre's Wart Frog	*Minervarya pierrei* (Dubois, 1975)

৯	দক্ষিণাঞ্চলীয় ঝিঁঝি ব্যাঙ, বন ঝিঁঝি ব্যাঙ, সাইহাড়া ঝিঁঝি ব্যাঙ	Bombay Wart Frog, Hill Cricket Frog, Longlegged Cricket Frog, Small Cricket Frog, Southern Cricket Frog, Syhadra Frog	*Minervarya syhadrensis* (Annandale, 1919)
১০	তরাই ঝিঁঝি ব্যাঙ	Terai Wart Frog, Terai Cricket Frog	*Minervarya teraiensis* (Dobois, 1984)
১১	ছাগল ডাকা ব্যাঙ	Puddle Frog	*Occidozyga lima* (Gravenhorst, 1829)
১২	ছাগল ডাকা ব্যাঙ	Swanborn's Puddle Frog	*Occidozyga swanbornorum* (Trageser et al. 2021)
পরিবারঃ বুফোনিডি (Bufonidae)			
১৩	কুনো ব্যাঙ	Common Toad	*Duttaphrynus melanostictus* (Schneider, 1799)
১৪	মার্বেল কুনো ব্যাঙ	Marbled Toad	*Firouzophrynus stomaticus* (Lütken, 1864)
পরিবারঃ মাইক্রোহাইলিডি (Microhylidae)			
১৫	বড় লাউবিচি ব্যাঙ	Berdmore's Narrow-mouthed frog	*Microhyla berdmorei* (Blyth, 1856)
১৬	মোখলেসের লাউবিচি ব্যাঙ	Mukhlesur's Narrow-mouthed Frog	*Microhyla mukhlesuri* Hasan, Islam, Kuramoto, Kurabayashi & Sumida, 2014
১৭	ময়মনসিংহ লাউবিচি ব্যাঙ	Mymensingh Narrow-mouthed Frog	*Microhyla mymensinghensis* Hasan, Islam, Kuramoto, Kurabayashi & Sumida, 2014
১৮	নীলফামারী লাউবিচি ব্যাঙ	Nilphamari Narrow-mouthed Frog	*Microhyla nilphamariensis* Howlader, Nair, Goplan & Merilä, 2015

১৯	ছোট লাউবিচি ব্যাঙ	Ornate Narrow-mouthed Frog	*Microhyla ornata* (Duméril and Bibron, 1841)
পরিবারঃ রেকোফোরিডি (Rhacophoridae)			
২০	গেছো ব্যাঙ	Four-lined Tree Frog	*Polypedates leucomystax* (Gravenhorst, 1829)
২১	চিতি গেছো ব্যাঙ	Spotted Tree Frog	*Polypedates maculatus* (Gray, 1830)
২২	ট্রেয়াই গেছো ব্যাঙ	Treai Tree Frog	*Polypedates teraiensis* (Dubois, 1987)
২৩	অ্যান্ডারসনের গেছো ব্যাঙ	Anderson's Bubble-nest Frog	*Raorchestes andersoni* (Ahl, 1927)
২৪	বুদবুদবাসা বানানো ব্যাঙ	Dwarf Bush Frog, Karin Bubble Nest Frog	*Raorchestes parvulus* (Boulenger, 1893)
২৫	দুইদাগি ক্ষুদে গেছো ব্যাঙ, আসামের ক্ষুদে গেছো ব্যাঙ	Two-striped Pigmy Tree Frog	*Rohanixalus vittatus* (Boulenger, 1887)
পরিবারঃ রেনিডি (Ranidae)			
২৬	পানা ব্যাঙ	Leafing Frog	*Hylarana tytleri* Theobald, 1868

মাছ (Fish)

শ্রেণিঃ এক্টিনোপ্টেরিডি (Actinopterygii)

বর্গঃ এংগুইল্লিফর্মিজ (Anguilliformes)

পরিবারঃ এংগুইল্লিডি (Anguillidae)

১	চিত্রা বামোশ/বাউস/ বাকুশ	Indian Mottled Eel	*Anguilla bengalensis* (Gray, 1831)
২	মেটে বামোশ/ বাউস/বাকুশ	Shortfin Eel	*Anguilla bicolor* McClelland, 1844

তরুনাস্থিযুক্ত মাছ (Elasmobranchs)
শ্রেণিঃ কন্ড্রিকথিস (Chondrichthyes)
বর্গঃ ওরেক্টলোবিফর্মিজ (Orectolobiformes)
পরিবারঃ গিংলাইমোস্টোমাটিডি (Ginglymostomatidae)

১	এক শাখালেজী তামাটে হাঙ্গর	Tawny nurse shark	*Nebrius ferrugineus* (Lesson, 1831)
পরিবারঃ হেমিস্কাইলিডি (Hemiscylliidae)			
২	লতা গুলে হাঙ্গর	Indonesian bambooshark	*Chiloscyllium hasselti* Bleeker, 1852
বর্গঃ কার্চারিনিফর্মিজ (Carcharhiniformes) **পরিবারঃ কার্চারিনিডি (Carcharhinidae)**			
৩	সাদা লতাবলি, মুইট্যা হাঙ্গর	Graceful shark	*Carcharhinus amblyrhynchoides* (Whitley, 1934)
৪	কালো লতাবলি হাঙ্গর, ঘূর্ণি হাঙ্গর	Spinner shark	*Carcharhinus brevipinna* (Müller & Henle, 1839)
৫	রেশমিসিল্কি হাঙ্গর	Silky shark	*Carcharhinus falciformis* (Bibron, 1839)
৬	ইলিশা বলি হাঙ্গর	Blacktip shark	*Carcharhinus limbatus* (Valenciennes in Müller & Henle, 1839)
৭	শক্তমাথা লতাবলি হাঙ্গর	Hardnose shark	*Carcharhinus macloti* (Müller & Henle, 1839)
৮	কালোডগা লতাবলি হাঙ্গর, কালাটুপি হাঙ্গর	Blacktip reef shark	*Carcharhinus melanopterus* (Quoy & Gaimard, 1824)
৯	ফোঁটালেজী লতাবলি হাঙ্গর, কালা লতাবলি হাঙ্গর	Spottail shark	*Carcharhinus sorrah* (Valenciennes in Müller & Henle, 1839)
১০	চেরাচোখা হাঙ্গর, অঞ্জলিচোখা হাঙ্গর	Sliteye shark	*Loxodon macrorhinus* Müller & Henle, 1839

১১	নীল হাঙ্গর	Blue shark	*Prionace glauca* (Linnaeus, 1758)
১২	লতাবলি হাঙ্গর	Milk shark	*Rhizoprionodon acutus* (Rüppell, 1837)
১৩	আঠাইল্যা লতাবলি হাঙ্গর	Grey sharpnose shark	*Rhizoprionodon oligolinx* Springer, 1964
১৪	ছুরি হাঙ্গর, কোদালনাক, কামোট	Spadenose shark	*Scoliodon laticaudus* Müller & Henle, 1838
১৫	সাদাটুপি হাঙ্গর, সাদাপাখ বলি হাঙ্গর	Whitetip reef shark	*Triaenodon obesus* (Rüppell, 1837)
পরিবারঃ গ্যালিয়োছারডোনিডি (Galeocerdonidae)			
১৬	বাঘা হাঙ্গর	Tiger shark	*Galeocerdo cuvier* (Péron & Lesueur, 1822)
বর্গঃ টর্পেডেনিফর্মিজ (Torpediniformes) **পরিবারঃ নার্কিডি (Narkidae)**			
১৭	এক পাখনা কারেন্ট মাছ	Spottail sleeper ray	*Narke dipterygia* (Bloch & Schneider, 1801)
পরিবারঃ নার্সিনিডি (Narcinidae)			
১৮	ভোঁতামুখ কারেন্ট মাছ	Shortlip numbfish	*Narcine brevilabiata* Bessednov, 1966
১৯	চীনা কারেন্ট মাছ	Chinese numbfish	*Narcine lingula* Richardson, 1846
২০	ছোটফোঁটা কারেন্ট মাছ	Smallspot numbfish	*Narcine maculata* (Shaw, 1804)
২১	বাদামি কারেন্ট মাছ	Brown numbfish	*Narcine timlei* (Bloch & Schneider, 1801)

২২	কালো ফোঁটালেজী কারেন্ট মাছ	Tonkin numbfish	*Narcine prodorsalis* Bessednov, 1966
বর্গঃ মাইল্যোব্যাটিফর্মিজ (Myliobatiformes) **পরিবারঃ জীমনুরিডি (Gymnuridae)**			
২৩	লম্বালেজী পদুনি, প্রজাপতি, বাদুড়, পদ্মমামনি	Longtail butterfly ray	*Gymnura poecilura* (Shaw, 1804)
২৪	খাটোলেজী পদুনি, প্রজাপতি, বাদুড়, পদ্মমামনি	Zonetail butterfly ray	*Gymnura zonura* (Bleeker, 1852)
পরিবারঃ ডেসিয়াটিডি (Dasyatidae)			
২৫	খাটোলেজী ফাইস্যি	Dwarf whipray	*Brevitrygon heterura* (Müller & Henle, 1841)
২৬	ফাইস্যি শাপলাপাতা, ফাইস্যা	Bengal whipray	*Brevitrygon imbricata* (Bloch & Schneider, 1801)
২৭	বাটি শাপলাপাতা	Scaly whipray	*Brevitrygon walga* (Müller & Henle, 1841)
২৮	ঘুড়ি শাপলাপাতা	Bennett's stingray	*Hemitrygon bennetti* (Müller & Henle, 1841)
২৯	বড়দেহী হাঙরাইল, থাইন	Broad cowtail ray	*Pastinachus ater* (Macleay, 1883)
৩০	চ্যাপ্টানাক হাঙরাইল, থাইন	Cowtail ray	*Pastinachus sephen* (Forsskål, 1775)
৩১	কালিকালাফোটা / শাপলাপাতা	Blotched fantail ray	*Taeniurops meyeni* (Müller & Henle, 1841)
৩২	সাটফোঁটা শাপলাপাতা	Smalleye stingray	*Megatrygon microps* (Annandale, 1908)

পরিবারঃ মাইলিয়োব্যাটিডি (Myliobatidae)			
৩৩	ডোরাকাটা ঠুইট্যা ঘাপরি, টুইট্যা ঘাপরি	Banded eagle ray	*Aetomylaeus nichofii* (Bloch & Schneider, 1801)
কাঁকড়া (Crab) **বর্গঃ ডেকাপোডা (Decapoda)** **পরিবারঃ পোর্টুনিডি (Portunidae)**			
০১	শীলা কাঁকড়া, চাঁদি কাঁকড়া, জাতী কাঁকড়া, বড় কাঁকড়া, সবুজ কাঁকড়া, মাইটা কাঁকড়া	Mud crab, Orange mud crab, Mangrove crab, Olive crab	*Scylla olivacea* (Herbst, 1796)
০২	শীলা কাঁকড়া, হুব্বা কাঁকড়া, নোনা কাঁকড়া, চাঁদি কাঁকড়া, জাতী কাঁকড়া, বড় কাঁকড়া	Giant mud crab, Mangrove crab, Serrated swimming crab, Srilanka crab	*Scylla serrata* (Forskål, 1775)
পরিবারঃ ওসাইপোডিডি (Ocypodidae)			
০৩	লাল কাঁকড়া	Red Crab	*Ocypode ceratophthalmus* (Pallas, 1772)
০৪	লাল কাঁকড়া	Red Crab	*Ocypode macrocera* H. Milne Edwards, 1852
বর্গঃ জাইফোসুরা (Xiphosura)			
পরিবারঃ লিমুলিডি (Limulidae)			
০৫	রাজ কাঁকড়া	Indo-Pacific horseshoe crab	*Tachypleus gigas (O. F. Myller, 1785)*
০৬	রাজ কাঁকড়া	Mangrove horseshoe crab	*Carcinoscorpius rotundicauda (Latreille, 1802)*

প্রবাল (Anthozoa) **বর্গঃ স্কেলেরেক্টিনা (Scleractinia)** **পরিবারঃ এক্রোপোরিডি (Acroporidae)**			
১	প্রবাল	Coral	*Acropora lamarcki* Veron, 2000
২	ফুল প্রবাল	Flower Coral	*Acropora nasuta* (Dana, 1846)
৩	টেবিল প্রবাল	Table Coral	*Acropora variabilis* (Klunzinger, 1879)
৪	চাক্তি প্রবাল	Disc Coral	*Turbinaria speciosa* (Bernard, 1896)
পরিবারঃ মেরুলিনিডি (Merulinidae)			
৫	নব্ প্রবাল	Lesser Knob Coral	*Cyphastrea chalcidicum* (Forskal, 1775)
৬	নব্ প্রবাল	Lesser Knob Coral	*Cyphastrea serailia* (Forskal, 1775)
৭	নব্ প্রবাল	Knob Coral	*Dipsastraea favus* (Forskal, 1775)
৮	নব্ প্রবাল	Knob Coral	*Dipsastraea pallida* (Dana, 1846)
৯	নব্ প্রবাল	Knob Coral	*Dipsastraea speciosa* (Dana, 1846)
১০	নব্ প্রবাল	Knob Coral	*Favites valenciennesi* (Milne Edwards & Haime, 1849)
১১	বড় তারা প্রবাল	Lesser Star Coral	*Favites abdita* (Ellis & Solander, 1786)
১২	বড় তারা প্রবাল	Lesser Star Coral	*Favites complanata* (Ehrenberg, 1834)
১৩	বড় তারা প্রবাল	Lesser Star Coral	*Favites flexuosa* (Dana, 1846)

১৪	ছোট তারা প্রবাল	Lesser Star Coral	*Goniastrea pectinata* (Ehrenberg, 1834)
১৫	মগজ প্রবাল	Brain Coral	*Hydnophora exesa* (Pallas, 1766)
১৬	কাঁটা প্রবাল	Spine Coral	*Hydnophora microconos* (Lamarck, 1816)
১৭	খোলস প্রবাল	Crust Coral	*Leptastrea transversa* (Klunzinger, 1879)
১৮	নব্ প্রবাল	False knob Coral	*Astrea annuligera* (Milne, 1849)
১৯	মগজ প্রবাল	Brain Coral	*Leptoria phrygia* (Ellis, 1786)
২০	জেব্রা প্রবাল	Zebra Coral	*Oulastrea crispata* (Lamarck, 1816)
২১	মগজ প্রবাল	Brain Coral	*Platygyra daedalea* (Ellis & Solander 1786)
২২	মগজ প্রবাল	Brain Coral	*Platygyra spp.*
পরিবারঃ ফাঙ্গিডি (Fungiidae)			
২৩	মাসরুম প্রবাল	Mashroom Coral	*Lobactis scutaria* (Lamarck, 1801)
পরিবারঃ লোবোফাইলিডি (Lobophylliidae)			
২৪	কাপ প্রবাল	Sinuous Cup Coral	*Lobophyllia recta* (Dana, 1846)
২৫	অক্টোপাস প্রবাল	Octopus Coral	*Galaxea astreata* (Lamarck, 1816)
২৬	ফুলকপি প্রবাল	Cauliflower Coral	*Pocillopora damicornis* (Linnaeus, 1758)
পরিবারঃ পোছিলোপোরিডি (Pocilloporidae)			
২৭	হুড প্রবাল	Hood Coral	*Stylophora danae* (Milne and Haime, 1850)

পরিবারঃ পোরিটিডি (Poritidae)			
২৮	এনিমন প্রবাল	Anemone Coral	*Goniopora pedunculata* Quoy & Gaimard, 1833
২৯	কুজো প্রবাল	Hump Coral	*Porites lichen* (Dana, 1846)
৩০	কুজো প্রবাল	Hump Coral	*Porites lutea* (Milne and Haime, 1851)
পরিবারঃ স্যামোকোরিডি (Psammocoridae)			
৩১	রিংকল প্রবাল	Wrinkle Coral	*Coscinaraea columna* Dana, 1846
পরিবারঃ রাইজানগিডি (Rhizangiidae)			
৩২	বালিশ প্রবাল	Pillow Coral	*Pseudosiderastrea tayamai* Yabe & Sugiyama, 1935
সমুদ্রশসা (Sea Cucumber) **শ্রেণিঃ হলোথুরোইডিয়া (Holothuroidea)** **বর্গঃ এসপিডোকাইরোটিডা (Aspidochirotida)** **পরিবারঃ হলোথুরিডি (Holothuriidae)**			
০১	বাদামী সমুদ্রশশা	Brownfish, Deep Water Redfish	*Actinopyga echinites* (Jaeger, 1833)
০২	হ্যারির কালো সমুদ্রশশা	Harry Blackfish, Blackfish	*Actinopyga miliaris* (Quoy & Gaimard, 1833)
০৩	ফেনা সমুদ্রশশা	Surf Redfish	*Actinopyga mauritiana* (Quoy & Gaimard, 1833)
০৪	সাদা সমুদ্রশশা	White Teatfish	*Holothuria fuscogilva* Cherbonnier, 1980

০৫	সাদা-সূতিকার সমুদ্রশশা	White Thread Fish	*Holothuria leucospilota* (Brandt, 1835)
০৬	ললী সমুদ্রশশা	Lollyfish	*Holothuria atra* Jaeger, 1833
০৭	সমুদ্রশশা	Sea Cucumber	*Holothuria difficilis* Semper, 1868
০৮	গোলাপিবসমুদ্রশশা	Pinkfish	*Holothuria edulis* Lesson, 1830
০৯	বাঘালেজী সমুদ্রশশা	Tiger-tail cucumber, Sand Sifting Sea Cucumber	*Holothuria hilla* Lesson, 1830
১০	চিতা সমুদ্রশশা	Leopard Sea Cucumber	*Holothuria pardalis* Selenka, 1867
১১	চিত্রা সমুদ্রশশা	Leopard fish, Spotted sea cucumber	*Bohadschia argus* (Jaeger, 1833)
স্টিকোপোডিডি (Stichopodidae)			
১২	সবুজ সমুদ্রশশা	Greenfish, Knobby black cucumber	*Stichopus chloronotus* Brandt, 1835
সিনাপ্টিডি (Synaptidae)			
১৩	সাপ সমুদ্রশশা	Serpentiform Sea Cucumber	*Synapta maculata* (Chamisso & Eysenhardt, 1821)
১৪	সমুদ্রশশা	Sea Cucumber	*Synaptula recta* (Semper, 1867)
ফিলোফোরিডি (Phyllophoridae)			
১৫	সমুদ্রশসা	Sea Cucumber	*Thorsonia investigatoris* (Koehler & Vaney, 1908)

মোলাস্ক (Molluscs)

শামুক, ঝিনুক, কড়ি (Snails, Shells, Oysters, Cowrie)

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
শ্রেণিঃ গেস্ট্রোপোডা (Gastropoda) **বর্গঃ পেটালিডা (Patellida)** **পরিবার - প্যাটেলিডি (Pattellidae)**			
১	ছাতা শামুক	Wheel Limpet	*Cellana rota* (Gmelin,1791)
বর্গঃ ট্রোকিডা (Trochida) **পরিবার-ট্রোকিডি (Trochidae)**			
২	ডোরাকাটা শামুক	Thick Top Shell	*Osilinus kotschyi* (Philippi,1849)
৩	সানকি শামুক	Button Shell	*Trochus niloticus* (Linnaeus,1767)
৪	নীল শামুক	Turbine Shell	*Turbo brunneus* (Roding,1798)
৫	চান শামুক	Smooth Moon Turban	*Turbo cinereus* (Born,1778)
৬	ছোট শামুক	Shrewd Torchid	*Monilea callifera* (Lamarck, 1822)
৭	ট্রোকাস সেল	Trochus Shell	*Trochus niloticus* Linnaeus, 1767
৮	ট্রোকাস সেল	Trochus Shell	*Trochus maculatus* Linnaeus, 1758
বর্গঃ লিট্টোরিনিমর্ফা (Littorinimorpha) **পরিবার - সাইপ্রেইডি (Cypraeidae- কড়ি)**			
৯	কাটা কড়ি	Chick-pea Cowrie	*Cypraea cicercula* (Linnaeus, 1758)

১০	নল কড়ি	Cylindrical Cowrie	*Cypraea cylindrica* Born,1778
১১	ডিম কড়ি	Eroded Cowrie	*Cypraea erosa* Linnaeus, 1758
১২	বাঘ কড়ি	Graceful Cowrie	*Cypraea gracilis* Gaskoin, 1849
১৩	কালো কড়ি	Stage Cowrie	*Cypraea histrio* Gmelin, 1791
১৪	তেলা কড়ি	Lurid Cowrie	*Cypraea lurida* Linnaeus, 1758
১৫	মুদ্রা কড়ি	Money Cowrie	*Cypraea moneta* Linnaeus, 1758
১৬	সুন্দরি কড়ি	Lovely Cowrie	*Cypraea pulchra* (Gray, 1824)
১৭	নাশি কড়ি	Pear-shaped Cowrie	*Cypraea pyriformis* Gray, 1824
১৮	কড়ি	Dull Cowrie	*Cypraea stolida* Linnaeus, 1758
১৯	নাশি কড়ি	Green-tined Cowrie	*Cypraea subviridis* Reeve, 1835
২০	সরু কড়ি	Tapering Cowrie	*Cypraea teres* Gmelin, 1791
২১	বাঘা কড়ি	Tiger Cowrie	*Cypraea tigris* Linnaeus, 1758
২২	কালা কড়ি	Ventriculate Cowrie	*Cypraea ventriculus* (Lamark,1810)
২৩	জাত কড়ি	Yellow-toothed Cowrie	*Cypraea xanthodon* (Sowerby,1832)
২৪	রাঙ্গাঠোট কড়ি	Limacina Cowrie, File Cowrie	*Cypraea limacina* (Lamarck,1810)
২৫	জাত কড়ি	Gold Ring Cowrie	*Cypraea annulus* (Linnaeus,1758)
২৬	জেব্রা কড়ি	Little Donkey Cowrie	*Cypraea asellus* (Linnaeus,1758)

২৭	ড্রাগন কড়ি	Dragon Cowrie	*Cypraea caurica* (Linnaeus,1758)
২৮	কালো কড়ি	Mole Cowrie	*Cypraea talpa* (Linnaeus,1758)
২৯	আটলান্টিক কড়ি	Atlantic Deer Cowrie	*Cypraea Cervus* (Linnaeus,1771)
৩০	কালা কড়ি	Cheradia Cowrie	*Cheradia Cheradia* (Ahmed,2006)
পরিবার - ওভোলিডি (Ovulidae)			
৩১	ডিম কড়ি	Egg Cowrie	*Ovula ovum* (Linnaeus,1758)
৩২	সাদা কড়ি	Spindle Cowrie	*Pseudosimnia punctata* (Duclos,1831)
৩৩	বেলুন কড়ি	Shuttle Volva	*Volva volva* (Linnaeus,1758)
পরিবার -লিটোরিনিডি (Littorinidae)			
৩৪	গোটা শামুক	Topped Prickly	*Nodilittorina trochoides* (Gray, 1839)
পরিবার - ক্রেপেডোলিডি (Crepedulidae)			
৩৫	সাদা শামুক	Walshi Slipper Limpet	*Crepidula walshi* (Reeve,1850)
৩৬	কাপ শামুক	West Indian Cup Saucer	*Crucibulum auriculatum* (Gmelin,1791)
৩৭	টুপি শামুক	Asian Cup	*Crucibulum extinctorium* (Lamarck,1822)
পরিবার - ন্যাক্টিসিডি (Nacticidae)			
৩৮	কালা প্যাট শামুক	Black-mouth Moon Snail	*Polinices melanostomus* (Gmelin,1791)
৩৯	বিলাই চোখ শামুক	Ear Moon Shell	*Sinum delesserti* (Recluz,1843)
৪০	সাদা প্যাট শামুক	Body Ear Shell	*Sinum neritoideum* (Linnaeus,1767)

পরিবার- ফিসিডি (Ficidae)			
৪১	ডুমুর শামুক	Fig Shell	*Ficus gracilis* (Sowerby,1825)
৪২	চামুচ শামুক	Bengal Fig Shell	*Ficus investigatoris* (Smith,1894)
৪৩	চামুচ শামুক	Spotted Fig Shell	*Ficus subintermedia* (Orbigny,1852)
৪৪	চামুচ শামুক	Variable Fig Shell	*Ficus variegata* (Roding,1798)
পরিবার - পার্সোনিডি (Personidae)			
৪৫	কোরা শামুক	Reticulate Triton	*Distorsio reticularis* (Linnaeus,1758)
পরিবার - এপোর্রাইডি (Aporrhaidae)			
৪৬	ম্যাডিটারিয়ান প্যালিক্যান ফুট	Mediterranean Pelican's Foot	*Aporrhais serrisianus*
পরিবার - স্ট্রোমিডি (Stromidae)			
৪৭	চিল শামুক	Diana Conch	*Strombus aurisdianae* (Linnaeus,1767)
৪৮	তিনকাটা শামুক	Three-Knobbed Conch	*Strombus tricornis* (Linnaeus,1758)
৪৯	চিল শামুক	Bubble Conch	*Strombus bulla* (Roding,1758)
৫০	পরী শামুক	Lister's Conch	*Strombus listeri* (Gray,1852)
৫১	চাটকাটা শামুক	Common Spider Shell	*Lambis lambis* (Linnaeus,1758)

৫২	ছাইকাটা শামুক	Chiragra Spider Conch	*Lambis chiragra* (Linnaeus,1758)
৫৩	বিচ্ছু শামুক	Crocate Spider Conch	*Lambis crocata* (Link,1807)
৫৪	বিচ্ছুকাটা শামুক	Giant Spider Conch	*Lambis truncate* (Linnaeus,1758)
৫৫	সাতকাটা শামুক	Scorpion Spider Conch	*Lambis scorpius*(Linnaeus,1758)
পরিবার - টোনিডি (Tonnidae)			
৫৬	দাড়ি বোয়া শামুক	Banded Tun	*Tonna sulcosa* (Born,1778)
৫৭	পাতলা বোয়া শামুক	Spotted Tun	*Tonna dolium* (Linnaeus,1758)
৫৮	ফুল বোয়া শামুক	Tessellate Tun	*Tonna tessellate* Lamark,1810)
পরিবার - রানেলিডি (Ranellidae)			
৫৯	পাতা শামুক	Maple Leaf Triton	*Biplex perca* (Linnaeus,1758)
৬০	বাঁকল শামুক	Bark Triton	*Cabestana cutacea* (Linnaeus,1758)
৬১	খোরা শামুক	Tripus Triton	*Cymatium tripum* (Lamark,1810)
৬২	খোরা শামুক	Common Hairy Triton	*Cymatium pileare* (Linnaeus,1758)
৬৩	গোটা শামুক	Nicobar Hairy Triton	*Cymatium nicobaricum* (Roding,1798)
পরিবার - বোর্সিডি (Bursidae)			
৬৪	ব্যাঙ শামুক	Elegans Frog	*Bufonaria elegans* (Linnaeus,1758)
৬৫	ব্যাঙ শামুক	Noble Frog Shell	*Bufonaria margaritula* (Deshayes,1832)

৬৬	ব্যাঙ শামুক	Frog Shell	*Bufonaria rana* (Linnaeus,1758)
পরিবার - হিপোনিসিডি (Hipponicidae)			
৬৭	টুপি শামুক	False Cup Saucer	*Cheilea equestris* (Linnaeus,1758)
বর্গঃ সাইক্লোনেরিটিডা (Cycloneritida) **পরিবার - ন্যারিটিডি (Neritidae)**			
৬৮	দাড়িহক	Cryzasum Nerite	*Nerita oryzarum (Recluz,1841)*
বর্গঃ নিওগেস্ট্রোপোডা (Neogastropoda) **পরিবার - হার্পিডি (Harpidae)**			
৬৯	কামরাঙ্গা শামুক	Minor Harp	*Harpa amouretta* (Roding,1798)
পরিবার - টার্বিনেলিডি (Turbinellidae)			
৭০	শঙ্ক, বৈদ্যশঙ্ক	Chank Shell	*Turbinella pyrum* (Linnaeus,1758)
পরিবার - কোস্টেলারিডি (Costellaridae)			
৭১	মুত্রা লেজা	Woldemay's Miter	*Zierliana woldemarii* (Kiener,1838)
পরিবার - মিট্রিডি (Mitridae)			
৭২	মুত্রা লেজা	Variable Mitre	*Mitra Variabilis* (Reeve,1844)
৭৩	ছোট শামুক	Hanlejs Miter	*Pusia henleyi* (Dohrn,1861)

পরিবার-কনিডি (Conidae)			
৭৪	গোল আংটি শামুক	Boeticus Cone	*Conus boeticus* (Reeve,1844)
৭৫	গাজর শামুক	Carrot Cone	*Conus daucus* (Hwass,1792)
৭৬	আংটি শামুক	Distant Cone	*Conus distans* (Hwass,1792)
৭৭	আংটি শামুক	Stigma Cone	*Conus stigmaticus* (Adams,1854)
পরিবার - টোরিডি (Turridae)			
৭৮	ক্যাঙ্গারু শামুক	Indian Turrid	*Lophiotoma indica* (Roding,1798)
৭৯	লম্বা শামুক	Turned Turrid	*Turricula tornata* (Dillwyn,1817)
পরিবার-মুরিসিডি (Muricidae)			
৮০	কালো কাটা শামুক	Adusta Murex	Chicoreus brunneus (Link,1807)
৮১	বাড়ো কাটা শামুক	Branched Murex	*Chicoreus ramosus* (Linnaeus,1758)
৮২	বাদামী কাটা শামুক	Fire-brand Murex	*Chicoreus torrefactus* (Sowerby,1841)
৮৩	জালি কাটা শামুক	Black-spined Murex	*Murex ternispina* (Lamarck,1822)
৮৪	লম্বা শামুক	Mangrove Murex	*Naquetia capucina* (Roding,1798)
৮৫	হুল শামুক	Garland Shell	*Nassa serta* (Bruguière,1789)

৮৬	কালো কাটা শামুক	Rock Shell	*Thais armigera* (Link,1807)
৮৭	গোটা শামুক	Little-mouse Drupe	*Morula marginatra* (Blainville,1821)
পরিবার - কোরালিওফিডি (Coralliophilidae)			
৮৮	ছোট টিক্কা শামুক	Seas Coral Shell	*Coralliophila erosa* (Roding,1798)
৮৯	পাতলা হক	Bubble Turnip	*Rapa rapa* (Linnaeus,1758)
পরিবার - বুচ্ছিনিডি (Buccinidae)			
৯০	গোটা শামুক	Indian Phos	*Nassaria coromandelica* (Smith,1894)
পরিবার - মেলনজিনিডি (Melongenidae)			
৯১	লম্বা কাটা শামুক	Ternate False Fusus,	*Pugilina ternatana* (Gmelin,1791)
পরিবার - ফ্যাসিওলারিডি (Fasciolariidae)			
৯২	গোটা লেজা	Smith Horse Conch	*Pleuroploca glabra* (Dunker,1882)
৯৩	লাল কাটা লেজা	Horse Conch	*Pleuroploca trapezium* (Linnaeus,1758)
৯৪	গোটা লেজা	Gibbose Latirus	*Latirus gibbulus* (Gmelin,1791)
পরিবার - অলিভিডি (Olividae)			
৯৫	বাকুচিরা কোলা কড়ি	Blood Olive	*Oliva reticulata* (Roding,1798)
৯৬	গুড়া শামুক	Orange-mouth Olive	*Oliva sericea* (Roding,1798)

৯৭	বুকচিরা কড়ি	Veined Olive	*Oliva spicata* (Roding,1798)
পরিবার - ফ্যাসিওলারিডি (Fasciolariidae)			
৯৮	ফক্স হেড	Fox Head	*Fasciolaria trapezium*
৯৯	পলিগন ল্যাটিরাস	Polygon Latirus	*Latirus polygonus*
১০০	নবড্ ল্যাটিরাস	Knobbed Latirus	*Latirus nodatus*
পরিবার - হার্পিডি (Harpidae)			
১০১	আর্টিকুলেট হার্প	Articulate Harp	*Harpa articularis*
পরিবার - ভ্যাসিডি (Vasidae)			
১০২	ফ্লিন্ডার ভেজ	Flinder's Vase	*Vasum flindersi*
পরিবার-মিট্রিডি(Mitridae)			
১০৩	স্ট্রবেরী মাইটার	Strawberry Mitre	*Mitra fraga*
বর্গঃ আর্কিটিনিওগ্লোসা (Architaenioglossa) **পরিবার - এম্পোলারিডি (Ampullariidae)**			
১০৪	আপেল শামুক	Apple Snails	*Pila globosa*
পরিবার-ওলিভিডি (Olividae)			
১০৫	ইয়োলো অলিভ	Yellow Olive	*Oliva carneola* (Gmelin,1791)
১০৬	কালা কড়ি	Hirase's Olive Shells	*Oliva hirasei* (Kira,1959)
বর্গঃঅ্যাক্টিওনিমর্ফা (Acteonimorpha) **পরিবার - এক্টিওনিডি (Acteonidae)**			
১০৭	ফোটা শামুক	Solid Pupa	*Pupa solidula* (Linnaeus,1758)
বর্গঃ এলোবিডা (Ellobiida) **ইলোবিডি (Ellobiidae)**			
১০৮	লম্বা শামুক	Marsh Snail	*Ellobium aurisjudae* (Linnaeus,1758)

বর্গঃ প্যাটেলোগেস্ট্রোপোডা (Patellogastropoda)			
পরিবার - এ্যাক্সেইডি (Acmaeidae)			
১০৯	ছাতা শামুক	True Limpet	*Potamacmaea fluviatilis* (Blanford,1868)
বর্গঃ সিনোগেস্ট্রোপোডা (Caenogastropoda) **পরিবার - পোটামিডিডি (Potamididae)**			
১১০	মুক্রা লেজা	Quadrctettorn Snail	*Cerithidea quadrata* (Sowerby,1866)
বর্গঃ সর্বিওকঞ্চা (Sorbeoconcha) **পরিবার - স্যারিথিডি (Cerithiidae)**			
১১১	লালকাটা শামুক	Horn Snail	*Cerithium columna* (Sowerby,1834)
১১২	ফুলকাটা লেজা শামুক	Morus Cerith	*Clypeomorus bifasciata* (Sowerby,1855)
১১৩	খোরা শামুক	Necklace Cerith	*Clypeomorus batillariaeformis* (Habe and Kosuge,1966)
১১৪	বুটের দানা	Traillii Cerith	*Clypeomorus traillii (Sowerby,1855)*
পরিবার - টারিটেলিডি (Turritellidae)			
১১৫	কমন স্ক্রিউ সেল	Common Screw Shell	*Turritella acutangula*
১১৬	ব্যান্ডেড স্ক্রিউ সেল	Banded Screw Shell	*Turritella cingulata*
১১৭	এ্যাংগেল মাউথ স্ক্রিউ সেল	Angle-mouth Screw Shell	*Turritella gonostoma*
বর্গঃ সেফালোস্পিডি (Cephalaspidea) **পরিবার - হাইডাটিনিডি (Hydatinidae)**			
১১৮	রয়া পেপার বাবল	Royal Paper Bubble	*Aplustrum amplustre*

১১৯	আটলান্টিক কমন বাবল	Atlantic Common Bubble	*Bulla striata*
১২০	পেঙ্গুইন ওয়েষ্টার	Penguin Oyster	*Pteria penguin*
শ্রেণিঃ Caudoviricetes **বর্গঃ Caudovirales** **পরিবার - সিফোনারিডি (Siphonaridae)**			
১২১	চাই চিলোন	False Limpet	*Siphonaria pectinata (Linnaeus,1758)*
শ্রেণিঃ বাইভাল্ভিয়া (Bivalvia) **বর্গঃ কার্ডিডা (Cardiida)** **পরিবার - সোলেকোর্টিডি (Solecurtidae)**			
১২২	লম্বা ঝিনুক	Ganges Clam	*Novaculina gangetica* (Benson,1753)
পরিবার – কার্ডিডি (Cardiidae)			
১২৩	টিউবারকুলেট কোকি	Tuberculate Cockie	*Acanthocardia tuberculata*
১২৪	জায়েন্ট হার্ট কোকি	Giant Heart Cockie	*Plagiocardium pseudolima*
১২৫	চকলেট ফ্লেমড ভেনাস	Chocolate-flamed Venus	*Lioconcha castrensis*
পরিবার - ট্রাইডাকনিডি (Tridacnidae)			
১২৬	জায়েন্ট ক্লাম	Giant Clam	*Tridacna gigas*
১২৭	ক্লাম সেল	Clam Shell	*Tridacna maxima*
১২৮	ক্লাম সেল	Clam Shell	*Tridacna squamosa*
বর্গঃ মাইটিলিডা (Mytilida) **পরিবার - মাইটিলাডি (Mytilidae)**			
১২৯	সামুদ্রিক ঝিনুক	Sea Mussel	*Mytilus spp.*

শ্রেণিঃ পলিপ্লাকোফোরা (Polyplacophora) **বর্গঃ চিটোনিডা (Chitonida)** **পরিবার - কাইটোনিডি (Chitonidae)**			
১৩০	কাইটন	Rock-clinging Shell	*Chiton granoradiatus* (Leloup,1937)
১৩১	কাইটন	Eight-part Shell	*Chiton hululensis* (Smith,1903)
পরিবার-ইসনোকাইটোনিডি (Ischnochitonidae)			
১৩২	কাইটন	Burghardt	*Ischnochiton bouryi* (Dupuis,1917)
১৩৩	ছাতা শামুক	Funiculata Limpet	*Diodora funiculata* (Reeve,1850)
১৩৪	তাজ শামুক	Keyhole Limpet	*Diodora lentiginosa* (Reeve,1850)
১৩৫	তাজ শামুক	Keyhole Limpet	*Diodora ruppellii* (Sowerby,1834)
১৩৬	আঁইশ	Sea Slug	*Scutus unguis* (Linnaeus,1758)
শ্রেণিঃ সেফালোপোডা (Cephalopoda) **বর্গঃ নটিলিডা (Nautilida)** **পরিবার - নটিলিডি (Nautilidae)**			
১৩৭	সাদোক/ মুক্তা শামুক	Emperor Nautilus	*Nautilus pompilius* (Linnaeus,1758)
বর্গঃ অক্টোপোডা (Octopoda) **পরিবার-আর্গোনওটিডি (Argonoutidae)**			
১৩৮	কমন পেপার নটিলাস	Common Paper Nautilus	*Argonauta argo*

কীটপতঙ্গ (Insects)

ক্রমিক নং	English Name	Scientific Name
শ্রেণিঃ ইনসেক্টা (Insecta) প্রজাপতি ও মথ (Butterflies and Moths) বর্গঃ লেপিডোপ্টেরা (Lepidoptera) পরিবারঃ এমাথুসিডি (Amathusidae)		
১	Jungleglory	*Thaumantis diores*
২	Great Duffer	*Discophora timora*
৩	Northern Jungle queen	*Stichophthalma camadeva*
পরিবারঃ ডানাইডি (Danaidae)		
৪	White Tiger	*Danaus melanippus*
৫	Long-branded Blue Crow	*Eup/oea a/gea*
৬	Sundarban Crow	*Eup/oea crameri nicevillei*
৭	Double-branded Crow	*Eup/oea sylvester*
৮	Brown King Crow	*Euploea klugii*
৯	Blue-spotted Crow	*Euploea midamus*
১০	Striped Blue Crow	*Euploea mulciber*
১১	Glassy Tiger	*Parantica aglea*
১২	Chocolate Tiger	*Parantica melaneus*
১৩	Dark Blue Tiger	*Tirumala septentrionis*
পরিবারঃ হেসপারিডি (Hesperiidae)		
১৪	Great Swift	*Pelopidas assamensis*
১৫	Dusky Partwing	Pso/os *fuligo*
১৬	Common Wight	*/ton* semamora
১৭	Pygmy Scrub Hopper	*Aeromachus pygmaeus*
১৮	Brown Awl	*Badamia exclamationis*
১৯	Small Paint-brush Swift	*Baoris chapmani*

২০	Black Paint-brush Swift	*Baoris unicolor*
২১	Small Green Aw/et	*Bibasis* amara
২২	Full Stop Swift	*Caltoris cormasa*
২৩	Blank Swift	*Caltoris kumara*
২৪	Dark Yellow-banded Flat	*Celaenorrhinus aurivittata*
২৫	Plain Palm-Dart	*Cephrenes acalle*
২৬	Indian Awlking	*Choaspes benjaminii*
২৭	Wax Dart	*Cupitha purreea*
২৮	Rounded Palm-redeye/ Banana Skipper	*Erionota torus*
২৯	Giant Redeye	*Gangara thyrsis*
৩০	Common Yellow-breasted Flat	*Gerosis bhagava*
৩১	Dusky Yellow-breast Flat	*Gerosis phisara*
৩২	Moore's Ace	*Halpe porus*
৩৩	Common Awl	*Hasora badra*
৩৪	Common Banded Awl	*Hasora chromus*
৩৫	Tree Flitter	*Hyarotis adrastus*
৩৬	Changeable Velvet Bob	*Koruthaiaol s rubecula*
৩৭	Black-veinedBranded RedEye	*Matapa sasivama*
৩৮	Grey-branded Redeye	*Matapadruna*
৩৯	Yellow Flat	*Mooreana trichoneura*
৪০	Restricted Demon	*Notocrypta curvifascia*
৪১	Smaller Dartlet	*Oriens go/aides*
৪২	Ceylon Swift	*Parnarabada*
৪৩	Small Branded Swift	*Pelopidas mathias*
৪৪	Contiguous Swift	*Polytremis lubricans*
৪৫	Fulvous Pied Flat	*Pseudoco/adenia dan*
৪৬	Common Small Flat	*Sarangesa dasahara*

৪৭	Tufted Ace	*Sebastonyma dolopia*
৪৮	Palm Bob	*Suastus gremius*
৪৯	Suffused Snow Flat	*Tagiades gana*
৫০	Common Snow Flat	*Tagiades japetus*
৫১	Water Snow Flat	*Tagiades litigiosa*
৫২	Dark Palm Dart	*Telicota bambusae*
পরিবারঃ লিসিনিডি (Lycaenidae)		
৫৩	Common Hedge Blue	*Acyto/epis puspa*
৫৪	Plain Mott le	*Allotinus unicolor*
৫৫	Purple Leaf Blue	*Amblypodia anita*
৫৬	Common Ciliate Blue	*Anthene emo/us*
৫৭	Pointed Ciliate Blue	*Anthene lycaenina*
৫৮	Large Oakblue	*Arhopa/a amantes*
৫৯	Green Oakblue	*Arhopala eumolphus*
৬০	Hooked Oakblue	*Arhopala paramuta*
৬১	Elbowed Pierrot	*Ca/eta elna*
৬২	Common Tinsel	*Catapaecilma major*
৬৩	Forget Me Not	*Catochrysops strabo*
৬৪	Common Imperial	*Cheritra freja*
৬৫	Small Cupid	*Chilades parrhasius*
৬৬	Orchid Tit	*Chliaria othona*
৬৭	Bright Sunbeam	*Curetis bu/is*
৬৮	Saronis Sunbeam	*Curetis saronis*
৬৯	White-banded Royal	*Dacalana cotys*
৭০	Double-tufted Royal	*Dacalana penicilligera*
৭১	Banded Blue Pierrot	*Discolampa ethion*
৭২	Indian Cupid	*Everes lactumus*

৭৩	Purple Sapphire	*Heliophorus epicles*
৭৪	Common Tit	*Hypolycaena erylus*
৭৫	Dark Cerulean	*Jamides bochus*
৭৬	White Cerulean	*Jamides pura*
৭৭	Yamfly	*Loxura atymnus*
৭৮	Silverstreak Blue	*lraota timoleon*
৭৯	Falcate Oakblue	*Mahathala ameria*
৮০	Malayan	*Megisba ma/aya*
৮১	Common Brownie	*Miletus chinensis*
৮২	Dingy Lineblue	*Petrelaea dana*
৮৩	Common Gem	*Poritia hewi tsoni*
৮৪	Tailless Lineblue	*Prosotas dubiosa*
৮৫	Brown Lineblue	*Prosotas lutea*
৮৬	Banded Royal	*Rachana jalindra*
৮৭	Common Red Flash	*Rapala iarbus*
৮৮	Copper Flash	*Rapala pheretima*
৮৯	Scarlet Flash	*Rapala dieneces*
৯০	Indigo Flash	*Rapala varuna*
৯১	Monkey Puzzle	*Rathinda amor*
৯২	Chocolate Royal	*Remelana Jangala*
৯৩	Long banded Silverline	*Spindasis lohita*
৯৪	Apefly	*Spalgis epius*
৯৫	Shot Silverline	*Spindasis ictis*
৯৬	Club Silverline	*Spindasis syama*
৯৭	Common Acacia Blue	*Surendra quercetorum*
৯৮	Peacock Royal	*Tajuria cippus*

৯৯	Spotted Pierrot	*Tarucus callinara*
১০০	Striped Pierrot	*Tarucus nara*
১০১	Common Guava Blue	*Virachola isocrates*
১০২	Fluffy Tit	*Zeltus amasa*
১০৩	Orange Staff Sergeant	*Athyma cama*
পরিবারঃ নিম্ফালিডি (Nymphalidae)		
১০৪	Color Sergeant	*Athyma inara*
১০৫	Blackvein Sergeant	*Athyma ranga*
১০৬	Redtail Marquis	*Bassarona recta*
১০৭	Plain Tawny Rajah	*Charaxes psaphon*
১০৮	Black Rajah	*Charaxes so/on*
১০৯	Common Maplet	*Chersonesia risa*
১১০	Common Yeoman	*Cirrochroa tyche*
১১১	Marbled Map	*Cyrestis coc/es*
১১২	Common Map	*Cyrestis thyodamas*
১১৩	Redspot Duke	*Dophla evelina*
১১৪	Courtesan	*Euripus nyctelius*
১১৫	Gaudy Baron	*Euthalia lubentina*
১১৬	Powdered Baron	*Euthalia monina*
১১৭	White Edge Blue Baron	*Euthalia phemius*
১১৮	Danaid Eggfly	*Hypolimnas misippus*
১১৯	Tree Nymph	*Idea agamarschana*
১২০	Blue Pansy	*Junonia orithya*
১২১	Orange Oakleaf	*Kallima inachus*
১২২	Knight	*Lebadea martha*
১২৩	Great Archduke	*Lexias cyanipardus*

১২৪	Dark Archduke	*Lexias dirtea*
১২৫	Clear Sailer	*Neptis clinia*
১২৬	Dingiest Sailer	*Neptis harita*
১২৭	Spotted Sailer	*Neptis magadha*
১২৮	False Dingy sailer	*Neptis pseudovikasi*
১২৯	SulliedSailer	*Neptissoma*
১৩০	Common Lascar	*Pantoporia hordonia*
১৩১	Perak Lascar	*Pantoporia paraka*
১৩২	Clipper	*Parthenos sylvia*
১৩৩	Jewelled Nawab	*Polyura delphis*
১৩৪	Blue Nawab	*Polyura schreiber*
১৩৫	Pallid Nawab	*Polyuraarja*
১৩৬	Tabby	*Pseudergolis wedah*
১৩৭	Black Prince	*Rohana parisatis*
১৩৮	Popinjay	*Stibochiona nicea*
১৩৯	Common Jester	*Symbrenthia lilaea*
১৪০	Plain Earl	*Tanaecia jahnu*
১৪১	Common Earl	*Tanaecia ju/ii*
১৪২	Grey Count	*Tanaecia lepidea*
১৪৩	Vagrant	*Vagrans sinha*
১৪৪	Painted Lady	*Vanessa cardui*
১৪৫	Cruiser	*Vindula erota*
পরিবারঃ প্যাপিলিওনিডি (Papilionidae)		
১৪৬	Common Batwing	*Atrophaneura varuna*
১৪৭	Great Jay	*Graphium eurypylus*

১৪৮	Spot Swordtail	*Graphium nomius*
১৪৯	Common Bluebottle	*Graphium sarpedon*
১৫০	Great Zebra	*Graphium xenocles*
১৫১	White Dragontail	*Lamproptera curius*
১৫২	Crimson Rose	*Pachliopta hector*
১৫৩	Common raven	*Papilio castor*
১৫৪	Yellow-crested Spangle	*Papilio elephenor*
১৫৫	Red Helen	*Papilio helenus*
১৫৬	Yellow Helen	*Papilio nephelus*
১৫৭	Spangle	*Papilio protenor*
১৫৮	Five-bar Swordtail	*Pathysa antiphates*
১৫৯	Golden Birdwing	*Troides aeacus*
১৬০	Common Birdwing	*Troides helena*
পরিবারঃ পিরিডি (Pieridae)		
১৬১	Common Albatross	*Appias afbina*
১৬২	Spot Puffin	*Appias lalage*
১৬৩	Plain Puffin	*Appias indra*
১৬৪	Pioneer	*Belenois aurota*
১৬৫	Lesser Gull	*Cepora nadina*
১৬৬	Yellow Orange-tip	*fxiaspyrene*
১৬৭	Tree Yellow	*Gandaca harina*
১৬৮	Great Orange Tip	*Hebomoia gfaucippe*
১৬৯	Common Wanderer	*Pareronia hippia*
১৭০	Bath White	*Pontia daplidice*

পরিবারঃ রিওডিনিডি (Riodinidae)		
১৭১	Plum Judy	*Abisara echerius*
১৭২	Harlequin	*Taxi/a haquinus*
পরিবারঃ সাটিরিডি (Satyridae)		
১৭৩	Spotted Palmfly	*Efymnias male/as*
১৭৪	Tiger Palmfly	*Elymnias nesaea*
১৭৫	Bamboo Treebrown	*Lethe europa*
১৭৬	Common Red Forester	*Lethe mekara*
১৭৭	Black forester	*Lethe vindhya*
১৭৮	Great Evening Brown	*Melanitis zitenius*
১৭৯	Dark Evening Brown	*Melanitis phedima*
১৮০	White-bar Bushbrown	*Mycalesis anaxias*
১৮১	Chinese bushbrown	*Mycalesis gotama*
১৮২	White-line Bushbrown	Myca/esis *malsara*
১৮৩	Long-branded Bushbrown	Myca/esis visa/a
১৮৪	Common Bushbrown	*Mycafesis perseus*
১৮৫	Lepcha Bushbrown	Mycalesis *lepcha*
১৮৬	Nigger	*Orsotriaena medus*
১৮৭	Common Fivering	*Ypthima bafdus*
১৮৮	Lesser Threering	*Ypthima inica*

বীটলস (Beetles)

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজী নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
বর্গঃ কলিওপ্টেরা (Coleoptera) **পরিবারঃ কেরাবিডি (Carabidae)**			
১	এগোনুট্রেকাস এনড্রিওইসি	--	*Agonotrechus andrewesi*
২	ব্রাকিনাস এট্রিপেনইসস	--	*Brachinus atripennis*

৩	ব্রুসোসুমা গ্রাসিলি	--	*Brososoma gracile*
৪	ব্রুসোপাস বিপিলিফার	--	*Brosopus bipillifer*
৫	ব্রোটার অভিকুলিস	--	*Broter ovicollis*
৬	ক্যালাথাস আমারোইডিস	--	*Calathus amaroides*
৭	চ্যালেনিয়াস চ্যম্পিওনি	--	*Chalenius championi*
৮	চ্যালেনিয়াস মাসুনি	--	*Chalenius masoni*
৯	চ্যালেনিয়াস নিলিগ্রিকাস	--	*Chalenius niligricus*
পরিবারঃ ক্রাইসুমেলেডি (Chrysomelidae)			
১০	বিমলা ইন্ডিকা	--	*Bimala indica*
১১	ক্লাইটিয়া ইন্ডিকা	--	*Clitea indica*
১২	গ্রিভা সায়ানিপেন্সিস	--	*Griva cyanipennis*
১৩	নিসুট্রা কার্ডুনি	--	*Nisotra cardoni*
১৪	নিসুট্রা নিগ্রিপেনস্	--	*Nisotra nigripennis*
১৫	নিসুট্রা স্ট্রিয়াটিপেনসিস	--	*Nisotra striatipennis*
১৬	নোয়ার্থ্রা পাটকাইয়া	--	*Nonarthra patkaia*
১৭	সাইলিসিডিস প্লানা	--	*Psylliodes plana*
১৮	সিবাইথ সার্ভিনা	--	*Sebaethe cervina*
পরিবারঃ কুকুজিডি (Cucujidae)			
১৯	কারিনোফ্লোইয়াস রেফ্রাই	--	*Carinophloeus raffrayi*
২০	কুকুজাস বাইকলার	--	*Cucujus bicolor*
২১	কুকুজাস ইম্পেরিয়ালিস	--	*Cucujus imperialis*
২২	লোমোফ্লোইয়াস বেলি	--	*Laemophloeus belli*
২৩	পেডিয়াকস রোফিপেস	--	*Pediacus rufipes*
পরিবারঃ ইনুপেপলিডি (Inopeplidae)			
২৪	ইনোপেপলাস আলবোনুকালাস	--	*Inopeplus albonotalus*

তফসিল ৩

[ধারা ১১ দ্রষ্টব্য]

ভারমিন (Vermin)

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (যাহারা কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক বলে পরিচিত) যাহাদের প্রয়োজনে বিরক্ত বা তাড়ানো যাইবে।

ক্রমিক নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
	স্তন্যপায়ী (Mammals)		
	বর্গঃ রোডেন্সিয়া (Rodentia)		
	পরিবারঃ মুরিডি (Muridae)		
১	ক্ষেত ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, ধাড়ি ইঁদুর	Indian Mole Rat	*Bandicota bengalensis* (Gray, 1835)
২	বড় ইঁদুর	Bandicoot Rat	*Bandicota indica* (Bechstein, 1800)
৩	সাদা দাত ইঁদুর	Bower's white-toothed Rat	*Berylmys bowersi* (Anderson, 1879)
৪	বড় নেংটি ইঁদুর	Edward's Rat, Edwards's Long-tailed Giant Rat	*Leopoldamys edwardsi* (Thomas, 1882)
৫	মেঠো ইঁদুর, নরম লোমযুক্ত ইঁদুর	Soft-furred Rat, Mated Field Rat, Softfurred Field Rat	*Millardia meltada* (Gray, 1837)
৬	মেঠো ইঁদুর	Indian Field Mouse	*Mus booduga* (Gray, 1837)
৭	কুলুঙ্গির ইঁদুর	Cook's Mouse, Ryley's Spiny Mouse	*Mus cookii* (Ryley, 1914)
৮	নেংটি ইঁদুর	House Mouse	*Mus musculus* (Linnaeus, 1758)
৯	খাটোলেজী ইঁদুর	Short-tailed Bandicoot Rat	*Nesokia indica* (Gray, 1830)

১০	ইঁদুর	Himalayan Field Rat	*Rattus nitidus* (Hodgson, 1845)
১১	গেছো ইঁদুর, বাদামী ইঁদুর	Brown Rat	*Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)
১২	ইঁদুর	Common House Rat/Black Rat	*Rattus rattus* (Berkenhout, 1769)
১৩	ক্যাঙ্গারু ইঁদুর	Indian Gerbil, Antilope Rat	*Tatera Indica* (Hardwicke, 1807)
১৪	গেছো নেংটি ইঁদুর	Asiatic Long-tailed Climbing Mouse	*Vandeleuria oleracea* (Bannett 1832)
১৫	লালচে গেছো ইঁদুর	Vernay's Climbing Mouse, Red Climbing Mouse	*Vernaya fulva* (Allen, 1927)

তফসিল ৪

[**ধারা ৫(১)(গ), ১০(১), ১০(৩), ১১, ১৫, ২৬, ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ৩৬(১)(গ), ৩৬(১)(ঙ) ও ৪৪(১) দ্রষ্টব্য**]

রক্ষিত উদ্ভিদ (Protected plants)

বাংলাদেশের রক্ষিত উদ্ভিদ যাহাদের প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিরেকে কর্তন, উপড়ানো, ধ্বংস, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি করা যাইবে না।

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
১	টালি পাম	Tali Palm	*Corypha taliera* Roxb. DC.
২	সিভিট	Civit	*Swintonia floribunda* Griff.
৩	বইলাম	Boilam	*Anisoptera scaphula* (Roxb.)Pierre
৪	চুন্দুল	Chundul	*Tetrameles nudiflora* R.Br.
৫	কুম্ভি	Kumbi	*Careya arborea* Roxb.
৬	আমুর	Amur	*Amoora cucullata* Roxb.
৭	ধুপ	Dhup	*Canarium resiniferum* Bruce ex King.
৮	কাঁটালাল বাটনা	Katalal Batna	*Castanopsis armata* (Roxb.)Spach
৯	কর্পুর	Karpur	*Cinnamomum camphora*(L.)J.Presl
১০	তেজবহুল	Tajbahol	*Cinnamomum iners* Reinw. ex Bl.
১১	মনিরাজ	Maniraj Cycas	*Cycas pectinata* Buch.-Ham.
১২	অনন্তমূল	Anantamul	*Hemidesmus indicus* (L.)R.Br.
১৩	পিপারমেন্ট	Pipermint	*Mentha spicata* L.
১৪	বাঁশপাতা	Banspata	***Podocarpus neriifolius* D.Don**

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
১৫	উরি আম	Uriam	*Mangifera longipes* Griff.
১৬	পেডুক	Paduk	*Pterocarpus dalbergioides* Roxb. ex DC.
১৭	রিটা	Ritha	*Sapindus mukorossi* Gaertn.
১৮	কুসুম/জায়না	Kusum/ Joyna	*Schleichera oleosa*(Lour.) Oken
১৯	উদাল	Udal	*Sterculia villosa* Roxb. ex Sm.
২০	হাঁড়জোড়া	Harjora	*Vitis quadrangularis* (L.)Wall. ex Wight.
২১	ত্রিকোনী বট	Trikoni Bot	***Ficus triangularis* Warb.**
২২	লতা বট	Lata Bot	*Ficus pumila* (L.) Thunb
২৩	গয়া অশ্বত্থ	Gaya Aswatha	*Ficus rumphii* Bl.
২৪	পরিজাত	Amherstia/Parijat	*Amherstia nobilis* Wall.
২৫	উদয় পদ্ম	Uday Padma/Bull Bay	*Magnolia grandiflora* L.
২৬	জহুরী চাঁপা	Jahari Champa	*Magnolia pumila* Andrews.
২৭	কুচ	Kunch	*Abrus precatorius* L.
২৮	কামদেব	Kamdeb	*Calophyllum polyanthum* Wall. ex Choisy.
২৯	কির্পা	Khirpa	*Lumnitzera racemosa* Willd.
৩০	কুর্চি	Kurchi	*Holarrhena pubescens* Wall. ex G.Don.
৩১	খলশী	Khalshi	*Aegiceras corniculatum* (L.)Blanco

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
৩২	গলগল	Galgal	*Cochlospermum religiosum* (L.)Alston
৩৩	জইন	Jain	*Trachyspermum copticum* Link.
৩৪	টালি	Tali	*Dischopsis polyantha* Benth.
৩৫	তমাল	Tamal	*Diospyros cordifolia* Roxb.
৩৬	নারিকেলী	Narikeli/Buddha Narikel	*Pterygota alata* (Roxb.)R.Br.
৩৭	হরিনা	Harina	*Vitex peduncularis* Wall ex Schauer.
৩৮	সিংড়া	Shingra	*Cynometra ramiflora* L.
৩৯	সমুন্দর ফল	Samundarphal	*Barringtonia racemosa*(L.)Spreng.
৪০	মইলাম	Mailam	*Bouea oppositifolia* (Roxb.)Meisn.
৪১	পশুর	Passur	*Xylocarpus mekongensis* Pierre.
৪২	তিকুর, তিকুল	Mangosteen	*Garcinia pedunculata* Roxb ex Buch.-Ham.
৪৩	বাটনা	Ring Cupped Oak	*Quercus oxyodon* Miq.
৪৪	রাই বাটনা	Oak Tree	*Quercus semiserrata* Roxb.
৪৫	কাটটুলা	Marking Nut Tree	*Semecarpus nigroviridis* Thwaites.
৪৬	ধুনা রাতা, বরসাম ফল (গারো)	East Indian Copal	*Canarium bengalense* Roxb.
৪৭	হাসনা, ঝন্টা, ঝালনা	East Indian Almond	*Terminalia myriocarpa* Van Heurck and Mull.Arg.
৪৮	লিচুয়া গর্জন, সুতাগুলা	Chooa Oil Tree	*Vatica Lanceifolia* (Roxb.)Blume.

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
৪৯	কদমবেত সিতার সুপারি	Viagra Palm	*Calamus erectus* Roxb.
৫০	বন সুপারি	Fishtail Palm	*Caryota mitis* Lour.
৫১	ওরমোসিয়া, গোরা চুকা সিম	Robust Bead Tree	*Ormosia robusta* (Wight.)Volgt.
৫২	সাপোতা, কুকি তেতোই, কুকি তেঁতুল	Tree Bean	*Parkia timoriana*(DC.)Merr.
৫৩	গাম সালু (গারো), গেন্ডারি, গণরুই, গন্ডোল, গুনুরি, কস্তুরি	Cinnamon Berry	*Cinnamomum glaucescens*(Nees)Hand.-Mazz.
৫৪	বেলা, ভেহেলা, বেদা, ভেলাটুকু	Marking Nut Tree,Oriental Cashew Nut, Varnish Tree	*Semecarpus anacardium* L.f.
৫৫	শাওগান, শাম্পান, পোগান, সুগান	Malva Nut	*Scaphium scaphigerum* (Wall ex G.Don.)G.Planch.
৫৬	বন খেজুর, খুদি খেজুর	Stemless Date Palm, Dwarf Date Palm	*Phoenix acaulis* Roxb.

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
৫৭	চালমোগরা, চালমুগরা	Chaulmugra	*Hydnocarpus kurzii (*King)Warb.
৫৮	অশোক	Asok	*Saraca asoca* (Roxb.) Willd.
৫৯	স্বর্ণচাপা	Michelia	*Michelia champaca* L.
৬০	ডুলিগর্জন	Hairy Leaved Apitong	*Dipterocarpus alatus* Roxb.ex G.Don.
৬১	বাইট্টা গর্জন	Yang	*Dipterocarpus costatus* G.Don
৬২	পারুল	Fragrant Padri Tree	*Stereospermum chelonoides* DC.
৬৩	বনাক	Needle Wood Tree	*Schima wallichii* (DC.) Korth.
৬৪	মহুয়া	Indian Butter Tree	*Madhuca longifolia* J.(Konig)J.F.Macbr.
৬৫	নেমা	Bengal Knema	*Knema bengalensis* de Wilde.
৬৬	চেপ্টা পাতা নিটাম	Gnetum	*Gnetum latifolium* Blume.
৬৭	পাগরি লতা	Gnetum	*Gnetum montanum* Markgr.
৬৮	পোবাং গোতা	Gnetum	*Gnetum oblongum* Markgr.
৬৯	কিরনি	Milk Tree	*Manilkara hexandra* (Roxb.) Dubard.
৭০	কোথ	Kuth	*Saussurea lappa* (Decne.)Sch.Bip.
৭১	পিচার প্লান্ট	Pitcher Plant	*Nepenthes khasiana* Hook.f.

অর্কিডস্ (Orchid)

ক্র. নং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	*বৈজ্ঞানিক নাম*
৭২	ভেন্ডপসিস	Ornamental Orchid	*Vandopsis gigantea* (Lindl.) Pfitzer
৭৩	ব্লু ভেন্ডা	Blue Vanda	*Vanda coerulea* Griff. ex Lindl.
৭৪	পাফিন অর্কিড	Ladies Slipper	*Paphiopedilum insigne* (Wall.ex Lindl.) Pfitzer
৭৫	রেড ভান্ডা	Red Vanda	*Renanthera imschootiana* Rolfe.
৭৬	বালবোরক্স	Bulbophyllum	*Bulbophyllum roxburghii* (Lindl.) Rchb.f.
৭৭	ডুথি	Duthie	*Eulophia mackinnonii* Duthie.
৭৮	সিম্বিডিয়াস	Cymbidium	*Cymbidium aloifolium* (L.)Sw.
৭৯	ডেন্ড্রোবিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium maccarthiae* Thwaites.
৮০	ডেন্ড্রোবিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium macrophyllum* A. Rich.
৮১	নোবিরিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium nobile* Lindl.
৮২	পালকিরিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium primulinum* Lindl.
৮৩	কবুতর অর্কিড	Dendrobium	*Dendrobium crumenatum* (Sw.) Blume
৮৪	লিনরিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium lindleyi* Steud.
৮৫	লিটুরিয়াম	Dendrobium	*Dendrobium lituiflorum* Lindl.
৮৬	শিয়াললেজা অর্কিড	Foxtail Orchid	*Rhynchostylis retusa* (L.)Blume
৮৭	রাসনা	Acampe	*Acampe papillosa* Lindl.
৮৮	ভাটোফুল	Papilionanthe	*Papilionanthe teres* (Roxb.) Schltr.
৮৯	পিলাটেন অর্কিড	Pelatantheria	*Pelatantheria insectifera* Rchb.f.
৯০	বিবর্ণ ফোলিডোটা	Pholidota	*Pholidota pallida* Lindl.

৯১	নাটারনি অর্কিড	Oberonia	*Oberonia mucronata* (D.Don) Ormerod &Seidenf.
৯২	ট্রায়াস অর্কিড	Bulbophyllum	*Bulbophyllum oblongum* (Lindl.) Rchb.f.
৯৩	প্রমি পেরেন্ডা	Eulophia	*Eulophia promensis* Lindl.
৯৪	বন সিঙগারা	Eulophia	*Eulophia obtusa* (Lindl.) Hook.f.
৯৫	ধানোফুলি ভুইফোর	Geodorum	*Geodorum densiflorum* (Lam.)Schltr.
৯৬	ধানি পেরেন্ডা	Eulophia	*Eulophia graminea* Lindl.
৯৭	নিলাথামারা	Nervilia	*Nervilia concolor*(Blume)Schitr.
৯৮	ঘাস ফুল	Bird Orchid	*Arundina graminifolia* (D.Don) Hochr.

Tree Fern (গেছোফার্ন)

ক্র. নং	**বাংলা নাম**	**ইংরেজি নাম**	***বৈজ্ঞানিক নাম***
৯৯	গাছ ঢেকিয়া	Tree fern	*Gymnosphaera gigantea* (Wall. ex Hook) S.Y.Dong
১০০	গাছ ঢেকিয়া	Tree fern	*Sphaeropteris brunoniana* (Wall. ex Hook) R.M.Tryon

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া

সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/ ১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ২৭ নং আইন

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৮ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।— এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা

করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৩। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ৩০ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩০ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অপসারণ ও নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৪। **১৯৯৬ সনের ৬নং আইনে নূতন ধারা ৪২ক এর সন্নিবেশ।**— উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৪২ক। বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড বাতিল করিবার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে, যে কোনো কর্তৃপক্ষের বোর্ড বাতিল করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে যে কোনো কর্তৃপক্ষের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।"।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৪০ নং আইন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৩ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ৩৪ক এর বিলুপ্তি।**—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩৪ক বিলুপ্ত হইবে।

৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০৭ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৫২ নং আইন

বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০১০ সনের ৪০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।— বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (২২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (২২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২২ক) "প্ররোচনা" অর্থ কাউকে কোনো কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করা, প্রলুব্ধ করা বা প্রেরণা দেওয়া; "।

৩। ২০১০ সনের ৪০ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে।

৪। ২০১০ সনের ৪০ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "শিল্প" শব্দের পর উল্লিখিত ", মৌসুমী" কমা ও শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(গ) সরবরাহ লাইন হইতে নিজে বা ঠিকাদার বা অন্য কাহারও সহায়তায় বা প্ররোচনায় অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করা;";

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) ও ব্যাখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(চ) নন-মিটার গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত চুলা ব্যবহার ও মিটারড গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোড অতিক্রম করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "নন-মিটারড (non-metered)" অর্থ মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ যেখানে গ্যাস ব্যবহারের সঠিক পরিমাপের জন্য কোনো মিটার নাই এবং যেখানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চুলাভিত্তিক নির্দিষ্ট মূল্যে গ্যাস বিল আদায় করা হয়;";

(ঘ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) যদি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন-জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্বাধিকারী, সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঠিকাদার বা অন্য কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) হইতে (জ)- তে বর্ণিত পন্থায় গ্যাস ব্যবহার করিতে সহায়তা করেন বা প্ররোচনা প্রদান করেন বা অন্য কোনভাবে জড়িত থাকেন তাহা হইলে উহাও হইবে একটি অপরাধ, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"।

(ঙ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের দায়ে—

(ক) কোন গৃহস্থালী গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) মাস কিন্তু অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড এবং অনধিক ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) দফা (ক)-তে বর্ণিত ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন- জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) কোন বাণিজ্যিক গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অনধিক ৮০ (আশি) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(ঘ) দফা (গ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন- জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(ঙ) কোন শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি স্টেশন বা চা বাগান শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ১ (এক) বৎসর কিন্তু অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড এবং অনধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(চ) দফা (ঙ)-তে বর্ণিত ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের স্থানের (যেমন- জমি, ভবন বা ফ্ল্যাট) স্বত্বাধিকারী দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(ছ) কোন বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কিন্তু অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

(চ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) কোন ঠিকাদার দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কালো তালিকাভুক্তকরণ এবং সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানির কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৫। **২০১০ সনের ৪০ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পর উল্লিখিত ", কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে, " কমাগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৩১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ০৫ নং আইন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯, অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য নির্বাচন কমিশন সার্ভিস নামে একটি সার্ভিস থাকিবে।"।

৩। **২০০৯ সনের ৫ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা প্রদান, যথা:—

(১) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান;

(২) নাগরিকগণের ভোটাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান;

(৩) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনি আসনসমূহের সীমানা নির্ধারণ;

(৪) রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন পরিচালনাসহ উপ-নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠান;

(৫) ভোট গ্রহণের নিমিত্ত সারাদেশে ভোটকেন্দ্র স্থাপন ও সরকারি গেজেটে প্রকাশ;

(৬) রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান, প্রতীক বরাদ্দ ও সংরক্ষণ, নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলের রেজিস্টার সংরক্ষণ, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ এবং সংলাপ আয়োজনসহ এতৎসংক্রান্ত কার্যাবলি;

(৭) প্রত্যেক নির্বাচনের জন্য সারাদেশে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং ভোটগ্রহণের নিমিত্ত প্যানেল ও নিয়োগকৃতদের তালিকা সংরক্ষণ (যেমন- রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার, প্রভৃতি);

(৮) ব্যালট পেপারসহ সকল প্রকারের নির্বাচনি মালামাল মুদ্রণ, সরবরাহ এবং নির্বাচনের পর সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, গণভোট এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহ এবং প্রেরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) প্রত্যেক নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্বাচনি দরখাস্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;

(১২) নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদুদ্দেশ্যে সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ, একত্রীকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তাকরণ;

(১৩) জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের পর রিপোর্ট তৈরি ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(১৪) নির্বাচনি আইনি কাঠামো পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।"।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৬৭ নং আইন

ঢাকা মহানগরীসহ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত ও আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ) রহিতক্রমে উহা যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা মহানগরীসহ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর আওতাধীন এলাকা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত ও আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উক্ত অঞ্চলের পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ করা, দুর্যোগ সহনশীল নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং উন্নততর নাগরিক জীবন নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

(১৬৪৬৩)

মূল্য : টাকা ২৪.০০

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রর্বতন।**— (১) এই আইন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ঢাকা মহানগরী, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও সাভার উপজেলার আওতাধীন এলাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার আওতাধীন এলাকা এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,

(১) **"ইমারত"** অর্থ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 2 এর clause (b)-তে সংজ্ঞায়িত Building;

(২) **"উন্মুক্ত স্থান"** অর্থ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ)-তে সংজ্ঞায়িত উন্মুক্ত স্থান;

(৩) **"উন্নয়ন"** অর্থ কোনো ভূমির উপর বা নিচে কোনো ইমারত নির্মাণ, সংরক্ষণ, প্রকৌশলগত পরিবর্তন, খনন, ভরাট, শিল্প বা অনুরূপ কোনো কাজ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, প্রভৃতি এবং পানি, ইমারত ও ভূমির বিভাজনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) "**উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময় (Transfer of Development Rights) (TDR)**" অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত মহাপরিকল্পনা বা আইন দ্বারা নির্ধারিত সংরক্ষিত এলাকার উন্নয়ন স্বত্ব অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধার বিনিময়ে অনুমোদিত এলাকায় স্থানান্তর করা;

(৫) **"উৎকর্ষ সাধন ফি"** অর্থ ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত ফি যাহা উন্নয়ন, পুনঃউন্নয়ন অথবা পুনর্বাসন প্রকল্প ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমির মূল্যের উপর ধার্যকৃত;

(৬) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক);

(৭) **"কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan)"** অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার জন্য সর্বজনীন ভিশন নির্ধারণ ও উহা অর্জনের নিমিত্ত ধারা ১৯ এর অধীন প্রণীত দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা, যাহা উক্ত ভিশন অর্জনের অগ্রাধিকার, পদক্ষেপ, দিক নির্দেশনা এবং নীতি ও বাস্তবায়ন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে;

(৮) **"খেলার মাঠ"** অর্থ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ

আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঘ)-তে সংজ্ঞায়িত খেলার মাঠ;

(৯) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(১০) **"জন পরিষেবা"** অর্থ যান চলাচল সেবাসহ টেলিফোন, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, বর্জ্য, পয়ঃনিষ্কাশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবা;

(১১) **"জলাশয়"** অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) ও (৬) এ সংজ্ঞায়িত, যথাক্রমে, জলাধার ও জলাভূমি; এবং মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (চ)-তে সংজ্ঞায়িত প্রাকৃতিক জলাধার;

(১২) **"ড্রেন"** অর্থ যেকোনো পয়ঃপ্রণালি, নালা, টানেল, কালভার্ট বা খাদ এবং অন্য যেকোনো মাধ্যম যাহা ময়লা বা বৃষ্টির পানি বহন করে;

(১৩) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৪) **"বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (Detailed Area Plan)"** অর্থ ধারা ১৯ এ উল্লিখিত কৌশলগত পরিকল্পনার আওতায় চিহ্নিত নগর এলাকার বিশদ ও সমন্বিত পরিকল্পনা;

(১৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৬) **"ব্যক্তি"** অর্থ যেকোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, ফার্ম, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থা, উহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(১৭) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(১৮) **"ভূমি পুনঃউন্নয়ন (Land Redevelopment)"** অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ, জরাজীর্ণ ও অপ্রতুল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন এলাকার সহজাত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া পুনঃউন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উক্ত এলাকার বাসযোগ্যতা, জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় স্বত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া;

(১৯) **"ভূমি পুনর্বিন্যাস (Land Readjustment)"** অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় একাধিক মালিকানাধীন খন্ডিত ভূমিসমূহ একীভূত করিয়া একটি একক ভূমি ব্যবহার প্রক্রিয়া, যাহার আওতায় প্রয়োজনীয় সকল ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো, যথা-রাস্তা, ড্রেন, পার্ক, জন পরিষেবার জন্য ভূমির সংস্থানপূর্বক অবশিষ্ট ভূমি যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের নিকট স্ব-স্ব মালিকানা স্বত্বের হিস্যা অনুযায়ী পুনর্বিভাজনের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসকরণ;

(২০) **"মহাপরিকল্পনা"** অর্থ কৌশলগত পরিকল্পনা (Strategic Plan) এবং বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (Detailed Area Plan);

(২১) **"সদস্য"** অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য;

(২২) **"সরকারি রাস্তা"** অর্থ এইরূপ কোনো রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক, লেন, গলি, পথ, ফুটপাত, চত্বর অথবা অঙ্গন যাহার উপর জনসাধারণের চলাচলের অধিকার রহিয়াছে এবং নিম্নবর্ণিত পথও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা: —

(ক) সরকারি খেয়া পারাপারের প্রবেশ বা অভিগমন পথ;

(খ) সরকারি ব্রিজ বা বাঁধের উপর নির্মিত রাস্তা;

(গ) রাস্তা, ব্রিজ বা বাঁধ সংলগ্ন পায়ে চলিবার পথ; এবং

(ঘ) দুইটি সরকারি রাস্তা সংযোগকারী পথ;

(২৩) **"স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান"** অর্থ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় সরকার আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**— আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলি, ইত্যাদি

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) (Rajdhani Unnayan Kartripakkha) নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর বা অস্থাবর অথবা উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।**— (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকা মহানগরীতে থাকিবে।

(২) প্রশাসনিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ইহার আওতাধীন এলাকায় এক বা একাধিক শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কর্তৃপক্ষের গঠন।**— (১) একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক ৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে এবং তাহারা কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের সদস্যগণের মধ্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্য হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, প্রয়োজনে, সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সভা আহ্বান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ উন্নয়ন, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করিবার ও আদেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা রাখিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া এই আইনের- উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:—

(ক) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা প্রণয়নের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন;

(খ) আধুনিক, সাম্যভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব নগর পরিকল্পনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সম্পাদন বিশেষত নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যাকে অগ্রাধিকার বিবেচনাক্রমে মহাপরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রেতার স্বার্থ রক্ষায় কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ; ইমারত নির্মাণ আইন, বিধিমালা ও কোড অনুসরণপূর্বক ইমারত নির্মাণ অনুমোদন প্রদান ও তদারকি; ঝুঁকিপূর্ণ, অবৈধ, অননুমোদিত বা ব্যত্যয়কৃত স্থাপনা অপসারণ; এবং প্লট ও অ্যাপার্টমেন্ট এর অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত সড়ক ও এলাকার ভূমি পুনঃউন্নয়ন ও ভূমি পুনর্বিন্যাসে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সেবাসমূহের ডিজিটালাইজেশন;

(চ) সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জন পরিষেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন;

(ছ) নগর ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ভারসাম্য নিশ্চিত করা, যথা-পরিবেশ, ঐতিহাসিক স্থাপনা, জলাশায় ও কৃষি জমি সংরক্ষণ; বিনোদন সুবিধা প্রদান; উন্মুক্ত স্থানসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা; বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি, ইত্যাদি;

(জ) উক্তরূপ কার্যাবলি সম্পাদনকল্পে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যেকোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনসহ পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব পালন।

৮। **চেয়ারম্যান নিয়োগ ও যোগ্যতা**।— (১) সরকার, নগর পরিকল্পনা ও নগর প্রশাসনের কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবে, তবে সরকার, প্রয়োজনে, চেয়ারম্যান নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি যিনি বাছাই কমিটির সভাপতি হইবেন;

(খ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(গ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা উপ-উপাচার্য; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন পেশাজীবী, যাহারা পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি বা প্রকৌশলী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বাছাই কমিটির কার্যপদ্ধতি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নূতন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **ক্ষমতা অর্পণ**।—কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও কোনো সদস্য, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহাদের ক্ষমতা, কোনো সদস্য বা কর্মচারীকে প্রদান করিতে পারিবেন।

১০। **চুক্তি সম্পাদন**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ যেকোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশি সরকার বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। **পরামর্শক নিয়োগ ও কমিটি গঠন**।— (১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ বা সহযোগিতা গ্রহণ করিতে এবং পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২। **মামলা দায়ের**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের পক্ষে চেয়ারম্যান বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৩। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) সরকার, জনস্বার্থে, কর্তৃপক্ষের কর্মচারী এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহের কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক বদলি ও পদায়ন করিতে পারিবে।

১৪। **কর্মচারীর অবসর গ্রহণ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান**।—(১) কর্তৃপক্ষের একজন কর্মচারী তাহার বয়স ৫৯ (উনষাট) বৎসর পূর্ণ হইলে এবং কর্তৃপক্ষের একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারী তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) চাকরির মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবার পর, একজন কর্মচারী, যেকোনো সময়, অবসর গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত অভিপ্রায় অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত অভিপ্রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহা সংশোধন বা প্রত্যাহারযোগ্য হইবে না।

(৪) কোনো কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্ণ হইবার পর, যেকোনো সময়, কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, প্রয়োজনীয় মনে করিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনোরূপ কারণ না দর্শাইয়া তাহাকে চাকরি হইতে অবসর প্রদান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বোর্ডের গঠন, কার্যাবলি, ইত্যাদি

১৫। **বোর্ড গঠন।**—(১) এই **আইনের** উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠন করিবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রী বা উপদেষ্টা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পিকার কর্তৃক মনোনীত রাজধানীর বহিঃঅঞ্চল হইতে নির্বাচিত দুইজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা;

(ছ) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(জ) সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন স্থপতি, একজন পরিকল্পনাবিদ ও একজন প্রকৌশলী, যাহারা কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয়ের অন্য কোনো কমিটি বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত জড়িত নহেন;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঞ) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ), (জ) এবং (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে উক্তরূপে মনোনীত কোনো সদস্যকে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মনোনীত কোনো সদস্য সরকারের নিকট লিখিত স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৬। **বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত, বাসযোগ্য ও সাম্যভিত্তিক নগরায়ণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশনা প্রদান করা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়ন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইনের বিধানসাপেক্ষে, বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা:—

(ক) এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা এবং সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশনা প্রণয়ন;

(খ) কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন বা সংশোধনের সুপারিশ প্রদান;

(গ) সংরক্ষিত এলাকা ও নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল্যায়ন এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য ইহার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সুপারিশ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে নির্দেশিকা প্রণয়ন;

(চ) সরকারের নিকট উত্থাপনের পূর্বে কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট মূল্যায়ন;

(ছ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও অনুমোদন;

(জ) বোর্ড সভার কার্যপদ্ধতি গ্রহণ;

(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশনার জন্য উপস্থাপিত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঞ) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আনুষঙ্গিক অন্য কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন।

১৭। **বোর্ডের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) বোর্ড উহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনে, প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্যূন একবার সভা আহ্বান করিতে পারিবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে, তবে যেকোনো সময় জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৩) সভাপতি, বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জনগণের সহিত সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

১৮। **মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন।**— পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য নগরায়নের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ উহার আওতাভুক্ত এলাকার জন্য, এই অধ্যায়ের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার সমন্বয়ে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

১৯। **কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন।**—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনাপূর্বক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যথা:—

(ক) ভবিষ্যত নগরীর বিস্তার এবং জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ;

(খ) প্রাকৃতিক ভূচিত্র (natural landscape) অনুযায়ী ভূমির বিদ্যমান শ্রেণিবিন্যাস (Land Classification);

(গ) প্রক্ষেপিত জনসংখ্যার আলোকে এবং জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনা করিয়া নগরের ভূমি ব্যবহারের প্রকার ও চাহিদা নিরূপণ; এবং

(ঘ) টেকসই ও বাসযোগ্য নগরী গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কৌশলগত পরিকল্পনা সরকারি গেজেটে, মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এবং বহুল প্রচারিত অন্যূন ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক-প্রকাশিত কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা প্রাক-প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাপূর্বক, উক্ত প্রাক-প্রকাশিত কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয়ে গণশুনানির আয়োজনসহ, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক-প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ১০৫ (একশত পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৫) সরকার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন কৌশলগত পরিকল্পনা প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উহা অনুমোদন করিবে এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার চূড়ান্ত প্রকাশ করিবে।

(৬) সকল সরকারি বা বেসরকারি ভূমি ব্যবহার, উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম এই ধারার অধীন প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং উক্ত পরিকল্পনার ব্যত্যয় একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

২০। **নিয়ন্ত্রিত এলাকার ব্যবস্থাপনা**।—(১) কৌশলগত পরিকল্পনায় চিহ্নিত নিয়ন্ত্রিত এলাকার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ইমারত নির্মাণে নিষেধাজ্ঞাসহ উপযুক্ত ও যথাযথ বিবেচিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন কৌশলগত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অননুমোদিত, অপরিকল্পিত ও ব্যত্যয়কৃত ভরাট ও স্থাপনা অপসারণ, উক্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ অথবা সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। **সংরক্ষিত এলাকা**।—(১) কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, কৌশলগত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকাকে জনগুরুত্ব বিবেচনায় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত এলাকায় ভূমির ব্যবহার, শ্রেণি পরিবর্তন, ইমারত ও অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৩) কৌশলগত পরিকল্পনায় উল্লিখিত কোনো সংরক্ষিত ভূমির জন্য উহার মালিক কোনো ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং ধারা ১৯ এর অধীন সংরক্ষিত ভূমির ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময় পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইবে।

২২। **বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার আওতাভুক্ত এলাকায় অনুমোদিত কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া এলাকাভিত্তিক বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে, যথা:—

(ক) মৌজাভিত্তিক ভূমির বিস্তারিত বিবরণ;

(খ) ভূমি ব্যবহার, পুনঃউন্নয়ন, পুনর্বিন্যাস এলাকা সংক্রান্ত বিবরণ;

(গ) জনঘনত্ব অঞ্চল বিভাজন ও জোনিং;

(ঘ) অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচি;

(ঙ) ইমারতের উচ্চতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান;

(চ) ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ছ) পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সহিত অভিযোজন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

(জ) পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, প্রভৃতি পরিষেবা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃপ্রণালি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ; এবং

(ঝ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা সরকারি গেজেটে, মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এবং বহুল প্রচারিত অন্যূন ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক-প্রকাশিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে উহা প্রাক-প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ, প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাপূর্বক, উক্ত প্রাক-প্রকাশিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার বিষয়ে গণশুনানির আয়োজনসহ, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রাক-প্রকাশের তারিখ হইতে অনধিক ১০৫ (একশত পাঁচ) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৫) সরকার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উহা অনুমোদন করিবে এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার চূড়ান্ত প্রকাশ করিবে।

(৬) সকল সরকারি বা বেসরকারি ভূমি ব্যবহার, উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম এই ধারার অধীন প্রণীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং উক্ত পরিকল্পনার ব্যত্যয় একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

২৩। **বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন।**—(১) কোনো ব্যক্তি বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় প্রদর্শিত তাহার মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহারের শ্রেণি পরিবর্তন করিতে চাহিলে তিনি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ও কারণ বিধৃত করিয়া কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন অথবা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন হইলে কারিগরি ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তই বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। **কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা সংশোধন।**—অপরিহার্য জাতীয় প্রয়োজনে, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য এবং সংরক্ষণ প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য ব্যাহত না করিয়া, কর্তৃপক্ষ, কারিগরি যাচাই-বাছাইসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বোর্ডের সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে, উক্ত পরিকল্পনাসমূহ সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উন্নয়ন প্রকল্প

২৫। **উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ**।—(১) কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে অথবা সরকারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) আবাসন সংস্থান;

(খ) বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা স্থাপন ও সম্প্রসারণ;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উন্নয়নকৃত এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, ড্রেন, পানি নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির সংস্থান;

(ঘ) যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, যথা-রাস্তা, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ প্রশস্তকরণ, মেরামত ইত্যাদি;

(ঙ) পার্ক, খেলার মাঠ, উদ্যান, লেক, জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অনুরূপ নূতন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;

(চ) ঘনবসতিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ভূমি পুনঃউন্নয়ন ও পুনঃবিন্যাস;

(ছ) ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সংরক্ষণ;

(জ) ট্রেন স্টেশন, বাস স্টেশন, নদী-বন্দর, মেট্রো স্টেশনসহ অন্যান্য স্টেশন বা বন্দরকেন্দ্রিক উন্নয়ন (Transit Oriented Development);

(ঝ) ভবিষ্যত নাগরিক পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে ভূমি সংরক্ষণ (land pooling); এবং

(ঞ) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলি।

(২) কর্তৃপক্ষ ধারা ২৬ এ বর্ণিত সাধারণ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক, বোর্ডের সম্মতিসাপেক্ষে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করিবে।

২৬। **উন্নয়ন প্রকল্পে অনুসৃতব্য সাধারণ নীতিমালা**।—(১) উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

(২) কৃষিজমি, জলাশয় এবং নিয়ন্ত্রিত, সংরক্ষিত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এলাকার সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং কোনো অবস্থাতেই জলাশয় ও কৃষিজমি ভরাট করা যাইবে না।

(৩) প্লটের পরিবর্তে ভূমি পুনর্বিন্যাস ও ব্লকভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হইবে।

(৪) দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে উচ্ছেদের শিকার জনগোষ্ঠীর বসতির সংস্থান প্রাধান্য পাইবে।

(৫) মহানগর বা সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরপেক্ষভাবে নিরূপণ করিতে হইবে।

(৬) প্রকল্প পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণ ও জনমত যাচাই নিশ্চিত করিতে হইবে।

২৭। **প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাতিল, ইত্যাদি।**—(১) ধারা ২৬ এর অধীন প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্প বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকারের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের আলোকে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব সরকার সংশোধনসহ বা ব্যতীত, অনুমোদন করিতে বা না-মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) কোনো প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে কর্তৃপক্ষ উহা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে এবং প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৪) অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, ক্ষেত্রমত, বোর্ড ও সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্পের ব্যয় ৫ (পাঁচ) শতাংশের অধিক বৃদ্ধি না পাইলে অথবা অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও উৎকর্ষ ফি আরোপ না হইলে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প সংশোধন করা যাইবে।

২৮। **পুনর্বাসন।**—কর্তৃপক্ষের কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের কারণে উচ্ছেদ বা পেশা হারানো ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে এবং ভূমি বা ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রণীত নীতিমালার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হইবে।

২৯। **প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।**—(১) প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা বা শর্ত আরোপ;

(খ) ইমারত বা পূর্ত কাজ স্থগিত বা অপসারণ;

(গ) উৎকর্ষ সাধন ফি ধার্য ও আদায়;

(ঘ) ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোনো ভূমি, রাস্তা বা চত্বর বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা;

(ঙ) ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কোনো ইমারত বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা;

(চ) বিকল্প প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের আওতাধীন নালা বা পানি প্রবাহ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা;

(ছ) ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশবিশেষ কর্তৃপক্ষের অধীন ন্যস্ত করা;

(জ) বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো সরকারি রাস্তা, চত্বর বা উহার অংশবিশেষ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা; এবং

(ঝ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অন্য কোনো বিষয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) হইতে (ঝ)-তে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত সড়ক জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইলে কর্তৃপক্ষ উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোনো নির্দেশ, গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, তবে বিরোধ বা মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে উহা সরকারের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত ভূমি, সড়ক, ইমারত, চত্বর বা উহার অংশবিশেষ, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন সমাপ্ত হইলে, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করা হইবে।

৩০। **হস্তান্তর**।—কোনো প্রকল্পের অধীন নির্মিত রাস্তা, পার্ক, খেলার মাঠ, জলাধার, উন্মুক্ত স্থান, ইত্যাদি সৃষ্টি করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহা রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় এলাকাবাসীদের সংগঠন বা সোসাইটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৩১। **যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়ন**।—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ধারা ২৫ এ উল্লিখিত প্রকল্প সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং এই লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবে।

৩২। **প্রকল্প (Improvement Scheme) একত্রীকরণ**।—কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প একত্রীকরণ করিতে পারিবে।

৩৩। **ভূমি পুনর্বিন্যাস**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অন্যূন ৬০% (ষাট শতাংশ) জমির মালিক একমত হইলে ভূমি পুনর্বিন্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাইবে।

(২) ভূমি পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকল্প গ্রহণকালে, জমির স্থায়ী ও অস্থায়ী মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর এবং প্রকল্পভুক্ত এলাকার মধ্যে বাধ্যতামূলক স্থানান্তর কার্যকর করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা

৩৪। **ইমারত নির্মাণ, অপসারণের উপর বিধি-নিষেধ**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 2 এর clause (a)-তে সংজ্ঞায়িত Authorised Officer বা, ক্ষেত্রমত, section 3 এর sub-section (2) এর অধীন গঠিত কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোনো ইমারত নির্মাণ, অপসারণ বা অনুরূপ কোনো কার্য সম্পাদন করা যাইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোনো ইমারত নির্মাণ, অপসারণ বা অনুরূপ কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে না।

৩৫। **প্রবেশাধিকার**।—চেয়ারম্যান বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী এই আইন , বিধি বা প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে, যুক্তিসংগত সময়ে, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার কোনো ভবন, স্থাপনা, স্থান বা ভূমিতে নিম্নবর্ণিত যেকোনো উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কোনো অনুসন্ধান, জরিপ, পরীক্ষা, মূল্যায়ন বা তদন্ত;

(খ) ভূমির স্তর পরিমাপ গ্রহণ;

(গ) নিম্নস্তরের মাটি খনন বা ছিদ্রকরণ;

(ঘ) পূর্ত কার্যের চৌহদ্দি ও সীমারেখা নির্ধারণ;

(ঙ) চিহ্ন বা নালা কাটিয়া উক্তরূপ স্তর, চৌহদ্দি ও সীমারেখা চিহ্নিতকরণ;

(চ) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান বা তদন্ত; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যেকোনো কার্য।

৩৬। **আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা**।—এই আইনের অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

ভূমি ব্যবস্থাপনা

৩৭। **ভূমি ক্রয়, ইজারা, অধিগ্রহণ, ইত্যাদির ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ যেকোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অথবা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ ক্রয়, ইজারা (Lease), বিনিময় বা অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারিবে।

(২) কোনো ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন অর্জিত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ কর্তৃপক্ষ নিজ কর্তৃত্বে রাখিতে পারিবে অথবা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৃহত্তর জনস্বার্থে, বিক্রয়, নিলাম, ইজারা, ভাড়া বা বিনিময়ের মাধ্যমে বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বরাদ্দ প্রদানের পর বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হার ও পদ্ধতিতে বরাদ্দগ্রহীতার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় ফি আদায় করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমি কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহারযোগ্য না হইলে, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৭ এবং প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করিয়া, জনস্বার্থে সরকারের অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রদান করিতে পারিবে।

৩৮। **ভূমি বরাদ্দ**।—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি বা ইমারত বিক্রয়, নিলাম, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণকৃত এলাকার পূর্ববর্তী মূল অধিবাসী, অবর্তমানে তাহার উত্তরাধিকারী এবং দরিদ্র বা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের বিষয়টি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি বা তাহার পরিবারের সদস্য একবারের বেশি সরকারের কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্লট বা ফ্ল্যাট প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

(৩) একই ব্যক্তি বা পরিবারের একাধিক প্লট প্রাপ্তি নিষিদ্ধ থাকিবে এবং তথ্য গোপন করিয়া প্লট নেওয়া হইলে তাহা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৩৯। **উৎকর্ষ সাধন ফি**।—(১) কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কারণে কোনো এলাকায় ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত এলাকার ভূমির মালিকের নিকট হইতে উৎকর্ষ সাধন ফি আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উৎকর্ষ সাধন ফি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জরিমানাসহ আদায় করা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪০। **তহবিল**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের মূলধনী ও রাজস্ব তহবিল থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি ও অনুদান ব্যতীত কর্তৃপক্ষের তহবিলের অন্যান্য অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্ত দুইটি তহবিল প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৩) মূলধনী তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অন্যান্য নিজস্ব আয়;

(ঙ) ইজারা হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ যাহা রাজস্ব তহবিলে জমা করিবার প্রয়োজন নাই।

(৪) রাজস্ব তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত আয়;

(খ) ক্ষতিপূরণ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্তকৃত ভূমি, ভবন বা স্পেস ভাড়া হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) রাজউকের ভূমি, প্লট, ফ্ল্যাট, স্পেস হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(চ) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর; এবং

(ছ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ যাহা মূলধনী তহবিলে জমা করিবার প্রয়োজন নাই।

(৫) কর্তৃপক্ষের সকল তহবিল সরকারের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যয়িত হইবে।

(৬) মূলধনী তহবিল হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যয় নির্বাহ করা হইবে, যথা:—

(ক) কর্তৃপক্ষ এবং গৃহীত ঋণ ও ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ পরিশোধ এবং ঋণ সংশ্লিষ্ট কোনো দায়; এবং

(খ) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত ব্যয়।

(৭) রাজস্ব তহবিল হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যয় নির্বাহ করা হইবে, যথা:—

(ক) রাজস্ব খাতের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও প্রশিক্ষণ;

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় কর, ফি, চার্জ ও ভাড়া;

(গ) পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, নিরীক্ষকসহ কর্তৃপক্ষকে সেবা প্রদানকারীগণের ফি বা সম্মানি;

(ঘ) নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও চলতি ব্যয়; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষের নিকট প্রাপ্য মূলধনী তহবিলে নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত অন্যান্য সকল ব্যয়।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

৪১। **অর্থ স্থানান্তর**।—(১) কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনে, রাজস্ব তহবিল হইতে মূলধনী তহবিলে অর্থ স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) রাজস্ব তহবিলে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে, মূলধনী তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ করা যাইবে এবং উক্ত অগ্রিম পরবর্তীতে পারস্পরিকভাবে সমন্বয়যোগ্য হইবে।

৪২। **বার্ষিক বাজেট**।—প্রতি অর্থ বৎসর, কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

৪৩। **হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।— (১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে সার্বক্ষণিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No.2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স শিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যেকোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধানাবলি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ উহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

৪৪। **প্রতিবেদন**।—(১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার আয়, ব্যয় ও স্থিতির আর্থিক বিবরণসহ উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষের যেকোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৫। **বিনিয়োগ**।—(১) কর্তৃপক্ষ যেকোনো তফসিলি ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানিতে আমানত রাখিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনে উল্লিখিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বা প্রকল্পে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৪৬। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে যেকোনো তফসিলি ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা দেশি বা বিদেশি কোনো উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে প্রকল্প বা খাতের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হইবে তাহা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকল্প বা খাতে উক্ত অর্থ ব্যয় করা যাইবে না এবং ঋণের অর্থ ও সুদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্ধারিত শর্তে বন্ড ও ঋণপত্রের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উহা চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

নবম অধ্যায়

বিধি-নিষেধ, অপরাধ, দন্ড ও বিচার

৪৭। **আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, ইত্যাদি অথবা উহাদের অধীন প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘনের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি, ধারা ৪৮ হইতে ৫৫ এর বিধান ব্যতীত, এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা ও নির্দেশিকা অথবা উহাদের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশের লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪৮। **কৌশলগত পরিকল্পনা বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা লঙ্ঘনের দন্ড।**—কোনো ব্যক্তি কৌশলগত পরিকল্পনা বা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোনো ভূমি উক্ত পরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধ অব্যাহত থাকিলে প্রতিদিনের জন্য ১০ (দশ) হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

৪৯। **নিচু ভূমি ভরাট বা প্রাকৃতিক জলাধারের পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্তের উপর বিধি-নিষেধ।**—(১) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত উহার আওতাধীন কোনো এলাকার নিচু ভূমি ভরাট বা উঁচু অথবা কোনো প্রাকৃতিক জলাধারের পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ অথবা কোনো নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর, ডোবা, প্রাকৃতিক জলাধার, ইত্যাদির পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং পরবর্তী প্রতিবার অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর ও অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা ও অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫০। **খেলার মাঠ, উন্মুক্ত মাঠ, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন।**—কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে।

৫১। **কর্তৃপক্ষের কার্যসম্পাদনকালে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি অপসারণ নিষিদ্ধ।**—(১) আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার নির্দেশনা অনুসারে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোনো কার্যসম্পাদনের সময় স্থাপিত কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী বা তীরবর্তী খুঁটি বা গ্রোথিত কোনো বার, চেইন, পোস্ট বা অনুরূপ কোনো কিছু অপসারণ বা কোনো বাতি সরাইয়া লওয়া যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫২। **সীমানা প্রাচীর, ইত্যাদি অপসারণ করিবার দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত কোনো সীমানা প্রাচীর, দেওয়াল, সীমানা খুঁটি, নিরাপত্তা বেষ্টনী, গ্রোথিত কোনো বার, চেইন বা পোস্ট অথবা কোনো বাতি অপসারণ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৩। **ইমারত বা দেওয়াল অপসারণ না করিবার দণ্ড।**—কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে যদি কোনো ইমারত বা দেওয়ালের মালিক কর্তৃপক্ষের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ইমারত বা দেওয়াল অপসারণ না করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি পাকা ইমারত বা দেওয়ালের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং কাঁচা ইমারত বা দেওয়ালের জন্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৪। **অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণের দণ্ড।**— (১) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণকারী অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৫। **কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অসাধুভাবে কোনো কর্মকাণ্ডে সহায়তার জন্য দণ্ড।**— কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো অসাধু কাজ করিয়া বা বেআইনিভাবে কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিয়া, এই আইনের অধীন এইরূপ কোনো অপরাধ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করেন বা করিবার সুযোগ করিয়া দেন, যাহা প্রতিরোধ করা বা উদ্ঘাটন করা অথবা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করা তাহার দায়িত্ব ছিল, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধ করিবার ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৬। **চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোনো কর্মচারী কর্তৃক কর্তৃপক্ষের শেয়ার, স্বার্থ বা চুক্তিতে অংশগ্রহণে বিধি-নিষেধ।**— (১) চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোনো পদে বহাল থাকাকালীন কর্তৃপক্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনো লেনদেন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল গ্রহণ করিবেন না।

(২) চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোনো কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫৭। **ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা।**— এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**—এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি আদালতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

৫৯। **বিচার, ইত্যাদি।**— (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উক্ত Code এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে; এবং

(খ) প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে বর্ণিত যেকোনো অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৬০। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।**—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য এবং জামিনযোগ্য হইবে।

৬১। **মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।**—এই আইনের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

৬২। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**— (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত কোম্পানির এইরূপ মালিক, পরিচালক, নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, নির্বাহী পরিচালক, অন্য কোনো কর্মচারী উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত সত্তা হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

৬৩। **কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার নোটিশ, ইত্যাদি।**— (১) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা ১ (এক) মাসের পূর্ব লিখিত নোটিশ এবং উক্ত অভিযোগ বা মামলা বা রিট পিটিশনের অনুলিপি প্রদান ব্যতীত দায়ের করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লিখিত নোটিশে মামলা উদ্ভবের কারণ, অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত প্রতিকারের উল্লেখ থাকিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

৬৪। **জনসেবক।**—এই **আইনের** অধীন দায়িত্ব পালনকালে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কর্মচারীগণ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৬৫। **ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া গ্রহণ ও প্রদানে কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা।**—(১) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সম্পাদিত কোনো চুক্তি, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে প্রদত্ত বরাদ্দের ফলে কোনো বকেয়া অর্থ অথবা এই আইনে বর্ণিত ক্ষতিপূরণসহ কোনো অর্থ প্রাপ্য হইলে উহা সরকারি দাবি হিসাবে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) এই **আইনের** আওতায় কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে অনুমোদনহীনভাবে ভরাটকৃত মাটি, নির্মিত স্থাপনা বা ইমারত বা প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করিলে উক্ত অপসারণ ব্যয় উহার মালিকের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করিবে।

(৩) এই আইনের আওতায় কোনো ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সম্পদের বিনষ্ট সাধন করিলে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবে।

৬৬। **তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার কর্তৃপক্ষের যেকোনো বিষয় তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতি;

(খ) প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি;

(গ) ভূমি পুনঃউন্নয়ন ও ভূমি পুনর্বিন্যাস পদ্ধতি;

(ঘ) ভূমি, প্লট, ফ্ল্যাট ও স্পেস বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

(ঙ) উৎকর্ষ সাধন ফি আরোপ, আদায় পদ্ধতি;

(চ) উন্নয়ন স্বত্ব বিনিময় পদ্ধতি; এবং

(ছ) অন্যান্য।

৬৮। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কর্মচারীদের চাকরি, আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত;

(খ) কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, গোষ্ঠি বিমা;

(গ) রাজউকের তহবিল বিনিয়োগ;

(ঘ) রাস্তা, খেলার মাঠ, জলাধার, পার্ক ও উন্মুক্ত স্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) লিজগ্রহীতা সমিতি ব্যবস্থাপনা;

(চ) অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা;

(ছ) অভিযোগ, সংক্ষুব্ধতা ও বিরোধ নিষ্পত্তি; এবং

(জ) অন্যান্য।

৬৯। **নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১৩ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত মহাপরিকল্পনা, কৌশলগত পরিকল্পনা ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা, ইস্যুকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ, প্রস্তুতকৃত বাজেট প্রাক্কলন, স্কিম বা পরিকল্পনা, এই আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারীকৃত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত বা প্রস্তুতকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কর্মচারীদের নিয়োগ এবং চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের –বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, **২০১৩** বলবৎ থাকিবে।

(৪) উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অধ্যাদেশ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর—

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সিকিউরিটিসহ স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার নিকট ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, গৃহীত বাধ্যবাধকতা এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে, কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায়-দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা এবং উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) অধীন রক্ষিত মূলধনী তহবিল এবং রাজস্ব তহবিলের সকল সম্পদ, অধিকার, সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার, ক্ষেত্রমত, এই আইনের অধীন গঠিত মূলধনী তহবিল এবং রাজস্ব তহবিলে হস্তান্তরিত হইবে;

(ঘ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) সকল কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, ধারা ১১(৩) ও ১২ ব্যতীত, সেই সকল শর্তে নিযুক্ত থাকিবেন, যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তিত হয়।

৭১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন -কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৩৫ নং আইন

বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ রহিতকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন) রহিত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া অভিহিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) রহিত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা হিসেবে গণ্য হইবে এবং উহার পরিচালনা ও তদারকি কার্যাবলি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এইক্ষেত্রে উক্ত আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে;

(খ) রহিত আইনের অধীন বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স উক্ত আইনের অধীন প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য উক্তরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে নূতন করিয়া উক্ত আইনের অধীন পুনরায় লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে না;

(গ) রহিত আইনের অধীন বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলকে প্রদত্ত সুযোগ এবং বন্ডেড ও রেয়াতী সুবিধা বহাল থাকিবে, তবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উক্ত আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) রহিত আইনের অধীন গঠিত গভর্নর বোর্ড ও নির্বাহী সেল বিলুপ্ত হইবে, এবং নির্বাহী সেলের কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যদি থাকে, তাহারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষে বদলি হইবেন ও উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং এইরূপ বদলি হইবার পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন সেই একই শর্তে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন যতক্ষণ না তাহদের চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তন করা হয়;

(ঙ) রহিত আইনের অধীন গভর্নর বোর্ড বা নির্বাহী সেলের বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা হইলে এবং এইরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বিচারাধীন থাকিলে উক্ত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনো বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দেখা দিলে, সরকার, উক্ত অসুবিধা বা অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবে।

৩। **২০২৬ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ২০ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৩১ নং আইন

সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টেকসই উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত বাংলাদেশ গড়ীয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু ও দুর্যোগ সংবেদনশীলতা, সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি ও জলাশয় সুরক্ষাপূর্বক একটি সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানিক পরিকল্পনা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"অঞ্চল"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রশাসনিক বিভাগ অথবা এইরূপ কোনো ভৌগোলিক এলাকাকে বুঝাইবে, যাহার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে সমজাতীয়তা, সমরূপতা বা স্থানিক মিথস্ক্রিয়া (Spatial Interaction) বিদ্যমান এবং যাহার একটি সামষ্টিক ও সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে;

(খ) **"আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি"** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত স্থানিক পরিকল্পনা বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি;

(গ) **"আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা (Regional Spatial Plan)"** অর্থ জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামোর অধীন কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগ অথবা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলের (যেমন- হাওর, উপকূলীয় বা পার্বত্য অঞ্চল) জন্য প্রণীত একটি মধ্য-মেয়াদি (Mid-Term) কৌশলগত পরিকল্পনা, যাহা জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনপূর্বক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বতন্ত্র সম্ভাবনা ও ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য একটি সমন্বিত উন্নয়ন রূপরেখা প্রদান করে;

(ঘ) **"উন্নয়ন"** অর্থ পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে ভূমি ও অবকাঠামোর ন্যায়সংগত ও টেকসই ব্যবহারের স্থানিক ইতিবাচক পরিবর্তন;

(ঙ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সরকার কর্তৃক আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা; এবং পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠান;

(চ) **"জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা (National Spatial Plan)"** অর্থ দেশের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকার জন্য প্রণীত একটি দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত স্থানিক পরিকল্পনা দলিল, যাহা জাতীয় আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা ও সেক্টরাল নীতিমালার স্থানিক প্রতিফলন ঘটায় এবং ভূমি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক করিডোর স্থাপনের বিষয়ে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে;

(ছ) **"জেলা কমিটি"** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত জেলা স্থানিক পরিকল্পনা বিষয়ক কমিটি;

(জ) **"পরিষদ"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা পরিষদ;

(ঝ) **"বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা (Special Spatial Plan)"** অর্থ বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা এলাকার জন্য প্রণীত স্থানিক পরিকল্পনা;

(ঞ) **"বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা এলাকা"** অর্থ পরিষদ কর্তৃক, সময় সময়, বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা বা অঞ্চল;

(ট) **"ব্যক্তি"** অর্থ যেকোনো ব্যক্তি, এবং কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) **"স্থানিক পরিকল্পনা (Spatial Plan)"** অর্থ একটি দেশের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড, টেকসই উন্নয়ন, অবকাঠামো, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের স্থানিক বণ্টন (Spatial Distribution) বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে এইরূপ জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় বা বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা; এবং

(ড) **"স্থানীয় স্থানিক পরিকল্পনা (Local Spatial Plan)"** অর্থ আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনার আলোকে কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান, অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিশদ ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **পরিষদের গঠন, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ;

(গ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ঘ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(চ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(জ) সচিব, সেতু বিভাগ,

(ঝ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(ঠ) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঢ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ণ) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ত) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(থ) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(দ) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ধ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ন) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(প) মেয়র, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন;

(ফ) বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়;

(ব) সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স;

(ভ) সভাপতি, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ;

(ম) সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ; এবং

(য)পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) প্রতি বৎসর পরিষদের অন্যূন ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আহ্বান করা যাইবে ।

(৩) পরিষদের সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পরিষদের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) পরিষদ, প্রয়োজনে, সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৫। **আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্থানিক পরিকল্পনা বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) সেতু বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি,

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ট) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ড) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঢ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ত) রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(থ) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(দ) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ধ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ন) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যুন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(প) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ফ) বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ব) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ভ) ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ম) ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(য) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব;

(র) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ; এবং

(ল) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) ও (য) এ বর্ণিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং তাহারা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) সরকার, যেকোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর দফা (য) ও (র) এ বর্ণিত সদস্যগণের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-ধারা (১) এর দফা (য) ও (র) এ বর্ণিত কোনো সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) প্রতি বৎসর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির অন্যূন ৪ (চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৬) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভাপতি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৮) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৯) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি, প্রয়োজনে, সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৬। **জেলা কমিটি গঠন, ইত্যাদি।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক জেলার জন্য একটি করিয়া জেলা স্থানিক পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান;

(ঘ) মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা;

(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ছ) উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(জ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(ঞ) প্রতিনিধি, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ; এবং

(ড) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এ বর্ণিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং তাহারা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) সরকার, যেকোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এ বর্ণিত সদস্যগণের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এ বর্ণিত কোনো সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) প্রতি বৎসর জেলা কমিটির অন্যূন ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোনো সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৬) জেলা কমিটির সভাপতি জেলা কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৮) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জেলা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৯) জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(১০) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা কমিটির কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।

(১১) সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বহির্ভূত এলাকার ক্ষেত্রে জেলা কমিটি স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবে।

৭। **স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা।**—(১) স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে—

(ক) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতীয় স্থানিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতিমালা ও ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করিবে; এবং

(খ) জাতীয় ও আঞ্চলিক স্থানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে, কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় স্থানিক পরিকল্পনা বা বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা করিবে।

(২) স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাস্তুচ্যুতি এড়াইতে পুনর্বাসনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **স্থানিক পরিকল্পনা অনুমোদন।**—(১) কর্তৃপক্ষ, স্থানিক পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট এবং বহুল প্রচারিত অন্যূন ২ (দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উহার প্রাক্-প্রকাশ করিবে।

(২) স্থানিক পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে উহার খসড়ার উপর অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিনব্যাপী বা সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লিখিত সময়, যাহা অধিক হইৰে, অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হইবে এবং গণশুনানি কার্যক্রমের পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ গণশুনানি হইতে প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাপূর্বক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করিবে।

(৪) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরিষদ স্থানিক পরিকল্পনা সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে অনুমোদন করিবে।

(৫) পরিষদের অনুমোদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয়, আঞ্চলিক, স্থানীয় ও বিশেষ স্থানিক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করিবে ।

৯। **অসামঞ্জস্যতা ও দ্বৈততা নিরসন।**—(১) কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মসূচি, স্কিম অথবা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থানিক পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে অথবা দ্বৈততা পরিলক্ষিত হইলে কর্তৃপক্ষ উহা নিরসনের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি আলোচনাক্রমে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি না হইলে পরিষদ প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী উহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১০। **প্রতিকার।**—(১) এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীর সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিকার চাহিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে উক্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইলে সরকারের নিকট প্রতিকার চাহিতে পারিবেন।

১১। **স্থানিক পরিকল্পনা পরিপন্থি কার্যক্রম গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো স্থানিক পরিকল্পনা এবং উহার অধীন প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান, স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান, অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান, ইত্যাদির ব্যত্যয় করিয়া কোনো ব্যক্তি কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো ব্যক্তি কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিলে বা অবৈধভাবে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করিলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কার্যক্রম বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে এবং অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। **অপরাধ ও দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি ধারা ১১ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো কার্য সংঘটন করিলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১৩। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।**—এই আইনে উল্লিখিত অপরাধসমূহ, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার করা যাইবে।

১৪। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি এই আইন, বিধি বা এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো আদেশ বা ইস্যুকৃত কোনো নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কোনো জায়গা বা স্থাপনার উপরে বা ভিতরে প্রবেশ, পরিদর্শন, জরিপ, মূল্যায়ন অথবা তদন্ত কার্য পরিচালনা; এবং

(খ) স্থানিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনো শর্ত বা সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে তদারকিকরণ।

১৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৬২ নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের কতিপয় শব্দের সংশোধন।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর সর্বত্র উল্লিখিত "মহিলা", "মহিলাদের" ও "মহিলাকে" শব্দগুলোর পরিবর্তে যথাক্রমে, "নারী", "নারীদের" ও "নারীকে" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ডড) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঢ) এর প্রান্তস্থিত ";" সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে "।" দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (ণ) বিলুপ্ত হইবে;

৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ঘ ও ১৩ঙ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩গ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ঘ ও ১৩ঙ সন্নিবেশ হইবে, যথা:—

"১৩ঘ। **বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বা অন্যান্য সদস্যগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৩ঙ। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো উপজেলা পরিষদে উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৬ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৬ক বিলুপ্ত হইবে।

৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২০ এর—উপ-ধারা (২) এর দফা (গগ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) এবং উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশ দুইটির অধীন কৃত বা গৃহীত ব্যবস্থা বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৪৪ নং আইন

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইনের কতিপয় শব্দের সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর সর্বত্র উল্লিখিত "মহিলা" ও "মহিলাদের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে, "নারী" ও "নারীদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা (৩৮ক) ও (৪৬ক) বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ১৯ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ক বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০৯ সনের ৬১ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্তরূপ রহিতকৃত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৬০ নং আইন

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন)এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯) সনের ৫৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৫৫ক) ও (৬১ক) বিলুপ্ত হইবে।

৩। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২০ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইন এর ধারা ২০ক বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের নূতন ধারা ৩২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৩২ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোন বা সকল পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।

৬। **২০০৯ সনের ৫৮ নং আইনের নূতন ধার ৪২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৪২ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, কোন পৌরসভায় উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে, মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৫ নং অধ্যাদেশ) এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দুইটির অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৬১ নং আইন

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৪৮ক) বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত বিলুপ্ত দফা (৪৮ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৪৮খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪৮খ) **শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন"** অর্থ সড়ক, নগর বা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এমন মানবচালিত, পশুচালিত বা প্যাডেলচালিত নিম্নগতির যানবাহন অথবা ৩ (তিন) চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা), যাহার কাঠামোগত নকশা এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৩০ (ত্রিশ) কিলোমিটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ;"; এবং

(খ) দফা (৫৫ক) বিলুপ্ত হইবে;

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের নতুন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৩ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো বা সকল সিটি কর্পোরেশন মেয়র বা কাউন্সিলরগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।"।

৪। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"২৫ক। **বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ ও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সরকার এর ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে কিংবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে, যে কোনো সিটি কর্পোরেশনে উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত প্রশাসক এবং উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলরের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৫। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ধারা ৩২ক এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ক বিলুপ্ত হইবে।

৬। **ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খখ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক ১৯.২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক ১৯.২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৯.২. কোনো বক্তি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং নিবন্ধন ব্যতীত নগরীতে মোটরযান বা মোটরগাড়ী গাড়ী ছাড়া অন্য কোনো শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।"।

৮। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের পঞ্চম তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের পঞ্চম তফসিলের ক্রমিক (৬০) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক (৬০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৬০ক) লাইসেন্স এবং নিবন্ধন ব্যতীত ই-রিক্সা চালানো, অনুমোদিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অননুমোদিত ব্যাটারি ব্যবহার, মোটর বা কাঠামো পরিবর্তন, নিষিদ্ধ এলাকায় চালানো, বিপজ্জনকভাবে চালানো, যাত্রী ব্যতীত মালামাল পরিবহন, সিগন্যাল অমান্য করা অথবা দুর্ঘটনার পর পালাইয়া যাওয়া।"।

৯। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইনের ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের ক্রমিক (১৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক (১৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১৯ক) শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন চলালচল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা, ই-রিক্সা নকশা ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, নির্ধারিত স্থানে ই-রিক্সায় ব্যবহৃত ব্যাটারি রিচার্জকরণ, ই-রিক্সায় ব্যবহৃত ব্যাটারি পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে বিনষ্ট বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা, কর্পোরেশনের অনুমোদিত অঞ্চল বা স্থানে ই-রিক্সা চলাচল সীমিতকরণ এবং বাস চলাচলের রুটে ই-রিক্সা নিষিদ্ধকরণ।"।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ (২০২৪ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ), স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ), স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৪৫ নং অধ্যাশে) এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশ তিনটির অধীন কৃতকার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ০৯ নং আইন

Bangladesh Law Officers Order, 1972 অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P.O. No. 6 of 1972) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন Bangladesh Law Officers (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **President's Order No. 6 of 1972 এর Article 3 এর সংশোধন।**— Bangladesh Law Officers Order, 1972 (P.O. No. 6 of 1972), এর Article 3 এর Clause (2) এর প্রান্তস্থিত ফুলস্টপ "." চিহ্নের পরিবর্তে কোলন ":" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"Provided that while making the appointment, the President may consider relaxing the age-limit of an Additional Attorney-General or a Deputy Attorney-General, as the case may be, if he is found fit and efficient."।

৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024 (২০২৪ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মো: গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১২ নং আইন

Civil Courts Act, 1887 অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে দেওয়ানি আদালতের নাম ও এখতিয়ার সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করা এবং প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু 'জজ' একটি জেনেরিক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও উহার সহিত 'সহকারী' শব্দটি যুক্ত থাকায় বিভ্রান্তি ও ভাষাগত অসঙ্গতি বিদ্যমান এবং দেওয়ানি বা সিভিল আদালত হওয়া সত্ত্বেও নামের সাথে 'সিভিল' শব্দটি না থাকা এবং 'সহকারী' শব্দটি থাকায় আদালতের স্বাধীনতা ও এখতিয়ার বিষয়ে বিচারপ্রার্থী ও জনমনে অস্পষ্টতা তৈরি করে;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন Civil Courts (Amendment) Act, 2026 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ০২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। Act No. XII of 1887 এর section 3 এর সংশোধন।—Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3 এর clause (d) ও clause (e) এ উল্লিখিত "Assistant" শব্দটির পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। Act No. XII of 1887 এর section 4 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 4 এ সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দটির পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। Act No. XII of 1887 এর section 13 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 13 এর sub-section (2), sub-section (3) ও sub-section (4) এর সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দের পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। Act No. XII of 1887 এর section 19 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 19 এর sub-section (1) ও sub-section (2) এর সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দের পরিবর্তে "Civil" শব্দটি এবং "an Assistant" শব্দগুলির পরিবর্তে "a Civil" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। Act No. XII of 1887 এর section 21 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 21 এর sub-section (2) ও sub-section (4) এ উল্লিখিত "Assistant" শব্দের পরিবর্তে "Civil" শব্দটি এবং "an Assistant" শব্দগুলির পরিবর্তে "a Civil" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। Act No. XII of 1887 এর section 22 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 22 এর sub-section (1) এর সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দের পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। Act No. XII of 1887 এর section 23 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 23 এর sub-section (1) ও sub-section (3) এ উল্লিখিত "Assistant" শব্দটির পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। Act No. XII of 1887 এর section 24 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 24 এর sub-section (1) ও sub-section (2) এর সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দটির পরিবর্তে "Civil" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। Act No. XII of 1887 এর section 25 এর সংশোধন।—উক্ত Act এর section 25 এর সর্বত্র উল্লিখিত "Assistant" শব্দের পরিবর্তে "Civil" শব্দটি এবং "an Assistant" শব্দগুলির পরিবর্তে "a Civil" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। Act No. XII of 1887 এর section 25A এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত Act এর section 25A এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 25A প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"**25A. Reference of Judges in other laws.—** Where in any other law for the time being in force, any reference is made to Additional Judge, or Subordinate Judge, or Senior Assistant Judge, or Assistant Judge, the reference shall be construed respectively as to Additional District Judge, or Joint District Judge, or Senior Civil Judge or Civil Judge as the case may be."।

১২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) Civil Courts (Amendment) Ordinance, 2025 (২০২৫ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৮৯ নং আইন

সরকারের আর্থিক প্রস্তাবাবলী কার্যকরণ এবং কতিপয় আইন সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সরকারের আর্থিক প্রস্তাবাবলী কার্যকরণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, কতিপয় আইন সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর সংশোধন

২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।— মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৪) "আপিল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ২২৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;";

(খ) দফা (১৮) এর—

(অ) উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "অনুষ্ঠান" শব্দের পরিবর্তে "প্রোগ্রাম" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) উপ-দফা (চ) এ উল্লিখিত "ক্রীড়া" শব্দের পরিবর্তে "গেইমস" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (৩০) এর উপ-দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(গ) নির্মাণ সংস্থা, যোগানদার এবং ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং সংস্থার ক্ষেত্রে ষান্মাসিক সময়কাল, যাহা জুন, ৩০ বা ডিসেম্বর, ৩১ এ সমাপ্তি ঘটে; তবে, কোনো উৎসে কর্তনকারী সত্তার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।";

(ঘ) দফা (৫৭) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "দফা (ঘ) এর" শব্দগুলি, বর্ণ ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) দফা (৬০) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৬০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৬০ক) "পণ্য ঘোষণা" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত পণ্য ঘোষণা;";

(চ) দফা (৭০) বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) দফা (৭৮) এর উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) ধারা ২৮ এ উল্লিখিত মূসক আরোপযোগ্য মূল্য; বা";

(জ) দফা (৮৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৮৪) "কাস্টমস আইন" অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা প্রদত্ত কোন আদেশ;";

(ঝ) দফা (৮৮) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঞ) দফা (১০৩) এর উপ-দফা (জ) এর শেষাংশে উল্লিখিত "বা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) নিবন্ধিত হইবার পর হ্রাসকারী সমন্বয়; বা"।

৩। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে," শব্দগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ এবং "৫ (পাঁচ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর প্রারম্ভে "উপ-ধারা (৩ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত," শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে এবং "চারটি কর মেয়াদের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয়টি কর মেয়াদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) যেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ আগাম কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের অধিক না হইলে আমদানি পরবর্তী প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চালানপত্র জারি সাপেক্ষে, মূসক পরিশোধ করিতে হইবে না।"; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "প্রদানের" শব্দের পরিবর্তে "গ্রহণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "চারটি কর মেয়াদের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয়টি কর মেয়াদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ছ) এ উল্লিখিত "বিল অব এন্ট্রি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্য ঘোষণা" এবং "বিল অব এন্ট্রিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্য ঘোষণাতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত ";" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক গ্যারান্টি অবমুক্তির তারিখ অথবা চূড়ান্তভাবে শুল্ক-করাদি জমা দেয়ার তারিখ যাহাই পরবর্তীতে ঘটিবে উক্ত তারিখের পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে।";

(ঈ) দফা (ড) এর প্রারম্ভে "সেবা সরবরাহের ক্ষেত্র ব্যতীত," শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে;

(উ) দফা (ঢ) এ উল্লিখিত "প্রদান না করিলে" শব্দগুলির পর "৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "পণ্য ঘোষণা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৪৭। **আংশিক উপকরণ কর রেয়াত।**—কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক আদর্শ মূসক হার বা হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে কেবল শূন্যহার ও আদর্শ মূসক হারে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসেবে পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণের পর ধারা ৪৬ অনুসরণপূর্বক সমুদয় সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে, সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাকে উক্ত কর মেয়াদে সরবরাহকৃত হ্রাসকৃত হার বা সুনির্দিষ্ট কর বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা এইরূপ কতিপয় ধরনের বা এইরূপ সকল ধরনের পণ্য বা সেবার উপকরণের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়পূর্বক দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিতে হইবে।"।

৭। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর শেষাংশে উল্লিখিত "বা" শব্দ বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(জজ) নিবন্ধিত হইবার পর হ্রাসকারী সমন্বয়; বা"।

৮। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) কোন প্রকল্পের আওতায় কোন সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর যদি সেবা গ্রহণকারী বা, ক্ষেত্রমত, সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকারী ব্যক্তি সেবার মূল্য বা কমিশন পরিশোধকালে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উৎসে আদায় বা কর্তনপূর্বক সরকারি ট্রেজারিতে জমা করেন এবং উক্ত সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সমুদয় সেবার অংশবিশেষ সরবরাহের লক্ষ্যে কোন সাব-কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট বা অন্যকোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সেবা সরবরাহকারীর সাব-কন্ট্রাক্টর, এজেন্ট বা নিয়োগকৃত অন্যকোন সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তির নিকট হইতে, উক্ত একই সেবার উপর প্রথম পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর আদায় বা কর্তন এবং সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদানের দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে, কেবল প্রথম সাব-কন্ট্রাক্টরের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হইবে না; এবং প্রকল্পের আওতায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

৯। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৬ (ছয়)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "খুচরা মূল্যের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের" এবং "খুচরা মূল্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১) এর প্রথম শর্তাংশের প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দ্বিতীয় শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"আরো শর্ত থাকে যে, কোনো সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা এবং শূন্য রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ২০ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করিতে পারিবে।"।

১২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কমিশনার" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনার বা মহাপরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং দফা (গ) এ উল্লিখিত "রেয়াতের" শব্দের পর "বা হ্রাসকারি সমন্বয়ের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "মিশনের" শব্দের পরিবর্তে "মিশনের বা আন্তর্জাতিক সংস্থার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরবর্তী" শব্দের পর "৬ (ছয়) কর মেয়াদের মধ্যে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৫। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৮৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

> "(৫) বিভাগীয় কর্মকর্তার লিখিত আদেশক্রমে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ের ভৌগোলিক এলাকায় পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয় যাচাই এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।"।

১৬। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সারণীর—

(ক) ক্রমিক নং (চ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত "৫ (পাঁচ) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২ (দুই) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ক্রমিক নং (জ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত "অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) ক্রমিক নং (ণ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত "১ (এক) লক্ষ টাকা মাত্র" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা মাত্র" সংখ্যাগুলি, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৯৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৫ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "পণ্য ঘোষণা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১০৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৬ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "১২ (বার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১৮ (আঠার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১০৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৭ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

> "(২ক) নিবন্ধিত ব্যক্তি Enterprise Resource Planning (ERP) সফটওয়্যার বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মূসক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কর সংক্রান্ত দলিলাদি ও হিসাবপত্র এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যথাযথ নিরাপত্তাসহ সার্ভারে সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।"।

২০। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, দৈব-দুর্বিপাক বা যুদ্ধের কারণে সরকার, জনস্বার্থে, উক্তরূপ আপৎকালীন সময়ের জন্য, কমিশনার (আপীল) কর্তৃক আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা, আদেশ দ্বারা বৃদ্ধি ক।"।

২১। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি এবং "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি এবং "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৫) এর দুইবার উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) উপ-ধারা (৫ক) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঝ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আপীলাত ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপিল ট্রাইব্যুনালের" শব্দুগলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে বা বিশেষ আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, যে কোন পণ্য বা পণ্য শ্রেণির আমদানি বা সরবরাহ বা প্রদত্ত যে কোন সেবাকে এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক বা আগাম কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

২৫। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "প্রদেয় কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন" শব্দগুলির পর "বা অনিয়মিতভাবে রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করেন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের প্রথম তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের—

(১) প্রথম খন্ড (মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যসমূহ) এর টেবিলের কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরোনামা সংখ্যা ১৪.০১ এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"শাকসবজি সামগ্রী প্রাথমিকভাবে বিনুনির জন্য ব্যবহৃত (যথা: বাঁশ, বেত, বেণু-বাঁশ, নলখাগড়া, উইলো গাছের ডাল, রেফিয়া পরিষ্কার, শুভ্র অথবা রং করা, খাদ্য শস্যের খড়কুটা, শালপাতা, সুপারিপাতা, বটপাতা, কাঠাল পাতা, শিয়ালি পাতা, শিশাল পাতা, সাবাই ঘাস এবং গাছের আঠালো ছাল)";

(২) দ্বিতীয় খন্ড (মূল্য সংযোজন কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেবাসমূহ) এর—

(ক) অনুচ্ছেদ-৬ (ব্যক্তিগত সেবা) এর—

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "প্লাম্বার," শব্দ ও কমার পর "দিনমজুর," শব্দ ও কমা এবং "সুপারভাইজারী ফার্ম," শব্দগুলি ও কমার পর "মানবসম্পদ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) কর্মচারী কর্তৃক তাহার নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত সেবা।" এবং

(খ) অনুচ্ছেদ-৭ (অন্যান্য সেবা) এর দফা (ছ) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ছ) ভূমি ও ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর এবং উহার নিবন্ধন (ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থা ব্যতীত)।"।

২৭। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিলের—

(ক) টেবিল-১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ টেবিল-১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"টেবিল-১

আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০২.০১, ০২.০২, ০২.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Meat of bovine animals, sheeps or goats, fresh or chilled or frozen.	১০
০২.০৬	সকল এইচ,এস,কোড (০২০৬.৩০.১০, ০২০৬.৩০.৯০, ০২০৬.৪১.১০, ০২০৬.৪১.৯০, ০২০৬.৪৯.১০, ০২০৬.৪৯.৯০ ব্যতীত)	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.	১০
০২.০৭	সকল এইচ,এস,কোড (০২০৭.১১.১০, ০২০৭.১১.৯০, ০২০৭.১২.১০, ০২০৭.১২.৯০, ০২০৭.১৩.১০, ০২০৭.১৩.৯০, ০২০৭.১৪.৯০ ব্যতীত)	Meat, and edible offal, of the poultry of heading. 01.05, fresh, chilled or frozen.	১০
০৩.০২	০৩০২.১৩.১০ ০৩০২.১৩.৯০	Pacific salmon	১০
	০৩০২.১৪.১০ ০৩০২.১৪.৯০	Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	১০
	০৩০২.১৯.৯০	Other fish	১০
	০৩০২.৩১.১০ ০৩০২.৩১.৯০	Albacore or longfinned tunas	১০
	০৩০২.৩২.১০ ০৩০২.৩২.৯০	Yellowfin tunas	১০
	০৩০২.৩৪.১০ ০৩০২.৩৪.৯০	Bigeye tunas	১০
	০৩০২.৩৫.১০ ০৩০২.৩৫.৯০	Atlantic and Pacific bluefin tunas	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	০৩০২.৩৬.১০ ০৩০২.৩৬.৯০	Southem bluefin tunas	১০
	০৩০২.৩৯.১০ ০৩০২.৩৯.৯০	Other tunas	১০
	০৩০২.৯৯.১০ ০৩০২.৯৯.৯০	heads, tails, maws and other edible fish offal	১০
০৩.০৩	০৩০৩.১১.১০ ০৩০৩.১১.৯০	Sockeye salmon	১০
	০৩০৩.১২.১০ ০৩০৩.১২.৯০	Other Pacific salmon	১০
	০৩০৩.১৩.১০ ০৩০৩.১৩.৯০	Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)	১০
	০৩০৩.১৯.১০ ০৩০৩.১৯.৯০	Other	১০
	০৩০৩.৪২.১০ ০৩০৩.৪২.৯০	Yellowfin tunas	১০
	০৩০৩.৪৪.১০ ০৩০৩.৪৪.৯০	Bigeye tunas	১০
	০৩০৩.৪৫.১০ ০৩০৩.৪৫.৯০	Atlantic and Pacific bluefin tunas	১০
	০৩০৩.৪৬.১০ ০৩০৩.৪৬.৯০	Southem bluefin tunas	১০
	০৩০৩.৪৯.১০ ০৩০৩.৪৯.৯০	Other tunas	১০
০৩.০৪	০৩০৪.৪১.১০ ০৩০৪.৪১.৯০	Pacific salmon	১০
	০৩০৪.৮১.১০ ০৩০৪.৮১.৯০	Pacific salmon	১০
	০৩০৪.৮৭.১০ ০৩০৪.৮৭.৯০	Tunas (of the genus Thunnus), Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)	১০
	০৩০৪.৮৯.১০ ০৩০৪.৮৯.৯০	Other	১০
০৩.০৫	০৩০৫.৫৯.৯০	অন্যান্য শুকনা মাছ (লবণাক্ত হউক বা না হউক), ধুমায়িত নয় (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত ব্যতীত)	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৩.০৬	০৩০৬.১৬.০০ ০৩০৬.১৭.০০	হিমায়িত চিংড়ি	২০
০৩.০৯	০৩০৯.১০.১০ ০৩০৯.৯০.১০	মানুষের খাওয়ার উপযোগী মাছের টুকরা বা গুঁড়া (আড়াই কেজি পর্যন্ত মোড়ক বা টিনজাত)	১০
০৪.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	মাখন এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত চর্বি ও তৈল; ডেইরী স্প্রেডস্	২০
০৪.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	Cheese and Curd	২০
০৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	তাজা বা ঠান্ডা টমেটো	২০
০৭.০৬	০৭০৬.১০.১০	Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg	২০
	০৭০৬.১০.৯০	Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, in bulk	২০
০৭.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	Other vegetables, fresh or chilled.	২০
০৮.০১ এবং ০৮.০২	০৮০১.১১.১০ ০৮০১.১২.১০ ০৮০১.১৯.১০ ০৮০১.২১.১০ ০৮০১.২২.১০ ০৮০১.৩১.১০ ০৮০১.৩২.১০ ০৮০২.১১.১০ ০৮০২.১২.১০ ০৮০২.২২.১০ ০৮০২.৩১.১০ ০৮০২.৩২.১০ ০৮০২.৪১.১০ ০৮০২.৪২.১০ ০৮০২.৫১.১০ ০৮০২.৫২.১০ ০৮০২.৬১.১০ ০৮০২.৬২.১০ ০৮০২.৭০.১০ ০৮০২.৯৯.৯১	Coconuts, Brazil nuts, cashew nuts and other nuts, fresh or dried (Wrapped or canned upto 2.5 kg)	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৮.০২	০৮০২.৮০.১০ ০৮০২.৮০.৯০	Areca Nut	৪৫
	০৮০২.৯১.১০ ০৮০২.৯২.১০	Pine nuts	৪৫
	০৮০২.৯৯.১১ ০৮০২.৯৯.১২ ০৮০২.৯৯.১৯	তাজা বা শুকনা সুপারি, খোসা ছাড়ানো হউক বা না হউক	৪৫
০৮.০৪	০৮০৪.৫০.৩১ ০৮০৪.৫০.৩৯	তাজা বা শুকনা আম	৩০
০৮.০৫	০৮০৫.১০.১০ ০৮০৫.১০.৯০	তাজা বা শুকনা কমলালেবু	৩০
	০৮০৫.২১.১০ ০৮০৫.২১.৯০ ০৮০৫.২২.১০ ০৮০৫.২২.৯০ ০৮০৫.২৯.১০ ০৮০৫.২৯.৯০	তাজা বা শুকনা লেবুজাতীয় ফল	৩০
	০৮০৫.৪০.১০ ০৮০৫.৪০.৯০	Grapefruit and pomelos (fresh or dried)	৩০
	০৮০৫.৫০.১০ ০৮০৫.৫০.৯০	তাজা বা শুকনা লেবু	৩০
	০৮০৫.৯০.১১ ০৮০৫.৯০.১৯ ০৮০৫.৯০.২১ ০৮০৫.৯০.২৯	তাজা বা শুকনা অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল	৩০
০৮.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	তাজা বা শুকনা আঙ্গুর ফল	৩০
০৮.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.	৩০
০৮.০৮	সকল এইচ,এস,কোড (০৮০৮.৪০.১০, ০৮০৮.৪০.৯০ ব্যতীত)	তাজা আপেল ও নাশপাতি	৩০
০৮.০৯	সকল এইচ,এস,কোড (০৮০৯.৪০.১১, ০৮০৯.৪০.১৯, ০৮০৯.৪০.৯১, ০৮০৯.৪০.৯৯ ব্যতীত)	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), fresh	৩০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০৮.১০	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য তাজা ফল	৩০
০৯.০১	০৯০১.১১.১০ ০৯০১.১২.১০ ০৯০১.২১.১০ ০৯০১.২২.১০ ০৯০১.৯০.১০	Coffee; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion (Wrapped or canned upto 2.5 kg)	২০
০৯.০২	০৯০২.১০.০০ ০৯০২.২০.০০	Green tea	২০
	০৯০২.৩০.০০	Black tea (farmented) and partly farmented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg	২০
	০৯০২.৪০.০০	Other black tea (farmented) and other partly farmented tea	২০
০৯.০৪	০৯০৪.১১.১০ ০৯০৪.১১.৯০ ০৯০৪.১২.০০	গোলমরিচ, চূর্ণ বা দলানো হউক বা না হউক	২০
০৯.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	দারুচিনি এবং দারুচিনি গাছের ফুল	২০
০৯.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	লবঙ্গ	২০
০৯.০৮	০৯০৮.৩১.১০ ০৯০৮.৩১.৯০ ০৯০৮.৩২.১০ ০৯০৮.৩২.৯০	এলাচ	২০
০৯.০৯	০৯০৯.৩১.১০ ০৯০৯.৩১.৯০ ০৯০৯.৩২.১০ ০৯০৯.৩২.৯০	জিরা	২০
১৫.১৩	১৫১৩.১৯.০০	রিফাইন্ড নারিকেল তৈল ও ইহার অংশ বিশেষ, অন্যান্য	৩০
১৭.০২	১৭০২.৩০.১০	Dextrose anhydrous/monohydrate BP/ USP Pyrogen free imported under blocklist	২০
	১৭০২.৩০.২০	Liquid glucose	২০
	১৭০২.৩০.৯০	Other glucose and glucose syrup	২০
	১৭০২.৪০.০০	Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৭.০৪	১৭০৪.১০.১০ ১৭০৪.৯০.১০	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa, put up for retail sale	৪৫
	১৭০৪.১০.৯০ ১৭০৪.৯০.৯০	Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa, excluding put up for retail sale	৪৫
১৮.০৬		কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশনঃ	
	১৮০৬.২০.০০	কোকাযুক্ত চকলেট এবং অন্যান্য খাদ্য প্রিপারেশন (২ কেজির উর্ধ্বে ব্লক, স্লাব বা বার আকারে অথবা তরল, পেস্ট, গুঁড়া, দানাদার বা অন্যরূপে বাল্ক প্যাকিং এ)	৪৫
	১৮০৬.৩১.০০ ১৮০৬.৩২.০০	ফিনিস্ড চকলেট (ব্লক, স্লাব বা বার আকারে)	৪৫
	১৮০৬.৯০.০০	অন্যান্য	২০
১৯.০১	১৯০১.১০.০০	খুচরা মোড়কে শূন্য থেকে ১ বছরের শিশুদের ব্যবহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী (হেডিং নং ০৪.০১ থেকে ০৪.০৪ ভূক্ত পণ্যজাত)	২০
	১৯০১.২০.০০	Mixes and dough’s for the preparation of bakers' wares of heading 19.05	২০
	১৯০১.৯০.৯০	অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী	২০
১৯.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Pasta, whether or not cooked or stuffed or otherwise prepared; couscous	২০
১৯.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products; all types of cereals	২০
১৯.০৫	১৯০৫.৩১.০০	Sweet biscuits	৪৫
	১৯০৫.৩২.০০	Waffles and wafers	৪৫
	১৯০৫.৪০.০০	Rusks, toasted bread and similar toasted products	৪৫
	১৯০৫.৯০.০০	Other	৪৫
২০.০৫	২০০৫.২০.০০	পটেটো চিপস্	৪৫
২০.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	রান্নার ফলে প্রাপ্ত জ্যাম, ফলের জেলি, মারমালেডস, ফল বা বাদামযুক্ত পিউরি এবং ফল বা বাদামের পেস্ট, চিনি বা অন্যান্য মিষ্টি পদার্থ যুক্ত হউক বা না হউক	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২০.০৮	সকল এইচ,এস,কোড	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.	২০
২০.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	ফলের রস (আঙ্গুরের must সহ) বা সবজির রস, গাঁজানো নহে বা স্পিরিটযুক্ত নহে, চিনি বা অন্যান্য মিষ্টি পদার্থ যুক্ত হউক বা না হউক	৩০
২১.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate and preparations	২০
২১.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	সস এবং অনুরূপ পণ্য; mixed condiments, সরিষার গুঁড়া এবং অন্যান্য পণ্য	২০
২১.০৫	২১০৫.০০.০০	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa	২০
২১.০৬	২১০৬.৯০.১০	সুগন্ধি দ্রব্যের মিশ্রণ ব্যতীত কোমল পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহৃত সামগ্রী, আয়তন ভিত্তিক এ্যালকোহল ক্ষমতা ০.৫% এর উর্ধ্বে	৩৫০
	২১০৬.৯০.৪০	Stabilizer for milk	১০
	২১০৬.৯০.৫০	Creamer in bulk	২০
	২১০৬.৯০.৬০	Food supplement	২০
	২১০৬.৯০.৯০	অন্যান্য	২০
২২.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow	২০
২২.০২	২২০২.১০.০০	Waters, including mineral waters and aerated waters containing added sugar of other sweetening matter or flavoured	১০০
	২২০২.৯১.০০	নন-এ্যালকোহলিক বিয়ার	১০০
	২২০২.৯৯.০০	অন্যান্য	১০০
২২.০৩	২২০৩.০০.০০	মল্ট হইতে প্রস্তুত বিয়ার	২৫০
২২.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	তাজা আঙ্গুরের মদ্য, ফর্টিফাইড মদ্যসহ; (২০.০৯ হেডিংভুক্ত grape must ব্যতীত)	৩৫০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২২.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	ভারমুথ এবং তাজা আঙ্গুরের তৈরি মদ্য, সুবাসিত	৩৫০
২২.০৬	২২০৬.০০.০০	অন্যান্য গাঁজানো পানীয় (উদাহরণস্বরূপ সিডার, পেরী)	৩৫০
২২.০৮	সকল এইচ,এস,কোড	Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume, spirits, liquors and other spirituous beverages	৩৫০
২৪.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Unmanufactured Tobacco, Tobacco refuse	১০০
২৪.০২	২৪০২.১০.০০	তামাকের তৈরি সিগার, চুরুট ও সিগারিল্লো	৩৫০
	২৪০২.২০.০০	তামাকের তৈরি সিগারেট	৩৫০
	২৪০২.৯০.০০	হাতে বা অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি বিড়ি এবং অন্যান্য	১৫০
২৪.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য প্রস্তুতকৃত তামাক এবং সমজাতীয় পদার্থ; তামাকের "homogenised" বা "reconstituted" নির্জাস বা সুগন্ধি	১৫০
২৪.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Products containing tobacco, reconstituted tobacco, nicotine, or tobacco or nicotine substitutes, intended for inhalation without combustion; other nicotine containing products intended for the intake of nicotine into the human body.	১৫০
২৫.০১	২৫০১.০০.১০	Pure sodium chloride BP/USP pyrogen free	২০
	২৫০১.০০.২০	Salt (other than pure sodium chloride) not in aqueous solution including salt boulder for crushing and salt in bulk	২০
	২৫০১.০০.৩০	Rock salt, bhit lobon	২০
	২৫০১.০০.৯১	Denatured salt (coloured)	২০
	২৫০১.০০.৯৯	অন্যান্য লবণ	২০
২৫.১৫	২৫১৫.১১.০০	মার্বেল এবং ট্রেভারটিন (আপাত: আপেক্ষিক পুরুত্ব ২.৫% বা তার বেশী), ক্রুড বা স্থুলভাবে কর্তিত	৪৫
	২৫১৫.১২.০০	Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape	৪৫
	২৫১৫.২০.০০	Ecsussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster	৪৫

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৫.১৬	২৫১৬.১১.০০	গ্রানাইট (স্থুলভাবে কর্তিত)	৪৫
	২৫১৬.১২.০০	গ্রানাইটঃ করাত দ্বারা বা অন্য প্রকারে ব্লক অথবা চতুর্ভুজ বা বর্গাকার স্লাব হিসাবে কর্তিত	৪৫
	২৫১৬.৯০.১০	বোল্ডার স্টোন	১০
২৫.১৭	২৫১৭.১০.৯০	Pebbles, gravel, broken or crushed stone	৩০
	২৫১৭.৪৯.০০	Other Pebbles, gravel, broken or crushed stone	৩০
২৫.২১	২৫২১.০০.১০	Boulder Lime stone	১০
	২৫২১.০০.৯০	Other	৩০
২৫.২৩	২৫২৩.২১.০০	পোর্টল্যান্ড সিমেন্টঃ সাদা, কৃত্রিমভাবে রঞ্জীন করা হউক বা না হউক	২০
	২৫২৩.২৯.০০	অন্যান্য পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট	২০
২৮.০৭	২৮০৭.০০.০০	সালফিউরিক এসিড, ওলিয়াম	২০
২৮.৩৩	২৮৩৩.১১.০০	Disodium sulphate	২০
	২৮৩৩.১৯.০০	Sodium sulphates	২০
২৯.১৫	২৯১৫.৭০.৩১	Sodium salt of palmitic acid (soap noodle)	২০
২৯.১৭	২৯১৭.৩২.০০	ডাইঅক্টাইল অর্থোথেলেটস (ডি ও পি)	১০
	২৯১৭.৩৩.০০	Dinonyl or didecyl orthophthalates	১০
	২৯১৭.৩৪.০০	Other esters of orthophthalic acid	১০
	২৯১৭.৩৯.৯০	Other	১০
৩২.০৮	৩২০৮.১০.৯০	পলিয়েস্টার বেইজড অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ (এনামেল লেকারসহ)	৩০
	৩২০৮.২০.৯৯	Other paints based on acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium	৩০
	৩২০৮.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	৩০
৩২.০৯	৩২০৯.১০.০০	এক্রেলিক ভিনাইল পলিমার বেইজড পেইন্ট এন্ড ভার্ণিশ (এনামেল ও লেকারসহ)	৩০
	৩২০৯.৯০.৯০	অন্যান্য পেইন্টস, ভার্ণিশ এবং লেকার	৩০
৩২.১০	৩২১০.০০.২০	Prepared water pigments of a kind used for finishing leather, for cleaning footwear in tablet form	৩০
	৩২১০.০০.৯০	অন্যান্য পেইন্ট, বার্ণিশ (এনামেল, লেকার ও ডিস্টেম্পারসহ)	৩০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৩.০৩	৩৩০৩.০০.০০	সুগন্ধি ও প্রসাধনী পানি	৩০
৩৩.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	সৌন্দর্য অথবা প্রসাধন সামগ্রী এবং ত্বক পরিচর্যার প্রসাধন সামগ্রী (ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থ ব্যতীত), সানস্ক্রিন বা সান ট্যান সামগ্রী; হাত, নখ বা পায়ের প্রসাধন সামগ্রীসহ	৪৫
৩৩.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	কেশ পরিচর্যায় ব্যবহৃত সামগ্রী	৬০
৩৩.০৬	৩৩০৬.১০.০০	ডেনট্রিফিস	২০
	৩৩০৬.৯০.০০	মুখগহবর বা দাঁতের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী	২০
৩৩.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	শেভের আগে, শেভের পরে বা শেভের সময় ব্যবহার্য সামগ্রী; শরীরের দুর্গন্ধ দুরীকরণে ব্যবহৃত সামগ্রী, ডিপাইলেটরী এবং অন্যান্য সুগন্ধি, প্রসাধনী ও টয়লেট সামগ্রী যা অন্য কোথাও বর্ণিত বা অন্তর্ভুক্ত নহে; কক্ষের দুর্গন্ধ নাশক (সুগন্ধিযুক্ত হউক বা না হউক) অথবা জীবানুনাশক ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক)	৩০
	৩৩০৭.২০.০০	Personal deodorants and antiperspirants	৩০
	৩৩০৭.৯০.০০	অন্যান্য	৩০
৩৪.০১	সকল এইচ,এস,কোড	সাবান এবং সাবান হিসাবে ব্যবহৃত সারফেস একটিভ সামগ্রী এবং সমজাতীয় পণ্য	৬০
৩৪.০২	৩৪০২.৫০.০০	Preparations put up for retail sale	৩০
	৩৪০২.৯০.১০	ডিটারজেন্ট	৩০
৩৪.০৫	৩৪০৫.১০.০০	Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather	২০
৩৬.০১	৩৬০১.০০.০০	বিস্ফোরক পাউডার	৩০
৩৬.০২	৩৬০২.০০.০০	তৈরি বিস্ফোরক, বিস্ফোরক পাউডার ব্যতীত	৩০
৩৬.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	আতশবাজি সিগনালিং ফ্লেয়ার, রেইন রকেট, ফগ সিগনাল এবং অন্যান্য পাইরোটেকনিক পণ্য	৩০
৩৬.০৫	৩৬০৫.০০.০০	দিয়াশলাই; শিরনামা সংখ্যা ৩৬.০৪ এর পাইরোটেকনিক পণ্য সামগ্রী ব্যতীত	২০
৩৮.০৮	৩৮০৮.৯১.২১	Mosquito coil; aerosol; mosquito repellent	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩৮.২৪	৩৮২৪.৯৯.২০	Chlorinated parafin wax	১০
৩৯.১৭	৩৯১৭.২১.০০	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of ethylene	৩০
	৩৯১৭.২২.০০	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of propylene	৩০
	৩৯১৭.২৩.৯০	Tubes, pipes and hoses, rigid of polymers of vinyl chloride (excluding PVC shrinkable tube (plain))	৩০
	৩৯১৭.২৯.৯১	Fibre glass imported by VAT registered electric fan manufacturers	৩০
	৩৯১৭.২৯.৯৯	Tubes, pipes and hoses, rigid of other plastics (excluding Silicone tubing for laboratory use; Hoses pipe for gas cylinder)	৩০
৩৯.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	প্লাস্টিকের তৈরি ফ্লোর কাভারিং, ওয়াল অথবা সিলিং কাভারিং, সেলফ এডহেসিভ হউক বা না হউক (রোল অথবা টাইল আকারে)	২০
৩৯.১৯	৩৯১৯.৯০.৯৯	প্লাস্টিকের তৈরি সেলফ এডহেসিভ প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, টেপ, স্ট্রীপ এবং অন্যান্য ফ্ল্যাট আকৃতি (রোল আকারে) (মূসক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)	১০
৩৯.২০	প্লাস্টিকের প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল, স্ট্রীপ (নন-সেলুলার, রিইনফোর্সড নহে, অন্য কোনো পদার্থ দ্বারা ল্যামিনেটেড, সাপোর্টেড বা অন্য কোনো পদার্থের সাথে অনুরূপ উপায়ে সমন্বিত):		
	৩৯২০.২০.১০	ছাপানো আকারে প্রোপাইলিন পলিমারের তৈরি (ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধ প্রশাসনের প্রত্যয়নকৃত ব্লকলিস্টভূক্ত পণ্য ব্যতীত)	১০
	৩৯২০.৪৯.২০	প্রিন্টেড পিভিসি শীট	২০
	৩৯২০.৬২.১০	ছাপানো আকারে পলি ইথাইলিন টেরেফথেলেটের তৈরি	২০
	৩৯২০.৬৯.১০	ছাপানো আকারে অন্যান্য পলিয়েস্টারের তৈরি	১০
	৩৯২০.৯২.১০	ছাপানো আকারে প্লাস্টিকের তৈরি পলিমাইডস	১০
	৩৯২০.৯৯.৯০	অন্যান্য প্লাস্টিক শীট	১০
৩৯.২১	প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য প্লেট, শীট, ফিল্ম, ফয়েল ও স্ট্রীপ (সেলুলার, রিইনফোর্সড, অন্য কোনো পদার্থ দ্বারা ল্যামিনেটেড, সাপোর্টেড বা অন্য কোনো পদার্থের সাথে অনুরূপ উপায়ে সমন্বিত):		

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৩৯২১.১৯.৯০	Other cellular plate/sheet/film/foil of plastic	২০
	৩৯২১.৯০.৯১	ছাপানো আকারে অন্যান্য প্লাস্টিকের তৈরি সেলুলার, ভলকানাইজড, মেটালাইজড বা অনুরূপ প্লাস্টিক	৩০
	৩৯২১.৯০.৯৯	ছাপানো ব্যতীত অন্যান্য প্লাস্টিকের তৈরি সেলুলার, ভলকানাইজড, মেটালাইজড বা অনুরূপ প্লাস্টিক	২০
৩৯.২২	সকল এইচ,এস,কোড	প্লাস্টিকের তৈরি বাথটাব, শাওয়ার বাথ, সিঙ্ক, ওয়াশ বেসিন, বিডেট, ল্যাভেটরী প্যান, সীট ও কভার, ফ্লাশিং সিস্টার্ণস এবং অনুরূপ স্যানিটারী ওয়্যারস্	২০
৩৯.২৩	পণ্য বহন বা প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের তৈরি দ্রব্যাদিঃ		
	৩৯২৩.১০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি বাক্স, কেইস, ক্রেট এবং সমজাতীয় পণ্য	৪০
	৩৯২৩.২১.০০	Sacks and bags (including cones) of polymers of ethylene other than plastics	৪০
	৩৯২৩.২৯.৯০	Sacks and bags (including cones) of other plastics	৪০
	৩৯২৩.৩০.২০ ৩৯২৩.৩০.৯০	কার্বয়, বোতল, ফ্লাস্ক ও সমজাতীয় পণ্য (ঔষধের স্যাশে ও ইনহেলারের কন্টেইনার ব্যতীত)	৪০
	৩৯২৩.৪০.৯০	Other Spools, caps, bobbins and similar supports	৪০
	৩৯২৩.৫০.০০	Stoppers, lids, caps and other closures	৪০
	৩৯২৩.৯০.৯০	প্লাস্টিক প্যালেটস	৪০
৩৯.২৪	৩৯২৪.১০.০০	প্লাস্টিকের টেবিলওয়্যার বা কিচেনওয়্যার	৪০
	৩৯২৪.৯০.১০	Feeding Bottles	২০
	৩৯২৪.৯০.৯০	অন্যান্য	৪০
৩৯.২৫	৩৯২৫.২০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি দরজা, জানালা ও উহাদের ফ্রেম এবং দরজার threshold	৪০
	৩৯২৫.৩০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি শাটার, ব্লাইন্ড এবং উহাদের পার্টস	২০
	৩৯২৫.৯০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য বিল্ডার্স ওয়্যার	২০
৩৯.২৬	৩৯২৬.১০.০০	প্লাস্টিকের তৈরি অফিস এবং স্কুল সামগ্রী	২০
	৩৯২৬.৪০.০০	Statuettes and other ornamental articles	২০
	৩৯২৬.৯০.৯৯	প্লাস্টিকের তৈরি অন্যান্য দ্রব্যাদি	৩০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪০.১১	৪০১১.১০.০০	মোটর গাড়ির টায়ার	২০
৪০.১৬	৪০১৬.৯১.০০	Floor coverings and mats	২০
৪২.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Trunks, suit-case, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, guncases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper.	২০
৪২.০৩	৪২০৩.৩০.০০	Belts and bandoliers	২০
	৪২০৩.৪০.০০	Other clothing accessories	২০
৪৪.১০ হতে ৪৪.১২	সকল এইচ,এস,কোড (৪৪১১.১২.০০, ৪৪১১.১৩.০০ ও ৪৪১১.১৪.০০ ব্যতীত)	সকল প্রকার পার্টিক্যাল বোর্ড, ওরিয়েন্টেড স্ট্রান্ড বোর্ড ও সমজাতীয় বোর্ড, ফাইবার বোর্ড, হার্ড বোর্ড, প্লাইউড, ভিনিয়ার্ড প্যানেলস্ ও সমজাতীয় লেমিনেটেড পণ্য	১০
৪৪.১০	৪৪১০.১১.০০	Particle board	২০
৪৪.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	দরজা, জানালা, উহাদের ফ্রেম ও থ্রেশহোল্ড, প্যারকিট প্যানেল, শাটারিং, শিংগেল ও শেক এবং সমজাতীয় পণ্য	১০
৪৪.২০	৪৪২০.১১.০০ ৪৪২০.১৯.০০	Wooden Beads	২০
৪৮.০২	৪৮০২.৫৪.০০	Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists of such fibres of weighing less than 40 g/m²	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪৮.১৩	৪৮১৩.১০.০০ ৪৮১৩.২০.০০ ৪৮১৩.৯০.০০	আমদানিকৃত সিগারেট পেপার, সাইজ মত কর্তিত হউক বা না হউক অথবা বুকলেট বা টিউবের আকারে	৩০০
৪৮.১৮	সকল এইচ,এস,কোড	টয়লেট পেপার, টিস্যু পেপার, টাওয়েল বা ন্যাপকিন পেপার বা সমজাতীয় পণ্য, গৃহস্থালী, সেনিটারী বা অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত	২০
৪৮.১৯	৪৮১৯.১০.০০	Cartons, boxes and cases, of corrugated paper and paperboard	১০
	৪৮১৯.২০.৯০	ম্যাচ কাঠি প্যাকিংয়ের জন্য ডুপেক্স আউটার শেল ব্যতীত নন-করোগেটেড পেপার ও পেপার বোর্ডের তৈরি ফোল্ডিং কার্টুন, বাক্স ও কেস	১০
	৪৮১৯.৩০.০০	স্যাকস্ এবং ব্যাগস্ (৪০ সে. মি ও তদূর্ধ্ব প্রস্থ বেজ বিশিষ্ট)	১০
৪৮.২১	৪৮২১.১০.০০	প্রিন্টেড লেভেলস	২০
৪৮.২৩	৪৮২৩.৬৯.০০	Paper Cup, Plate, Bowl	২০
	৪৮২৩.৯০.৯৩ ৪৮২৩.৯০.৯৪	Surface coloured or printed paper or paper board	২০
৪৯.০১	৪৯০১.১০.০০	Printed Books, Brochures, leaflets, similar printed matter in single sheets, wheather or not folded	১০
৪৯.০৯	৪৯০৯.০০.০০	Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, wheather or not illustrated, with or without envelopes or trimmings	২০
৪৯.১০	৪৯১০.০০.০০	Calenders of any kind, printed, including calender blocks	২০
৪৯.১১	সকল এইচ,এস,কোড	ছাপানো ছবি, ফটোগ্রাফসসহ অন্যান্য ছাপানো পণ্য সামগ্রী	২০
৫০.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	Woven fabrics of silk or of silk waste.	৪০
৫২.০৮ হইতে ৫২.১২	সকল এইচ,এস,কোড	ওভেন ফেব্রিক্স	১০
৫৪.০৭ এবং ৫৪.০৮	সকল এইচ,এস,কোড (৫৪০৭.১০.১০ ব্যতীত)	ওভেন ফেব্রিক্স	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫৫.১২ হইতে ৫৫.১৬	সকল এইচ,এস,কোড (৫৫১২.১৯.১০ ব্যতীত)	ওভেন ফেব্রিক্স	১০
৫৬.০৫	৫৬০৫.০০.১০	Metalized round yarn	২০
৫৭.০১ হইতে ৫৭.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	কার্পেট ও অন্যান্য টেক্সটাইল ফ্লোর আচ্ছাদন	২০
৫৮.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06.	১০
৫৮.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 60.02 to 60.06.	১০
৫৯.০৩	৫৯০৩.১০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyvinyl chloride	১০
	৫৯০৩.২০.৯০	Other textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane	২০
	৫৯০৩.৯০.৯০	Other textile fabrics with polyurethane	২০
৬০.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.	১০
৬০.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 60.01.	১০
৬০.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 60.01 or 60.02	১০
৬০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other those of heading 60.01	১০
৬০.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than of headings 60.01 to 60.04	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬০.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	Other knitted or crocheted fabrics	১০
৬১.০১ এবং ৬১.০২	সকল এইচ,এস,কোড	ওভারকোট, কার-কোট, কেইপ, ক্লোক, অ্যানোর‍্যাক (স্কি-জ্যাকেটসহ), উইন্ডচিটার, উইন্ড-জ্যাকেট এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.০৩	সকল এইচ,এস,কোড (৬১০৩.২৯.০০ ব্যতীত)	ছেলেদের স্যুট, ইনসিম্বল, জ্যাকেট, ব্লেজার, ট্রাউজার, বিব ও ব্রেস ওভারঅল, ব্রিচ ও শর্টস (সাঁতারের পোষাক ছাড়া), নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
	৬১০৩.২৯.০০	Men's or boys' ensembles Of other textile materials	৪০
৬১.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের স্যুট, ইনসিম্বল, জ্যাকেট, ব্লেজার, ড্রেস, স্কার্ট, ডিভাইডেড স্কার্ট, ট্রাউজার, বিব ও ব্রেস ওভারঅল, ব্রিচ ও শর্টস (সাঁতারের পোষাক ছাড়া), নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.০৫	সকল এইচ,এস,কোড (৬১০৫.৯০.০০ ব্যতীত)	ছেলেদের শার্ট, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
	৬১০৫.৯০.০০	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted Of other textile materials	৪০
৬১.০৬	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের ব্লাউজ, শার্ট এবং শার্ট-ব্লাউজ, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.০৭	সকল এইচ,এস,কোড (৬১০৭.১৯.০০ ব্যতীত)	ছেলেদের আন্ডারপ্যান্ট, ব্রিফ, নাইটশার্ট, পায়জামা, বাথরোব, ড্রেসিং গাউন এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
	৬১০৭.১৯.০০	Men's or boys' underpants, briefs Of other textile materials	৪০
৬১.০৮	সকল এইচ,এস,কোড	মেয়েদের স্লিপ, পেটিকোট, ব্রিফ, প্যান্টি, নাইটড্রেস, পায়জামা, নেগলেজি, বাথরোব, ড্রেসিং গাউন এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	টি-শার্ট, সিংলেট এবং অন্যান্য ভেস্ট, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.১০	সকল এইচ,এস,কোড (৬১১০.৯০.০০ ব্যতীত)	জার্সি, পুলওভার, কার্ডিগান, ওয়েস্টকোট এবং সমজাতীয় পণ্য, নিটেড বা ক্রশেটেড, কাশ্মিরী ছাগল বা অন্য প্রাণীর সরু লোম দ্বারা তৈরি সামগ্রী	৩০
	৬১১০.৯০.০০	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted Of other textile materials	৪০
৬১.১১	সকল এইচ,এস,কোড	শিশুদের গার্মেন্টস ও ক্লোদিং এক্সেসরিজ, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬১.১৩	৬১১৩.০০.০০	নিটেড বা ক্রশেটেড ফেব্রিক্সের (৫৯.০৩, ৫৯.০৬ বা ৫৯.০৭ হেডিং এর) তৈরি গার্মেন্টস	৩০
৬১.১৪	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য গার্মেন্টস, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.১৫	সকল এইচ,এস,কোড (৬১১৫.৯৯.০০ ব্যতীত)	প্যান্টি হোস, টাইটস, স্টকিংস, সকস এবং অন্যান্য হোসিয়ারী (ভেরিকোজ শিরার জন্য স্টকিংস এবং সোলবিহীন জুতাসহ), নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
	৬১১৫.৯৯.০০	stockings, socks and other hosiery Of other textile materials	৪০
৬১.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	গ্লাভস, মিটেনস এবং মিটস, নিটেড বা ক্রশেটেড	৩০
৬১.১৭	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য নিটেড বা ক্রশেটেড ক্লোদিং এক্সেসরিজ; গার্মেন্টস বা ক্লোদিং এক্সেসরিজের অংশ	৩০
৬২.০১ থেকে ৬২.১০ পর্যন্ত	সকল এইচ,এস,কোড (৬২০৩.৩৯.০০, ৬২০৩.৪৩.০০, ৬২০৩.৪৯.০০, ৬২০৪.২১.০০, ৬২০৪.২২.০০, ৬২০৪.২৩.০০, ৬২০৪.২৯.০০, ৬২০৪.৪১.০০, ৬২০৪.৪২.০০, ৬২০৪.৪৩.০০, ৬২০৪.৪৪.০০, ৬২০৪.৪৯.০০, ৬২০৮,৯৯,০০, ৬২০৯.৯০.০০ ব্যতীত)	পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের সকল ধরনের তৈরি পোষাক, অন্তর্বাস ও সমজাতীয় পণ্য (সাঁতারের পোষাক ছাড়া)	৩০
৬২.০৩	৬২০৩.৩৯.০০	Men's or boys Jackets and blazers Of other textile materials	৪০
	৬২০৩.৪৩.০০	Men's or boys Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts Of synthetic fibres	৪০
	৬২০৩.৪৯.০০	Men's or boys Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts Of other textile materials	৪০
৬২.০৪	৬২০৪.২১.০০ ৬২০৪.২২.০০ ৬২০৪.২৩.০০ ৬২০৪.২৯.০০	Women's or girls' ensembles	৪০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৬২০৪.৪১.০০ ৬২০৪.৪২.০০ ৬২০৪.৪৩.০০ ৬২০৪.৪৪.০০ ৬২০৪.৪৯.০০	Women's or girls' dresses	৪০
৬২.০৮	৬২০৮.৯৯.০০	Women's or girls' singlets and other vests, briefs, panties, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles Of other textile materials	৪০
৬২.০৯	৬২০৯.৯০.০০	Babies' garments and clothing accessories Of other textile materials	৪০
৬২.১২ থেকে ৬২.১৭ পর্যন্ত	সকল এইচ,এস,কোড (৬২১২.১০.০০, ৬২১৪.৩০.০০, ৬২১৪.৯০.০০ ব্যতীত)	ব্রেসিয়ার, গার্ডল, করসেট, ব্রেস, সাসপেন্ডার, গার্টার, রুমাল, শাল, স্কার্ফ, মাফলার, ম্যান্টিলা, ভেইল, টাই, বো-টাই, ক্র্যাভেট, গ্লাভস, মিটেন্স, মিটস এবং সমজাতীয় ক্লোদিং এক্সেসরিজ ও তার অংশ	৩০
৬২.১২	৬২১২.১০.০০	Brassieres	৪০
৬২.১৪	৬২১৪.৩০.০০	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: Of synthetic fibres	৪০
	৬২১৪.৯০.০০	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like: Of other textile materials	৪০
৬৩.০১	সকল এইচ,এস,কোড	সকল প্রকার পশমী কম্বল	২০
৬৩.০২	সকল এইচ,এস,কোড	বেড লিনেন, টেবিল লিনেন, টয়লেট লিনেন এবং কিচেন লিনেন	২০
৬৩.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	পর্দা (ড্রেপসহ) এবং ইন্টেরিয়র ব্লাইন্ড; পর্দা বা বেড ভ্যালান্স	২০
৬৩.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য আসবাব (৯৪.০৪ হেডিং এর পণ্য ব্যতীত)	২০
৬৪.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.	৪০
৬৪.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather.	৪০
৬৪.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials.	৪০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৪.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	Other footwear.	৪০
৬৪.০৬	৬৪০৬.১০.০০ ৬৪০৬.২০.০০	Upper and outer soles and heels	১০
৬৭.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit	২০
৬৮.০২	সকল এইচ,এস,কোড	Granite, marble, travertine and alabaster and other stone	৬০
৬৮.০৩	৬৮০৩.০০.০০	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate	৬০
৬৮.০৮	৬৮০৮.০০.০০	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles or vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.	২০
৬৮.০৯	সকল এইচ,এস,কোড	Plaster Boards and sheets	২০
৬৯.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like.	১০
৬৯.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods.	১০
৬৯.০৬	৬৯০৬.০০.০০	Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings.	১০
৬৯.০৭	সকল এইচ,এস,কোড	অনুউজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর ফলক এবং উনানের প্রস্তর অথবা দেয়ালের টাইলস; অনুজ্জ্বল সিরামিক মোজাইক কিউব এবং সমজাতীয় পণ্য, কোনো বস্তুর উপর স্থাপিত হউক বা না হউক	৬০
৬৯.১০	সকল এইচ,এস,কোড	সিরামিকের সিঙ্ক, ওয়াশ বেসিন, ওয়াশ বেসিন প্যাডেস্টাল, বাথটাব, বিডে, ওয়াটার ক্লজেট প্যান, ফ্লাশিং সিস্টার্ন, ইউরিনাল ও সমজাতীয় সেনিটারী ফিক্সার্স	৬০
৬৯.১১	সকল এইচ,এস,কোড	চিনামাটি বা পোরসিলিনের তৈরি টেবিল ওয়্যার, কিচেন ওয়্যার ও অন্যান্য গৃহস্থালী এবং টয়লেট সামগ্রী	৬০
৬৯.১২	৬৯১২.০০.০০	সিরামিকের তৈরি টেবিল ওয়্যার, কিচেন ওয়্যার ও অন্যান্য গৃহস্থালী সামগ্রী	৬০
৬৯.১৩	সকল এইচ,এস,কোড	Statuettes and other ornamental ceramic articles.	৬০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৯.১৪	সকল এইচ,এস,কোড	অন্যান্য সিরামিক সামগ্রী	৬০
৭০.০২	৭০০২.৩৯.৯০	গ্লাস টিউব	২০
৭০.০৩	৭০০৩.১২.০০	সম্পূর্ণভাবে রংকৃত নন ওয়্যারড শীট আকারে কাস্ট অথবা রোল গ্লাস (অস্বচ্ছ, ফ্লাশড্/এ্যাবজরবেন্টসহ, রিফ্লেক্টিং হউক বা না হউক)	২০
	৭০০৩.১৯.০০	অন্যান্য কাস্ট অথবা রোল গ্লাস নন-ওয়্যার্ড শীট	২০
	৭০০৩.২০.০০	কাস্ট অথবা রোল গ্লাস ওয়্যার্ড শীট	২০
	৭০০৩.৩০.০০	কাস্ট অথবা রোল গ্লাস প্রোফাইলস্	২০
৭০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	ড্রন গ্লাস এবং বোন গ্লাস শীট, এ্যাবজরবেন্ট থাকুক বা না থাকুক, রিফ্লেক্টিং হউক বা না হউক	২০
৭০.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	শীট আকারে ফ্লোট গ্লাস এবং সারফেস গ্রাউন্ড বা পলিশড গ্লাস, শোষকযুক্ত, প্রতিফলন বা প্রতিফলনহীন স্তরবিশিষ্ট হউক বা না হউক, অন্য কোনো কাজ করা নয়	৪৫
৭০.০৬	৭০০৬.০০.০০	Edge-worked glass	২০
৭০.০৭	৭০০৭.১৯.৯০	Other tempered safety glass	২০
	৭০০৭.২৯.০০	Other laminated safety glass	২০
৭০.০৯	৭০০৯.৯১.৯০	ফ্রেমবিহীন অন্যান্য কাঁচের আয়না	২০
	৭০০৯.৯২.৯০	ফ্রেমযুক্ত অন্যান্য কাঁচের আয়না	২০
৭০.১০	৭০১০.৯০.০০	Carboys, bottles, flastks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass	২০
৭০.১৩	সকল এইচ,এস,কোড	টেবিল, রান্নাঘর, টয়লেট, অফিস, ইনডোর ডেকোরেশন অথবা একইরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী কাঁচের তৈজসপত্র (৭০.১০ ও ৭০.১৮ হেডিং এর পণ্য ব্যতীত)	৪৫
৭০.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms.	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭০.১৮	৭০১৮.১০.০০	Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass small wares	২০
৭১.০২	৭১০২.১০.০০ ৭১০২.৩১.০০	অমসৃণ হীরা	২০
	৭১০২.৩৯.০০	মসৃণ হীরা	৬০
৭১.১৭	সকল এইচ,এস,কোড	ইমিটেশন জুয়েলারী	২০
৭২.১৩	সকল এইচ,এস,কোড (৭২১৩.৯৯.১০ ব্যতীত)	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	৪৫
৭২.১৪	সকল এইচ,এস,কোড	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling. (শুধুমাত্র এলপিজি সিলিন্ডারের ভাল্ব ও বাঙ্গ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসাবে এইচএস কোড ৭২১৪.৯৯.০০ এর অধীন Carbon steel S20c/SAE 1020 (42mmRD) আমদানির ক্ষেত্র ব্যতীত)	৪৫
৭২.১৫	সকল এইচ,এস,কোড	Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	৪৫
৭২.১৬	সকল এইচ,এস,কোড	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.	২০
৭৩.০৩	৭৩০৩.০০.০০	কাস্ট আয়রনের তৈরি টিউব পাইপস	২০
৭৩.০৪	৭৩০৪.১১.২০ ৭৩০৪.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপঃ ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে	২০
	৭৩০৪.৯০.০০	আয়রন অথবা ষ্টীলের তৈরি অন্যান্য টিউব, পাইপ এবং ফাঁপা প্রোফাইল, সিমলেস (Seamless)	২০
৭৩.০৬	৭৩০৬.১১.২০ ৭৩০৬.১৯.২০	অয়েল অথবা গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যবহৃত লাইন পাইপড, (ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	২০
	৭৩০৬.২১.২০ ৭৩০৬.২৯.২০	অয়েল ও গ্যাসের ড্রিলিং এর কাজে ব্যবহৃত কেসিং এবং টিউবিং (ভিতরের ব্যাস ৮ ইঞ্চি অথবা তার নিম্নে)	২০
	৭৩০৬.৩০.০০	Other, welded, of circular cross-section of iron or non-alloy steel	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৭৩০৬.৪০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel	২০
	৭৩০৬.৫০.০০	Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel	২০
	৭৩০৬.৬১.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of square or rectangular cross-section	২০
	৭৩০৬.৬৯.০০	Other, welded, of non-circular cross-section of other non-circular cross-section	২০
	৭৩০৬.৯০.০০	Other, welded, of non-circular cross-section: Other	২০
৭৩.০৭	৭৩০৭.১১.০০	GI Fittings	২০
	৭৩০৭.১৯.০০		
	৭৩০৭.৯৯.৯০		
৭৩.১৭	৭৩১৭.০০.০০	Nails, Tacks, Drawing Pins of iron/steel	২০
৭৩.১৮	৭৩১৮.১১.০০	Coach screws	২০
	৭৩১৮.১২.০০	Other wood screws	২০
	৭৩১৮.১৩.০০	Screw hooks and screw rings	২০
	৭৩১৮.১৪.০০	Self-tapping screws	২০
	৭৩১৮.১৫.১০	Other screws and bolts flus type tower bolt imported by Industrial IRC holder VAT compliant fire-resistant door manufacturers	২০
	৭৩১৮.১৫.৯০	Other Screw	২০
	৭৩১৮.১৬.০০	Threaded Nuts of Iron/Steel	২০
	৭৩১৮.১৯.০০	Other Screw	২০
৭৩.২০	৭৩২০.১০.০০	Leaf-springs and leaves therefore	২০
৭৩.২১	৭৩২১.১১.০০	গ্যাস জ্বালানীর উপযোগী বা গ্যাস এবং অন্যান্য উভয় জ্বালানীর উপযোগী রান্নার তৈজসপত্র এবং প্লেট গরমকারক	২০
৭৩.২৩	৭৩২৩.৯৩.০০ ৭৩২৩.৯৪.০০ ৭৩২৩.৯৯.১০ ৭৩২৩.৯৯.৯০	Table/kitchenware of stainless steel	২০
৭৩.২৪	সকল এইচ,এস,কোড	স্টেইনলেস স্টীলের সিঙ্ক, ওয়াস বেসিন উহার যন্ত্রাংশ, ওয়াটার ট্যাপ এবং বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস ও ফিক্সার্স	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭৪.১৫	৭৪১৫.৩৩.১০ ৭৪১৫.৩৩.৯০	Screws; bolts and nuts of copper	২০
৭৪.১৮	৭৪১৮.২০.০০	কপারের তৈরি সেনিটারী ওয়্যার ও উহার যন্ত্রাংশ	২০
৭৬.০৭	৭৬০৭.২০.১০	পেপার/পেপার বোর্ড দ্বারা ব্যাক্ড (Backed) এ্যাল্যুমিনিয়াম ফয়েল, রঙ্গিন হউক বা না হউক, রোল/রিল/ববিন আকারে	২০
	৭৬০৭.২০.৯২	Co-polymer coated aluminium tape	২০
	৭৬০৭.২০.৯৯	অন্যান্য ব্যাক্ড (Backed) এ্যাল্যুমিনিয়াম ফয়েল, রঙ্গিন হউক বা না হউক, রোল/রিল/ববিন আকারে	২০
৭৬.১৫	৭৬১৫.২০.০০	এ্যালুমিনিয়াম স্যানিটারী ওয়্যার ও যন্ত্রাংশ	২০
৭৬.১৬	৭৬১৬.১০.০০	Nails, tacks, staples (other than those of heading 83.05) screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers and similar articles of aluminium	২০
৮২.১২	৮২১২.১০.০০	রেজর	২০
	৮২১২.২০.১৯	স্টেইনলেস স্টীল ব্লেড	২০
	৮২১২.২০.৯০	অন্যান্য	২০
	৮২১২.৯০.০০	রেজর পার্টস	২০
৮৩.০১	সকল এইচ,এস,কোড	Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of base metal; clasps and frames with clasps, incorporating locks, of base metal; keys for any of the foregoing articles, of base metal.	২০
৮৩.০৯	৮৩০৯.৯০.৯৯	Other Stoppers	৪৫
৮৪.০৭ এবং ৮৪.০৮	৮৪০৭.৩১.১০ ৮৪০৭.৩২.১০ ৮৪০৭.৩৩.১০ ৮৪০৮.২০.১০	দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	২০
	৮৪০৭.৩১.২০ ৮৪০৭.৩২.২০ ৮৪০৭.৩৩.২০ ৮৪০৮.২০.২০	চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/থ্রি হুইলারের ইঞ্জিন	২০
৮৪.১৪	৮৪১৪.৫১.০০	১২৫ ওয়াট বা তার নিম্নের মটরযুক্ত টেবিল, ফ্লোর, ওয়াল, সিলিং, উইন্ডো, জানালা ও ছাদের ফ্যান	৪৫
	৮৪১৪.৯০.১০	ফ্যান এর যন্ত্রাংশ	৪৫

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৪.১৫	৮৪১৫.১০.৯০ ৮৪১৫.২০.৯০ ৮৪১৫.৮১.৯০ ৮৪১৫.৮২.৯০ ৮৪১৫.৮৩.৯০	মটরচালিত পাখাযুক্ত এবং উষ্ণতা ও আর্দ্রতা পরিবর্তন এর সুবিধা সম্বলিত, আর্দ্রতা পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এইরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র	১০০
		যন্ত্রাংশঃ	
	৮৪১৫.৯০.১০	ইনডোর অথবা আউটডোর ইউনিট	১০০
	৮৪১৫.৯০.৯০	অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৬০
৮৪.১৮	সকল এইচ,এস,কোড (৮৪১৮.৬১.১০, ৮৪১৮.৬৯.১০, ৮৪১৮.৬৯.৯৫, ৮৪১৮.৬৯,৯৭ ব্যতীত)	রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার এবং সমজাতীয় পণ্য; হিট পাম্প; রেফ্রিজারেটিং ফার্নিচার	৩০
৮৪.২১	৮৪২১.২৩.০০ ৮৪২১.২৯.৯০	ফিল্টার	২০
৮৫.০৪	৮৫০৪.৩২.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA	২০
	৮৫০৪.৩৩.০০	Other transformer having a power handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA	২০
৮৫.০৬	৮৫০৬.১০.০০	ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ব্যাটারী	২০
	৮৫০৬.৩০.০০	Mercuric oxide battery	২০
	৮৫০৬.৪০.০০	Silver oxide battery	২০
	৮৫০৬.৫০.০০	Lithium battery	২০
	৮৫০৬.৬০.৯০	Air-zinc battery	২০
	৮৫০৬.৮০.০০	Other primary cells and primary batteries	২০
৮৫.০৭	৮৫০৭.১০.০০	লীড এসিড ব্যাটারী ও ইলেকট্রিক এ্যাকুমুলেটর	২০
	৮৫০৭.২০.৯০	Other lead acid accumulators	২০
	৮৫০৭.৯০.১০	Separator	২০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৫.০৯	৮৫০৯.৪০.০০	Blender, Mixer and Grinder	২০
৮৫.১০	৮৫১০.১০.০০	Shavers	২০
	৮৫১০.২০.০০	Hair clippers	২০
	৮৫১০.৩০.০০	Hair-removing appliances	২০
৮৫.১৬	৮৫১৬.৫০.০০	Microwave ovens	২০
	৮৫১৬.৬০.০০	Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rigns, grillers and roasters	২০
৮৫.১৯	৮৫১৯.২০.০০	কয়েন, ব্যাংকনোট, ব্যাংক কার্ড, টোকেন ইত্যাদি দ্বারা চালিত সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পূর্ণ তৈরি	২০
	৮৫১৯.৩০.০০	টার্ণ টেবলস (রেকর্ড-ডেক), সম্পূর্ণ তৈরি	২০
	৮৫১৯.৮১.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস (ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল অথবা সেমিকন্ডাক্টর মিডিয়া ব্যবহারকারী), সম্পূর্ণ তৈরি	২০
	৮৫১৯.৮৯.২০	অন্যান্য সাউন্ড রেকর্ডিং বা রিপ্রোডিউসিং এপারেটাস, সম্পূর্ণ তৈরি	২০
৮৫.২১	সকল এইচ,এস,কোড	ভিডিও রেকর্ডিং বা রিপ্রডিউসিং এর যন্ত্রপাতি, ভিডিও টিউনারযুক্ত হউক বা না হউক	২০
৮৫.২২	৮৫২২.৯০.২০	লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (৮৫.২১ হেডিংভুক্ত পণ্যের জন্য)	২০
৮৫.২৩	৮৫২৩.৫২.০০	স্মার্ট কার্ডস	১০
৮৫.২৭	৮৫২৭.১২.০০	পকেট সাইজ রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, সম্পূর্ণ তৈরি	২০
	৮৫২৭.২১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত মোটরগাড়ীতে ব্যবহার উপযোগী বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম নহে এইরূপ রেডিও সম্প্রচার গ্রাহকযন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড রিপ্রোডিউসিং যন্ত্রপাতিসহ, সম্পূর্ণ তৈরি	১০
	৮৫২৭.৯১.০০	সাউন্ড রেকর্ডিং বা উৎপাদনের যন্ত্র সংযোজিত বাহিরের শক্তি ছাড়া চালনাক্ষম এইরূপ অন্যান্য রেডিও সম্প্রচার গ্রাহক যন্ত্র, রেডিও টেলিফোন বা রেডিও টেলিগ্রাফ গ্রহণে সক্ষম যন্ত্রসহঃ সাউন্ড রেকর্ডিং বা সাউন্ড পুনঃ উৎপাদনক্ষম যন্ত্রপাতিসহ	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৫.২৮	৮৫২৮.৭২.০০	রঙিন টেলিভিশন	২০
৮৫.২৯	৮৫২৯.৯০.২১ ৮৫২৯.৯০.২৯	টিভি কার্ডসহ টেলিভিশন পার্টস্	২০
	৮৫২৯.৯০.৩০	লোডেড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড ৮৫.২৭ এবং ৮৫.২৮ হেডিংভুক্ত পণ্যের জন্য	৩০
৮৫.৩৬	৮৫৩৬.৫০.০০	Other switches	২০
	৮৫৩৬.৬১.০০	Lamp-holders	২০
	৮৫৩৬.৬৯.০০	Plugs and sockets	২০
	৮৫৩৬.৭০.০০	Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables	১০
	৮৫৩৬.৯০.১০ ৮৫৩৬.৯০.৯০	Other apparatus	১০
৮৫.৩৯	৮৫৩৯.২১.৯০	Tungsten halogen	১০
	৮৫৩৯.২২.০০ ৮৫৩৯.২৯.৯০	আলট্রাভায়োলেট/ইনফ্রা-রেড ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ফিলামেন্ট ল্যাম্পঃ অন্যান্য	২০
	৮৫৩৯.৩১.৯০	এনার্জি সেভিং ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য ফ্লুরেসেন্ট, হট ক্যাথোড ল্যাম্প	৪৫
	৮৫৩৯.৩২.৯০ ৮৫৩৯.৩৯.৯০	ইন্ডিকেটর পাইলট ল্যাম্প ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত ল্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য মার্কারী, সোডিয়াম বা মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্প	১০
৮৫.৪২	৮৫৪২.৩৯.১০	সিম কার্ড	২০
৮৫.৪৩	৮৫৪৩.৪০.০০	Electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices	১০০
	৮৫৪৩.৯০.১০	Parts of electronic cigarettes and similar personal electric vaporising devices	১০০
৮৫.৪৪	৮৫৪৪.১৯.৯০	উইন্ডিং ওয়্যার: অন্যান্য	২০
	৮৫৪৪.২০.০০	দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) তার এবং অন্যান্য দ্বি-অক্ষ বিশিষ্ট (co-axial) বৈদ্যুতিক পরিবাহী	৩০
	৮৫৪৪.৪২.০০	Other electric conductors for a voltage not exceeding 1,000 V fitted with connectors	২০
	৮৫৪৪.৭০.০০	Optical fibre cables	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৫.৪৫	৮৫৪৫.৯০.৯০	ল্যাম্প কার্বন, ব্যাটারী কার্বন, এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য পণ্য	১০
৮৭.০২	৮৭০২.১০.৪১	Human hauler	৩০
	৮৭০২.১০.৪৯	Microbus, having a seating capacity not exceeding 15, including the driver	২০
	৮৭০২.৯০.৪০	Motor vehicles built-up, having a seating capacity not exceeding 15, including the driver	১০
৮৭.০৩	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস,কোড	**মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ:**	
		(১) ইঞ্জিনসহ অটো রিক্সা/ থ্রি হুইলার	২০
		(২) সম্পূর্ণ তৈরি ইঞ্জিনসহ চার স্ট্রোক বিশিষ্ট সিএনজি ও ব্যাটারী চালিত অটো রিক্সা/থ্রি হুইলার	২০
		(৩) ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত মোটর গাড়ি	২০
		(৪) সম্পূর্ণ তৈরি মোটর গাড়ী ও অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ (হাইব্রিড মোটরযান, এ্যাম্বুলেন্স এবং ইলেক্ট্রিক ব্যাটারী চালিত মোটর গাড়ি ব্যতীত):	
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	৪৫
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০১ হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	১০০
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	২৫০
		(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৫০০
		(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০
		(চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	২০
		(ছ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৪৫
		(৫) **বিযুক্ত (সিকেডি) মোটর গাড়ী, মোটর যান, স্টেশন ওয়াগন ও জীপ গাড়ী সহ:**	
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০০ সিসি পর্যন্ত	২০
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৪৫

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	১৫০
		(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০
		(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০
৮৭.০৩	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস, কোড	**সম্পূর্ণ তৈরি হাইব্রিড মোটর গাড়ী ও অন্যান্য মোটরযান, স্টেশন ওয়াগনসহ:**	
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	২০
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	৪৫
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ২৫০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	৬০
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	১০০
		(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	১৫০
		(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে (মাইক্রোবাস ব্যতীত)	৩৫০
		(চ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	০
		(ছ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৩০
		(জ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ বা তদুর্ধ্ব মাইক্রোবাস	৬০
৮৭.০৪	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস, কোড	**সম্পূর্ণ তৈরি ন্যূনতম চার দরজা বিশিষ্ট ডাবল কেবিন পিক-আপ:**	
		সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০০ সিসি পর্যন্ত	৪৫
		সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০
		সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০
		সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩৫০
		সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৫০০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৭.০৬	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস, কোড	**Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 87.03:**	
		(১) দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/ থ্রি হুইলারের ইঞ্জিনযুক্ত চেসিস	২০
		(২) চার স্ট্রোক বিশিষ্ট অটো রিক্সা/ থ্রি হুইলারের ইঞ্জিনযুক্ত চেসিস	২০
		(৩) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	২০
		(৪) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৮০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত মাইক্রোবাস	৪৫
		(৫) অন্যান্য মোটর গাড়ী, মোটর যান, স্টেশন ওয়াগন ও জীপ গাড়ীসহঃ	
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০০ সিসি পর্যন্ত	২০
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	১৫০
		(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	৩০০
		(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৩৫০
৮৭.০৬	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস, কোড	**Chassis fitted with engines, for the double cabin pick-up of headings 87.04 :**	
		(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০০ সিসি পর্যন্ত	২০
		(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ১৬০১ সিসি হইতে ২০০০ সিসি পর্যন্ত	৪৫
		(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২০০১ সিসি হইতে ৩০০০ সিসি পর্যন্ত	৬০
		(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৩০০১ সিসি হইতে ৪০০০ সিসি পর্যন্ত	২০০
		(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৪০০০ সিসি এর উর্ধ্বে	৩০০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮৭.০৭	৮৭০৭.১০.০০	Bodies for the vehicles of heading 87.03	৪৫
৮৭.১১		**Motorcycles, in CBU with four-stroke engine:**	
	৮৭১১.১০.১১ ৮৭১১.১০.৯১	(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০ সিসি পর্যন্ত	৬০
	৮৭১১.২০.১১ ৮৭১১.২০.৩১ ৮৭১১.২০.৩৯ ৮৭১১.২০.৫৯	(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫১ সিসি হইতে ২৫০ সিসি পর্যন্ত	
	৮৭১১.৩০.১০ ৮৭১১.৩০.৯০	(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	১০০
	৮৭১১.৪০.১০ ৮৭১১.৪০.৯০	(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	১০০
	৮৭১১.৫০.১০ ৮৭১১.৫০.৯০	(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	১০০
		Motorcycles, in CKD with four-stroke engine:	
	৮৭১১.১০.২১ ৮৭১১.১০.৯২	(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০ সিসি পর্যন্ত	২০
	৮৭১১.২০.২১ ৮৭১১.২০.৪১ ৮৭১১.২০.৪৯	(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫১ সিসি হইতে ২৫০ সিসি পর্যন্ত	
		Motorcycles, in CBU/CKD with Two-stroke engine :	
	৮৭১১.১০.১৯ ৮৭১১.১০.২৯ ৮৭১১.১০.৯৯	(ক) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০ সিসি পর্যন্ত	২৫০
	৮৭১১.২০.১৯ ৮৭১১.২০.২৯ ৮৭১১.২০.৫১ ৮৭১১.২০.৫২	(খ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫১ সিসি হইতে ২৫০ সিসি পর্যন্ত	
	৮৭১১.৩০.২০	(গ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ২৫১ সিসি হইতে ৫০০ সিসি পর্যন্ত	

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৮৭১১.৪০.২০	(ঘ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৫০১ সিসি হইতে ৮০০ সিসি পর্যন্ত	
	৮৭১১.৫০.২০	(ঙ) সিলিন্ডার ক্যাপাসিটি ৮০০ সিসি এর উর্ধ্বে	
৮৭.১২	৮৭১২.০০.০০	অযান্ত্রিক বাই-সাইকেল ও অন্যান্য সাইকেল (ডেলিভারী ট্রাইসাইকেলসহ)	২০
৮৭.১৪	৮৭১৪.১০.২০	মোটর সাইকেলের ফুয়েল ট্যাংক	২০
	৮৭১৪.৯২.১০	অযান্ত্রিক বাই-সাইকেল ও অন্যান্য সাইকেলের চাকার রিম ও স্পোক	২০
৯০.০৩	৯০০৩.১১.০০ ৯০০৩.১৯.০০	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like	১০
৯০.০৪	সকল এইচ,এস,কোড	Spectacles, goggles and the like, corrective protective or other	১০
৯৩.০২	৯৩০২.০০.৯০	রিভলবার ও পিস্তল: অন্যান্য	১৫০
৯৩.০৩	অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রঃ		
	৯৩০৩.১০.৯০ ৯৩০৩.২০.৯০ ৯৩০৩.৩০.৯০ ৯৩০৩.৯০.৯০	অন্যান্য	১০০
৯৩.০৪	৯৩০৪.০০.৯০	অন্যান্য অস্ত্রঃ শ্যুটিং ফেডারেশন কর্তৃক আমদানিকৃত match weapon ব্যতীত অন্যান্য অস্ত্র	১০০
৯৩.০৫	সকল এইচ,এস,কোড	৯৩.০১ থেকে ৯৩.০৪ হেডিংভুক্ত পণ্যের যন্ত্রাংশ ও এক্সেসরিজ	১০০
৯৩.০৬	সকল এইচ,এস,কোড (৯৩০৬.২৯.১০ ব্যতীত)	বোমা, গ্রেনেড, টর্পেডো, মাইন, মিসাইল এবং সমজাতীয় গোলা বারুদ (শ্যুটিং ফেডারেশন থেকে আমদানিকৃত স্পোর্টস গোলাবারুদ ব্যতীত)	১০০
৯৩.০৭	৯৩০৭.০০.৯০	তরবারী, ছোরা, সঙ্গিন, বর্শা এবং সমজাতীয় পণ্যঃ অন্যান্য	১০০
৯৪.০১	৯৪০১.২০.১০	Seats of a kind used for motorcycle	২০
	৯৪০১.৩১.০০ ৯৪০১.৩৯.০০	Swivel seats with variable height adjustment	৪৫
	৯৪০১.৬১.০০ ৯৪০১.৬৯.০০	Other seats, with wooden frames	৪৫
	৯৪০১.৭১.০০ ৯৪০১.৭৯.০০	Other seats with metal frames	৪৫

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৯৪০১.৮০.০০	Other seats	৪৫
	৯৪০১.৯১.০০	Parts of seats : Of wood	১০
	৯৪০১.৯৯.০০	Parts of seats : Other	১০
৯৪.০৩	সকল এইচ,এস,কোড (৯৪০৩.২০.১০ ৯৪০৩.২০.৩০ ৯৪০৩.৬০.২০ ব্যতীত)	আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ	২০
৯৪.০৪	৯৪০৪.২১.০০	Mattresses of cellular rubber or plastics, whether or not covered	২০
৯৪.০৫	৯৪০৫.১১.০০	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, exculding those of a kind used for lighting public open spaces or thorough fares : Dsigned for use solely with light-emmiting diod (LED) light sources	৬০
	৯৪০৫.১৯.০০	Other electric lighting fittings	৬০
	৯৪০৫.২১.০০ ৯৪০৫.২৯.০০ ৯৪০৫.৩১.০০ ৯৪০৫.৩৯.০০ ৯৪০৫.৪১.৯০ ৯৪০৫.৪২.০০ ৯৪০৫.৪৯.৯০ ৯৪০৫.৫০.৯০ ৯৪০৫.৯১.০০ ৯৪০৫.৯২.০০ ৯৪০৫.৯৯.০০	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included.	৪৫
৯৫.০৩	সকল এইচ,এস,কোড	Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size ("scale") models and similar recreational models, working or not	২০
৯৫.০৪	৯৫০৪.৪০.০০	Playing cards	১০
৯৫.০৫	৯৫০৫.৯০.০০	Carnival or other entertainment articles	২০
৯৬.০৩	৯৬০৩.২১.০০	ডেন্টাল প্লেট ব্রাশসহ সকল প্রকার টুথ ব্রাশ	২০
৯৬.১৩	৯৬১৩.১০.০০	Pocket lighters, gas fuelled, non-refillable	১০

শিরোনামা সংখ্যা (Heading)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্যসমূহের বিবরণ (Description of Goods)	সম্পূরক শুল্কহার (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৯৬১৩.২০.০০	Pocket lighters, gas fuelled, refillable	১০
	৯৬১৩.৮০.০০	Other lighters	১০
৯৬.১৯	৯৬১৯.০০.০০	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material.	৪৫

”।

(খ) টেবিল-২ (সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত—

(অ) শিরনামা সংখ্যা ২১.০৫ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত “১০” সংখ্যার পরিবর্তে “৫” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৩৩.০৪ এর বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত “(ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থ ব্যতীত) শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “(ঔষধে ব্যবহৃত পদার্থ এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহৃত ডার্মাটোলজিক্যাল পণ্য ব্যতীত)” বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) টেবিল-৩ (সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য সেবাসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরনামা সংখ্যা S০৫৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা:—

“S০৮২ S০৮২.০০ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ১০”।

২৮। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের—

(ক) টেবিল-১ (‘খন্ড-ক’-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর—

(অ) শিরনামা সংখ্যা ৭৩.১৭ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৭৩.১৮, ৭৪.১৫ ও ৭৬.১৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ৮২.১২ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ৮৭.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“৮৭.০৭	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	(ক) বাসের বডি (খ) ট্রাকের বডি	৫%”;

(খ) টেবিল-১ (‘খন্ড-খ’-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর শিরনামা সংখ্যা S০৯৯ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সেবার কোড S০৯৯.৬০ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) টেবিল-২ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর—

(অ) শিরনামা সংখ্যা ৩৯.২৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পূর্বে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"২৭.১১	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	এলপি গ্যাস	৭.৫%";

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৩৯.২৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ৪৮.০৯ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ৪৮.১০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(উ) শিরনামা সংখ্যা ৪৮.২৩ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"

৭৩.১৭	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	তার কাটা টোপ তারকাটা	৭.৫%
৭৩.১৮ ৭৪.১৫ ৭৬.১৬	সকল এইচ.এস. কোড	(ক) বিভিন্ন সাইজের ও প্রকারের স্ক্রু, গ্যালভানাইজড/নন গ্যালভানাইজড/ জিংক কোটিং/ নিকেল কোটিং/ অন্যান্য মেটাল কোটিং/ কোটিং ব্যতীত	
		(খ) জয়েন্ট (কানেক্টর), নাট, বোল্ট বিভিন্ন সাইজ ও প্রকারের গ্যালভানাইজড/ নন গ্যালভানাইজড/ জিংক কোটিং/ নিকেল কোটিং/ অন্যান্য মেটাল কোটিং/ কোটিং ব্যতীত	৭.৫%
		(গ) ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার এবং পোল ফিটিংস, যা এম, এস ও স্টীল দ্বারা তৈরি (নাট, বোল্ট ব্যতীত)	

"; এবং

(ঊ) শিরনামা সংখ্যা ৭৬.১৫ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৮২.১২	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	স্টেইনলেস স্টীলের স্ট্রিপ হইতে প্রস্তুত ব্লেড কার্বন স্টীলের স্ট্রিপ হইতে প্রস্তুত ব্লেড	৭.৫%";

(ঘ) টেবিল-২ ('খন্ড-খ'-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর শিরনামা সংখ্যা S০০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) টেবিল-৩ ('খন্ড-খ'-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর শিরনামা সংখ্যা S০৩৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পূর্বে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"S০০৪	S০০৪.০০	নির্মাণ সংস্থা	১০%"; এবং

(চ) টেবিল-৪ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ৫২.০৫ হইতে ৫২.০৭ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "৩ (তিন) টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৫৪.০২ থেকে ৫৪.১০ এবং ৫৫.১২ থেকে ৫৫.১৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "৩ (তিন) টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ৭২.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "১০০০ টাকা" সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে "১২০০ টাকা" সংখ্যা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ৭২.১৩ হইতে ৭২.১৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যাসমূহ এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭২.১৩ হইতে ৭২.১৬	সকল এইচ.এস. কোড	**এম, এস প্রোডাক্ট**	
		(ক) আমদানি/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রি-রোলেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস পণ্য	১৭০০ টাকা (প্রতি মে. টন)
		খ) আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিলেট ও ইনগট	১৫০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
		(গ) বিলেট/ইনগট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	১৬০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
		(ঘ) গর্দা/মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত ইনগট/বিলেট এবং ইনগট/বিলেট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২৭০০ টাকা (প্রতি মে: টন)

"।

তৃতীয় অধ্যায়

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর সংশোধন

২৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৯) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"**কমিশনার**" অর্থ দফা (২৬ক) এ উল্লিখিত কর কমিশনার;

(খ) দফা (২২) এর উপ-দফা (ছ) এ উল্লিখিত "বিরুদ্ধে" শব্দের পরিবর্তে "ক্ষেত্রে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (২৩) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (২৬ক) এ উল্লিখিত "ও মহাপরিচালক (পরিদর্শন);" শব্দগুলি, বন্ধনী ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে ", মহাপরিচালক (পরিদর্শন), কর কমিশনার (বৃহৎ করদাতা ইউনিট), কর কমিশনার (আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট), কর কমিশনার (উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট) ও কর কমিশনার (ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট);" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (৪৫) এর উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) দফা (৪৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪৮) "**ন্যায্য বাজার মূল্য**" অর্থ, কোনো মূলধনী সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ এর ক্ষেত্রে—

(ক) সংশ্লিষ্ট দিনে খোলা বাজারে উক্ত সম্পদ বা ব্যবসা বা উদ্যোগ বিক্রয় করা হইলে যেই মূল্য পাওয়া যাইতো সেই মূল্য, এবং, যেই ক্ষেত্রে উক্তরূপে মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনার কর্তৃক, কর কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, ধার্যকৃত মূল্য;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক কোনো সম্পদ ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা চুক্তির মেয়াদপূর্তিতে বা অন্য কোনোভাবে উক্ত চুক্তির সমাপনান্তে ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট মূল্য:

তবে এইক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অবশিষ্ট মূল্য এবং ইজারা চুক্তি বহাল থাকাকালীন উক্ত সম্পদের মূল্য বাবদ যেই পরিমাণ অর্থ আদায়কৃত হইয়াছে তাহার একত্রিত মূল্য ইজারাদাতা ফাইন্যান্স কোম্পানির অর্জনমূল্য বাবদ ব্যয়িত অর্থের চাইতে কম হইবে না;";

(ছ) দফা (৫৪)—

(অ) এ উল্লিখিত ", সংস্থা" চিহ্ন ও শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি, সংস্থা" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "কোম্পানি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত ", সংস্থা" চিহ্ন ও শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(জ) দফা (৬২) এর উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) কোনো সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গত বার্ষিক ভাড়া;";

(ঝ) দফা (৬৩) এর উপ-দফা (জ) এ উল্লিখিত "যাত্রীবাহী যানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "মোটরযানের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঞ) দফা (৭৭) এর উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত "শেয়ার বা স্টক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিকিউরিটিজ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ট) দফা (৮০) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৮০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৮০ক) **"রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ"** অর্থ—

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ৩০ (ত্রিশ) তম দিন;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নবম মাসের পনেরোতম দিন অথবা যেইক্ষেত্রে উক্ত পনেরোতম দিন সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিনের পূর্বের তারিখে পড়ে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরোতম দিন;

(গ) পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে আয়বর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ;

(ঘ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তাহার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হইতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি—

(অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হইয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা

(আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;

(ঙ) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অনিবার্য কারণ বিবেচনায় কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত তারিখ যাহা উপ-দফা (ক), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত দিন হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি হইবে না;

(চ) যদি উপ-দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত দিন সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।";

(ঠ) দফা (৮১) এর পর শর্তাংশে উল্লিখিত উপ-দফা (ঈ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (উ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(উ) কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত জয়েন্ট ভেঞ্চার কর্তৃক কর পরবর্তী মুনাফা স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হইলে উক্ত বন্টনকৃত অংশ;"।

৩০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) দফা (ঝ) এ উল্লিখিত "অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "পরিচালক (প্রশিক্ষণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঞ) এ উল্লিখিত "পরিচালক (প্রশিক্ষণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "যুগ্ম পরিচালক (প্রশিক্ষণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী এবং "পরিচালক (পরিদর্শন)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "যুগ্ম মহাপরিচালক (পরিদর্শন)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ট) এ উল্লিখিত "উপকর কমিশনার" শব্দগুলির পর ", উপ মহাপরিচালক (পরিদর্শন), উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (ড) এ উল্লিখিত "সহকারী কর কমিশনার" শব্দগুলির পর ", সহকারী মহাপরিচালক (পরিদর্শন), সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)" চিহ্ন, শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) তিনি জেলা ও দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত আছেন;"।

৩২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো বেঞ্চে কেবল ২ (দুই) জন সদস্য থাকিলে এবং মতামত ভিন্ন হইলে, উক্ত মামলাটি শুনানির উদ্দেশ্যে সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের উক্ত বেঞ্চে অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং মামলার সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনালের উক্ত বেঞ্চের সদস্যগণের অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।"।

৩৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত "কোনো ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগ" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তিকে কোনো আয়বর্ষে তাহার ব্যবসায় নিয়োগ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২০ এর বিলোপ।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ বিলুপ্ত হইবে।

৩৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "নিবাসী বাংলাদেশি" শব্দগুলির পর "করদাতা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশী ছিলেন বা আছেন এইরূপ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২২। **সংরক্ষিত আয় (retained earnings), সঞ্চিতি (reserve), উদ্বৃত্ত (surplus), ইত্যাদির উপর কর আরোপ।**- এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত আয়ে অথবা কোনো তহবিল, সঞ্চিতি বা উদ্বৃত্তে, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর পরবর্তী নীট আয় হইতে অর্থ স্থানান্তর করিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানান্তরিত অর্থের পরিমাণ কর পরবর্তী নীট আয়ের ৭০% (সত্তর শতাংশ) অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই আয়বর্ষে কোম্পানি কর্তৃক যেই পরিমাণ অর্থ স্থানান্তরিত হইয়াছে উহার উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর প্রদেয় হইবে।"।

৩৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৪। **আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।**—প্রথম তফসিলে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ এবং উক্ত তফসিলের সকল শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত আয় চলতি করবর্ষের আয়ের সহিত রিটার্নে প্রদর্শন করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো ব্যক্তি যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হয় নাই এবং যিনি উক্ত এক বা একাধিক বৎসরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল করেন নাই, উক্ত ব্যক্তির পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের খাতওয়ারি আয়; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি যাহার পূর্ববর্তী এক বা একাধিক আয়বর্ষের কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, তবে এইরূপ আয় নির্ধারণের সময় কোনো আয় বাদ পড়িয়াছে অথবা নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণ প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তির উক্ত কম প্রদর্শিত আয়।"।

৩৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এ উল্লিখিত "যেইক্ষেত্রে" শব্দের পর "চতুর্থ, পঞ্চম এবং" শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে।

৩৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর -

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "উক্ত ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত ব্যক্তি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি হইলে, উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তির" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর উপ-দফা (আ) এ উল্লিখিত "উক্ত" শব্দের পর "স্বাভাবিক" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

৪০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২) এর-

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নহে এইরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হৃদযন্ত্র, বৃক্ক, চক্ষু, যকৃত ও মস্তিষ্ক সংক্রান্ত অপারেশন, কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং ক্যানসার সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;";

(খ) দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গ) কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম।";

(গ) ব্যাখ্যা অংশের দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (ই) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ই) কোম্পানি কর্তৃক গোষ্ঠী বীমা বাবদ কোনো কর্মচারীর পক্ষে বীমা কোম্পানিকে পরিশোধিত প্রিমিয়াম;"।

৪১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক নং ২ এর বিপরীতে কলাম নং (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) ১৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১৫ (পনেরো) হাজার টাকা;

(খ) ১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা;

(গ) ২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি পর্যন্ত এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা;

(ঘ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা।"।

৪২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর-

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "কোম্পানি কর্মচারী বরাবর শেয়ার" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোম্পানির কর্মচারী বরাবর শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি বরাবর শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার ইস্যু করিতে পারিবে এবং পরবর্তীতে ট্রাস্টি ট্রাস্টের দলিল মোতাবেক উক্ত শেয়ার বা শেয়ার অর্জনের অধিকার দফা (ক) এ উল্লিখিত কর্মচারী বরাবর ইস্যু করিতে পারিবে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরকরত উদ্ভূত লভ্যাংশ দফা (ক) এ উল্লিখিত কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে।"।

৪৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৭। **মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা।**- (১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:—

ক = (খ+গ+ঘ)-ঙ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঘ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,

ঙ = শূন্যতা ভাতা যাহা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হইলে অনুমোদনযোগ্য হইবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:—

ক = (খ+গ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য,

গ = অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার হইতে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়বর্ষে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম, ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জামানত, অগ্রিম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যাহা খ এ উল্লিখিত অংকের অতিরিক্ত।"।

৪৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বাবদ গৃহীত অর্থের সর্বমোট পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে, উক্তরূপে গৃহীত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) যেইক্ষেত্রে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণের বৎসরের পরবর্তী পাঁচ বৎসর অথবা চুক্তির মেয়াদ, যাহা কম হইবে, উহার মধ্যে উক্ত অর্থ সমন্বয় করিতে হইবে;

(আ) গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম বা তাহার কোনো অংশ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পর অসমন্বয়কৃত থাকিলে, উক্ত অসমন্বয়কৃত অঙ্ক সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তি বা অন্য কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদানের বিপরীতে গৃহীত অসমন্বয়যোগ্য অঙ্ক, উহা যেই নামেই অভিহিত হোক না কেন, উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার ইচ্ছানুযায়ী উক্ত অর্থকে এমনভাবে বণ্টন করা যাইবে, যাতে কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থ প্রাপ্তির বৎসর এবং পরবর্তী চার বৎসরে সমান অংশে তাহা গণ্য করা যায়:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক উক্ত অর্থ বা তাহার কোনো অংশ পরবর্তী কোন আয়বর্ষে ফেরত প্রদানকৃত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফেরত প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার "ভাড়া হইতে আয়" পরিগণনার ক্ষেত্রে বিয়োজনযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় এর ক্ষেত্রে ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর নিয়মিত করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।"।

৪৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ব্যবসা আয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যবসা হইতে আয় খাতে প্রাপ্তি" শব্দগুলি এবং "কৃষি হইতে আয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "কৃষি হইতে আয় খাতে প্রাপ্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ কৃষি আয় হিসাবে গণ্য হইবে।"।

৪৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১০) ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষের রিটার্ন দাখিল হইয়াছে তাহার পরবর্তী ৫ (পাঁচ) আয়বর্ষের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে "ব্যবসা হইতে আয়" হিসাবে গণ্য হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (১২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ক্রয়মূল্যকে" শব্দের পরিবর্তে "রপ্তানি মূল্যকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর দফা (চ) এ উল্লিখিত "উদ্দেশ্যে" শব্দের পর "ও কর্মীদের জন্য" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) কুঋণ বা কুঋণের অংশ International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধি অনুযায়ী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী হিসাবে চূড়ান্ত হয় এবং ব্যবসায়িক হিসাবের খাতায় অবলোপিত হিসাবে প্রদর্শিত হয়;"।

৫০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর—

(ক) দফা (গ) এ উল্লিখিত "শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর শেয়ারহোল্ডার বা প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডারকে" শব্দগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "১০ (দশ)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে "২০ (বিশ)" সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% (দশ শতাংশ)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "ব্যবসায়িক টার্নওভার এর ৬% (ছয় শতাংশ) অথবা নীট ব্যবসায় মুনাফার ১৫% (পনের শতাংশ), যেটি কম," শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ড) দফা (ট), (ঠ) এবং কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বাবদ মোট পরিশোধের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হইয়া থাকিলে অন্য মাধ্যমে পরিশোধিত মোট অঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ);";

(ঙ) দফা (ঢ) বিলুপ্ত হইবে;

(চ) দফা (ণ) এ উল্লিখিত "২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩" সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি ও শব্দের পরিবর্তে "২৪, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭" সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং প্রান্তস্থিত ";" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে এই দফার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

৫১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৫৬ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫৬। **বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা**।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ধ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন "বিশেষ ব্যবসা আয় বা "ব্যবসা হইতে আয়" এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের ব্যয়, লোকসানের সমন্বয় বা জের টানা এবং তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর নিয়মিত করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হ্রাসকৃত কর হার প্রযোজ্য হয় এইরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ধারা ৫৫ এর দফা (ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত উপ-ধারা (১) এর অধীন গণ্য বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত হারে করদায় নির্ধারিত হইবে।"।

৫২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর—

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "প্রযোজ্য" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোনো ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা না হইলে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী উহা যথাযথভাবে পরিশোধ করা না হইলে উক্ত ব্যয়।"।

৫৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর—

(ক) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) গোষ্ঠী বীমা পলিসি হইতে কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ বা সুবিধা, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;";

(খ) দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (চ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(চ) ধারা ৩০ এর দফা (ক) হইতে দফা (চ) এ বর্ণিত কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।"।

৫৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৬৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত "যেইক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে যেকোনো পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে" শব্দগুলির পরিবর্তে "যেইক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত কোনো করদাতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো অগ্রিম, ঋণ, বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট গ্রহণ করে" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১২) এ উল্লিখিত "যেইক্ষেত্রে" শব্দের পর "কোনো আয়বর্ষে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১৩) এর—

(অ) "যেইক্ষেত্রে কোনো" শব্দগুলির পর "স্বাভাবিক" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "স্বামী-স্ত্রী," শব্দগুলি ও চিহ্নের পর "আপন ভাই বা বোন," শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-দফা (১৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(১৫) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন এবং উক্ত সংশোধিত রিটার্নে এইরূপ কোনো আয় প্রদর্শন করেন যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন, সেইক্ষেত্রে ক-খ এর সমপরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের আয় হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হইবে, যেখানে-

ক = কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহারের আওতাধীন আয় হিসাবে সংশোধিত রিটার্নে প্রদর্শিত অর্থ,

খ = মূল রিটার্নে প্রদর্শিত আয়:

তবে শর্ত থাকে যে, ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

৫৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "(IFRS)" শব্দ ও বন্ধনীর পর ", IFRS for SMEs" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৭৩। **কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) স্বাভাবিক ব্যক্তি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল ব্যতীত যেকোনো ব্যক্তি এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হইতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের রিটার্নের সহিত নিরীক্ষাকৃত আয় বিবরণী এবং নিরীক্ষাকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি এই মর্মে প্রদান করিবে যে–

(ক) উক্ত করবর্ষের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), IFRS for SMEs ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করা হইয়াছে এবং নিরীক্ষাকৃত বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও দাখিল করা হইয়াছে;

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হইয়াছে;

(গ) International Standards on Auditing (ISA) অনুসারে উহা নিরীক্ষা করা হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(অ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম, ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, ফাউন্ডেশন, সমিতি এবং সমবায় সমিতি;

(আ) যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা কেবল প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত ও প্রত্যয়িত হইতে হইবে।"।

৫৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) কোনো করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ন, বিবরণী বা জমাকৃত নথি, অডিট বা কর নির্ধারণ কার্যক্রম চলাকালে যাচাইযোগ্য না হইলে যেকোনো পর্যায়ে তাহা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে বারিত করিবে না।"।

৫৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭৬। **কর অব্যাহতি।**- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শ্রেণীর ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর যেকোনো আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইন বা আইন হিসাবে পরিগণিত অন্য কোনো আইনগত দলিলের বিধানানুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে, উক্তরূপ অন্য আইনে বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে কর অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে উক্তরূপ বিধান কার্যকর হইবে না।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেকোনো কর অব্যাহতি বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন কোনো কর অব্যাহতি ভূতাপেক্ষভাবে প্রদান করা যাইবে না।

(৫) ধারা ১৬৬ এবং ধারা ১৭১ এর বিধানাবলি পরিপালনপূর্বক রিটার্ন দাখিলের ব্যর্থতায় কোনো ব্যক্তির আয় কোনো করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায়, অন্য কোনোভাবে বা অন্য কোনো মেয়াদে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের একীভূতকরণ, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হইলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে এই আইনের মাধ্যমে কোনো কর অব্যাহতির বিদ্যমান মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৭) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো উৎসের আয় বা ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, ধারা ৫৫ এর অধীন অননুমোদিত কোনো ব্যয়ের উপর ধারা ৫৬ এর বিধান অনুযায়ী কর প্রদেয় হইবে।"।

৫৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭৮ এ উল্লিখিত "এবং ন্যূনতম কর" শব্দগুলির পরিবর্তে ", অংশীদারি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় এবং চূড়ান্ত করদায়" চিহ্ন ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "মোট আয়ের উপর হিসাবকৃত কর (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ)" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের শেয়ার আয়সহ মোট আয়ের উপর কর রেয়াত পূর্ব হিসাবকৃত কর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "পূর্ববর্তী" শব্দের পরিবর্তে "চলতি আয়বর্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৮৮ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

> "৮৮। **অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল কর্তৃক উৎসে কর কর্তন**।—বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হইতে ইহার কোনো সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানকালে, অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।"।

৬৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯১ এ উল্লিখিত সারণী বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর "নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-" চিহ্ন ও শব্দগুলির পরিবর্তে "ভিত্তিমূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "বিক্রয় বা কার্গো বিমানে পণ্য পরিবহণ সুবিধা প্রদানের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিক্রয়ের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বা বিমানে কার্গো পরিবহণ হইতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রাপ্ত" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৭ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৯৭ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "১% (এক শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

> "(৪) তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) ধান, ধানের কুড়া, চাল, গম, আলু, গবাদি পশু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, বীজ, পাটকাঠি, সরিষা, তিল, কাচা চা-পাতা, গোলমরিচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা এবং পাট ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবে।

(৬) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, সেইরূপ কোনো প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ, যাহা এই ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য, কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তন করিয়া পরিশোধ করা যাইবে।"।

৬৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৯৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৮—

(ক) এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "অপারেটর" শব্দের পর ", টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) এ উল্লিখিত "অপারেটর" শব্দের পর ", টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানি ইত্যাদি" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৬৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সারণী নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"

ক্রমিক নং	প্রাপকের ধরন	কর কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে	২০% (বিশ শতাংশ)
২।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)

";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই ধারার অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।"।

৬৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো ঋণ বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধকালে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তি পরিশোধিত সুদ বা মুনাফার উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ধারা" শব্দের পরিবর্তে "ধারার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৬ এ উল্লিখিত "১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে উৎসে কর কর্তন করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	প্রাপকের ধরন	কর কর্তনের হার
(১)	(২)	(৩)
১।	কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে	১৫% (পনেরো শতাংশ)
২।	কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)

"

শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।"

৭০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১০৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "৫% (পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১০% (দশ শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) উল্লিখিত "গৃহ" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) যেইক্ষেত্রে, উপকর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে কৃত আবেদনের ভিত্তিতে, নির্ধারিত ফরমে সরল বিশ্বাসে এই মর্মে সনদ প্রদান করেন যে, উক্ত বৎসরে সম্পত্তির মালিকের কোনো করযোগ্য আয় নাই বা এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহা আয়কর মুক্ত, সেইক্ষেত্রে প্রদত্ত সনদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর কর কর্তনযোগ্য হইবে না।"।

৭১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১০ এ উল্লিখিত "৫% (পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১০% (দশ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৪ এ উল্লিখিত "৬% (ছয় শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৪% (চার শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৬ এ উল্লিখিত "১০% (দশ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্নগুলি, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৭—

(ক) এ উল্লিখিত "শেয়ারহোল্ডারকে" শব্দের পর "বা ইউনিট হোল্ডারকে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "শেয়ারহোল্ডার" শব্দের পর "বা ইউনিট হোল্ডার" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "শেয়ারহোল্ডার" শব্দের পর "বা ইউনিট হোল্ডার" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৭৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত হইবে।

৭৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৪—

(ক) এ উল্লিখিত "বা পারিশ্রমিক" শব্দগুলির পর "বা প্রাপ্তি" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "প্রদান" শব্দের পর ", কোনো সম্পত্তি ভাড়া প্রদান" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) এর শর্তাংশ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিল বিলের উপর ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করিতে হইবে;"।

৭৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "কাঠা প্রতি ১.৬৫ (এক দশমিক পয়ষট্টি শতাংশ) ২০ (বিশ)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, চিহ্ন ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "শতাংশ প্রতি ১২ (বারো)" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৮—

(ক) এ উল্লিখিত "ইজারাদার" শব্দের পরিবর্তে "ইজারাদাতা" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে-

"তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে বোর্ড, সেইরূপ কোনো প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ, যাহা এই ধারার অধীন কর কর্তনযোগ্য, কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তন করিয়া পরিশোধ করা যাইবে।"।

৭৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১২৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২৯—

(ক) এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত **"উৎপাদনকারীর"** শব্দের পরিবর্তে **"উৎপাদনকারী"** শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এ দুইবার উল্লিখিত "প্রস্তুতকারকের" শব্দের পরিবর্তে "উৎপাদনকারীর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩১ এ দুইবার উল্লিখিত "বাণিজ্যিক" শব্দের পরিবর্তে "ট্রেড" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩২ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৩২ এ উল্লিখিত—

(ক) "মালামালের" শব্দের পর "ভাড়ামূল্যের" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) "দেশ কর্তৃক" শব্দগুলির পরিবর্তে "দেশে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "মালের" শব্দগুলির পর "ভাড়ামূল্যের" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

৮২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৪ এ উল্লিখিত "ন্যায্য মূল্যের" শব্দগুলির পর "পার্থক্যের" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

৮৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "১০% (দশ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১৫% (পনের শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "সন্তান" শব্দের পর ", আপন ভাই অথবা আপন বোন" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোনো লাভ বা মুনাফার উপর উক্ত শেয়ার হস্তান্তরকালে বা হস্তান্তরের ঘোষণা প্রদানকালে বা উক্তরূপ হস্তান্তরের সম্মতি প্রদানকালে, যাহা আগে ঘটে, ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "শেয়ারের লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "লাভ বা মুনাফা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৭ এ উল্লিখিত "০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "০.০৩% (শূন্য দশমিক শূন্য তিন শতাংশ)" সংখ্যাগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৩৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সারণীর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"সারণী

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	২৫ (পঁচিশ) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস	২০ (বিশ) হাজার
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৫০ (পঞ্চাশ) হাজার

ক্রমিক নং	গাড়ির ধরন	অগ্রিম কর (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
৪।	ডাবল ডেকার বাস	২৫ (পঁচিশ) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	২৫ (পঁচিশ) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার	১২ (বার) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	৩৫ (পঁয়ত্রিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৩০ (ত্রিশ) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৫ (পনেরো) হাজার
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১৫ (পনেরো) হাজার
১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৭ (সাত) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)

;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:—

(ক) সরকার;

(খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;

(গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

(ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;

(ঙ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ; বা

(চ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।"।

৮৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কোনো" শব্দের পরিবর্তে "বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:-

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় এইরূপ ব্যক্তি বা ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

৮৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "মহাপরিচালক, কর পরিদর্শক বা মহাপরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "মহাপরিচালক (পরিদর্শন) বা মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।"।

৯০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৫২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫২ এ উল্লিখিত "৩% (তিন শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫% (পাঁচ শতাংশ)" সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৫৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সারণীর শর্তাংশ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে একাধিক মোটরযানের মালিক হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে একের অধিক প্রতিটি মোটরযানের জন্য ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:—

(ক) সরকার;

(খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;

(গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

(ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;

(ঙ) ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতাগণ;

(চ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা;

(ছ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।"।

৯২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৫৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫৬ এ উল্লিখিত "করবর্ষের অব্যবহিত পরবর্তী" শব্দগুলির পরিবর্তে "চলমান" শব্দ এবং "১৪২" সংখ্যার পরিবর্তে "১৫৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৬২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "করদিবসের" শব্দের পরিবর্তে "রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৬৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১৬৩। **ন্যূনতম কর।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, করদাতা কর্তৃক, এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) ধারা ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮ এবং ১৩৯ এর অধীন কর্তন বা সংগৃহীত কর যেই সকল এক বা একাধিক উৎসসমূহের জন্য কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সকল উৎসসমূহের আয়ের উপর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা ব্যতীত অন্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্য হইতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নরূপ বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের জন্য ধারা ৭২ এর বিধানাবলি অনুসারে নিয়মিতভাবে হিসাব বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ কোনো উৎসের আয় নিয়মিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে; যদি উক্তরূপে পরিগণনাকৃত কর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত আয়ের উপর উক্ত অধিকতর কর প্রদেয় হইবে;

(গ) দফা (খ) অনুসারে পরিগণিত আয় বা ক্ষতি যথাক্রমে কোনো নিয়মিত উৎসের জন্য পরিগণনাকৃত আয় বা ক্ষতির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ এক বা একাধিক উৎসের আয় ছাড়াও নিয়মিত উৎস হইতে আয় করিয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে—

(ক) নিয়মিত উৎস হইতে আয়ের উপর নিয়মিত কর পরিগণনা করা হইবে;

(খ) উক্ত করদাতার করদায় হইবে উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন নির্ধারণকৃত কর এবং এই উপ-ধারার দফা (ক) এর অধীন নিয়মিত করের সমষ্টি।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:—

(ক) যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অন্যূন ৪ (চার) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated beverage), মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ১.৫% (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক, গুল বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ)
৫।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ১% (এক শতাংশ):

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সারণীর ক্রমিক নং ৫ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ);

(খ) যেইক্ষেত্রে করদাতার এইরূপ কোনো আয়ের উৎস থাকে যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, সেইক্ষেত্রে উক্ত এক বা একাধিক উৎস হইতে অর্জিত মোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:—

(অ) নিয়মিত হারে কর প্রদান করিতে হইবে এইরূপ উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দফা (ক) এ উল্লিখিত হার প্রয়োগ করিয়া ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;

(আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত উৎস হইতে অর্জিত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের আনুপাতিক হারে দফা (ক) এ উল্লিখিত হার হ্রাস করত ন্যূনতম কর হিসাব করিতে হইবে;

(ই) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর হইবে উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন হিসাবকৃত ন্যূনতম করের সমষ্টি।

(৬) কোনো করদাতার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) ও উপ-ধারা (৫) উভয়ের বিধান প্রযোজ্য হইলে, উক্ত করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য ন্যূনতম কর হইবে—

(ক) উপ-ধারা (৪) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা

(খ) উপ-ধারা (৫) এর অধীন ন্যূনতম কর, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক।

(৭) এই ধারার অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে, যথা:—

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য হইবে না;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনাকালে উপ-ধারা (২) এর অধীন কর্তিত বা সংগৃহীত ন্যূনতম করের অতিরিক্ত করদায় সৃষ্টি হইলে উক্তরূপ অতিরিক্ত অংকের সহিত পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৮) যেইক্ষেত্রে কোনো করবর্ষে পরিগণনাকৃত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম করের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত করবর্ষে নিয়মিত কর পরিশোধযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর অধিক হইবার কারণে যেই পরিমাণ অধিক কর প্রদান করা হইয়াছে, সেই পরিমাণ অধিক কর, পরবর্তী যেই করবর্ষে করদাতার নিয়মিত করের পরিমাণ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, সেই করবর্ষের জন্য প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।

(৯) কোনো করবর্ষে নিয়মিত করের তুলনায় ন্যূনতম কর যেই পরিমাণ অধিক প্রদান করা হইয়াছে তাহা যদি পরবর্তী কোনো করবর্ষের উপ-ধারা (৮) এর অধীন সম্পূর্ণ সমন্বয় করা না যায় তাহা হইলে যেই পরিমাণ ন্যূনতম কর অসমন্বিত থাকিবে তাহা পরবর্তী করবর্ষসমূহের প্রদেয় ন্যূনতম করের অধিক নিয়মিত করের সহিত সমন্বয়ের জন্য জের টানা যাইবে।

(১০) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) "নিয়মিত উৎস" অর্থ এইরূপ কোনো উৎস যাহার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নহে;

(খ) "নিয়মিত কর" অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নিয়মিত আয়ের উপর পরিগণনাকৃত কর;

(গ) "নিয়মিত করহার" অর্থ এইরূপ করের হার যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদিত না হইলে প্রযোজ্য হইবে;

(ঘ) "গ্রস প্রাপ্তি" অর্থ—

(অ) পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বাদে অর্জিত সকল প্রাপ্তি;

(আ) কমিশন ও ডিসকাউন্টসহ সেবা বা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত সকল ফি বা চার্জ;

(ই) আয়ের যেকোনো খাত হইতে অর্জিত সকল প্রাপ্তি।

(১১) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২)-এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়/উৎসে কর সংগ্রহের খাত এর বিপরীতে কলাম (৩)-এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তিত বা সংগৃহীত করের পরিমাণকে কলাম (৪)-এ উল্লিখিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয়ের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসাবে গণ্য করা হইবে, যথা:—

সারণী

ক্রমিক নং	**আয়ের উৎস/উৎসে কর সংগ্রহের খাত**	**যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন/ সংগ্রহযোগ্য**	**যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
১।	এই আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত আয়ের খাতসমূহ	এই আইনের অংশ-৭ এর অন্তর্ভুক্ত সকল ধারা	এই আইনের ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ
২।	সঞ্চয়পত্র হইতে অর্জিত মুনাফা	১০৫	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি
৩।	সম্পত্তির অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১১১	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি
৪।	রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত নগদ ভর্তুকি	১১২	যেকোনো ব্যক্তি
৫।	সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১২৫	যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি
৬।	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে অগ্রিম কর সংগ্রহ	১৩৮	যেকোনো ব্যক্তি

:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সারণীর ক্রমিক নং (৬) এ বর্ণিত বিধান বাণিজ্যিকভাবে মোটরযান পরিচালনা হইতে আয়প্রাপ্ত হোন শুধুমাত্র এইরূপ করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ উৎসে সংগৃহীত অগ্রিম করের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত করদাতার সংশ্লিষ্ট উৎসের আয় পরিগণনা করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এইরূপে পরিগণিত আয়ের অধিক আয় প্রদর্শিত হইলে উক্ত অধিক প্রদর্শিত আয়ের উপর নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(১২) যেইক্ষেত্রে কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত অন্য কোনো সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ, ইত্যাদি এই আইনের বিধানাবলির অধীন পরিশোধযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে তাহা ন্যূনতম কর ও চূড়ান্ত করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে।"।

৯৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৬৬ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৬৬ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত ", কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত," চিহ্নগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক হইবে না, যথা:—

(ক) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–

(অ) যাহা বাংলা ভাষায় পাঠদানকারী প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা সরকারি মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা যাহা মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এবং

(আ) যাহার ইংরেজি ভার্সন কারিকুলাম নাই;

(খ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঘ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(চ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;

(ছ) কোনো আইন বা সরকারি আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কমিশন, ইনস্টিটিউট, বোর্ড, একাডেমি বা অনুরূপ সংস্থা, যাহারা কোনোরূপ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং যাহাদের পরিচালন ব্যয় এর আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্বাহের জন্য সরকার হইতে নিয়মিত তহবিল প্রাপ্ত হয়;

(জ) এতিমখানা, অনাথ আশ্রম এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(ঝ) কোনো অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (fixed base) নাই;

(ঞ) তহবিল;

(ট) বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, রিটার্ন দাখিল করা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।"।

৯৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৬৯ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২)-

(ক) এ উল্লিখিত "কোম্পানি বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সম্পাদন হইতে আয়প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "ধারা ৭৩ এর অধীন নিরীক্ষিত আয় বিবরণী এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ করদাতার" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) ধারা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ অনুসারে ব্যবসা হতে বিয়োজনযোগ্য এবং ৫৫ ধারায় ব্যবসা হতে অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনসমূহ সমন্বয় করিয়া একটি পৃথক করযোগ্য আয় পরিগণনা বিবরণী।"।

৯৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১৭০। **স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল।**—ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ সকল ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষের মধ্যে ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করিবেন।"।

৯৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১৭১। **রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ।**—(১) প্রত্যেক করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

(২) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।"।

৯৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৩ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "**আয়কর**" শব্দের পরিবর্তে "**কর**" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কর" শব্দের পর "ও সারচার্জ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১০০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৭৪। **রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা।**—ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হইলে, এই আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হইবে, যথা:—

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যেই পরিমাণ কর পরিশোধ করিতেন সেই অংক, তবে এইক্ষেত্রে—

(অ) ষষ্ঠ তফসিল অংশ ১ এর দফা (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (১৭) ও (৩৫) এবং চাকরি হইতে আয় পরিগণনায় কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হইলে যেইরূপে কর পরিগণনা করা হইত সেইরূপে কর পরিগণনা করিতে হইবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:—

(অ) রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর মাসের সংখ্যা যাহা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হইবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হইবে।"।

১০১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "(১০)" সংখ্যা ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "(৫)" সংখ্যা ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "(৩)" সংখ্যা ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "(১)" সংখ্যা ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর প্রান্তঃস্থিত "।" দাঁড়ির পরিবর্তে ":" কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গ) ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর দাখিলকৃত রিটার্ন।"

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কর দিবসের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) ধারা ১৭২ ও ধারা ২১২ এর অধীন নোটিশের প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিল না করিলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণের পর রিটার্ন দাখিল করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের পর রিটার্নে কোনো উপেক্ষিত বা অশুদ্ধ বিবৃতি পরিলক্ষিত হইলে, কোনো প্রকার করদায় হ্রাস না করিয়া, সংশ্লিষ্ট করবর্ষের কর নির্ধারণের পূর্বে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।"।

১০২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৭৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) সরকারের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং মাসিক পেমেন্ট আদেশভুক্ত (এমপিও) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যেকোনো কোম্পানি;";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পূর্ববর্তী ০৩ (তিন) মাসের জন্য প্রযোজ্য রিটার্ন নিম্নবর্ণিত সময়ে দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

অর্থবৎসরের তারিখ	যে মাসের জন্য প্রযোজ্য
(১)	(২)
২৫ অক্টোবর	জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর
২৫ জানুয়ারি	অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর
২৫ এপ্রিল	জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ
২৫ জুলাই	এপ্রিল, মে ও জুন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেইক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সারণীতে উল্লিখিত তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি কোনো ছুটির দিন সেইক্ষেত্রে পরবতী কর্মদিবসে উক্ত রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।"।

১০৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৮০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "আয়" শব্দের পরিবর্তে "আয়ের কারণে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "ক্রেডিট" শব্দের পরিবর্তে "ক্রেডিটের কারণে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "পরিশোধিত হয় নাই" শব্দগুলির পর "বা রিটার্নে কোনো তথ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট করদিবসের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে "রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে রিটার্ন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৮২। **অডিট**।—(১) বোর্ড, ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিট করিবার উদ্দেশ্যে, অডিট ঝুঁকির কারণ, অডিট পরিচালনা এবং অডিট নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া উল্লেখপূর্বক অডিট নির্দেশনা প্রণয়ন করিবে।

(২) বোর্ড বা বোর্ডের অধীনস্থ কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অডিট নির্দেশনা অনুযায়ী অডিটের জন্য রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন নির্বাচন করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ডের অধীনস্থ কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিটের জন্য বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৪) উপকর কমিশনার উপ-ধারা (২) এর অধীন অডিট এর জন্য নির্বাচিত বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন অডিট এর জন্য অনুমোদিত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন এর তালিকা প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট করদাতাকে অডিট এর কারণসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(৫) অডিট সমাপনান্তে, যেইক্ষেত্রে উপকর কমিশনার এর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের পরিপালন এবং করদাতার আয়, ব্যয় ও পরিসম্পদ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি করদাতার রিটার্নে বা সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে তিনি করদাতার নিকট অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং একটি নোটিশ প্রেরণ করিবেন যাহাতে করদাতাকে অডিট প্রতিবেদনের ফলাফল প্রতিফলিত করিয়া প্রাসংগিক লিখিত ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদিসহ একটি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৬) করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল হইলে উপকর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত ফলাফলগুলি সংশোধিত রিটার্নে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী করদায় এবং অন্যান্য প্রযোজ্য অঙ্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ করিবেন এবং অডিট নিষ্পন্ন হইয়াছে মর্মে করদাতার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নোটিশ পরিপালনার্থে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন, ব্যাখ্যা, প্রমাণাদি সন্তোষজনক না হইলে অথবা উক্ত নোটিশ পরিপালনের ব্যর্থতায়, উপকর কমিশনার ধারা ১৮৩ বা ক্ষেত্রমত, ধারা ১৮৪ এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৮) যেই করবর্ষে কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে সেই করবর্ষ সমাপ্ত হইবার অনধিক ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে উক্ত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন উপ-ধারা (২) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত অনুমোদন করিতে হইবে।"।

১০৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৮৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

১০৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৮৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) যেইক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ সংশ্লিষ্ট করবর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে; এবং";

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "করদিবসে বা করদিবসের পূর্ববর্তী কোনো দিনে" শব্দগুলির পরিবর্তে "রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা ইহার পূর্বে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৮৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৭ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "করপরবর্তী" শব্দ বিলুপ্ত হইবে।

১০৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৯৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৩ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "**ত্যাগকারী**" শব্দের পর "**স্বাভাবিক**" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো" শব্দগুলির পর "স্বাভাবিক" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "উপকর কমিশনার সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলির পর "স্বাভাবিক" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে।

১০৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৯৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "স্পটে কোনো ব্যক্তির কর নির্ধারণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোম্পানি ব্যতীত যেকোনো ব্যক্তি, যাহার ইতঃপূর্বে কখনো কর নির্ধারণ হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে স্পটে কর নির্ধারণ" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "করযোগ্য" শব্দের পূর্বে "ব্যবসা খাতে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১১০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ১৯৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর —

(অ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন" শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত অনুমোদন" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) যেই করবর্ষে কোনো রিটার্ন ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হইয়াছে উক্ত করবর্ষ শেষ হইবার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;"

(ই) দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) ধারা ১৭২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করা হইলে যে করবর্ষে নোটিশ জারি করা হইয়াছে উহা শেষ হইবার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষ।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "বৎসরে" শব্দগুলির পরিবর্তে "করবর্ষে" শব্দগুলি এবং "বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে "করবর্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২০০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২০০। **তথ্য সংগ্রহ।**—উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন কোনো তদন্ত সম্পর্কিত বা চলমান কোনো কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এইরূপ তথ্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত নোটিশ দ্বারা অথবা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এবং নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতি ও মাধ্যমে, এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তলব করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কর কমিশনারের অধস্তন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির নিকট হইতে কোনো তথ্য তলব করিতে পারিবে না।"।

১১২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর উপান্তটীকায় "**পরিদর্শন**" শব্দের পরিবর্তে "**উপস্থাপন**" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২০৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কর নির্ধারণযোগ্য বা তাহার বিবেচনায় কর নির্ধারণের আওতাভুক্ত" শব্দগুলির পরিবর্তে "তাহার অধিক্ষেত্রাধীন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

১১৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৭) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের বাইরে এই আইনের আওতায় প্রদেয় কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে এইরূপ সুনির্দিষ্ট তথ্য উদঘাটিত হইলে তাহা পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে করদাতাকে অবহিতকরণপূর্বক উপ-ধারা (২) এর আওতায় কর নির্ধারণ করা যাইবে।"।

১১৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১৪ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "বিলম্ব সুদ পরিশোধের" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১১৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২১ এর উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত "(৬)" সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "(৭)" সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "তথ্যাদি গোপন করিয়াছেন" শব্দগুলির পরে "বা এই আইনের ধারা ২১২ এ উল্লিখিত কোনো অঙ্কের পরিশোধ এড়াইয়া গিয়াছেন" সংখ্যাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১১৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "অব্যবহারের" শব্দের পরিবর্তে "অপব্যবহারের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৪৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪৪ এর উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি প্রাধান্য পাইবে।"।

১২০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৫৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "উক্ত করের পরিমাণ কর" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত করের পরিমাণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৬০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "উক্ত" শব্দের পরিবর্তে "বাংলাদেশের কোনো" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে "রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ" দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

১। ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;

২। কোনো কোম্পানির পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হইতে হইলে;

৩। আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ গ্রহণ অথবা নবায়ন করিতে;

৪। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করিতে;

৫। সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার লাইসেন্স নবায়ন করিতে;

৬। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করিতে;

৭। চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ নবায়ন করিতে;

৮। Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করিতে;

৯। ট্রেডবডি বা কোনো বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি অথবা নবায়ন করিতে;

১০। স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নবায়নে;

১১। ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স, কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স ও বায়িং হাউজ নিবন্ধন গ্রহণ ও নবায়নে;

১২। যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখিতে;

১৩। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তিতে;

১৪। সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তিতে;

১৫। লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার, ডাম্ব-বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;

১৬। পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি গ্রহণ ও নবায়নে;

১৭। সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

১৮। কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ গ্রহণে ও নবায়নে;

১৯। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স গ্রহণে ও নবায়নে;

২০। আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;

২১। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখিতে;

২২। ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

২৩। পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

২৪। ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

২৫। দশম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার গণকর্মচারীর বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

২৬। স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;

২৭। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক অ্যাডভাইজরি বা কনসালটেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ বাবদ কোনো কোম্পানি হইতে অর্থ প্রাপ্তিতে;

২৮। বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট গ্রহণ ও নবায়নে;

২৯। দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

৩০। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করিতে;

৩১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স নবায়নে;

৩২। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নে;

৩৩। কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দেশ্যে টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৩৪। পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দ্যেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;

৩৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;

৩৬। এই আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ প্রদানকালে;

৩৭। এই আইনের ধারা ১৪০ এ সংজ্ঞায়িত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পণ্য বা সেবা সরবরাহ কালে;

৩৮। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নে;

৩৯। সামাজিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণসহ সমজাতীয় যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে ভাড়া বা অন্য যেকোনো সেবা গ্রহণকালে;

তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে "রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ" দাখিলের পরিবর্তে নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

১। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় নতুন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণে;

২। সমবায় সমিতির নিবন্ধন পাইতে;

৩। সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার এর নতুন লাইসেন্স গ্রহণে;

৪। ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ ও নবায়নে;

৫। চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি, আইনজীবী ও কর আইনজীবী, একচুয়ারি, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণে;

৬। ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;

৭। Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে দশম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মচারীর কোনো অর্থপ্রাপ্তিতে;

৮। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;

৯। স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে লাইসেন্স নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তিতে;

১০। ত্রি-চক্র মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

১১। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করিয়া ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অথরিটির কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণে;

১২। স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো আইন বা আইনি ক্ষমতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো দলিলের অধীন নিগমিত, নিবন্ধিত বা গঠিত হইবার বৎসর বা পরের বৎসরে;

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নহে এইরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "প্রমাণ" শব্দের পর "বা নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এ দুইবার উল্লিখিত "প্রমাণ" শব্দের পর "বা নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৬) বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এ-

(অ) দুইবার উল্লিখিত "প্রমাণ" শব্দের পর "বা নাম ও টিআইএন সংবলিত সিস্টেম জেনারেটেড প্রত্যয়নপত্র" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) উল্লিখিত "এবং দাখিলকৃত রিটার্ন দাখিলের প্রমাণাদির সত্যতা যাচাইয়ে ব্যর্থ হইলে" শব্দগুলির পরিবর্তে ", যাহার ব্যর্থতায়" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(চ) উপ-ধারা (৯) বিলুপ্ত হইবে।

১২৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৭২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ক+খ এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক × ১৫%,

খ = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক × ১০% × গ,

গ = অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে সংঘটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ হইতে উক্ত অসত্য পরিমাণে তথ্য প্রদর্শনের বিষয়টি যেই করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ পর্যন্ত মোট বৎসর" শব্দগুলি, চিহ্নগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "ক এর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিবে, যেইক্ষেত্রে—

ক = ফাঁকি দেওয়া অঙ্ক × ১০% × খ,

খ = যেই করবর্ষে কর ফাঁকি সংঘটিত হইয়াছে সেই করবর্ষ হইতে উক্ত কর ফাঁকির বিষয়টি যেই করবর্ষে উদঘাটিত হইয়াছে সেই করবর্ষসহ মোট বৎসর" শব্দগুলি, চিহ্নগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৯২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯২ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "ক্ষেত্র ব্যতীত" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যান্য বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ২৯৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৬ এর দফা (১) এ উল্লিখিত "ক্ষমতাপ্রাপ্ত" শব্দের পরিবর্তে "অনুমোদিত" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩০৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "আপিল কর কমিশনার বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১২৭। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১১ এর দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে।

১২৮। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ কোনো পদে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং বোর্ড কর্তৃক কর আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অথবা";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঙ) ও (চ) এ উল্লিখিত কর আইনজীবীকে কোনো নিবন্ধিত কর আইনজীবী সমিতির সদস্য হইতে হইবে।";

(গ) উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১২৯। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩৪ এ উল্লিখিত "করদিবস" শব্দের পরিবর্তে "রিটার্ন দাখিলের নির্দিষ্ট তারিখ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩০। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৩৪১ এর বিলোপ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪১ বিলুপ্ত হইবে।

১৩১। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের প্রথম তফসিল এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"প্রথম তফসিল

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন

[ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য]

আয়ের স্বপ্রণোদিত প্রদর্শন।—(১) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি—

(ক) উক্ত ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের পূর্বে—

(অ) এইরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং

(আ) অপ্রদর্শিত আয়ের সমানুপাতিক করের ১০% (দশ শতাংশ) হারে জরিমানা পরিশোধ করেন;

(খ) ধারা ১৭১ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং

(গ) রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়—

(অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;

(আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও পরিমাণ; এবং

(ই) মোমিত আয়ের উপর পরিশোধিত কর ও জরিমানা।

(২) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি—

(ক) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা তাহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২০০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানির উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) এইরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয়-

(অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

(আ) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয়; বা

(ঙ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ঘোষিত কোনো আয় সংশ্লিষ্ট করবর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

(৩) ধারা ২৪ ও এই তফসিলের অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যেকোনো উৎপাদনমূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) শিল্পোদ্যোগ ও তাহার সম্প্রসারণ;

(খ) বিদ্যমান কোনো শিল্প-কারখানার প্রমিতকরণ, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

(গ) ইমারত বা অ্যাপার্টমেন্ট বা ভূমি;

(ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা

(ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।" ।

১৩২। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিলের—

(ক) অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ (২) এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "মেয়াদ" শব্দের পর ", যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না" চিহ্ন ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) অংশ ২ এর—

(অ) অনুচ্ছেদ (১) এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত "বোর্ড" শব্দের পরিবর্তে "কর কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(আ) অনুচ্ছেদ (২) এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "মেয়াদ" শব্দের পর "যাহা ১০ (দশ) বছরের নিম্নে হইবে না" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) অংশ ৩ এর—

(অ) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত "19" সংখ্যার পরিবর্তে "XIX" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) অনুচ্ছেদ (৩) এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "মেয়াদ" শব্দের পর "যাহা ১০ (দশ) বৎসরের নিম্নে হইবে না" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

১৩৩। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিলের—

(ক) অংশ ১ এর—

(অ) অনুচ্ছেদ (৪) এর সারণীর ক্রমিক ৬ এর (খ) (আ) এ উল্লিখিত "১০ বৎসর বা ততোধিক" শব্দগুলির ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "১০ বৎসর এর অধিক" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) অনুচ্ছেদ (৫) এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর সারণীর কলাম (২) এর ক্রমিক ২ এর বিপরীতে "ভাড়ায় চালিত" শব্দগুলির পর "নয় এইরূপ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) অংশ ২ এর—

(অ) অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লিখিত "(১)" সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দ্বিতীয়বার উল্লিখিত 'অনুচ্ছেদ ২' 'অনুচ্ছেদ ৩' হিসাবে এবং তদপরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহ ক্রমানুসারে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

১৩৪। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ (৬) এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত "কোনো কোম্পানির" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো কোম্পানি 'র'" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩৫। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের ষষ্ঠ তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের ষষ্ঠ তফসিলের—

(ক) অংশ ১ এর—

(১) দফা (১৩) এর উপ-দফা (খ) ও (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (খ) ও (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ অর্জনে ব্যবহৃত না হয়;

(গ) মাইক্রোক্রেডিটে রিভলভিং ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ে পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়;";

(২) দফা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২০) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয় যদি উক্ত ব্যক্তির কৃষি হইতে আয় এবং আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় না থাকে;";

(৩) দফা (২০) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (২০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২০ক) কোনো ব্যক্তির হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী, পেলেটেড পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন, চিংড়ি ও মাছের পেলেটেড ফিড উৎপাদন, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, বীজ বিপণন, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার ইত্যাদি খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা;";

(৪) দফা (২১) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যবসায়ের সকল আয় শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে;";

(৫) দফা (২২) বিলুপ্ত হইবে;

(৬) দফা (২৫) এ নিম্নরূপ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

"**ব্যাখ্যা**।- এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জিরো কুপন বন্ড বলিতে জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটকেও বুঝাইবে;";

(৭) দফা (২৭) এ উল্লিখিত "৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৮) দফা (২৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৮) কোনো তহবিল, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা পৃথক আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) কর্তৃক আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয়;";

(৯) দফা (৩০) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পূর্বে "বাংলাদেশ সরকার অথবা বিদেশী কোনো" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং উক্ত দফা এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩০ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত নোবেল, রামোন ম্যাগসেসে, বুকার, পুলিৎজার, সাইমন বলিভার, একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, গ্রামি, এমি, গোল্ডেন গ্লোব, কান চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার;";

(১০) দফা (৩৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৪) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হইতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয়;";

(১১) দফা (৩৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩৪ক) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়;"

(১২) দফা (৩৫) এ উল্লিখিত "স্বামী-স্ত্রী," শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পর "আপন ভাই বা বোন," শব্দগুলি ও চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে;

(১৩) দফা (৩৬) এর উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত "বা ইউনিট" শব্দগুলির পর "অথবা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) অংশ ৩ এর—

(অ) দফা (৮) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজে" শব্দের পর "নতুন" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) দফা (১৩) এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দের পরিবর্তে "বোর্ড" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) অংশ ৪ বিলুপ্ত হইবে।

১৩৬। **২০২৩ সনের ১২ নং আইনের সপ্তম তফসিলের সংশোধন**।—উক্ত আইনের সপ্তম তফসিলের—

(ক) অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১। এই আইনের অধীন "মূলধনি আয়" হিসাবে পরিগণিত হয় এইরূপ আয় নিম্নবর্ণিতভাবে করারোপিত হইবে, যথা:

(ক) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(খ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয়ের উপর ১৫% (পনেরো শতাংশ);

(গ) কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন হইতে অর্জিত মূলধনি আয় ব্যতীত, অন্যান্য মূলধনি আয়ের ক্ষেত্রে—

(অ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত হার;

(আ) যেইক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেইক্ষেত্রে এইরূপ মূলধনি আয়ের ১৫% (পনেরো শতাংশ)।

(ঘ) দফা (ক) ও (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত গৃহীত অতিরিক্ত অর্থ মূলধনী আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ মূলধনী আয়ের উপর এই তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর করহার অনুসারে কর প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দলিল মূল্যের অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।";

(খ) অনুচ্ছেদ (৪) বিলুপ্ত হইবে।

১৩৭। **২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।**—(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-২ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ও কর পরিশোধের বিধানাবলী ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "মোট আয়" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।

(৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

(৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৬ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(৭) এই অধ্যাদেশের ধারা ৯৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রতিস্থাপিত ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত কীটনাশক উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ন্যূনতম করদায় সংক্রান্ত বিধানটি ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আরব্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

১৩৮। **২০২৭ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।**—(১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৭ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-৩ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ও কর পরিশোধের বিধানাবলী ২০২৬ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "মোট আয়" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।

(৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৭ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

(৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৭ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর সংশোধন

১৩৯। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর দফা (ড) ও (ঢ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) ও (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ড) ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস বা ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডেপুটি ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);

(ঢ) অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল);"।

১৪০। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১ক) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (১কখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১কখ) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, কমিশনার অব কাস্টমস এর উপর অর্পিত দায়িত্ব তাহার স্বীয় অধিক্ষেত্রে অন্য যে কোনো কাস্টমস কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।"।

১৪১। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফ (জ) ও (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) ও (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(জ) বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৩ নং আইন) এর অধীন কোনো পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য;

(ঝ) কপিরাইট আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩৪ নং আইন) এর অধীন কোনো কপিরাইট এর স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুতকৃত পণ্য।"।

১৪২। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৪ (চার)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৩। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৬) এর প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত "মেয়াদের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিরে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বৃদ্ধি করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৪। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ডাম্পিং মার্জিন ভিত্তিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে "ডাম্পিং মার্জিনের ভিত্তিতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এর প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত "মেয়াদের জন্য" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "কোনো উপায়ে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোন উপায়ে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৫। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"(১) কোনো পণ্যের উপর কাস্টমস শুল্ক উহার মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হইলে, সেই মূল্য হইবে প্রকৃত মূল্য অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্য, অথবা উক্ত মূল্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমতুল্য মূল্য, যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য অথবা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে অথবা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানির সময় এবং স্থানে অর্পণের উদ্দেশ্যে সাধারণত বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়, যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায়ে কোন স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় প্রস্তাবে মূল্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নিরূপিত হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "রপ্তানিকৃত" শব্দের পরিবর্তে "রপ্তানিতব্য" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "রপ্তানিকৃত" শব্দের পরিবর্তে "রপ্তানিতব্য" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৬। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত "রপ্তানিকৃত" শব্দের পরিবর্তে "রপ্তানিতব্য" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৭। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"(৩) কোনো শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জ প্রদেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, উক্ত শুল্ক, কর বা অন্যান্য চার্জের উপর, উহা পরিশোধযোগ্য বা প্রদেয় হইবার সর্বশেষ তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত মাসিক ১ (এক) শতাংশ সরল হারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে:

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, "পরিশোধিত হইবার তারিখ পর্যন্ত" অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে নিষ্পন্নাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন পর্যন্ত, যাহা ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক নহে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "বার্ষিক ১০ (দশ) শতাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "মাসিক ১ (এক) শতাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪৮। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) যে ক্ষেত্রে অসাবধানতা, ভ্রান্তি অথবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে পরিমাণে ৪ (চার) হাজার টাকার নিম্নে নহে এমন কোন শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা না হয় অথবা কম আরোপিত হয় অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোন অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য দাবিনামা সম্বলিত নোটিশ জারী করিতে হইবে।"।

১৪৯। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "সংস্থা" শব্দের পরিবর্তে "সংস্থাকে" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫০। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৯১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "ধারা ২০৪ এর উপ-ধারা (৩) অধীন" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "ধারা ২০৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫১। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ৯৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "বোর্ড" শব্দের পরিবর্তে "কাস্টমস হাউসের ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে কমিশনার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫২। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "উক্ত কোনো পণ্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত পণ্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫৩। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৭১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের ক্রমিক নং—

(ক) ৫ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "অন্যূন সমপরিমাণ কিন্তু" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) ৯ এর বিপরীতে কলাম (৪) এর দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত "অন্যূন দ্বিগুণ কিন্তু অনধিক চারগুণ পরিমাণ" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থানে "অন্যূন সমপরিমাণ কিন্তু অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) ১০ এর কলাম (৪) এ উল্লিখিত "পণ্যের উপর আরোপ উপর আরোপণীয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্যের উপর আরোপণীয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) ১১ এর বিপরীতে কলাম (৪) এর দফা (১) এ উল্লিখিত "অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা কিন্তু অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) ২১ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত "চর্তুদশ অধ্যায়" শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে "চতুর্দশ অধ্যায়" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) ২৩ এর কলাম (৩) এর—

(অ) ক্রমিক (১) এর বিপরীতে কলাম (৪) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "উভয়বিধ দন্ড দন্ডনীয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয়" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) ক্রমিক (২) এর বিপরীতে কলাম (৪) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "৩ (মাস)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩ (তিন) মাস" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) ৩৮ এর কলাম (৩) এর দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত শব্দ "রাখেন" এর পর "," চিহ্ন সন্নিবেশিত হইবে;

(জ) দ্বিতীয়বার উল্লিখিত ক্রমিক নং "৪২" ক্রমিক নং "৪৩" হিসেবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

১৫৪। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৭৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৩ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত "অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার এর নিম্নে নহেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫৫। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ১৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "ব্যক্তিকে" শব্দের পরিবর্তে "ব্যক্তি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫৬। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিল এর পরিবর্তে নিম্নরূপ টেবিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"টেবিল

নং	মামলার প্রকৃতি	কর্মকর্তাগণের পদবি	অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বা জরিমানা আরোপ অথবা উভয় ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ন।	কমিশনার অব কাস্টমস, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) এবং ডিরেক্টর জেনারেল (কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ)	পণ্যের মূল্য ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকার অধিক।
		অ্যাডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা।
		জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ৩৫ (পয়ত্রিশ) লক্ষ টাকা।
		ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা।
		অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।
		রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্যের মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা।
২।	কাস্টমস হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনসমূহে কার্গো ঘোষণায় উল্লিখিত কোনো পণ্য পাওয়া না যাওয়া বা কম পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ণ, যাহাতে কেবল ধারা ১৭১ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১১ এর বিপরীতে, যথাক্রমে, কলাম (৩) ও (৪) এর এন্ট্রি (৩) এর অধীন জরিমানা আরোপণীয়।	কাস্টমস হাউস অথবা, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস স্টেশনে কার্গো ঘোষণার ছাড়করণের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস।	পণ্যের মূল্য সীমাহীন।

"।

১৫৭। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "শুল্ক ও করের ১০ (দশ) শতাংশ অথবা আরোপিত জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "শুল্ক ও করের ১০ (দশ) শতাংশ বা যেক্ষেত্রে শুল্ক ও কর প্রযোজ্য নয় সেক্ষেত্রে জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫৮। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডার এ নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনার বা কমিশনার চলতি দায়িত্বে বা সমপদমর্যাদার অন্য কোনো পদে কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর যাবৎ চাকরি করিতেছেন বা করিয়াছেন; অথবা"।

১৫৯। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের ধারা ২২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "৩ (তিন) মাসের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৯০ (নব্বই) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "০২ (দুই) মাস" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৬০ (ষাট) দিন" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬০। **২০২৩ সনের ৫৭ নং আইনের প্রথম তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের পরিবর্তে এই অধ্যাদেশের **তফসিল-১** এ উল্লিখিত প্রথম তফসিল (পৃথকভাবে মুদ্রিত) প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬১। **কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর প্রথম তফসিলের সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের—

(১) Chapter-27 এর—

(ক) কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading 27.09 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2) তে বর্ণিত H.S. Code "2709.00.00" এর বিপরীতে কলাম (5) এ উল্লিখিত Statutory Rate of Customs Duty on Import ''1%" এর পরিবর্তে "3%" প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading 27.10 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2) তে বর্ণিত H.S. Code "2710.12.11, 2710.12.19, 2710.12.20, 2710.12.31, 2710.12.41, 7210.12.42, 7210.12.43, 7210.12.49, 2710.12.61 ও 2710.12.62" এর বিপরীতে কলাম (5) এ উল্লিখিত Statutory Rate of Customs Duty on Import "3%" এর পরিবর্তে "6%" প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২) Chapter-83 এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading 83.11 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2) তে বর্ণিত H.S. Code "8311.10.10, 8311.10.90 ও 8311.20.00" এর বিপরীতে কলাম (5) এ উল্লিখিত Statutory Rate of Customs Duty on Import "15%" এর পরিবর্তে "25%" প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৩) Chapter-84 এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading 84.19 এর আওতাভুক্ত কলাম (2) তে বর্ণিত H.S. Code 8419.89.10 ও 8419.89.90 এবং উহার বিপরীতে কলাম (3), (4), (5) ও (6) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত H.S. Codes এবং উহার বিপরীতে কলাম (3), (4), (5) ও (6) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

	"--- Evaporator or condenser :			
8419.89.11	---- Evaporator or condenser or both exceeding 200000 BTU	u	1%	Free
8419.89.19	---- Other	u	25%	Free
8419.89.90	--- Other	u	1%	Free"

(৪) Chapter-85 এর কলাম (1) এ উল্লিখিত Heading 85.04 এর আওতাভুক্ত কলাম (2) তে বর্ণিত H.S. Code 8504.40.30 এবং উহার বিপরীতে কলাম (3), (4), (5) ও (6) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নবর্ণিত H.S. Codes এবং উহার বিপরীতে কলাম (3), (4), (5) ও (6) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"8504.40.40	--- Solar Inverter	u	1%	Free"।

১৬২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ), অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) এবং অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশসমূহের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল-১

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৬০ দ্রষ্টব্য]

[কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর প্রথম তফসিলের প্রতিস্থাপন]

"প্রথম তফসিল
[বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ]

[ধারা ১৮(১) দ্রষ্টব্য]

(পৃথকভাবে মুদ্রিত)"

তফসিল-২

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৩৭ দ্রষ্টব্য]

১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

করধাপ	করহার
৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/-টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,২৫,০০০ টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০ টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,২৫,০০০ টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা), তবে, নূতন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এইরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ১,০০০ (এক হাজার টাকা);

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফার্ম এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(১)	"যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য" সর্ব প্রকার আয়ের উপর—		
	(ক)	দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) এ বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(আ) অন্যান্য সকল publicly traded company এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-";	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
	(খ)	ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ:	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
		(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;

(গ)	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(ঘ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%; তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%: আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	উক্ত আয়ের ৩০%;
(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্ম	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ"।	উক্ত আয়ের ১০%;

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে "**publicly traded company**" বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ

সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর তফসিল-২ এর অনুচ্ছেদ-ক এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে—

(১) "নিট পরিসম্পদের পরিমাণ" বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের পরিমাণ বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ

পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসির অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ

কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

তফসিল-৩

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৩৮ দ্রষ্টব্য]

১ জুলাই, ২০২৭ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

করধাপ	করহার
৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/-টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,২৫,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ-আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,২৫,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)। তবে, নূতন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এইরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ১,০০০/- (এক হাজার টাকা)।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফার্ম এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(১)	"যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য" সর্ব প্রকার আয়ের উপর—		
	(ক)	দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) এ বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(আ) অন্যান্য সকল publicly traded company এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
		(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-";	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
	(খ)	ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ:	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
		(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;
	(গ)	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;

(ঘ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
		তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%:
		আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	উক্ত আয়ের ৩০%;
(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্ম	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ"।	উক্ত আয়ের ১০%;

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে **"publicly traded company"** বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর তফসিল-৩ এর অনুচ্ছেদ-ক এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে—

(১) "নিট পরিসম্পদের পরিমাণ" বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের পরিমাণ বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ
পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসির অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ

কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তফসিল-১

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৬০ দ্রষ্টব্য]
[কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর প্রথম তফসিলের প্রতিস্থাপন]

“প্রথম তফসিল
[বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ]

[ধারা ১৮(১) দ্রষ্টব্য]

(পৃথকভাবে মুদ্রিত)”

তফসিল-২

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৩৭ দ্রষ্টব্য]

১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

করধাপ	করহার
৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/-টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,২৫,০০০ টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০ টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,২৫,০০০ টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হইবে, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার টাকা), তবে, নূতন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এইরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ১,০০০ (এক হাজার টাকা);

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফার্ম এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(১)	"যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য" সর্ব প্রকার আয়ের উপর—		
	(ক)	দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) এ বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(আ অন্যান্য সকল publicly traded company এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-";	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
	(খ)	ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ:	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
		(আ এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;

(গ)	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(ঘ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%; তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%: আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	উক্ত আয়ের ৩০%;
(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্ম	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ"।	উক্ত আয়ের ১০%;

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে "**publicly traded company**" বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ

সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর তফসিল-২ এর অনুচ্ছেদ-ক এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে—

(১) "নিট পরিসম্পদের পরিমাণ" বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের পরিমাণ বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ

পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসির অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ

কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

তফসিল-৩

[অর্থ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ এর ধারা ১৩৮ দ্রষ্টব্য]

১ জুলাই, ২০২৭ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual) ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

করধাপ	করহার
৩,৭৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/-টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার উপর	৩০%

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,২৫,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ এ-আহত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,২৫,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/ পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা)। তবে, নূতন করদাতাগণের ক্ষেত্রে এইরূপ ন্যূনতম করের পরিমাণ হইবে ১,০০০/- (এক হাজার টাকা)।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফার্ম এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(১)	"যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য" সর্ব প্রকার আয়ের উপর—		
	(ক)	দফা (খ), (গ) এবং (ঘ) এ বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
		(আ) অন্যান্য সকল publicly traded company এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
		(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-";	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
	(খ)	ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ:	
		(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
		(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;
	(গ)	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;

(ঘ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
		তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%:
		আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	উক্ত আয়ের ৩০%;
(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ এবং ফার্ম	উক্ত আয়ের ২৭.৫%;
(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ"।	উক্ত আয়ের ১০%;

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে **"publicly traded company"** বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, করযোগ্য আয়ের উপর তফসিল-৩ এর অনুচ্ছেদ-ক এ উল্লিখিত কর হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত অঙ্কের উপর, নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে—

(১) "নিট পরিসম্পদের পরিমাণ" বলিতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের পরিমাণ বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ
পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ২০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসির অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসির অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসির অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসির অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ
কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণকে পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৭৫ নং আইন

ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু জনগণের আস্থা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত আমানতের সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

যেহেতু ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৮ নং আইন) রহিতপূর্বক যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

(১৬৩৩৩)

মূল্য : টাকা ২০.০০

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) **"অবসায়ন"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬৫, ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫১ এর অধীন অবসায়ন;

(খ) "**আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান**" অর্থ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(গ) "**আমানত**" অর্থ সুদ বা মুনাফাভিত্তিক অথবা সুদ বা মুনাফাবিহীন চাহিবামাত্র বা অন্য কোনোভাবে পরিশোধের সকল শর্তসংবলিত কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানান্তর বা রসিদের মাধ্যমে মেয়াদি বা চাহিদামাত্র প্রদেয় শর্তে গৃহীত অর্থ;

(ঘ) **"আমানতকারী"** অর্থ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) বা আইনি সত্তা (legal person) যাহার কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানে অন্তত একটি আমানত হিসাব রহিয়াছে;

(ঙ) **"আমানত সুরক্ষা"** অর্থ কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান অবসায়নের ক্ষেত্রে উহার আমানতকারীগণকে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের নিশ্চয়তা;

(চ) **"আমানত সুরক্ষা তহবিল" বা "তহবিল"** অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(ছ) **"আমানত সুরক্ষা বিভাগ"** অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত বিভাগ;

(জ) **"ট্রাস্টি বোর্ড"** অর্থ ধারা ৮ এ উল্লিখিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(ঝ) **"তহবিলের ঘাটতি"** অর্থ তহবিলের ব্যবহারযোগ্য স্থিতি এবং ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১), (২) এবং (৬) এ উল্লিখিত অর্থায়নে প্রয়োজনীয় টাকায় প্রকাশিত অর্থের পার্থক্য;

(ঞ) **"নিরীক্ষক"** অর্থ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা ১৩ বা ১৫-তে সংজ্ঞায়িত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা

ফার্ম যিনি বা যাহা ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত;

(ট) "**প্রিমিয়াম**" অর্থ এই আইনের অধীন সুরক্ষা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারা ১৩, ১৪ এবং ১৫ এর আওতায় প্রদত্ত অর্থ;

(ঠ) "**ফাইন্যান্স কোম্পানি**" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(ড) "**বাংলাদেশ ব্যাংক**" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর section 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঢ) "**ব্যাংক কোম্পানি**" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর section 2 এর দফা (j) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো তফসিলি ব্যাংক;

(ণ) **"ব্রিজ ব্যাংক"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক;

(ত) "**রেজল্যুশন**" অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ সংজ্ঞায়িত রেজল্যুশন;

(থ) **"রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ বর্ণিত রেজল্যুশন কর্তৃত্ব;

(দ) **"রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ সংজ্ঞায়িত রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক;

(ধ) **"সদস্য প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(ন) **"সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি** (Distressed Asset Management Company)**"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ উল্লিখিত সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি;

(প) **"সুরক্ষা বহির্ভূত আমানত"** অর্থ এই আইনের অধীন সুরক্ষিত নহে এইরূপ আমানত, যথা:—

(১) সরকারি আমানত অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ এর অধীন প্রণীত Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং উহাদের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার আমানত;

(২) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৩) সরকারী চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১১), (১৮) ও (১৯) এ সংজ্ঞায়িত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্ব-শাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৪) বিদেশি সরকারের আমানত;

(৫) বিদেশি সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমানত;

(৬) আন্তর্জাতিক সংস্থার আমানত;

(৭) সদস্য প্রতিষ্ঠানের আমানত; এবং

(৮) সদস্য প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক শাখা কর্তৃক সংগৃহীত আমানত;

(ফ) "**সুরক্ষাযোগ্য আমানত**" অর্থ ধারা ২ এর দফা (প) তে উল্লিখিত সুরক্ষা বহির্ভূত আমানত ব্যতীত অন্য সকল আমানত;

(ব) "**সুরক্ষিত আমানত**" অর্থ সুরক্ষাযোগ্য আমানতের সেই পরিমাণ অর্থ যাহা ধারা ২১ দ্বারা নির্ধারিত;

(ভ) "**সুরক্ষিত আমানতকারী**" অর্থ সদস্য প্রতিষ্ঠানে সুরক্ষাযোগ্য আমানত জমা রহিয়াছে এইরূপ কোনো আমানতকারী; এবং

(ম) **"হস্তান্তর গ্রহীতা"** অর্থ ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষ এবং এই আইনের ধারা ২ এর দফা (ণ) তে সংজ্ঞায়িত ব্রিজ ব্যাংক।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমানত সুরক্ষার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব এবং এতদ্‌সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা

৪। **আমানত সুরক্ষার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব**।—(১) এই আইনের অধীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের, সদস্য প্রতিষ্ঠানের আমানত সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হইবে।

৫। **আমানত সুরক্ষা বিভাগ**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমানত সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলি প্রয়োগ, পালন ও সম্পাদনের নিমিত্ত আমানত সুরক্ষা বিভাগ (Deposit Protection Department) নামে একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক বিভাগ গঠন করিতে পারিবে।

৬। **আমানত সুরক্ষা বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আমানত সুরক্ষা বিভাগের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) সার্কুলার, সার্কুলার লেটার, নির্দেশনা, গাইডলাইন জারি;

(খ) সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে সরাসরি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিকট হইতে সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(ঘ) এই আইনে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ছকে অবসায়কের নিকট হইতে আমানতকারীর তথ্য সংগ্রহ;

(ঙ) সদস্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, বা ক্ষেত্রমত, বিশেষ পরিদর্শন;

(চ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হইতে কারিগরি, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ;

(ছ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হইতে পারস্পরিক তথ্য-উপাত্ত বিনিময়;

(জ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য পরিদর্শন বিভাগকে, প্রয়োজনে, পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন;

(ঝ) ধারা ২৭ ও ২৮ এর অধীন জরিমানা আরোপ, আদায় ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) গ্রাহকের আমানত পরিশোধে ব্যর্থ ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি চিহ্নিত করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজল্যুশন বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট সুপারিশ; এবং

(ট) এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ।

(২) আমানত সুরক্ষা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম হিসাবায়ন ও সংগ্রহ;

(খ) বিনিয়োগ নীতিমালা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ;

(গ) তহবিলের নিয়মিত প্রক্ষেপণ (projection);

(ঘ) তহবিল হইতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের সক্ষমতা মূল্যায়ন;

(ঙ) জনসাধারণের অবগতির জন্য নিয়মিতভাবে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আমানত সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদিসহ এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন;

(চ) আমানত সুরক্ষা বিভাগের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও তহবিলের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ পরবর্তী সময়ে ঝুঁকি ও সংকট মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(জ) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ;

(ঝ) আমানতকারীকে দ্রুততার সহিত সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ নিশ্চিত করিতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) বিনিয়োগ নীতিমালার অধীন ঝুঁকি নির্ধারণ ও তারল্য সংরক্ষণ;

(ট) বৎসরে অন্যূন একবার আমানত পরিশোধের সিমুলেশন/অনুকৃতি (Simulation) পরিচালনা;

(ঠ) সরকারের নিকট নিরীক্ষিত ও অনুমোদিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং

(ড) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী যেকোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। **আমানত সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো প্রবিধান, নির্দেশনা বা গাইডলাইন জারি করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অনতিবিলম্বে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রবিধান, নির্দেশনা বা গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালন করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো নিয়ন্ত্রক (regulatory) বা তদারকি (supervisory) কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তির নিকট এই আইনের অধীন কোনো বিষয়ে অনুরোধ করা হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি অনতিবিলম্বে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অনুরোধ যথাযথভাবে পরিপালন করিবে।

(৩) এই আইনের বিধানাবলি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ন্ত্রক (regulatory), তদারকি (supervisory), প্রয়োগকারী (enforcement), রেজল্যুশন, আমানত সুরক্ষা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণকারী সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ ও ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ, প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সহায়তা গ্রহণ, নোটিশ প্রদান, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি;

(খ) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ বা ব্যাংক রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি সমন্বয়;

(গ) সকল তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের লিখিত সম্মতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাইবে না মর্মে শর্তাবলি; এবং

(ঘ) এই আইন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো বিষয়।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ড, ইত্যাদি**।—(১) আমানত সুরক্ষা তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ (Board of Directors) তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুমোদন করিবে, যথা:—

(ক) এই আইন বাস্তবায়নার্থে প্রবিধানমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্তত একবার সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা পর্যালোচনাপূর্বক পুনর্নির্ধারণ;

(গ) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ;

(ঘ) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (২) ও (৬) অনুসারে ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তহবিল হইতে অর্থ ব্যয়;

(ঙ) প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ পদ্ধতি;

(চ) নিয়মিত প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ;

(ছ) প্রারম্ভিক ও বিশেষ প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ;

(জ) তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণ;

(ঝ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের জন্য বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন;

(ঞ) বিনিয়োগ নীতির আওতায় ঝুঁকি মূল্যায়ন ও তারল্য সংরক্ষণ প্রতিবেদন;

(ট) তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট;

(ঠ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ড) নিরীক্ষক নিয়োগ;

(ঢ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হইতে কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ; এবং

(ণ) প্রয়োজন সাপেক্ষে, ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং সদস্য প্রতিষ্ঠানের ইসলামী শাখা বা উইন্ডোর জন্য পৃথক কমিটি গঠন।

(৩) আমানত সুরক্ষা বিভাগ, ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য the Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্যূন একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সদস্যগণের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপস্থিতিতে ট্রাস্টি বোর্ডের যেকোনো সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) কোনো সভায় চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আমানত সুরক্ষা তহবিলের উৎস, ব্যবহার, ইত্যাদি

১০। **আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতকারীগণের সুরক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ ২ (দুই)টি পৃথক তহবিল গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি); এবং

(খ) আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি)।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিলসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিলসমূহ পরস্পরের মধ্যে বিনিময়যোগ্য হইবে না অথবা এক তহবিল হইতে অন্য তহবিলে কোনোরূপ ঋণ প্রদান বা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) তহবিল ২ (দুই)টি বাংলাদেশ ব্যাংকে দুইটি পৃথক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হইবে এবং তহবিলের দায়-সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৫) তহবিল বা উহার কোনো অংশ ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো বিশেষ ঋণের বিপরীতে জামানত হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না।

১১। **আমানত সুরক্ষা তহবিলের উৎস**।—নিম্নলিখিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ আমানত সুরক্ষা তহবিলের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা:—

(ক) সদস্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম, নিয়মিত প্রিমিয়াম এবং বিশেষ প্রিমিয়াম;

(খ) সদস্য প্রতিষ্ঠান হইতে এই আইনের অধীন আরোপিত ও সংগৃহীত জরিমানা;

(গ) আমানত সুরক্ষা তহবিল (ব্যাংক কোম্পানি) এর ক্ষেত্রে ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিলের জমাকৃত সমুদয় অর্থ;

(ঘ) আমানত সুরক্ষা তহবিল (ফাইন্যান্স কোম্পানি) এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার, বা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রাথমিক তহবিল (seed funding);

(ঙ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(চ) অবসায়িত সদস্য প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ এবং হস্তান্তরগ্রহীতা হইতে সমন্বয়কৃত অর্থ; এবং

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১২। **সদস্যতা (Membership)**।—(১) ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর অধীন বীমাকৃত ব্যাংক কোম্পানি এবং এই আইন জারির পর বাংলাদেশে নূতন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যাংক কোম্পানি এই আইনের অধীন সদস্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশে কার্যরত প্রতিটি ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং এই আইন জারির পর বাংলাদেশে নূতন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি ফাইন্যান্স কোম্পানি ১ জুলাই, ২০২৮ তারিখ হইতে এই আইনের অধীন সদস্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।

১৩। **প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম**।—(১) কোনো নূতন সদস্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম হিসাবে উহার পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ০.৫০ (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশ হারে অথবা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে বা পরিমাণে এককালীন অর্থ জমা প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অর্থের পরিমাণ কোনোক্রমেই পরিশোধিত মূলধনের ০.৫০ (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য) শতাংশের কম হইবে না।

(২) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর অধীন বীমাকৃত ব্যাংক কোম্পানির জন্য কোনো প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ৩১ জুলাই, ২০২৮ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত প্রারম্ভিক প্রিমিয়াম জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৪। **নিয়মিত প্রিমিয়াম**।—(১) প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান আমানত সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য ধার্যকৃত নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর প্রদান করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসরে প্রদেয় প্রিমিয়ামের হার, পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির মাত্রা এবং তহবিলের নির্ধারিত আকারের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক, ঝুঁকিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকৃত প্রতিটি ব্যাংকের জন্য অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রিমিয়াম হার নির্ধারিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের গড় আমানতের ভিত্তিতে নিয়মিত প্রিমিয়াম হিসাবায়ন ও সংগ্রহ করা হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রিমিয়াম সংগ্রহ আরম্ভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত পূর্বের বলবৎ নিয়মে প্রিমিয়াম হিসাবায়ন (Calculation) ও সংগ্রহ করা হইবে।

(৬) সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ামের অর্থ স্ব স্ব আমানত সুরক্ষা তহবিলের নির্ধারিত হিসাবে পরবর্তী মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখের মধ্যে জমা প্রদান করিবে।

(৭) সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রিমিয়াম স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৮) প্রত্যেক ফাইন্যান্স কোম্পানি সদস্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভুক্তির পর হইতে নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করিবে।

১৫। **বিশেষ প্রিমিয়াম**।—(১) ধারা ১৬ তে বর্ণিত পরিশোধিতব্য সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ অথবা ব্যাংক রেজল্যুশনে প্রদেয় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ, তহবিলের মোট পরিমাণের অধিক হইলে ট্রাস্টি বোর্ড ঘাটতি অর্থ সংগ্রহে বিশেষ প্রিমিয়াম ধার্য করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ প্রিমিয়াম বৎসরে একবারের অধিক ধার্য করা যাইবে না এবং উহা নিয়মিত প্রিমিয়াম হারের অধিক হইবে না।

১৬। **আমানত সুরক্ষা তহবিলের ব্যবহার**।—(১) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের ক্ষেত্রে আমানতকারীকে প্রদেয় সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ করিবার নিমিত্ত আমানত সুরক্ষা তহবিল প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হইবে।

(২) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারীগণ যদি কোনো হস্তান্তর-গ্রহীতার মাধ্যমে তাহাদের সুরক্ষিত আমানত ব্যবহারের সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানির রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিল ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদেয় আর্থিক সহায়তা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির অধীন প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানি অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রদেয় সুরক্ষিত আমানতের মোট পরিমাণের তুলনায় রেজল্যুশনে প্রদেয় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ অধিক হইবে না;

(খ) রেজল্যুশনের অধীন উক্ত তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাহার করা হইয়াছে, অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট তারিখে উহা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

(গ) রেজল্যুশনের অধীন উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায় রেজল্যুশন কর্তৃত্ব কর্তৃক এক বা একাধিক হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট স্থানান্তর বা বিক্রয় করা হইয়াছে, এবং ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এর বিধান প্রয়োগ করা হইয়াছে; বা

(ঘ) রেজল্যুশনের অধীন উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আংশিক সম্পদ ও দায় রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব কর্তৃক এক বা একাধিক হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট স্থানান্তর বা বিক্রয় করা হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অংশ আবশ্যিকভাবে অবসায়িত বা সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে, রেজল্যুশন কর্তৃত্ব, সংশ্লিষ্ট আর্থিক সহায়তা এবং সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করিবে।

(৫) আর্থিক সহায়তা নগদ বা নগদ সমতুল্য (এবং/অথবা সরকারি সিকিউরিটিজ) আকারে সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর গ্রহীতাকে প্রদান করা যাইবে।

(৬) রেজল্যুশনের অধীন কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব, ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ সংশ্লিষ্ট বিধানে উল্লিখিত নির্ধারিত শর্ত বিবেচনায়, ফাইন্যান্স কোম্পানির রেজল্যুশনের জন্য, উপ-ধারা (৩) এর অনুরূপ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, উক্ত তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী ব্যয়ের জন্য তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হইবে।

(৮) এই আইনের ধারা ১৯ এর অধীন গৃহীত ঋণ তহবিল হইতে পরিশোধ করা যাইবে।

(৯) তহবিল হইতে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ এবং রেজল্যুশনে আর্থিক সহায়তা প্রদানে ব্যয়িত অর্থ, অবসায়িত সদস্য প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ এবং হস্তান্তর গ্রহীতা হইতে সমন্বয়ের জন্য, সরকারের অনুমোদনক্রমে, ট্রাস্টি বোর্ড প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিবে।

১৭। **তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণ**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসরে অন্যূন একবার তহবিলের কাঙ্খিত পরিমাণ নির্ধারণ করিবে, যাহা সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সুরক্ষিত আমানতের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হইবে।

(২) ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য তহবিলের পরিমাণ পৃথকভাবে নির্ধারিত হইবে।

(৩) তহবিলের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রাস্টি বোর্ড নিয়মিত প্রিমিয়ামের হার সমন্বয় করিতে পারিবে।

১৮। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ**।—(১) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা অর্জন অপেক্ষা নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র, বৈচিত্র্য ও তহবিলের তারল্য সংরক্ষণকে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে।

(২) বিনিয়োগ কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, প্রয়োজনে, কোনো পেশাগত সম্পদ ব্যবস্থাপক নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

(৩) তহবিলের অর্থ, স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ খাত তথা সার্বভৌম বন্ড এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রেটিং এজেন্সি কর্তৃক সর্বোচ্চ রেটিং প্রাপ্ত অন্যান্য সিকিউরিটিজসমূহে বিনিয়োগ করা যাইবে।

১৯। **তহবিলের ঘাটতি অর্থায়ন**।—(১) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৬) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় তহবিল অপ্রতুল হইলে, ঘাটতি অর্থ নিম্নবর্ণিত উপায়ে সংস্থান করা হইবে, যথা:—

(ক) সদস্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশেষ প্রিমিয়াম সংগ্রহ; এবং

(খ) সরকার অথবা অন্য কোনো উৎস হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ।

(২) ঘাটতি অর্থায়ন মোকাবিলায়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এই আইন জারির পর অনতিবিলম্বে সরকারের সহিত সমঝোতা স্মারক অথবা সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তহবিলের আওতাধীন সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা অন্য কোনো সম্পদ জামানত রাখিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ আকারে জরুরি অর্থ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **কর অব্যাহতি**।—(১) তহবিলের আয় বা মুনাফা বা প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করমুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আইন, ২০২৩ এ প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ

২১। **সুরক্ষিত আমানতের সীমা**।—(১) প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক আমানতকারীর জন্য সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা হইবে ২ (দুই) লক্ষ টাকা।

(২) সরকার, ট্রাস্টি বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতি ৩ (তিন) বৎসরে অন্যূন একবার উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা পুনঃনির্ধারণ করিবে।

২২। **সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ নির্ধারণ**।—(১) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের তারিখে প্রত্যেক সুরক্ষিত আমানতকারীর সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হইবে, যথা:—

(ক) সকল বৈদেশিক মুদ্রার আমানত অবসায়নের তারিখ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত গড় বিনিময় হারে বাংলাদেশি টাকায় রূপান্তর করিয়া গণনা করা হইবে;

(খ) অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উক্ত সুরক্ষিত আমানতের স্থিতির উপর অর্জিত সুদ বা মুনাফা যুক্ত করিতে হইবে;

(গ) কোনো আমানতকারীর অন্য কোনো আমানতকারীর সহিত যৌথ হিসাব থাকিলে, উক্ত যৌথ হিসাবের স্থিতি তাহার মোট সুরক্ষিত আমানতের সহিত সমপরিমাণে বা যৌথ হিসাব চুক্তির অংশ অনুসারে যুক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) কোনো আমানতকারীর একাধিক আমানত হিসাব থাকিলে, তাহার সকল আমানত হিসাব একত্রিত করিয়া মোট সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মোট আমানতের পরিমাণ এবং ধারা ২১ এ নির্ধারিত সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে যাহা নিম্নতর, তাহাই সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই পরিমাণ অর্থ তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে।

(৩) কোনো আমানতকারীর, এই আইনের ধারা ২১ এ নির্ধারিত সুরক্ষিত আমানতের অতিরিক্ত আমানত থাকিলে উক্ত অতিরিক্ত অংশ তহবিল হইতে প্রদানযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অতিরিক্ত আমানতের দাবি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট আমানতকারী অবসায়কের নিকট দাবিপত্র দাখিল করিতে পারিবে।

২৩। **সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ পদ্ধতি**।—(১) এই আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের উদ্দেশ্যে, অবসায়ক, অবসায়নের আদেশে উল্লিখিত নিয়োগের তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে, ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম ও ছকে, ধারা ২২ এর বিধান মোতাবেক আমানতের পরিমাণসহ আমানতকারীর তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবেন।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, অবসায়কের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট আমানতকারীগণের সুরক্ষিত আমানতের অর্থ তহবিল হইতে পরিশোধ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুরক্ষিত আমানতের অর্থ পরিশোধের জন্য আমানতকারীর অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে আমানতকারীর নিকট স্থানান্তর, ইত্যাদিসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের আদেশ প্রদানের পর, বাংলাদেশ ব্যাংক, আমানতকারীগণকে অনতিবিলম্বে সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের পদ্ধতি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **আমানতকারীর আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ।**—(১) যদি কোনো আমানতকারী পরিশোধিত বা পরিশোধিতব্য সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আমানত পুনর্বিবেচনার জন্য আমানত সুরক্ষা বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আমানত সুরক্ষা বিভাগ প্রাপ্ত আবেদন ও প্রমাণাদি পর্যালোচনা করিয়া ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আমানতকারীকে উহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিশোধ নিষ্পত্তি করিবে।

২৫। **অ-দাবিকৃত সুরক্ষিত আমানত পরিশোধ।**—(১) সুরক্ষিত আমানত পরিশোধের পরও কোনো অ-দাবিকৃত সুরক্ষিত আমানত অবশিষ্ট থাকিলে, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, গণবিজ্ঞপ্তি, সরাসরি যোগাযোগ বা অন্য কোনো উপায়ে সংশ্লিষ্ট আমানতকারীগণকে উক্ত সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ এবং উহা উত্তোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(২) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আমানতকারীর আমানত এই আইনের অধীন সুরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর আমানত সুরক্ষা বিভাগ কোনো আমানতকারীর প্রতি উক্ত অ-দাবিকৃত সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে দায়বদ্ধ থাকিবে না।

২৬। **তহবিল হইতে ব্যয়িত অর্থের সমন্বয়।**—কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান অবসায়নের ক্ষেত্রে, এই আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে ব্যয়িত অর্থ, ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ এ উল্লিখিত দাবির অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী, অবসায়িত সদস্য প্রতিষ্ঠানের পরিসম্পদ হইতে সুরক্ষিত আমানতকারীগণের অধিকার হস্তান্তরের মাধ্যমে সমন্বয় করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জরিমানা ও আইনগত ব্যবস্থা

২৭। **প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থতার জরিমানা।**—(১) যদি কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, ধার্যকৃত প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, আমানত সুরক্ষা বিভাগ, উক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত চলতি হিসাব হইতে প্রাপ্য প্রিমিয়াম অর্থ কর্তন করিবে এবং উহা আমানত সুরক্ষা তহবিলের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা প্রদান করিবে।

(২) আমানত সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক, সদস্য প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা হইলে উক্ত বিলম্বিত সময়ের জন্য, প্রিমিয়ামের উপর স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (Standing lending Facility) বা অনুরূপ কোনো হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট সদস্য প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাবে নির্ধারিত তারিখে কর্তনযোগ্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকিলে আমানত সুরক্ষা বিভাগ কোনো নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, পরবর্তী যেকোনো সময়, জরিমানাসহ প্রাপ্য অর্থ কর্তন করিতে পারিবে।

(৪) কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান একাদিক্রমে ২ (দুই) ত্রৈমাসিকের প্রিমিয়াম নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে আমানত সুরক্ষা বিভাগ উক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত উক্ত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে ট্রাস্টি বোর্ড, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, আমানত গ্রহণ কার্যক্রম হইতে বিরত থাকিবার আদেশ জারি করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(৬) যদি কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠান পুনরায় নির্ধারিত সময়ে প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে ট্রাস্টি বোর্ড, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৮। **বিবিধ জরিমানা**।—(১) ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক এই আইন বাস্তবায়নে প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা ও নির্দেশনা পরিপালনে ব্যত্যয় ঘটিলে ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১০৯ এ বর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক এই আইন বাস্তবায়নে প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা ও নির্দেশনা পরিপালনে ব্যত্যয় ঘটিলে ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ হইতে ৬০ এ বর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২৯। **আইনগত সুরক্ষা**।—এই আইনের অধীন নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান বা পূর্বের কোনো সদস্য, আমানত সুরক্ষা বিভাগের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী অথবা নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য দায়ী থাকিবেন না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি মামলা বা প্রশাসনিক বা অন্যান্য আইনগত কার্যধারা দায়ের বা পরিচালনা করা যাইবে না, যদি না প্রমাণিত হয়, উক্ত কার্যধারা অসৎ উদ্দেশ্যে, অসাবধানতা বা গুরুতর গাফিলতির সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

৩০। **আমানত সুরক্ষা তহবিলের নিরীক্ষা**।—আমানত সুরক্ষা তহবিলের আর্থিক বিবরণী প্রতি অর্থ বৎসরে, ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষক দ্বারা অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনে, উক্ত সময় আরো ২ (দুই) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৩১। **নিরীক্ষিত প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যায়িত, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আমানত সুরক্ষা তহবিলের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণের ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে হইবে।

৩২। **বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে তথ্য বিনিময়।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীর আমানত সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক অর্থায়ন বা অর্থায়নের ব্যবস্থা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ পরিস্থিতির জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা, প্রস্তুতি গ্রহণ ও সম্ভাব্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য The Official Secrets Act, 1923 (Act No. XIX of 1923) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রাস্টি বোর্ড, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এই আইন ও বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৬৪ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৬, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩/১৬ জুলাই, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ মোতাবেক ১৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১০৪ নং আইন

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগকারীদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন রহিত করিয়া দেশের শীর্ষ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগকারীদেরকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন রহিত করিয়া দেশের শীর্ষ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন "ইনভেস্ট বাংলাদেশ আইন, ২০২৬" নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "অপারেটর" অর্থ শিল্পাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২) "অনুমোদিত শিল্প" অর্থ এ আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প;

(৩) "অবকাঠামো" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের এমন কোনো নূতন বা বিদ্যমান ভৌত বা অ-ভৌত পরিকাঠামো বা অবকাঠামো যাহার দ্বারা গণপণ্য বা গণসেবা বা উভয়ই সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৪) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ;

(৫) "ক্ষুদ্রাকার পিপিপি প্রকল্প" অর্থ গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী ক্ষুদ্রাকার পিপিপি প্রকল্পের শ্রেণিভুক্ত যে কোনো পিপিপি প্রকল্প;

(৬) "গণপণ্য" অর্থ এমন কোনো পণ্য যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় খাতের অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৭) "গণসেবা" অর্থ এমন কোনো সেবা যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৮) "গভর্নিং বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত গভর্নিং বোর্ড;

(৯) "গাইডলাইন" বা "নির্দেশিকা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত গাইডলাইন;

(১০) "চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা তদধীন কোনো দপ্তর বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর, বা কর্পোরেশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থানীয় সরকার, বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, বা কর্তৃপক্ষ;

(১১) "জিটুজি অংশীদারিত্ব" অর্থ বাংলাদেশ সরকার এবং অন্য কোনো দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত কোনো দ্বিপাক্ষিক কাঠামো চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক বা পারস্পারিক সহযোগিতার অধীন পিপিপি প্রকল্প বা অন্য কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন বা শিল্প প্রকল্প বা শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সরকারি সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এবং অন্য কোনো দেশের সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এর মধ্যে সম্পাদিত কোনো কোনো অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগ;

(১২) "ডেভেলপার" অর্থ শিল্পাঞ্চলে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(১৩) "তহবিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(১৪) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন, নীতি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত এবং অনুরূপ বিধি, প্রবিধান, গাইডলাইন বা নীতি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(১৫) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(১৬) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য;

(১৭) "নীতিমালা" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত নীতিমালা;

(১৮) "পিপিপি প্রকল্প" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের এমন কোনো প্রকল্প যাহা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত;

(১৯) "প্রকল্প" অর্থ এমন কোনো কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি বা উভয়ের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে নিম্নরূপ পরিকল্পনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যথা:

(ক) নূতন কোনো অবকাঠামো নির্মাণ বা পরিচালনা বা উভয় করিবার পরিকল্পনা;

(খ) বিদ্যমান কোনো অবকাঠামো বিনির্মাণ বা পরিচালনা বা উভয় করিবার পরিকল্পনা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত উভয় কর্মকাণ্ড করিবার পরিকল্পনা;

(ঘ) কোনো অবকাঠামোর সুবিধার সহিত সংযুক্ত নহে এমন সকল পণ্য বা সেবা সরবরাহ; বা

(ঙ) কোনো চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা আওতাধীন কোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, নির্ধারিত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত সম্পদের স্বল্প কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী লীজ মূলে হস্তান্তর বা ব্যবহারের অধিকার প্রদান করার পরিকল্পনা;

(২০) "প্রকল্প কোম্পানি" অর্থ ধারা ৪১ এর অধীন গঠিত কোনো কোম্পানি এবং উক্ত অর্থে বেসরকারি অংশীদারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) "প্রণোদনা" অর্থ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত বা ঘোষিত কোনো সাধারণ বা বিশেষ সুবিধা বা ভর্তুকি এবং উক্ত অর্থে পিপিপি খাতে ডেভেলপার/বিনিয়োগকারীকে আর্থিক ও নীতিগত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উক্ত প্রণোদনা বিনিয়োগকারী, ডেভেলপার, অপারেটর এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে;

(২২) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধিমালা;

(২৩) "বেসরকারি অংশীদার" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত চুক্তির অপর পক্ষ এবং উক্ত অর্থে প্রকল্প কোম্পানি বা উহার ইকুইটি সরবরাহকারী (Equity Provider) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৫) "বেসরকারি খাত" অর্থ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিংবা সরকারের জন্য সংরক্ষিত হিসাবে ঘোষিত নহে এইরূপ কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক খাত;

(২৬) "ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি এবং ইহাতে কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, কর্পোরেশন, ফার্ম, সমিতি, সংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) "মন্ত্রিসভা কমিটি" অর্থ Rules of Business, 1996 এর Rule 18 এর অধীন গঠিত Cabinet Committee on Economic Affairs;

(২৮) "শিল্প" (Industry) অর্থ মুনাফা অর্জন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত এমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা সংবিধিবদ্ধ উদ্যোগ, যেখানে প্রযুক্তি, শ্রম, মূলধন, মেধা সম্পদ বা যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে—

(ক) কোনো কাঁচামাল, বস্তু বা সামগ্রীর আদি অবস্থার রূপান্তর, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংযোজনের (Assembling) দ্বারা নতুন পণ্য উৎপাদন বা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি (Value Addition) করা হয়; অথবা

(খ) স্থায়ী বা মেধা সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা স্বীকৃত কোনো সেবা বা অবকাঠামোমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

(২৯) "শিল্প প্রকল্প" অর্থ এ আইনের ধারা ২ (২৮) এর অধীনে বর্ণিত শিল্পের অধীনে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নযোগ্য যে কোনো প্রকল্প;

(৩০) "সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ—

(ক) কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যাহা সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা তৎকর্তৃক স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত বা গঠিত কোনো কর্পোরেশন, ট্রাস্ট, বোর্ড, কোম্পানি; অথবা

(খ) অন্য যে কোনো প্রকারের প্রতিষ্ঠান যাহা সরকার হস্তান্তর করিবার অধিকারী; এবং

(গ) দফা (ক) এ উল্লিখিত শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং দফা (খ) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের বা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনো অংশ, স্বত্ব, স্বার্থ বা পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার অধিকারসহ অন্য যে কোনো অধিকারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩১) "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব" বা "পিপিপি" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং কোনো বেসরকারি অংশীদারের মধ্যে পিপিপি চুক্তির ব্যবস্থা যাহার অধীন—

(ক) উক্ত বেসরকারি অংশীদার কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন, গণপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, সরকারি কোন কার্য সম্পাদন, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষে সেবা প্রদান অথবা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা আওতাধীন কোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি/দায়িত্ব গ্রহণ করে;

(খ) বেসরকারি অংশীদার দফা (ক) এ বর্ণিত কর্মকাণ্ড করিবার ক্ষেত্রে—

(অ) সরকারি তহবিল হইতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, গণপণ্য, কার্য বা সেবার মূল্য গ্রহণ করে; বা

(আ) ক্রয়কারী ব্যবহারকারী বা সেবাগ্রহণকারীর নিকট হইতে তৎকর্তৃক (বেসরকারি অংশীদার) আদায়কৃত মাশুল/লেভি বা ফি গ্রহণ করে; বা

(ই) দফা (অ) এবং দফা (আ) এ উল্লিখিত গণপণ্য, কার্য বা সেবার মূল্য এবং মাশুল বা লেভি বা ফি সমন্বিতভাবে গ্রহণ করে; বা

(ঈ) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত পিপিপি চুক্তির ব্যবস্থার শর্তানুসারে ফি, রয়্যালটি, মাশুল, লাভের অংশ, রাজস্বের অংশ বা অন্য যেকোনো প্রকার অর্থ প্রদান করে; এবং

(গ) সরকার বা চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি অংশীদার উক্ত পিপিপি চুক্তিয় ব্যবস্থার শর্তানুসারে উভয়ে নিজ নিজ ভূমিকা, দায়িত্ব, ঝুঁকি ও সুবিধা বণ্টন করে;

(৩২) "শিল্পাঞ্চল" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোনো শিল্পাঞ্চল এবং এই আইন প্রবর্তনের পূর্বের সকল ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল, বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, ইত্যাদি

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে "ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) একজন চেয়ারম্যান ও ৭ (সাত) জন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে এবং তাহারা দৈনন্দিন কাজে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৫) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের পদমর্যাদা, চাকরির মেয়াদ, বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রাধান্য দিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে তাহাদের পদমর্যাদা, চাকরির মেয়াদ, বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য শর্তাবলি এমনভাবে নির্ধারিত হইবে যাহা যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিবার ও নিয়োজিত রাখিবার জন্য পর্যাপ্ত হয়।

(৬) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের যেকোনো সভা আহ্বান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং কমপক্ষে ৩ (তিন) জনের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে এবং সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, ক্ষেত্রমত, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠতম সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৮) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে উহার যেকোনো দায়িত্ব পালনের জন্য উহার যেকোনো সদস্য বা কর্মকর্তাকে ক্ষমতা ন্যস্ত করা যাইবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যালয়**।—কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় বা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করা যাইবে।

৬। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) **সাধারণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব**:

(ক) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, দেশে ও বিদেশে উহার প্রচার ও প্রসার, বিনিয়োগ উন্নয়নে নিয়োজিত দেশি, বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন;

(খ) দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ বিকাশের জন্য আর্থিক ও অ-আর্থিক সুযোগ, সুবিধা ও প্রণোদনার প্রস্তাব অনুমোদন;

(গ) বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, গাইডলাইন, নির্দেশিকা, আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure- SOP) প্রণয়ন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতপূর্বক উহা দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সহিত যোগাযোগ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) দেশি-বিদেশি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ উদ্যোগের অনুমোদন;

(ঙ) শিল্প-বিনিয়োগ পুঁজি গঠন ও ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ সহজলভ্যকরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদান;

(চ) পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

(ছ) শিল্প, শাখা অফিস, লিয়াজোঁ অফিস, প্রতিনিধি অফিস, প্রকল্প অফিস, বায়িং হাউসসহ সকল ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সমজাতীয় অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বিদেশি কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, কর্মচারী বা পরামর্শক নিয়োগের শর্তাবলি, কার্যপরিধি নির্ধারণ, ভিসা সুপারিশ ও কর্মানুমতি প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর, পর্যায়ক্রমিক স্থানীয় উৎপাদন, কারিগরি উত্তম চর্চা (Best Practices) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(জ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সরকারকে চুক্তিসমূহের খসড়া প্রণয়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান, অনাপত্তি প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) সকল প্রকার শিল্পের উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উহাদের তথ্য ভান্ডার স্থাপন।

(ঞ) সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা, শেয়ার, স্বত্ব বা সংশ্লিষ্ট অধিকার অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন এবং হস্তান্তর, বরাদ্দ, ইজারা, ভাড়া বা কৌশলগত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(২) **শিল্পাঞ্চল সংক্রান্ত দায়িত্ব:**

(ক) শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও উহার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত এলাকা, ভূমি, ভবন বা স্থান নির্বাচন, প্রয়োজনে, অধিগ্রহণ, বিভাজন, বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া প্রদান, এতদ্‌সংক্রান্ত শর্তাবলি নির্ধারণ এবং শিল্পাঞ্চল, শিল্প ইউনিট বা শিল্প প্রকল্প স্থাপনে ক্ষেত্রমত, সম্মতি বা অনুমোদন প্রদান;

(খ) অবকাঠামোসহ স্থানীয় সম্পদের প্রাপ্যতা, সড়ক ও যোগাযোগ সুবিধা, ভ্রমণ ও ব্যাংকিং সুবিধা এবং দক্ষ জনবলের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে গুচ্ছনীতির আলোকে ভূমির অধিকতর দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্তে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য উপযুক্ত এলাকা, ভূমি, ভবন বা স্থান নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণসহ সম্মতি বা অনুমোদন প্রদান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত শর্তাবলি নির্ধারণ;

(গ) নিজস্ব উদ্যোগে বা সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগে চিহ্নিত শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ ও বিভাজন এবং সরকারের পক্ষ হইতে অধিগ্রহণকৃত ভূমির দখল গ্রহণ;

(ঘ) নিজস্ব উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য চিহ্নিত শিল্পাঞ্চলে শিল্প ইউনিট, শিল্প প্রকল্প, ব্যবসায়িক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনপ্রার্থী বিনিয়োগকারীগণের নিকট প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভূমি, ভবন বা স্থান বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া প্রদান এবং ক্ষেত্রমত শিল্প ইউনিট বা শিল্প প্রকল্প স্থাপনে সম্মতি বা অনুমোদন প্রদান;

(ঙ) শিল্পাঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন, স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য ডেভেলপার বা ক্ষেত্রমত অপারেটর নিয়োগ;

(চ) শিল্পাঞ্চল ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(ছ) শিল্পাঞ্চল সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা বা জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিল্পাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে নিজস্ব ও শিল্পাঞ্চল ডেভেলপারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

(জ) শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণসহ, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও বিধি-বিধান পরিপালনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম উৎসাহিত ও নিশ্চিতকরণ এবং শ্রেণিভিত্তিক শিল্পের জন্য পৃথক শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করিয়া দূষণপ্রবণ বা অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তরের জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহকে উৎসাহিতকরণ;

(ঝ) শিল্পাঞ্চল পরিচালনার জন্য শিল্পাঞ্চল ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটসমূহের প্রয়োজনীয় সেবা যেমন- শিল্পাঞ্চলের ভূমি নির্বাচনের অনুমতি, শিল্পাঞ্চল ঘোষণা, ক্লিয়ারেন্সসমূহ, সার্টিফিকেটসমূহ, সার্টিফিকেট অব অরিজিন, পারমিট ফর রিপ্যাট্রিয়েশন অব ক্যাপিটাল এন্ড ডেভিডেন্ডস, রেসিডেন্ট ও নন রেসিডেন্ট ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, আমদানি ও রপ্তানি পারমিট, নির্মাণ পারমিটসহ যে কোনো প্রকারের আইনগত দলিল, ইত্যাদি এ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় অর্থনীতির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চলের অভ্যন্তরে ও বহির্ভূত স্থানে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প স্থাপন;

(ট) অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উৎপাদন ও সেবা খাতের পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের শিল্পনীতির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ;

(ঠ) শিল্পাঞ্চল হিসাবে ঘোষিত এলাকাসমূহকে শিল্পনগরী, কৃষিভিত্তিক শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে উন্নয়নক্রমে ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কেন্দ্রে রূপান্তর করিয়া প্রশিক্ষিত শ্রমিক ও দক্ষ সেবা প্রদান সহজলভ্যকরণ;

(ড) শিল্পাঞ্চলের অভ্যন্তরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গুচ্ছনীতির আলোকে এলাকা বিভাজনের মাধ্যমে অবকাঠামোসহ স্থানীয় সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ভূমির অধিকতর দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঢ) শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাহাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং মালিক ও শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রণীত আইন ও বিধানাবলি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ণ) নিজস্ব উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য শিল্পাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ত) শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন ও পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বকে উৎসাহিতকরণ।

(গ) **পিপিপি সংক্রান্ত দায়িত্ব:**

(ক) পিপিপি-সম্পর্কিত নীতিমালা, নির্দেশনা, গাইডলাইন ও কার্যপ্রণালিবিধি বা আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure- SOP) প্রণয়ন;

(খ) পিপিপি প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, প্রণোদনা, সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ বা সহায়ক সুবিধাদি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত প্রদান বা সুপারিশ করা;

(গ) পিপিপি প্রকল্প বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, সম্মতি প্রদান, প্রকল্প কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র দলিল প্রণয়ন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও নির্বাচিত দরদাতা অনুমোদন;

(ঘ) পিপিপি চুক্তির নমুনা প্রণয়ন, পিপিপি কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুমোদন ও স্বাক্ষর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তির সমাপ্তি অনুমোদন;

(ঙ) পিপিপি প্রকল্প পর্যালোচনা, অগ্রগতি মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(চ) পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা বা জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) পিপিপি প্রকল্পের জন্য পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ বা উভয়ের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্যানেল হইতে পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ।

(ঘ) **বিবিধ দায়িত্ব:**

(ক) এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন;

(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রণোদনা, ভাতা, ঋণ সুবিধাসহ কল্যাণমূলক অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং

(গ) সরকার বা গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত যেকোনো কার্য সম্পাদন।

তৃতীয় অধ্যায়

গভর্নিং বোর্ড, নির্বাহী পরিষদ, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো, ইত্যাদি

৭। **গভর্নিং বোর্ড।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি গভর্নিং বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রধানমন্ত্রী বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(গ) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(ঙ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(চ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(ছ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(জ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী;

(ঝ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব;

(ঞ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ট) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ঠ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ড) সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি খাতের ৪ (চার) জন প্রতিনিধি, তন্মধ্যে ২ (দুই) জন হইবে নারী প্রতিনিধি; এবং

(ণ) চেয়ারম্যান, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ড প্রয়োজনে যেকোনো ব্যক্তিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৮। **গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি**।—(১) গভর্নিং বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন ও উহার উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি প্রণয়নসহ শিল্পাঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়াদির দক্ষ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে তৎবিবেচনায় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(খ) বিনিয়োগ বিকাশ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত নীতি ও পথ-নক্শার অনুমোদন;

(গ) শিল্পাঞ্চল ও পিপিপি প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) বিনিয়োগ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সম্পৃক্ততা থাকিলে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ উহা বাস্তবায়ন করিবে।

৯। **গভর্নিং বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, গভর্নিং বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং বৎসরে অন্যূন দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে গভর্নিং বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) গভর্নিং বোর্ডের সকল সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গভর্নিং বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) গভর্নিং বোর্ড প্রয়োজনে, কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বোর্ডের সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তি সভায় মতামত প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

(৬) দুইটি গভর্নিং বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ে উদ্ভূত জরুরী বিষয়াদি কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নিং বোর্ডের সভাপতির আদেশের জন্য পেশ করা হইবে এবং এইরূপে অনুমোদিত বা গৃহীত সিদ্ধান্ত ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য গভর্নিং বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করা হইবে যাহা গভর্নিং বোর্ডের সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

১০। **কমিটি**।— (১) কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সদস্য সংখ্যা এবং উহার দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। **কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী**।— (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এলাকা বিভাজন, ইত্যাদি

১২। **শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেশের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর এলাকাসহ সম্ভাবনাময় সকল এলাকায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানী বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান এবং রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত যেকোনো শ্রেণির শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চল;

(খ) দেশি বা প্রবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী, গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক সংগঠন বা গ্রুপ কর্তৃক, একক বা যৌথভাবে, প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিল্পাঞ্চল;

(গ) সরকারি উদ্যোগ ও মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সরকারি শিল্পাঞ্চল;

(ঘ) একই ধরনের বিশেষায়িত কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য, বেসরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বা সরকারি উদ্যোগে, প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিল্পাঞ্চল;

(ঙ) সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এবং অন্য কোনো দেশের সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও প্রসারে যোগ্য কোনো শিল্প উদ্যোক্তা, কনসোর্টিয়াম, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি বা শিল্প গোষ্ঠী এর মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চল;

(চ) এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বা অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত শিল্পাঞ্চল;

(ছ) সরকার বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশের বা অন্য কোনো দেশের কোনো শিল্প উদ্যোক্তা, কনসোর্টিয়াম, জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি বা শিল্প গোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং "কাস্টমস আইন, ২০২৩" এর অধীনে বিশেষায়িত শুল্কমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষিত মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল।

১৩। **শিল্পাঞ্চলকে বিভিন্ন এলাকায় বিভাজন।**—(১) কর্তৃপক্ষ কোনো শিল্পাঞ্চলকে নিম্নবর্ণিত এলাকায় বিভাজন করিয়া মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করিবার জন্য আদেশ জারি করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Area);

(খ) দেশীয় বাজার চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Domestic Processing Area);

(গ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ওয়্যার হাউজ, অফিস বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য বাণিজ্যিক এলাকা (Commercial Area);

(ঘ) আবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির জন্য প্রক্রিয়াকরণমুক্ত এলাকা (Non-Processing Area);

(ঙ) সৌর, বায়ু, বায়োগ্যাস, হাইড্রোজেন এবং কম কার্বন নির্গমনকারী পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ শিল্প এলাকা (Renewable Energy & Green Industrial Area);

(চ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় অবকাঠামো, আশ্রয়কেন্দ্র ও জরুরি সেবা সুবিধার জন্য জলবায়ু সহনশীল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এলাকা (Climate Resilient & Disaster Management Area);

(ছ) ই-ওয়েস্ট, শিল্প বর্জ্য, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং ও সার্কুলার ইকোনোমি ভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং এলাকা (Waste Management & Recycling Area);

(জ) কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কোল্ড চেইন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি-প্রসেসিং ও খাদ্য নিরাপত্তা এলাকা (Agro-Processing & Food Security Area);

(ঝ) রেল, সড়ক, নৌ ও সম্ভাব্য এয়ার কার্গো সংযোগ সমন্বিত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ট্রান্সপোর্ট হাব ও মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি এলাকা (Transport Hub & Multimodal Connectivity Area);

(ঞ) সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, অফশোর এনার্জি ও উপকূলভিত্তিক শিল্পের জন্য নির্ধারিত ব্লু ইকোনোমি ও উপকূলীয় শিল্প এলাকা (Blue Economy & Coastal Industrial Area)।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত আদেশের ভিত্তিতে কোনো এলাকার জন্য মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত করা হইলে উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইলে উক্ত প্ল্যান অনুযায়ী বিভাজিত এলাকা উক্ত অঞ্চলের নির্ধারিত অংশ হইবে।

১৪। **জিটুজি অংশীদারিত্বে শিল্পাঞ্চল স্থাপন**।—(১) বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোনো দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বে শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত গৃহীত পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরকার, উক্ত পরিকল্পনার টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে প্রক্রিয়াকরণ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উল্লিখিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায় হইতে প্রস্তাব প্রণয়ন এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের পর্যায় না আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(৪) প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট যেকোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, আলোচনা ও দর কষাকষির মাধ্যমে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ জনস্বার্থ সংরক্ষণ হয় এইরূপ সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব প্রণয়ন করিবে।

(৫) প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি নির্ধারণ।—(১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, কোনো শিল্পাঞ্চলে বা শিল্পাঞ্চলের বাহিরে স্থাপিত নিবন্ধিত শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকারের শিল্পনীতিতে বিদ্যমান সংরক্ষিত শিল্প হিসাবে চিহ্নিত খাত ব্যতীত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ অন্য যেকোনো খাতের শিল্প, যেমন- কৃষি খামার, সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে বা শিল্পাঞ্চলের বাইরে স্থাপন করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিল্পাঞ্চল ঘোষণা, ভূমি অধিগ্রহণ, ডেভেলপার নিয়োগ, ইত্যাদি

১৬। **শিল্পাঞ্চল ঘোষণা।**—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভূমির সুনির্দিষ্ট বিবরণ উল্লেখ করিয়া, কোনো এলাকাকে শিল্পাঞ্চল হিসাবে নির্বাচন করিয়া কোনো সুনির্দিষ্ট নামে শিল্পাঞ্চল ঘোষণা এবং প্রয়োজনবোধে অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত শিল্পাঞ্চলের নাম পরিবর্তন, সংশোধন বা পুনঃনামকরণ করিতে পারিবে; এবং কর্তৃপক্ষ, শিল্পাঞ্চলের অধিক্ষেত্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত যেকোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন, সংশোধন, পুনঃনামকরণ বা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৭। **ভূমি অধিগ্রহণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন অথবা শিল্পাঞ্চলের অধিক্ষেত্রের বাহিরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে নিবন্ধিত অথবা পরবর্তীতে আবেদনক্রমে নিবন্ধিত কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য কোনো ভূমির প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উহা "স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭" এর অধীন অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অধিগ্রহণকৃত বা বরাদ্দকৃত ভূমি যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ বা বরাদ্দ করা হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উহা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের অতিরিক্ত বা অব্যবহৃত ভূমিতে শিল্পাঞ্চল বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা বরাদ্দের ক্ষেত্রে নতুন করিয়া ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইবে না; কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ভূমি চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির (CCEA) অনুমোদনক্রমে উহা উপযুক্ত শর্তে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগ।**— (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলে ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগ করিতে পারিবে এবং ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগের শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোনো দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বা অংশীদারিত্বে শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেভেলপার ও অপারেটর নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৯। **ভূমি, ভবন বা স্পেস বরাদ্দ, ভাড়া বা ইজারা প্রদান**।—কোনো শিল্পাঞ্চলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রকল্প বা উদ্যোগ, বাণিজ্যিক বা সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান বা অনুমোদিত অর্থনৈতিক পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি, ভবন, স্থান বা ভবনের স্পেস বরাদ্দ প্রদান করিবে অথবা ভাড়ার ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **অনুমোদন/নিবন্ধন, অনুমতিপত্র, বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া স্থগিত বা বাতিল**।—(১) কোনো অনুমোদিত শিল্প প্রকল্প, ডেভেলপার, অপারেটর, অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা অনুমোদন/নিবন্ধন পত্র, অনুমতিপত্র, বরাদ্দপত্র, ইজারা বা ভাড়ার কোনো আদেশ বা শর্ত ভঙ্গ করিলে, কর্তৃপক্ষ, উক্ত অনুমোদন, অনুমতিপত্র, বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কর্তৃপক্ষ কোনো ডেভেলপারকে প্রদত্ত অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যদি উক্ত ডেভেলপার—

(ক) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনে অসমর্থ হয়;

(খ) সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়;

(গ) অনুমতিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করে; অথবা

(ঘ) অনুমতিপত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা আর্থিক বা অন্য কোনো কারণে দক্ষতার সহিত প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়।

(৩) শিল্পাঞ্চল স্থাপনের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমি অথবা ইজারা বা ভাড়ায় গৃহীত ভবন বা স্পেস অনুমোদিত/নিবন্ধিত শিল্প, সংশ্লিষ্ট ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প বা অনুমোদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অনুমোদন/নিবন্ধন, অনুমতিপত্র, বরাদ্দ, ইজারা বা ভাড়া স্থগিত বা বাতিলকরণ, বকেয়া ইজারার অর্থ বা ভাড়া আদায়ের পদ্ধতি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশেষ সুবিধা ও প্রণোদনা, ইত্যাদি

২১। **শুল্ক সুবিধা**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য—

(ক) শিল্পাঞ্চলের অভ্যন্তরে অবস্থিত শিল্প প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান এর জন্য বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে এবং "কাস্টমস আইন, ২০২৩" (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবে; এবং

(খ) এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত শিল্পাঞ্চলের বহিস্থ নিবন্ধিত শিল্প প্রকল্প/প্রতিষ্ঠান এর জন্যও বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে এবং "কাস্টমস আইন, ২০২৩" (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবে।

২২। **প্রণোদনা ও সুবিধাদি**।—

(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, খাতভিত্তিক শিল্প প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিনিয়োগকারী, ডেভেলপার, অপারেটর ও পিপিপি প্রকল্পসমূহের জন্য আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তবে, উপধারা (১) এ যাহাকিছুই থাকুক না কেনো শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত শিল্প প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **সরকারি ওয়্যারহাউজ ঘোষণা**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার "কাস্টমস আইন, ২০২৩" ব্যতীত (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক কোনো শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজন বিবেচনায় উক্ত শিল্পাঞ্চলসহ বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল, প্যাকেজিং সামগ্রী, আধা-প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানি, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য উক্ত শিল্পাঞ্চল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোনো স্থানকে বা কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত যে কোনো শিল্প প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের জমিকে সরকারি ওয়্যারহাউজ ঘোষণা করিতে পারিবে।

২৪। **আমদানি ও রপ্তানি পদ্ধতি নির্ধারণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিল্পাঞ্চলের বাইরে কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানির জন্য আমদানি স্বত্বের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের নিকট গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও প্রয়োজন বিবেচনা যথাযথ প্রাপ্তিসাপেক্ষে উপযুক্ত বিবেচনায় যাহাতে উক্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানি করা যায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আমদানি অনুমতি (Import Permit) ছাড়পত্র প্রদান করিবে। রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় রপ্তানি অনুমতি (Export Permit) প্রদান করিবে।

(৩) শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের নিকট শিল্পাঞ্চলের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী যাহাতে উক্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী, কাঁচামাল ও মোড়ক-উপকরণ আমদানি করা যায় তজ্জন্য কর্তৃপক্ষ সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আমদানি অনুমতি (Import Permit) প্রদান করিবে। রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় রপ্তানি অনুমতি (Export permit) প্রদান করিবে।

২৫। **ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি**।—কর্তৃপক্ষ কোনো শিল্পাঞ্চলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো ব্যাংককে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। **কতিপয় আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শিল্পাঞ্চলের ডেভেলপার, অপারেটর বা উহাতে অবস্থিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প কে নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো আইনের সকল বা যেকোনো বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে, অথবা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, উক্ত সকল বা যেকোনো আইনের বিধানাবলি, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বিধৃত পরিবর্তন বা সংশোধন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) Municipal Taxation Act, 1881 (Act No. XI of 1881);

(খ) Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884);

(গ) Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1809);

(ঘ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947);

(ঙ) Building Construction Act, 1952 (E. B. Act No. II of 1953);

(চ) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭ নং আইন);

(ছ) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন);

(জ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন);

(ঝ) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(ঞ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(ট) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭নং আইন);

(ঠ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭ নং আইন);

(ড) বয়লার আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ৬ নং আইন);

(ঢ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);

(ণ) ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩১ নং আইন);

(ত) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো আইন।

২৭। **রয়্যালটি ও ফি।**—কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো রয়্যালটি বা কারিগরি জ্ঞান বা কারিগরি সহায়তা ফি, ফ্রাঞ্চাইজ ফি প্রদেয় হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রয়্যালটি বা ফি নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি বা ফি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বেসরকারি খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন, বাতিল, অনিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ, ইত্যাদি

২৮। বেসরকারি খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন, বাতিল, ইত্যাদি।—(১) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত যে কোনো বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রস্তাবিত শিল্প প্রকল্পের জন্য নিবন্ধন চাহিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট গাইডলাইনে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে। শিল্প প্রকল্পের নিবন্ধনের পদ্ধতি, শর্তাদি, নিবন্ধনপত্র সংশোধন এবং বাতিলের পদ্ধতি গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রস্তাবিত শিল্প প্রকল্প-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন নিবন্ধনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি নিবন্ধন করিবে এবং আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবে এবং উক্ত নিবন্ধনপত্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং উহাতে উৎপাদন শুরু করিবার সময়সীমা নির্ধারণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩)-এর অধীন কোনো শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনকালে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো বিষয়ে, প্রাসঙ্গিকতা সাপেক্ষে, উহার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করিবে, যথা:—

(ক) বৈদেশিক ঋণ, সরবরাহকারী ঋণ (Supplier's Credit) ও বিলম্বিত ঋণের পরিমাণ ও শর্তাবলি;

(খ) সরকার বা অন্য কোনো স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের বা সংস্থার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প এলাকায় জমি বরাদ্দ;

(গ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, নির্মাণ সামগ্রী ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়করণের সময়সীমা;

(ঘ) পরিবেশ, অগ্নিনিরাপত্তা, নির্মাণ, বয়লার, বিস্ফোরক, মাদক সম্পর্কিত ছাড়পত্র/সনদ প্রদান/নবায়নের সময়সীমা; এবং

(ঙ) ভিসা, কর্মানুমতি, কর্মানুমতির বিপরীতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের সময়সীমা;

(চ) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃপ্রণালির সংযোগ, টেলিযোগাযোগ স্থাপন এবং পানির সংযোগসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ইউটিলিটি সেবাসমূহ প্রদানের সময়সীমা;

(ছ) শিল্প, শিল্পাঞ্চল, পিপিপি প্রকল্প, শাখা, লিয়াজোঁ অফিস, প্রতিনিধি অফিস, প্রকল্প অফিস, এতদসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন/পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো ধরনের সেবা/নিবন্ধন/লাইসেন্স/অনুমতি/অনুমোদন/ছাড়পত্র/অনাপত্তি পত্র প্রদান অথবা নবায়নের সময়সীমা;

(৫) উপ-ধারা (৪)-এ বর্ণিত এতদসংশ্লিষ্ট যেকোনো ধরনের সেবা/নিবন্ধন/লাইসেন্স/অনুমতি/অনুমোদন/ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র প্রদান অথবা নবায়নের ক্ষেত্রে এই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সরকার বা আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুযায়ী উহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো সিদ্ধান্ত প্রেরণ করিলে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, দপ্তর বা কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৫) ও (৬)-এর অধীন এই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ বা অপারগ হইলে, এই কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, সংস্থা, দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে যথাযথ নির্দেশ বা সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে। উক্ত নির্দেশ বা সুপারিশ অনুযায়ী উপ-ধারা (৫) ও (৬) লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি, সংস্থা, দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, দপ্তর বা কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবে।

(৮) কোনো ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কোনো সুবিধা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রকল্প ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন না অথবা অনুমোদিত শিল্পের ধরন পরিবর্তন অথবা মালিকানার পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৯) অনুমোদিত শিল্প প্রকল্প "কোম্পানী আইন, ১৯৯৪" (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি হইলে উহার মূলধন ইস্যুকরণ ও শেয়ার বিক্রয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবে।

(১০) কোনো শিল্প প্রকল্প উহার অনুমোদনপত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন শুরু করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হইলে উহা দূরীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ যথাযথ সহায়তা প্রদান করিবে।

(১১) অনুমোদিত শিল্প প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সময় সময় প্রকল্প উদ্যোক্তার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য তলব করিতে পারিবে।

২৯। **অনিবন্ধিত শিল্প নিবন্ধীকরণ ও অনুমতি গ্রহণ**।—(১) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল বেসরকারি খাতে স্থাপিত সকল অনিবন্ধিত শিল্পকে গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) বিদেশে নিবন্ধিত বেসরকারি বাণিজ্যিক কোম্পানির বাংলাদেশ শাখা, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস, প্রকল্প অফিস স্থাপনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন নিবন্ধিত বা অনুমতিপ্রাপ্ত যেকোনো শিল্প উহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত আইনে নির্ধারিত সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবে।

(৪) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হইয়াছে বা বিদেশে নিবন্ধিত বেসরকারি বাণিজ্যিক কোম্পানির বাংলাদেশ শাখা, লিয়াজোঁ ও রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস, প্রকল্প অফিস স্থাপনের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, ইত্যাদি

৩০। **পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ**।— (১) কোনো চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর যেকোনো প্রকল্প অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাইরে যেকোনো প্রকল্প চিহ্নিতক্রমে উহা পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) গভর্নিং বোর্ড, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর যেকোনো প্রকল্প অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাইরের যেকোনো প্রকল্পকে পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিতে পারিবে;

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, পিপিপি কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জিটুজি পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৪) জিটুজি পিপিপি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে অথবা অন্যান্য পিপিপি প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রণীত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) দেশের সামাজিক অবকাঠামো খাতে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ক্ষুদ্রাকার পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত পিপিপি কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৬) এসকল পিপিপি প্রকল্পসমূহে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশীদারিত্ব, অর্থায়নের নানাবিধ উৎস এবং ফলপ্রদ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের বিষয়সমূহ নিশ্চিতকল্পে বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া, অর্থায়নের ধরন, অপারেশন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি বা গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

৩১। **পিপিপি প্রকল্প অনুমোদন।**— মন্ত্রিসভা কমিটি পিপিপি প্রকল্পের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করিবে, তবে ক্ষুদ্রাকার পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ গাইডলাইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্রকল্পের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করিতে পারিবে।

৩২। **জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প।**— (১) দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার বা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার বা জনসাধারণের বড় ধরনের কোনো দুর্ভোগ দ্রুত নিরসনের প্রয়োজনে কোনো চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে, যেকোনো প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) এই আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে, জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, নেগোসিয়েশন, ইত্যাদির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত কমিটির কর্মপরিধি, কার্যপদ্ধতি ও সভা অনুষ্ঠানসহ জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, নেগোসিয়েশন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৩। **পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ।**—সরকার পিপিপি প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থ ও সরকার প্রদত্ত গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কারিগরি সহায়তার বিপরীতে অর্থায়ন (Technical Assistance Financing);

(খ) আর্থিক সামর্থ্য ঘাটতির বিপরীতে অর্থায়ন (Viability Gap Financing);

(গ) প্রকল্প কোম্পানিতে ইকুইটি ক্রয় বা ঋণের বিপরীতে অর্থায়ন (Financing Against Equity and Loan);

(ঘ) পিপিপি প্রকল্পের সহিত সংযুক্ত কম্পোন্যান্ট বাস্তায়নের বিপরীতে অর্থায়ন (Financing Against Linked Component);

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থায়ন।

৩৪। **পিপিপি প্রকল্পে প্রণোদনা।**— পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার, গভর্নিং বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রণোদনা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৩৫। **চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**— (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বীয় খাতের যেকোনো অবকাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য বেসরকারি অংশীদারের সহিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পিপিপি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা আওতাধীন কোনো সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, নির্ধারিত আইনি কাঠামোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত সম্পদের স্বল্প কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী লীজ মূলে হস্তান্তর বা ব্যবহারের অধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বিষয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময় অন্তর, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যেকোনো প্রতিবেদন বা তথ্য-উপাত্ত যাচনা করিতে পারিবে এবং চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৬। **বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া।**—(১) মন্ত্রিসভা কমিটি বা ক্ষুদ্রাকার পিপিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নীতিগত অনুমোদন ব্যতীত কোনো চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্পের জন্য বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবে না।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ, প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন করিতে পারিবে।

৩৭। **অযাচিত প্রস্তাব (Unsolicited Proposal)।—** (১) যেকোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এতদসংশ্লিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় খাতের কোনো অবকাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান অবকাঠামো অবকাঠামো সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের ও পরিচালনার প্রস্তাব সংবলিত যেকোনো প্রকারের পিপিপি প্রকল্পের জন্য অযাচিত প্রস্তাব (Unsolicited Proposal) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে পারিবে।

(২) গাইডলাইন অনুসারে অযাচিত প্রস্তাব মূল্যায়ন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘‘অযাচিত প্রস্তাব (Unsolicited Proposal)” অর্থ কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে দাখিলকৃত কোনো লিখিত প্রস্তাব, যাহা সরকারের কোনো আনুষ্ঠানিক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত নয়।

৩৮। **নেগোসিয়েশন।—** পিপিপি চুক্তির যেই সকল শর্ত নেগোসিয়েশনের জন্য উন্মুক্ত নহে সেই সকল শর্ত ব্যতীত কেবল নেগোসিয়েশনযোগ্য শর্তাবলির বিষয়ে নেগোসিয়েশন করা যাইবে।

৩৯। **পিপিপি চুক্তি সম্পাদন ও উহার শর্তাবলি।—**(১) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বেসরকারি অংশীদারের সহিত, এই আইন, প্রবিধান ও সম্মত শর্তাবলি সাপেক্ষে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিবে।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচিত বেসরকারি অংশীদারের আইনগত সম্পর্ক, ঝুঁকির বণ্টন ও উহাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব পিপিপি চুক্তির শর্তাবলি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিধিকে সীমিত না করিয়া, পিপিপি চুক্তিতে নিম্ন-বর্ণিত যে কোনো বা সকল বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধান থাকিতে পারিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পের ধরন;

(খ) পিপিপি চুক্তির মেয়াদ;

(গ) গণপণ্য ও গণসেবা;

(ঘ) কারিগরি নমুনা ও প্রতিপালন মানদণ্ড;

(ঙ) পরিবেশগত ও নিরাপত্তা চাহিদা;

(চ) বাস্তবায়ন নির্দেশক এবং সমাপ্তির তারিখ;

(ছ) লেভী আদায়ের মাধ্যমে ব্যয় পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ও উহা সমন্বয়ের কৌশল;

(জ) নির্মাণ কার্য ও পরিচালনা অঙ্গীকারনামা;

(ঝ) বিমা;

(ঞ) স্বীকৃতি পরীক্ষা (**Acceptance Test**) ও পদ্ধতি;

(ট) পিপিপি চুক্তির পক্ষসমূহের অধিকার ও দায়িত্ব, ঝুঁকি বণ্টন;

(ঠ) সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণের ধরন ও পরিমাণ;

(ড) পিপিপি চুক্তি সমাপ্তিতে সম্পদ হস্তান্তর (যদি থাকে);

(ঢ) হস্তান্তর পরবর্তী নির্ভরপত্র এবং পদ্ধতি;

(ণ) প্রতিবেদন দাখিল;

(ত) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান কৌশল;

(থ) সম্পদের মালিকানা;

(দ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়কালীন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ;

(ধ) নিয়ন্ত্রণকারী আইন (**Governing Law**);

(ন) সালিশী ব্যবস্থা;

(প) প্রকল্প এলাকার উপর অধিকার;

(ফ) নিরাপত্তা স্বার্থ এবং

(ব) চুক্তি বাতিল সংক্রান্ত শর্তাদি।

(৪) পিপিপি চুক্তিতে এমন কোনো শর্তের সন্নিবেশ করা যাইবে না যাহা শ্রমিকদের মজুরির মান ও সাধারণ জনগণের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোনো বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

(৫) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পিপিপি চুক্তি পক্ষগণের সম্মত ভাষায় প্রণয়ন করা যাইবে।

(৬) পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৪০। গোপনীয়তা।— "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই অধ্যায়ের অধীন বেসরকারি অংশীদারের প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র প্রক্রিয়া ও নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া ও অনুমোদন সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ গোপনীয় হইবে, এবং আদালতের আদেশ বা পক্ষগণের সম্মতি ব্যতিরেকে, তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট উহা প্রকাশ করা যাইবে না।

৪১। **প্রকল্প কোম্পানি গঠন।**—(১) বেসরকারি অংশীদার চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হইবার পর, পিপিপি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা পরে, কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানি গঠন করিতে হইবে।

(২) পিপিপি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর, বেসরকারি অংশীদারের সকল দায়-দায়িত্ব ও অধিকার প্রকল্প কোম্পানির উপর অর্পিত হইবে।

(৩) প্রকল্প কোম্পানির সংঘস্মারক, সংঘবিধি ও উপ-আইন বা উহার নিয়ন্ত্রক দলিলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইলে, বেসরকারি অংশীদারকে উক্তরূপ পরিবর্তন সাধনের পূর্বে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪২। বিরোধ নিষ্পত্তি।—(১) পিপিপি চুক্তির বিধান প্রয়োগ বা ব্যাখ্যা বা উভয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ উদ্ভূত হইলে, পক্ষগণ কর্তৃক পিপিপি চুক্তির অধীন সম্মত নিম্নবর্ণিত উপায়ে উহা নিষ্পত্তি করিবে, যথা:—

(ক) চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে; বা

(খ) দফা (ক) এর অধীন বিরোধ মীমাংসা না হওয়ার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে; বা

(গ) দফা (খ) এর অধীন বিরোধ মীমাংসা না হওয়ার ক্ষেত্রে পিপিপি পক্ষগণের সালিশ (Arbitration) এর মাধ্যমে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তির দ্বারা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান গ্রহণ করা যাইবে এবং সালিশি ব্যবস্থা ঢাকায় হইবে; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মতির ভিত্তিতে অন্য কোনো দেশেও হইতে পারিবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পিপিপি চুক্তির বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধ উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ না করিয়া কোনো পক্ষ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৪) এই ধারার অধীনে সালিশি ব্যবস্থার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪৩। আপিল।— কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দরপত্রদাতা বা নির্বাচিত দরপত্রদাতা যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা দরপত্রদাতা বা নির্বাচিত দরপত্রদাতা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিষয়ে উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪৪। **দুর্নীতিমূলক অপরাধের মামলা।**—(১) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত জড়িত কোনো ব্যক্তি যদি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত প্রক্রিয়া পরিচালনা বা উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোনো দুর্নীতিমূলক কার্য, প্রতারণামূলক কার্য, চক্রান্তমূলক কার্য বা জবরদস্তিমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুর্নীতি বা ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ বা উভয়ের জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে দুর্নীতির মামলাসহ আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত চাকরি বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুর্নীতিমূলক কার্য, প্রতারণামূলককার্য, চক্রান্তমূলক কার্য বা জবরদস্তিমূলক কার্যের সহিত কোনো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণাসহ, ক্ষেত্রমত, উহার প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা পিপিপি চুক্তি বাতিল করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''দুর্নীতিমূলক কার্য'', ''প্রতারণামূলক কার্য'', ''জবরদস্তিমূলক কার্য'' ও ''চক্রান্তমূলক কার্য'' অভিব্যক্তিসমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধীন প্রণীত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১৪৯ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৪৫। **স্বার্থের সংঘাত।**—বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দরপত্র মূল্যায়নের সহিত জড়িত কোনো ব্যক্তির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো প্রকল্প বা সংযুক্ত প্রকল্পের সহিত জড়িত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত তাহার, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ প্রতীয়মান হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লইবেন; এবং যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে উহা ধারা ৪৫ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে 'চক্রান্তমূলক কার্য' বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''স্বার্থের সংঘাত'' বলিতে কোনো ব্যক্তি বা তাহার স্ত্রী বা স্বামী বা পুত্র বা কন্যার, কোনো প্রকল্প বা সংযুক্ত প্রকল্প বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার সহিত এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা স্বার্থকে বুঝাইবে, যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দরপত্র মূল্যায়নে প্রদেয় সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হইতে পারে বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪৬। লেভি আরোপ ও সমন্বয়।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গণপণ্য বা গণসেবা সরবরাহ করিবার বিনিময়ে পিপিপি চুক্তি অনুযায়ী লেভি আরোপ করিবার অধিকার বেসরকারি অংশীদার বা প্রকল্প কোম্পানির থাকিবে।

(২) পিপিপি চুক্তিতে লেভি নির্ধারণ এবং সমন্বয়ের পদ্ধতি ও সূত্র বিধৃত থাকিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''লেভি'' অর্থ গণপণ্য বা গণসেবা সরবরাহ করিবার বিনিময়ে পিপিপি চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্য অর্থ; এবং ট্যারিফ, টোল, ফি, বা চার্জও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪৭। গণপণ্য ও গণসেবা ব্যবহারকারীর অভিযোগ নিষ্পত্তি।—অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদকালে যে কোনো সময়, প্রকল্প কোম্পানি কর্তৃক গণপণ্য সরবরাহ বা গণসেবা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে উহার ব্যবহারকারীগণের দাবি বা অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইহাদের অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা বরাদ্দ প্রদান, ইত্যাদি

৪৮। **সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইহাদের অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার।**—(১) দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন ও সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ইহাদের অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা, শেয়ার ও স্বত্ব হস্তান্তর বা কৌশলগত বিক্রয় (Strategic Divestiture) এবং অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বিশেষ বা সাধারণ আদেশের মাধ্যমে উক্ত হস্তান্তর বা কৌশলগত বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(২) সরকার বরাদ্দযোগ্য সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদান বা কৌশলগত বিক্রয়ের লক্ষ্যে সামগ্রিকভাবে উক্ত শিল্প বা প্রতিষ্ঠান বা উহার অংশবিশেষ, মেশিনারি বা অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনার তালিকা করিবে, যাহাতে ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, আনুমানিক মূল্য এবং সম্পদ ও দায়-দেনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তালিকাভুক্ত কোনো সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও উহার অব্যবহৃত মেশিনারি, জমি বা স্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহার হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদান, বা কৌশলগত বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) দেশি-বিদেশি আগ্রহী বিনিয়োগকারীগণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উক্তরূপ সরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বরাদ্দ বা কৌশলগত বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অব্যবহৃত জমি লীজ গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোনো সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ইহার অব্যবহৃত জমি বা স্থাপনা বরাদ্দ, হস্তান্তর বা কৌশলগত বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কর্তৃপক্ষ কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাবে জমা রাখিবে, এবং উক্ত অর্থ হইতে সংশ্লিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের পূর্বের দায়-দেনা প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিশোধ করা হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য হস্তান্তর বা বরাদ্দ প্রদান বা কৌশলগত বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের প্রাপ্য ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত না হন সরকার সেই বিষয়ে প্রচলিত আইন ও এতদ্‌বিষয়ে অন্যান্য নীতি অনুসরণ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

৪৯। **চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গের কারণে দখল গ্রহণ বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে হস্তান্তর প্রত্যর্পণ।**—(১) কোনো সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হস্তান্তর বা বরাদ্দ গ্রহীতা চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে, উক্ত চুক্তিপত্র অনুসারে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির দখল গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজনবোধে, উক্ত চুক্তিপত্র এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিল বাতিলসহ আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ কোনো হস্তান্তর বা বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে দখলসহ উহার সকল ইউটিলিটি বিল পরিশোধ সাপেক্ষে, প্রতিষ্ঠানটি সরকারের অনুকূলে প্রত্যর্পণ করিবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পদের কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হইলে বিধি অনুযায়ী সরকার উহা সমন্বয়পূর্বক চুক্তির শর্তানুসারে হস্তান্তরগ্রহীতাকে উহার মূল্য পরিশোধ করিবে।

দশম অধ্যায়

সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম

৫০। **সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম (Single Digital Platform)।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিনিয়োগ ও ব্যবসা সংক্রান্ত সকল সেবা, অনুমোদন, লাইসেন্স, ছাড়পত্র ও পারমিটের নিরবচ্ছিন্ন, স্বচ্ছ ও কার্যকর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের প্রধান বা শাখা অফিসে সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থার ডেস্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় ক্ষমতাপ্রদান সাপেক্ষে উক্ত সংস্থার এক বা একাধিক কর্মচারীকে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থা বাধ্যতামূলকভাবে, কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সীমার মধ্যে উক্ত সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম- এর সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত ডিজিটাল প্লাটফর্মের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার (Cut-Off Timeline) মধ্যে বর্তমানে কার্যরত সকল পৃথক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল ও অন্যান্য সেবা প্রদান প্ল্যাটফর্মসমূহ ধাপে ধাপে সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম-এ একীভূত (Integrate) বা স্থানান্তর (Migrate) করিতে হইবে এবং উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোনো সংস্থা নিজস্ব পৃথক পোর্টালের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৪) সিঙ্গেল ডিজিটাল প্লাটফর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে আদেশ জারি করিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়

পরিদর্শন, তদন্ত, বিশেষাধিকার, ইত্যাদি

৫১। **পরিদর্শন, তদন্ত, শিল্প সংস্কার, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান—

(ক) কোনো প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন করিতে পারিবে; এবং

(খ) যেকোনো সরকারি ও বেসরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া উহা পরিদর্শন করিতে বা উহাতে কোনো তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রবেশ, পরির্দশন, তদন্তের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন পরিদর্শন, তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা অন্যবিধ উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটিতে জনস্বার্থে কোনো সংস্কার আনয়ন প্রয়োজন মনে করিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথ নির্দেশ দিতে পারিবে।

৫২। **কর্তৃপক্ষের বিশেষ অধিকার**।—কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত বিশেষ অধিকার থাকিবে, যথা:—

(ক) শিল্পাঞ্চলে স্থাপিত কোনো কোম্পানি, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা প্রকল্প-কোম্পানির নিকট কর্তৃপক্ষের কোনো পাওনা, মূল্য, বকেয়া, ফি, সার্ভিস চার্জ, ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতির অর্থ অনাদায়ী থাকিলে, উহা উক্ত কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা প্রকল্প-কোম্পানির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে, এবং উক্ত পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মালিক, পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত পাওনা The Public Demands Recovery Act, 1913 (No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করিতে পারিবে;

(খ) কোনো মালিক, শ্রমিক, কর্মচারী, নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট বা লক-আউট সৃষ্টিকারী কোনো কার্য বা প্ররোচনার সহিত জড়িত থাকিলে, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এ কারণে কর্তৃপক্ষ কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না;

(গ) কর্তৃপক্ষের বকেয়া পাওনা, অন্যান্য পাওনা বা দায়-দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল অথবা অন্য কোনো পণ্য অপসারণ করিয়া গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্ধারিত হারে বা কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়নপূর্বক অন্য কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) পূর্বোক্ত উপধারা (ক) এবং (খ) এ বর্ণিত কার্যক্রমের পরও কর্তৃপক্ষের পাওনা বকেয়া থাকিলে উক্ত পাওনা The Public Demands Recovery Act, 1913 (No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

তহবিল, বাজেট, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা, প্রতিবেদন, ইত্যাদি

৫৩। **তহবিল**।—(১) "ইনভেস্ট বাংলাদেশ তহবিল" নামে কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, ঋণ বা অন্য কোনো অর্থ;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা অর্থ;

(গ) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, দেশীয় বা বিদেশি উৎস হইতে গৃহীত ঋণ, অনুদান বা আর্থিক সহায়তা;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ অন্য কোনো এলাকা, ভূমি, প্লট, ভবন বা ভবনের স্পেস বরাদ্দ, ইজারা, ভাড়া বা ব্যবহারের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, অনুমতি, নিবন্ধন, ছাড়পত্র, প্রকল্প উন্নয়ন, পরামর্শ, সহায়তা বা অন্য কোনো কার্যক্রমের বিপরীতে প্রাপ্ত ফি, সার্ভিস চার্জ, প্রকল্প উন্নয়ন ফি, সাকসেস (Succession) ফি বা অন্য কোনো চার্জ;

(চ) সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব, যৌথ উদ্যোগ, ডেভেলপার নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অন্য কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে প্রাপ্ত মুনাফা, আয় বা অর্থ;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ব্যাতীত তহবিলের অন্যান্য অর্থ সরকার অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা, উত্তোলন ও ব্যয় করা যাইবে।

(৩) তহবিল হইতে কর্তৃপক্ষের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর তহবিলে কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে, উক্ত অর্থ কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা থাকিবে এবং পরবর্তী কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ, গভর্নিং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, তহবিলের অর্থ দ্বারা ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র ও নির্দিষ্ট মেয়াদী আমানত (FDR) ক্রয় করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ''তফসিলি ব্যাংক'' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2 এর Clause (j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।

৫৪। **বাজেট।**—কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে, তবে কর্তৃপক্ষ এর পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে।

৫৫। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপে নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়াগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব অথবা কর্তৃপক্ষের যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) নিরীক্ষক তৎকর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব সম্পর্কে সরকারের নিকট লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে—

(ক) নিরীক্ষকের বিবেচনায় বিভিন্ন হিসাব বহি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছিল কি না;

(খ) উহাতে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়াছিল কি না;

(গ) যদি কোনো ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যা চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সরবরাহ করা হইয়াছিল কি না; এবং

(ঘ) উহা সন্তোষজনক ছিল কি না।

(৬) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার—

(ক) সরকার এবং গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষ কী কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল তৎসম্পর্কে অথবা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতির যথার্থতা সম্পর্কে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য নিরীক্ষকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) যে কোনো সময় নিরীক্ষার পরিধি বর্ধিত করিতে পারিবে;

(গ) নিরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অথবা নিরীক্ষকের বিবেচনায় জনস্বার্থে অন্য কোনো বিষয় পরীক্ষা করা প্রয়োজন হইলে উক্তরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য নির্দেশনা দিতে পারিবে।

৫৬। **প্রতিবেদন।**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার যেকোনো বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৭। **ঋণ গ্রহণ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ও কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য, কর্তৃপক্ষ, গভর্নিং বোর্ডের সুপারিশক্রমে এবং সরকারে অনুমোদনক্রমে, কোনো ব্যাংক, ঋণপ্রদানকারী সংস্থা বা অন্য কোনো দেশি বা বিদেশি উৎস হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ঋণ প্রযোজ্য শর্তাবলি অনুসারে পরিশোধের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রম আইন, শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা

৫৮। **শ্রম আইন, শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা।**— (১) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর বিধানাবলি, শিল্পাঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহকারে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো অনুমতিপত্র, বরাদ্দপত্র, ইজারা, ডেভেলপার চুক্তি, পিপিপি চুক্তি বা অন্য কোনো চুক্তিতে এমন কোনো শর্ত সন্নিবেশ করা যাইবে না, যাহা শ্রমিকদের মজুরির মান, শ্রমিক অধিকার, সাধারণ জনগণের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের কোনো বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিবিধ

৫৯। **শিল্পাঞ্চল বা শিল্প প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর গ্রহণ ও প্রদান।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প এলাকার উন্নয়ন, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হইলে, সরকার, গভর্নিং বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প এলাকা, পারস্পরিক সম্মত শর্তে কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে, অনরূপভাবে কর্তৃপক্ষের কোনো শিল্পাঞ্চল কিংবা উহাতে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অপর কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট উহার উন্নয়ন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে।

৬০। **কোম্পানি গঠনের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের অধীন গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

৬১। গবেষক, পরামর্শক ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ।—(১) কর্তৃপক্ষ, উহার কর্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য গবেষক, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, নিরীক্ষক ও প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের গবেষক, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ ও নিরীক্ষকদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই আইন, ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, নিরীক্ষকগণ এবং চুক্তির বিধানাবলি সাপেক্ষে প্যানেল আইনজীবীগণ নির্বাহী চেয়ারম্যানের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৬২। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬৩। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থ, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন), বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা কার্যকর থাকিবে এবং যদি সাংঘর্ষিকতা দেখা যায় তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৬৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের সহিত সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন), বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা কার্যকর থাকিবে এবং যদি সাংঘর্ষিকতা দেখা যায় তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৬৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন), বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন), এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল এবং উহাদের অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিলুপ্ত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত আইনসমূহের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো কার্যক্রম চলমান থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলুপ্ত কর্তৃপক্ষসমূহের—

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত এবং উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহা নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে নিয়োজিত থাকিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারী সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, তাহারা সরাসরি সরকারি কর্মচারী হিসাবে বহাল থাকিবেন, এবং তাহাদের মধ্যে যে সকল কর্মচারী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পেনশন সুবিধার আওতায় ছিলো তাহাদের জন্য পেনশন বিধিমালা কার্যকর থাকিবে।

৬৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ৪১ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনামের সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামে উল্লিখিত "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অর্থের সর্বোত্তম মূল্য, দক্ষতা, নৈতিকতা, গুণগতমান ও টেকসই ক্রয়" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অর্থের সর্বোত্তম মূল্য, দক্ষতা, নৈতিকতা, গুণগতমান ও টেকসই ক্রয়" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৯) এ উল্লিখিত "নিয়মিত" শব্দের পরিবর্তে "নিগমিত (incorporated)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (৯) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৯ক) ও (৯খ) সন্নিবেশিত হইবে; যথা:—

"(৯ক) "ক্রয় কৌশল (procurement strategy)" অর্থ ক্রয় কাজে সর্বোত্তম অর্থমূল্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং চুক্তি বাস্তবায়নে প্রকল্প ধারণা, কর্মপরিবেশ, অংশীজন এবং বাজার ও বিকল্প বিশ্লেষণ, টেকসইতা (sustainability), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদির আলোকে গৃহীত কৌশল ও পদ্ধতি;

(৯খ) "টেকসই সরকারি ক্রয় (sustainable public procurement)" অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যাহা টেকসই সরকারি ক্রয় চাহিদা, কারিগরি বিনির্দেশ এবং মানদণ্ডগুলিকে একীভূত করিবে এবং যাহা সম্পদের কার্যকারিতা, পণ্যের মান ও সেবার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয় সমন্বয় করিবার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমর্থন করিবে;";

(গ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) সন্নিবেশিত হইবে; যথা:—

"(১৪ক) "নিষ্পত্তি (disposal)" অর্থ বিক্রয়, নিলাম বা এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালায় বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ক্রয়কারী কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির অপনয়ন বা হস্তান্তর;";

(ঘ) দফা (২১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২১) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা:—

"(২১) "ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট" অর্থ পণ্য, কার্য বা সেবার মূল্য এবং ক্ষেত্রমত, পরিমাণ বা অনুমিত পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তাধীন কোন পণ্য, সাধারণ কার্য, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের জন্য এক বা একাধিক ক্রয়কারীর সহিত এক বা একাধিক দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের সহিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত এগ্রিমেন্ট;";

(ঙ) দফা (২১) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (২১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২১ক) "বিপিপিএ" অর্থ বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি (বিপিপিএ);";

(চ) দফা (২৩) এ "সংঘ" শব্দের পর "বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ও" শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ছ) দফা (৩৭) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৮) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩৮) "সেবা প্রদানকারী" অর্থ এই আইনের অধীন ভৌত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সহিত চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, বিদেশে অবস্থিত দূতাবাস, মিশন বা অনুরূপ দপ্তরসমূহে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান বা আন্তর্জাতিকভাবে সুবিদিত কোন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "ক্রয় পরিকল্পনা" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্রয় কৌশল ও ক্রয় পরিকল্পনা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সরকার কর্তৃক অনুমোদিত" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্রয় কৌশল অনুসরণে প্রণীত ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী ক্রয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র, কোটেশন বা প্রস্তাব আহ্বানের জন্য দলিল প্রস্তুত করিবার সময়, ক্রয়ের উদ্দেশ্যের আবশ্যকীয় উপাদানের পাশাপাশি টেকসই ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া, অর্থের সর্বোত্তম উপযোগিতা নিশ্চিতকল্পে, বিপিপিএ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত আদর্শ দলিল ব্যবহার করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোনো ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয়ের ধরনের আলোকে বিপিপিএ কর্তৃক আদর্শ দলিল প্রকাশিত না হইলে ক্রয়কারী উন্নয়ন সহযোগী বা আন্তর্জাতিকভাবে সুবিদিত কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত আদর্শ দলিল বিপিপিএ-এর পূর্বানুমোদনক্রমে, ব্যবহার করিতে পারিবে।"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) দফা (খ) এ উল্লিখিত "পণ্য ও কার্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্য, কার্য, এবং ভৌত সেবা" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "সেবা" শব্দের পরিবর্তে "বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা" শব্দগুলি এবং "কি" শব্দের পরিবর্তে "কী" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী, দরপত্রদাতাগণের মধ্যে পক্ষপাতহীন ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য, কার্য, এবং ভৌত সেবার কারিগরি বিনির্দেশ ও বর্ণনা প্রস্তুত করিবার সময় উহার প্রত্যাশিত কার্যসম্পাদন যোগ্যতার স্তর, বৈশিষ্ট্য, মান, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টেকসই ক্রয়ের উপাদান সম্পর্কে সঠিক ও পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করিবেন এবং সেইমত পণ্য, কার্য, এবং ভৌত সেবা ক্রয় নিশ্চিত করিবে; তবে উহা যেন সীমাবদ্ধকর না হয় উহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।"।

১০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৬। **টেকসই ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়।**—(১) সরকার টেকসই ক্রয়ের স্বার্থে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(২) কোন ক্রয়কারী ক্রয় সংক্রান্ত দলিলে ক্রয়ের আর্থিক উদ্দেশ্যসাধন ব্যাহত করে বা পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন বিষয়াদি এবং শ্রমিকদের মজুরি ও তৎসংশ্লিষ্ট সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন বিধানের সহিত অসংগতিপূর্ণ কোন শর্ত অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না।"।

১১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১ক) বিলুপ্ত হইবে।

১২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) ক্রয়কারী নির্ধারিত ফরমে উহার নোটিশ বোর্ডে অথবা নিজস্ব ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করিবে এবং নির্ধারিত মূল্যসীমার উর্ধ্বের চুক্তির ক্ষেত্রে কৃতকার্য দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের মালিকানা-সংক্রান্ত তথ্যাদি (beneficial ownership)-সহ চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত তথ্য বিপিপিএ-এর ওয়েবসাইট বা ওয়েব-পোর্টালে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিবে।"।

১৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "উল্লেখ করিবে" শব্দগুলির পর ":" চিহ্নের পরিবর্তে "।" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর উল্লিখিত শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

১৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "পণ্য বা কার্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা" শব্দগুলির পরিবর্তে "পণ্য, কার্য, ভৌতসেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩১। **পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা, ইত্যাদি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ।**—(১) ক্রয়কারী পণ্য, সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালনপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করিবে, যথা:—

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাক-যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) দরপত্রদাতাগণকে বৈষম্যহীন ও সম-শর্তাধীনে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদান;

(গ) ধারা ৪০ এ বর্ণিত বিধান অনুসরণে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান;

(ঘ) দরপত্র দাখিলের জন্য এবং পণ্য সরবরাহ, কার্য সম্পাদনের বা ভৌত সেবা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম সময় প্রদান;

(ঙ) সর্বনিম্ন মূল্যায়িত রেসপনসিভ দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি সম্পাদন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য (significantly low price) উদ্ধৃত করা হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত নিম্নদর মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।"।

১৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "পণ্য, কার্য" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পণ্য, কার্য, ভৌত সেবা" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ক) এর উপ-দফা (ই) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ই) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ই) বিধি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যসীমা সাপেক্ষে, তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী, ঠিকাদার, বা সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পণ্য, কার্য, বা ভৌতসেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (অ) এবং (আ) এর ক্ষেত্রে কোন মূল্যসীমা প্রযোজ্য হইবে না এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীদেরকে দরপত্র দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে এবং দফা (ই) এর অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শতকরা হারের অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;";

(ই) দফা (খ) এর উপ-দফা (অ)-তে উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(ঈ) দফা (খ) এর উপ-দফা (ই)-তে উল্লিখিত "বা ঠিকাদারের" শব্দগুলির পরিবর্তে ", ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) দফা (গগ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গগ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গগ) দফা (গ) এ উল্লিখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য না হইলে, কারিগরি মূল্যায়নে কৃতকার্য দরদাতাগণের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতার সহিত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হইতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম মূল্য (significantly low price) উদ্ধৃত করা হইলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত নিম্নদর মূল্যায়ন করিতে হইবে;";

(ঊ) দফা (ঘ) এর উপ-দফা (অ)-তে উল্লিখিত "পণ্য" শব্দের পর, "সাধারণ কার্য" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঋ) দফা (ঘ) এর উপ-দফা (ই) এর প্রান্তস্থিত এর "।" চিহ্নের পরিবর্তে ";" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিপরীত নিলাম (reverse auction) পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিপরীত নিলাম একটি সংগ্রহ পদ্ধতি যেখানে একজন ক্রয়কারী একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার জন্য একটি দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করিবে এবং এই নিলাম বিন্যাসে, সম্ভাব্য সরবরাহকারীরা তখন প্রকৃত সময়ে (real time) ক্রমান্বয়ে কম দামে দরপত্র জমা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে।"।

১৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "কার্য," শব্দ ও কমার পর "ভৌত সেবা," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে এবং "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

১৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "কার্য," শব্দ ও কমার পর "ভৌত সেবা," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪)-এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) কারিগরি কারণে পণ্য, কার্য বা ভৌত সেবা সরবরাহের জন্য কেবল একজন দরপত্রদাতা থাকিলে বা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, মূল সরবরাহকারী কর্তৃক পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহ বা মূল ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন বা মূল সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অতিরিক্ত ভৌত সেবা সম্পাদন বা মূল সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের মাধ্যমে বর্ধিত সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।"।

১৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৬ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৩৬। **ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট**।—(১) নিয়মিত আবশ্যক সচরাচর ব্যবহৃত পণ্য বা সম্পাদিতব্য সাধারণ কার্য বা আবর্তক কোনো ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের প্রয়োজনে, ক্রয়কারী এক বা একাধিক দরপত্রদাতা বা পরামর্শকের সহিত প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ক্রয়কার্য নির্বাহ করিবে।

(২) কোনো ক্রয়কারী, অন্য কোনো ক্রয়কারী কর্তৃক উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উপায়ে ইতোমধ্যে সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় একই ধরনের পণ্য, সাধারণ কার্য, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, উক্ত সম্পাদিত এগ্রিমেন্টের আওতায় ক্রয় সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ক্রয়কারী ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের আওতায় কোনো পণ্য, সাধারণ কার্য, ভৌত সেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলি ও আদর্শ দলিল, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, ব্যবহার করিবে।"।

২০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত "।" চিহ্নের পরিবর্তে ":" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন সরকারের নিজস্ব অর্থে তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবা (IT services) ক্রয়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রস্তাব আহ্বান করা অপরিহার্য হইলে, দেশীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে যৌথ উদ্যোগের (joint venture) অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।"।

২১। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (৫)-এ উল্লিখিত "বিজ্ঞাপন" শব্দের পর "উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসেবে" শব্দগুলি এবং "প্রকাশনায়," শব্দ ও কমার পর "বা ওয়েবসাইটে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "সংশ্লিষ্ট সেবা," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত মূল্যসীমা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(গ) দফা (খ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভৌত সেবার দরপত্র মূল্যায়নে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার সঙ্গে ক্রয়তব্য (object of procurement) সেবার কারিগরি, আর্থিক, কর্ম সম্পাদন পরিকল্পনা, ইত্যাদির বিষয়ে নেগোসিয়েশন করিতে পারিবে।"।

২৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ন্যূনতম ৪ (চার) ও সর্বোচ্চ ৭ (সাত) জন আবেদনকারীকে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "বিধি দ্বারা বর্ণিত পন্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "Government Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1985 এর rule 3(b) এবং 3(d)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, কমা ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, কমা ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন ই-জিপি পোর্টালে প্রক্রিয়াযোগ্য সকল সরকারি ক্রয় ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, ইলেকট্রনিক পরিচালন পদ্ধতিতে কোনো ক্রয়কারী ক্রয় প্রক্রিয়াকরণে অসমর্থ হইলে বিপিপিএ-এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সকল ক্রয় পরিকল্পনা আবশ্যিকভাবে ই-জিপি পোর্টালে প্রকাশ করতে হইবে।"।

২৯। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এ উল্লিখিত "জারীকৃত নির্দেশনা ও নমুনা চুক্তিপত্র" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রণীত আইন, বিধি ও অপরাপর নির্দেশনা" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৭ এর বিলুপ্তি।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ বিলুপ্ত হইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৬ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত অধ্যাদেশের এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃতীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ৪, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩/০৪ মে, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩ মোতাবেক ০৪ মে, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯৩ নং আইন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৬) এর প্রান্তস্থিত“,” কমা চিহ্নের পরিবর্তে “।” দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd
(১৭৪১৫)
মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মে ৪, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩/০৪ মে, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২১ বৈশাখ, ১৪৩৩ মোতাবেক ০৪ মে, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯৪ নং আইন

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ১২ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর—

(ক) দফা (ঙ) এর প্রান্তস্থিত ";" সেমিকোলন চিহ্নের পর "বা" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (চ) এ উল্লিখিত "; বা" সেমিকোলন চিহ্ন ও শব্দের পরিবর্তে "।" দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (ছ) বিলুপ্ত হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(১৭৪১৭)
মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৮৮ নং আইন

তফসিলি ব্যাংক সম্পর্কিত রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু তফসিলি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ অন্য যেকোনো ঝুঁকির সময়োপযোগী সমাধান, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং উহার সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে ব্যাংক রেজল্যুশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ব্যাংক রেজল্যুশন আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের নিমিত্ত প্রযোজ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত যেকোনো শর্ত সাপেক্ষে, এই আইন রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সহিত সম্পর্কিত ব্যাংকিং গ্রুপ বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন যেকোনো সত্তা (Entity), হোল্ডিং কোম্পানি, অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নন-রেগুলেটেড অপারেশনাল এন্টিটি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) সেবা, কার্যক্রম বা পরিচালনের ভিত্তিতে তফসিলি ব্যাংকের ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট সত্তা, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি হইলে;

(খ) তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতা সার্বিকভাবে হোল্ডিং কোম্পানি বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের স্থায়িত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ হইলে;

(গ) ধারা ৯ অনুযায়ী রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রেজল্যুশন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলে; অথবা

(ঘ) ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংক ধারা ১৪-তে নির্ধারিত রেজল্যুশন সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করিলে।

(৪) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **তফসিলি ব্যাংকের সহিত সম্পর্কিত ব্যাংকিং গ্রুপ বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন সত্তা, হোল্ডিং কোম্পানি, ইত্যাদির উপর এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোনো কোম্পানি বা সত্তা বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কোম্পানি বা সত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে এই আইনের অধীন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিবে এবং গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিলি ব্যাংক সম্পর্কে যেকোনো ধরনের রেফারেন্স ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সত্তা বা কোম্পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৩। **সংজ্ঞা**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"অকার্যকর (non-viable)"** অর্থ ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তফসিলি ব্যাংকের কোনো অবস্থা;

(২) **"অবসায়ন"** অর্থ সম্পদ বিক্রয় করিয়া নগদে পরিণত করা এবং মার্কেট হইতে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করা;

(৩) **"অবসায়ন আদেশ"** অর্থ ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ;

(৪) **"আমানত সুরক্ষা তহবিল"** অর্থ আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ উল্লিখিত তহবিল;

(৫) **"আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা (Prompt Corrective Action Framework)"** অর্থ এইরূপ কোনো ব্যবস্থা, যাহা কোনো তফসিলি ব্যাংক এবং উহার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যাংকের অবনতিশীল আর্থিক ও পরিচালনগত অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, জারকৃত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করে;

(৬) **"ইসলামি ব্যাংক"** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী তফসিলি ব্যাংক;

(৭) **"উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৪খ-তে সংজ্ঞায়িত শেয়ার ধারক;

(৮) **"কমন ইকুইটি টিয়ার ১ মূলধন উপাদান, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ও টিয়ার ২ মূলধন উপাদান"** অর্থ এইরূপ কোনো মূলধন উপাদান, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, স্থানীয় তফসিলি ব্যাংক ও বিদেশি তফসিলি ব্যাংক উভয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়;

(৯) "**কাউন্সিল**" ধারা ৩৯ এর অধীন গঠিত ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল;

(১০) **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ)-তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানি;

(১১) **"গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (critical functions)"** অর্থ তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের জন্য এবং তাহার পক্ষে তফসিলি ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি, যেখানে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আকার অথবা মার্কেট শেয়ার, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আন্তঃসংযুক্ততা, জটিলতা অথবা তফসিলি ব্যাংকের আন্তঃসীমান্ত কার্যক্রমের কারণে এইরূপ কোনো কার্যাবলি সম্পাদনে ব্যর্থতা ঘটিলে বাস্তব অর্থনীতির (real economy) কার্যকারিতা অথবা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার জন্য অপরিহার্য ব্যাংকিং পরিষেবাসমূহের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে;

(১২) **"জামানত মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৯ক-তে সংজ্ঞায়িত সত্তা;

(১৩) **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j)-তে সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক;

(১৪) **"দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রম (Hierarchy of claims)"** অর্থ ধারা ৪৯-তে উল্লিখিত দাবিসমূহ পরিশোধের অগ্রাধিকারের ক্রম;

(১৫) **"দায়ী ব্যক্তি"** অর্থ ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি;

(১৬) **"দেউলিয়া"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২৪২ এবং/অথবা ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬৫ এর উপ-ধারা (৪) উল্লিখিত কোনো পরিস্থিতি;

(১৭) **"নন-রেগুলেটেড অপারেশনাল এন্টিটি"** অর্থ এইরূপ কোনো সত্তা যাহা ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর আওতা বহির্ভূত থাকিয়া ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের মধ্যে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা, যেমন-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ মূল্যায়ন, হিসাবরক্ষণ, মানবসম্পদ সহায়তা, ট্রেজারি সার্ভিসেস, আইটি লেনদেন প্রক্রিয়া, আইনি পরিষেবা ও প্রতিপালন, ইত্যাদি প্রদান করে;

(১৮) **"নিয়ন্ত্রণ"** অর্থে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (ছছ)-তে উল্লিখিত কার্যক্রমসহ কোনো ব্যাংক বা আইনি সত্তার আর্থিক ও পরিচালনগত নীতি সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৯) **"নেটিং"** অর্থ কোনো চুক্তির পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত দায়-দেনা সমন্বয় করিবার পর নিট দাবি বা বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ;

(২০) **"সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংক"** অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংক যাহার আকার, আন্তঃসংযুক্ততা, প্রতিস্থাপনযোগ্যতার অভাব, জটিলতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো মানদণ্ডের কারণে যাহার ব্যর্থতা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে অথবা ফেলিতে পারে;

(২১) **"পরিবার"** বা **"পরিবারের সদস্য"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (ঝঝ)-তে সংজ্ঞায়িত পরিবার বা পরিবারের সদস্য;

(২২) **"পাওনাদার"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (ঝ)-তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২৩) **"পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা"** অর্থ তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, রক্ষণাবেক্ষণকৃত ও কার্যকরকৃত এইরূপ কোনো পরিকল্পনা যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অকার্যকারিতা পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত উহার কার্যকারিতা বজায় রাখিবার জন্য ব্যাংকের অবনতিশীল আর্থিক ও পরিচালনগত পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে সময়োপযোগী পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সংশোধনমূলক পদক্ষেপ বর্ণিত থাকে;

(২৪) **"প্রশাসক"** অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন নিযুক্ত ব্যক্তি;

(২৫) **"ফাইন্যান্স কোম্পানি"** অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১৭) এ সংজ্ঞায়িত ফাইন্যান্স কোম্পানি;

(২৬) **"ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ"** অর্থ আর্থিক প্রকৃতির কার্যক্রম সম্পাদনকারী এইরূপ সত্তাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত কোনো গোষ্ঠী যাহার মধ্যে তফসিলি ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত থাকে;

(২৭) **"বহি"** অর্থ ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঠ)-তে সংজ্ঞায়িত নথিপত্র;

(২৮) **"বাংলাদেশ ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(২৯) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) এবং কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা বা আইনি সত্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩০) **"ব্যবস্থাপনা পরিচালক"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (ঢ)-তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(৩১) **"ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল"** অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(৩২) **"ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬গ-তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৩৩) **"ব্যাংকিং গ্রুপ"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (টটটট)-তে সংজ্ঞায়িত সত্তা;

(৩৪) **"ব্রিজ ব্যাংক (Bridge Bank)"** অর্থ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম (critical functions) ও কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং পরিশেষে তৃতীয় পক্ষের নিকট উহা বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি ব্যাংক;

(৩৫) **"মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী (Key Management Personnel)"** অর্থ ক্রেডিট, ফাইন্যান্স, ট্রেজারি, অপারেশনস, কমপ্লায়েন্স, অডিট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট, তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলিসহ কোনো তফসিলি ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী;

(৩৬) **"যোগ্য দায় (Eligible liability)"** অর্থ ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত যেকোনো দায়;

(৩৭) **"রেজল্যুশন"** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ধারা ৯ এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকের উপর ধারা ১৫-তে উল্লিখিত এক বা একাধিক ব্যবস্থার প্রয়োগ;

(৩৮) **"রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংক, যাহার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ধারা ৯ এ উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে;

(৩৯) **"রেজল্যুশন পরিকল্পনা"** অর্থ ধারা ১২ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি তফসিলি ব্যাংক অথবা কোনো সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা;

(৪০) **"রেজল্যুশন ক্ষমতা"** অর্থ ধারা ১৫-তে উল্লিখিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা;

(৪১) **"শেয়ার ধারক"** অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২(১) এর দফা (ধ)-তে সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ারের মালিক;

(৪২) **"সরকারি সহায়তা"** অর্থ ধারা ৩২ এ বর্ণিত আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা;

(৪৩) **"সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার"** অর্থ অবসায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ঋণ ধারকগণের দাবি পরিশোধের পর পরিশোধযোগ্য এইরূপ কোনো ঋণের ধারক;

(৪৪) **"সুরক্ষিত আমানত"** অর্থ আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর অধীন আমানতের সুরক্ষিত অংশ;

(৪৫) **"সুরক্ষিত আমানতকারী"** অর্থ আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর অধীন সুরক্ষিত আমানতকারী;

(৪৬) **"স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারী"** অর্থ ধারা ১৭ এর অধীন রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, দায় অথবা শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত যেকোনো স্বাধীন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান;

(৪৭) **"স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান, যাহা একই স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন- হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি, সহযোগী প্রতিষ্ঠান বা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান অথবা উভয়ই তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চার, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক একক বা যৌথভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত;

(৪৮) "**হোল্ডিং কোম্পানি"** অর্থ এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থা, যাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকের মালিকানা রয়েছে; এবং

(৪৯) "**হ্রাসকরণ (Write down)**" অর্থ ক্ষতি বা ব্যয় সমন্বয়ের বিপরীতে তাহার কিছু মূল্য সমন্বয় করিবার মাধ্যমে কোনো সম্পদের স্থিতিপত্রে মূল্য হ্রাস করা।

৪। **এই আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব, ইত্যাদি

৫। **রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব।**—(১) এই আইনের অধীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের, তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (regulatory and supervisory) কার্যক্রম হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হইবে।

(৩) রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কাঠামো, আকার, ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জটিলতা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত আন্তঃসংযোগ এবং রিস্ক প্রোফাইল বিবেচনা করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "**রিস্ক প্রোফাইল**" অর্থ ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, মার্কেট ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, আইনি ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি, ইত্যাদিসহ কোনো ব্যাংকের পরিচালন, পোর্টফোলিও এবং সার্বিক ব্যবসায়িক কৌশলের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঝুঁকির বিভিন্ন ধরন এবং পরিমাণের বর্ণনা।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন ব্যবস্থা নির্ধারণ ও প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যেকোনো তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য এবং রেজল্যুশন পরিকল্পনা সম্পর্কিত হালনাগাদ ও সম্পূরক তথ্য এবং, ক্ষেত্রমত, পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য বা জারীকৃত বিধি, প্রবিধান অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা, গাইডলাইন্স, নির্দেশ বা অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো তফসিলি ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, নিয়ন্ত্রণকারী বা তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, উক্ত বিধি, প্রবিধান, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স, নির্দেশ বা অনুরোধ, অবিলম্বে বা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে, পরিপালন করিবে।

৬। **রেজল্যুশন সংক্রান্ত বিভাগ।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রেজল্যুশন সংক্রান্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং কার্যাবলি প্রয়োগ, পালন ও সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিভাগ থাকিবে।

৭। **তথ্য প্রাপ্তি, তথ্য বিনিময় এবং তদন্তের ক্ষমতা।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের যেকোনো বিভাগ এবং নিয়ন্ত্রণকারী বা তত্ত্বাবধানকারী অন্য যেকোনো কর্তৃপক্ষ, স্বাভাবিক এবং সংকটকালে, এই আইনের অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের সহিত প্রাসঙ্গিক, দেশের অভ্যন্তর ও বহিঃস্থ, যেকোনো তথ্যের যথাযথ আদান-প্রদানে সহযোগিতা করিবে।

(২) তথ্যের সংবেদনশীলতা বিবেচনায়, প্রয়োজনে, তথ্য বিনিময় উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রম চলমান রাখিবার নিমিত্ত অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক এবং ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ব্যাংকিং গ্রুপ বা ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের আওতাধীন কোনো সত্তা, হোল্ডিং কোম্পানি, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নন-রেগুলেটেড অপারেশনাল এন্টিটি'র ক্ষেত্রে তদন্ত বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৮। **ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর প্রযোজ্যতা।**—এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা (regulatory requirements) পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অথবা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি, নির্দেশনা, গাইডলাইন্স বা নির্দেশ রেজল্যুশনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৯। **রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব পালন ও, ক্ষেত্রমত, কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের পরিশোধ, নিকাশ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চলমান রাখাসহ আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা করা;

(খ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি অব্যাহত রাখা;

(গ) সার্বিকভাবে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারীগণের স্বার্থ রক্ষা করা;

(ঘ) সরকারি আর্থিক সহায়তা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখিয়া সরকারি তহবিলের সুরক্ষা করা;

(ঙ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের মূল্য হ্রাস এড়ানো এবং পাওনাদারগণের লোকসান ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা ও রেজল্যুশনের সামগ্রিক ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা করা; এবং

(চ) আর্থিক ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বজায় রাখা।

(২) ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনে, প্রবিধান দ্বারা, ইসলামি ব্যাংকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০। **রেজল্যুশনের নীতি।**—রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত নীতি বিবেচনা করিবে, যথা:—

(ক) রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-তে উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রমকে (hierarchy of claims) বিবেচনা করিতে হইবে, তবে কোনো তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতার সম্ভাব্য সিস্টেমিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিতে অথবা সামগ্রিকভাবে সকল পাওনাদারের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে একই শ্রেণির পাওনাদারগণের প্রতি সমানুপাতিক (pari passu) নীতির ব্যতিক্রম করা যাইবে। ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রেও, শরিয়াহ্ নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, একই শ্রেণির পাওনাদারগণের প্রতি সমানুপাতিক (pari passu) নীতির ব্যতিক্রম করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তার বিধান প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সমানুপাতিক নীতির ব্যতিক্রম করিবার কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(খ) উক্ত তফসিলি ব্যাংককে অবসায়ন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হইলে শেয়ার ধারক এবং ব্যাংকের পাওনাদারগণ যে ক্ষতির সম্মুখীন হইতেন তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন না;

(গ) সুরক্ষিত আমানতকারীগণ সুরক্ষিত পরিমাণের স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকিবেন;

(ঘ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতায় ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি তাহার ভূমিকার জন্য দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনের অধীন দায়বদ্ধ হইবেন; এবং

(ঙ) অকার্যকর তফসিলি ব্যাংকসমূহ যেন সুশৃঙ্খলভাবে মার্কেট হইতে প্রস্থান করিতে পারে, রেজল্যুশন প্রক্রিয়া তাহা নিশ্চিত করিবে।

১১। **পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার সহিত সমন্বয়।**—বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক সুপারভিশন বিভাগসমূহ নিয়মিত ভিত্তিতে প্রতিটি সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিভাগকে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসহ অন্য কোনো তফসিলি ব্যাংকের পুনরুদ্ধার পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা অথবা উহার বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে উহা ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিভাগকে অবহিত করিতে হইবে।

১২। **রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) ব্যাংকসহ আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার (Prompt Corrective Action framework) আওতাধীন যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের জন্য রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত রেজল্যুশন পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা তফসিলি ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো, ব্যবসা বা আর্থিক অবস্থার কোনো বস্তুগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করিবে।

(৩) রেজল্যুশন পরিকল্পনার পর্যালোচনা বা হালনাগাদের প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ যেকোনো বস্তুগত পরিবর্তন সম্পর্কে তফসিলি ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

(৪) রেজল্যুশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করিবে।

(৫) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:—

(ক) অবসায়ন সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা;

(খ) রেজল্যুশনের অধীন কোনো তফসিলি ব্যাংক কোনো ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হইলে উহার উপর এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা;

(গ) তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির (critical functions) আর্থিক ও পরিচালন প্রক্রিয়ার নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং উহা দূরীকরণের ব্যবস্থা।

(৬) রেজল্যুশন পরিকল্পনায় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৭) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৮) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার আওতাধীন নহে বা সিস্টেমিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ (systemically important) বা প্রভাববিস্তারকারী নহে এইরূপ যেকোনো তফসিলি ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সহজতর (simplified) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৯) রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। **রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতা (resolvability) মূল্যায়ন।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনো রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকালে, ব্যাংকটির উপর রেজল্যুশন প্রয়োগ করা যাইবে কিনা উহার মূল্যায়ন করিবে এবং ব্যাংকটির রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করিবে এবং উক্ত অন্তরায়সমূহ নিরসনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য মূল উপাদান (key elements), মানদণ্ড (standards), এবং নির্ণায়ক (criteria) নির্দিষ্ট করিয়া প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উপ-ধারা (১) এর অধীন রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নকালে সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংককে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে।

(৪) রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হইলে উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হইবে।

১৪। **রেজল্যুশনের শর্তাবলি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধান এবং অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) কোনো তফসিলি ব্যাংক অকার্যকর (non-viable) হইয়াছে বা কার্যকর হইবার সম্ভাবনা নাই; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে কার্যকর হইয়া উঠিবার যুক্তিযুক্ত কোনো সম্ভাবনা নাই,

তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংককে এই আইন অনুযায়ী রেজল্যুশন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো তফসিলি ব্যাংক বর্তমানে অকার্যকর (non-viable) হইয়াছে বা কার্যকর হইবার সম্ভাবনা নাই বা কার্যকর হইবার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা নাই বলিয়া পরিগণিত হইবে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক বা তদারককারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ ব্যাংকটির পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাইবে না, এবং নিম্নবর্ণিত কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যথা:—

(ক) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো তফসিলি ব্যাংক, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অথবা তদধীন প্রণীত, জারীকৃত বা প্রদত্ত কোনো প্রবিধান, নির্দেশ, গাইডলাইন্স, নির্দেশনা বা অনুশাসন অথবা আবশ্যকতাসহ নিয়ন্ত্রণমূলক, মূলধন ও তারল্যের শর্তসমূহ পরিপালন করিতে এইরূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছে বা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংককে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে বাধ্য হইত;

(খ) কোনো তফসিলি ব্যাংক দেউলিয়া হইয়া যাইবে অথবা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হইলে;

(গ) যেক্ষেত্রে কোনো তফসিলি ব্যাংক উহার আমানতকারীগণের বা অন্যান্য পাওনাদারের নিকট তাহার দায়বদ্ধতা পূরণে অক্ষম হয় অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, তফসিলি ব্যাংকটি উহার আমানতকারীগণের বা অন্যান্য পাওনাদারের পাওনা প্রদেয় হইলে উক্ত দায়বদ্ধতা পূরণে অক্ষম হইবে; অথবা

(ঘ) যেক্ষেত্রে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Ultimate Beneficial Owners) অথবা দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যাংকটির সম্পদ বা তহবিলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদের বা অন্যের স্বার্থে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করাসহ উক্ত ব্যাংক এইরূপ কোনো বিপজ্জনক বা ত্রুটিপূর্ণ চর্চায় জড়িত হয়, যাহাতে উহার অবস্থা দুর্বল হইবে অথবা সুষ্ঠু কার্যক্রম ঝুঁকির সম্মুখীন হইবে, এবং ফলশ্রুতিতে উহার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"প্রকৃত সুবিধাভোগী (Ultimate Beneficial Owners)**" অর্থ এইরূপ কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তি যাহারা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের ২ (দুই) শতাংশ বা তাহার অধিক শেয়ারের মালিক অথবা নিয়ন্ত্রণ করেন, অথবা এইরূপ কোনো আইনগত ব্যক্তির উপর প্রভাব রাখেন, যাহার পক্ষে আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হয়, এবং ইহারা সেইসব ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহারা ব্যাংকের মালিকানার কাঠামোর মধ্যে ব্যাংক বা এইরূপ কোনো আইনগত ব্যক্তির উপর প্রভাব রাখেন বা চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ করেন যাহারা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষভাবে ব্যাংকের ২ (দুই) শতাংশ বা তাহার অধিক শেয়ারের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারী হন।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আবশ্যক বিবেচিত হইলে, কোনো তফসিলি ব্যাংকের উপর আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অথবা অন্য কোনো তত্ত্বাবধানমূলক ব্যবস্থা উক্ত ব্যাংকের উপর রেজল্যুশন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংককে রেজল্যুশন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে—

(ক) উক্ত তফসিলি ব্যাংককে লিখিতভাবে উহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবে এবং এই আইনের অধীন রেজল্যুশন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন আরম্ভ করিবে;

(খ) ধারা ১৫-তে বর্ণিত রেজল্যুশন ক্ষমতাসমূহের যেকোনো এক বা একাধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক দফা (ক) এ উল্লিখিত অবহিতকরণের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অন্যূন এইরূপ কোনো একটি রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন রেজল্যুশন ব্যবস্থা আরম্ভ করিবার পর রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে উহার ব্যবসা পরিচালনা করিবে।

(৬) কোনো তফসিলি ব্যাংকের অকার্যকর হইবার নির্ণায়ক এবং ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশনের শর্তাবলির প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। **রেজল্যুশন ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের অধীন কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য ক্ষমতাসহ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:—

(ক) উক্ত তফসিলি ব্যাংকে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা;

(খ) বিদ্যমান শেয়ার ধারক বা নূতন শেয়ার ধারকগণের মাধ্যমে মূলধনের বৃদ্ধি ঘটানো;

(গ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার, সম্পদ ও দায় তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা;

(ঘ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং কার্যকর পরিচালনা (viable operations) অব্যাহত রাখিবার জন্য এক বা একাধিক ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তীতে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করা;

(ঙ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায় হ্রাস করা এবং/অথবা রূপান্তর করা;

(চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন অথবা ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নে অবদান রাখিবার জন্য ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল অথবা আমানত সুরক্ষা তহবিল ব্যবহারের শর্তাবলি মূল্যায়ন করা; এবং

(ছ) সরকারকে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন অথবা ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নের জন্য সহায়তা প্রদানের অনুরোধ করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য ক্ষমতাসহ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত যেকোনো উপায়ে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউসহ সম্পদ ও দায়ের বিশদ পর্যালোচনা করা।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ (Asset Quality Review)"** অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকের স্থিতিপত্রে উল্লিখিত সম্পদের প্রকৃত অবস্থা যাচাই এবং মূলধন স্তরের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, প্রয়োজনে, সম্পাদিত যেকোনো পর্যালোচনা;

(খ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী অথবা অন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অপসারণ অথবা স্থলাভিষিক্ত করা;

(গ) দফা (খ)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা;

(ঘ) দফা (খ)-তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বেতন ও ভাতাদি বহির্ভূত অন্য যেকোনো সুবিধাদি (variable remuneration) পুনরুদ্ধার করা অথবা ফেরত নেওয়া;

(ঙ) ধারা ৪৯-তে উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রম (hierarchy of claims) অনুসারে যেকোনো লেনদেনে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক ও পাওনাদারের অধিকার বাতিল বা অগ্রাহ্য করা;

(চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যে চুক্তিপত্রের পক্ষ, উক্ত চুক্তিপত্র বাতিল বা উহার শর্তাবলি বাতিল বা সংশোধনসহ উহা অব্যাহত রাখা বা হস্তান্তর করা বা গ্রহীতাকে পক্ষ হিসাবে প্রতিস্থাপন করা;

(ছ) ঋণ উপকরণের (debt instruments) মেয়াদ, প্রদেয় সুদ বা মুনাফার পরিমাণ এবং যে তারিখে সুদ বা মুনাফা প্রদেয় হইবে সেই তারিখ পরিবর্তন করা;

(জ) অপরিহার্য পরিষেবা এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির নিরবিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে—

(অ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক উহার উত্তরসূরিকে, যাহার মধ্যে হস্তান্তরগ্রহীতা অথবা ব্রিজ ব্যাংক অন্তর্ভুক্ত, কোনো অস্থায়ী সময়ের জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;

(আ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের পক্ষে সম্পর্কহীন তৃতীয় পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় পরিষেবা গ্রহণ করা;

(ই) রেজল্যুশন পূর্ব বিদ্যমান শর্তাবলি ও নিয়মাবলির অধীন, যেকোনো পরিষেবা প্রদানকারীকে ব্রিজ ব্যাংকসহ কোনো হস্তান্তরগ্রহীতার অনুকূলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য, যাহা ২ (দুই) কার্যদিবসের অধিক নহে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত বা বন্ধ করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য, যাহা ৩ (তিন) মাসের অধিক নহে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আংশিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত বা বন্ধ করা:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত, সীমিত বা বন্ধ করিবার ক্ষেত্রে—

(১) সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ আর্থিক ব্যবস্থায় উহার সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করিবে;

(২) উহার প্রারম্ভিক এবং সমাপ্তির সময়ের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করিবে;

(৩) সুরক্ষিত আমানতের জন্য দৈনিক একটি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্থগিতকরণ, সীমিতকরণ বা বন্ধকরণে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(অ) তফসিলি ব্যাংক পক্ষভুক্ত এইরূপ আর্থিক চুক্তি ত্বরান্বিতকরণ (acceleration), অবসান বা সমন্বয়ের অধিকার, যাহা এই আইনের অধীন রেজল্যুশনের কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে উদ্ভূত হয়।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **"ত্বরান্বিতকরণ অধিকার (acceleration right)"** অর্থ চুক্তির এইরূপ কোনো বিধান যাহার মাধ্যমে কতিপয় শর্ত পূরণ না হইলে কোনো ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে সমুদয় বকেয়া ঋণ পরিশোধে বাধ্য করিতে পারে;

(আ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যে চুক্তিপত্রের পক্ষ, উক্ত চুক্তিপত্রের অধীন পরিশোধ বা সরবরাহ করিবার দায়বদ্ধতা;

(ই) উক্ত তফসিলি ব্যাংক যে চুক্তিপত্রের পক্ষ, উক্ত চুক্তিপত্রের অধীন সম্পদ ক্রোক করিবার বা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ বা সম্পদ আদায় করিবার অধিকার;

(ঞ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার অলাভজনক ব্যবসা বন্ধ করা এবং ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠনসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো পদ্ধতিতে তফসিলি ব্যাংকটির পুনর্গঠন করা;

(ট) রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারগণের উপর লোকসান আরোপ করা;

(ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুসারে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ব্যয়ে স্বতন্ত্র আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, নিরীক্ষক, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ (valuation experts) এবং পরামর্শক নিযুক্ত করা;

(ড) ইসলামি ব্যাংকসমূহের রেজল্যুশন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতে নিজস্ব শরিয়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা; এবং

(ঢ) এই আইনের অধীন ক্ষমতার প্রয়োগকে প্রভাবিতকারী, অথবা সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক যেকোনো কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এক বা একাধিক ক্ষমতা সরাসরি বা প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্যে রেজল্যুশন কার্যক্রম নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে স্কিম প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, এই আইনে বর্ণিত রেজল্যুশন টুলস্ ব্যতীত অন্য কোনো টুলসও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৬। **ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৯ এ উল্লিখিত রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য অর্জন এবং এই আইনের অধীন রেজল্যুশন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি পৃথক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য তহবিল হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৩) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের অর্থ নিরাপদ বিনিয়োগের কৌশল হিসাবে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ও তত্ত্বাবধান;

(খ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন; এবং

(গ) ধারা ৩৪ অনুসারে ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে তফসিলি ব্যাংকসমূহের রেজল্যুশন কার্যক্রমের অর্থায়নে অবদান রাখা।

(৫) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ;

(খ) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন অংশীদারগণের সরবরাহকৃত অনুদান বা ঋণ;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "**আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান**" অর্থে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (IDA), ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (IBRD), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় ও মুনাফা;

(ঘ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ধার্যকৃত চাঁদা; এবং

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৬) তহবিলের ব্যয় বাৎসরিকভাবে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত Chartered Accountant দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষার ফলাফল অর্থ বিভাগে জমা দিতে হইবে।

১৭। **তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় মূল্যায়ন।**—(১) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, দায় অথবা শেয়ারের মূল্য নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্বে যেকোনো সময়, উক্ত তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করিবে, অথবা সরাসরি, বা অস্থায়ী প্রশাসকের মাধ্যমে, সময় সময়, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারী দ্বারা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, দায় অথবা শেয়ারের বাস্তবসম্মত মূল্যায়নের (fair value) উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) জরুরি ভিত্তিতে রেজল্যুশন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংককে অস্থায়ী মূল্যায়ন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা, সরাসরি অস্থায়ী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অস্থায়ী মূল্যায়ন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পাদিত চূড়ান্ত স্বাধীন মূল্যায়নের পরিপূরক হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) অনুযায়ী সম্পাদিত মূল্যায়ন ব্যয় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি ও নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারীর তালিকা নির্ধারণ ও প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৮। **আদালতের কার্যক্রম স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উহার বিরুদ্ধে চলমান যেকোনো আইনগত কার্যধারা স্থগিতকরণের আদেশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) আদালত, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আবেদনের একতরফা শুনানির পর, রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উহার বিরুদ্ধে চলমান যেকোনো আইনগত কার্যধারা অনধিক ১২ (বারো) মাসের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে রেজল্যুশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত না হইলে আদালত এই আইনের অধীন রেজল্যুশন প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) আদালত, উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, যথাশীঘ্র সম্ভব, বাংলাদেশ ব্যাংক ও উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উক্ত আদেশের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

১৮ক। রেজল্যুশন কার্যক্রম হইতে শেয়ার, সম্পদ-দায়, পুনঃধারণ বা ধারণ।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন কিংবা এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ ২০২৫-এর আওতায় কোনো তফসিলি ব্যাংক রেজল্যুশনের সিদ্ধান্তের আলোকে তালিকাভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বের শেয়ারধারক অথবা শেয়ারধারকগণ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত ব্যক্তি উক্ত ব্যাংকের শেয়ার, সম্পদ-দায় পুন:ধারণ বা ধারণ করিবার জন্য রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(১) উল্লিখিতভাবে আবেদন করিবার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ একটি পৃথক অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবে, যথা:—

ক) আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীগণ রেজুল্যশনভুক্ত হইবার পূর্বে বা পরে সরকার কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ পরিশোধ করিয়া ঐ ব্যাংক পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক;

খ) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত নূতন মূলধন যোগান এবং বিদ্যমান মূলধন ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা পুন:প্রতিষ্ঠা করিবে;

গ) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো সরকারি/ বিধিবদ্ধ সংস্থা/আধা-সরকারি উৎস হইতে ইতোমধ্যে প্রদত্ত ঋণ, ঋণের সুদ অথবা মুনাফা, ইক্যুইটি, গ্যারান্টি, সকল ধরণের আর্থিক সহায়তা বা অন্যান্য সুবিধা সম্পূর্ণ ফেরত প্রদান করিবে;

ঘ) তফসিলি ব্যাংক একীভূতকরণ হওয়ার পূর্বের সকল আমানতকারীর, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পাওনাদার এবং তৃতীয় পক্ষের বৈধ দাবি ও দায়সমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করিবে;

ঙ) সরকারের সকল কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ও অন্যান্য আর্থিক দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিবে;

চ) রেজল্যুশন কার্যক্রম চলাকালীন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তাহাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে;

ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক, আবেদনকারীর নিকট হস্তান্তরের তারিখ হইতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শেয়ার হস্তান্তর, বিক্রয় বা স্থানান্তর সীমাবদ্ধ রাখিবার শর্ত আরোপ করিলে তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে;

জ) ব্যাংকের সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ ও কমপ্লায়েন্স কাঠামো পুনর্গঠন এবং শক্তিশালীকরণ নিশ্চিত করিবে; এবং

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যেকোনো শর্ত প্রতিপালন করিবে।

(২) অঙ্গীকারনামায় প্রদত্ত উল্লিখিত শর্তসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আবেদকারী বা আবেদনকারীগণ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) উক্ত আবেদন চূড়ান্তভাবে আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের পক্ষে মঞ্জুর করিবার পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ যাচাই-বাছাইপূর্বক সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে এবং চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত অবগত করিবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহার বা তাহাদের বরাবরে পূর্ববর্তী শেয়ার, সম্পদ-দায় পুন:ধারন বা ধারনের বাস্তবিক হস্তান্তরের পূর্বে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হইতে যে পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়া হইয়াছে তাহার কমপক্ষে ৭.৫০% অর্থের একটি পে-অর্ডার সংযুক্ত করিবে।

(৪) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হইতে প্রদত্ত উক্ত অর্থের অবশিষ্ট ৯২.৫০% উপরোক্ত (৩) উপধারায় বর্ণিত মতে শেয়ার, সম্পদ-দায় পুন:ধারণ বা ধারণের বাস্তবিক দখল হস্তান্তরের দিন হইতে দুই বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বা/এবং সরকারকে ১০% হারে সরলসুদসহ উল্লেখিত তফসিলি ব্যাংক ফেরত প্রদান করিবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিতভাবে শেয়ার, সম্পদ-দায় পুন:ধারণ বা ধারণের অনুমতি প্রদান করিবার পরবর্তী দুই বছর পর্যন্ত উল্লিখিত ব্যাংকের কার্যক্রম তদারকি করিবে এবং দুই বছর পর একটি বিশেষ কমিটি গঠনপূর্বক উল্লিখিত শর্ত এবং আইনী অন্যান্য বাধ্যবাধকতা পালনের বিষয়ে একটি তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে যদি দেখা যায় কোনো ব্যাংক উল্লিখিত শর্তসমূহ পালনে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে সেই কমিটি উল্লিখিত অনুমতিপত্র বাতিলে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে এবং সেই সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্র আইন, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ কিংবা অন্য আইনের বিধান-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অস্থায়ী প্রশাসন

১৯। **প্রশাসক নিয়োগ।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক, আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অধীন অথবা ধারা ১৪ অনুযায়ী রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য একজন প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ও নির্দেশনায় কাজ করিবেন।

(২) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অধীন নিযুক্ত অস্থায়ী প্রশাসনের মেয়াদ হইবে নিয়োগের তারিখ হইতে অনধিক ১২ (বারো) মাস এবং রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে, অস্থায়ী প্রশাসনের মেয়াদ, রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) প্রশাসকের যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি, ক্ষমতা, কার্যাবলি ও অন্যান্য বিষয়াদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য।**—(১) আশু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার অধীন প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা;

(খ) ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবসা বা ব্যবসার অংশবিশেষ পরিচালনা করা; এবং

(গ) ব্যাংকের ব্যবসায় সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(২) রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য প্রশাসক নিয়োগের উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজল্যুশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা; এবং

(খ) রেজল্যুশন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪৬ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীন থাকা তফসিলি ব্যাংকের মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের প্রতিস্থাপন করিতে অথবা ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২১। **সম্পদ ও দায়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে এবং উহা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রশাসক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, ব্যাংকের সম্পদ এবং/অথবা দায়ের পর্যালোচনাসহ প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য একজন স্বতন্ত্র নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **কার্যকর রেজল্যুশনের সম্ভাব্য পন্থাসমূহের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।**—বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অস্থায়ী প্রশাসনের আওতাধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য কার্যকর রেজল্যুশনের সর্বোত্তম পন্থা বাস্তবায়নের সুপারিশসহ উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত, দাখিল, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **প্রশাসকের অবসান।**—নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে প্রশাসকের কার্যক্রমের অবসান হইবে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসককে অব্যাহতির নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপ্ত হইলে;

(খ) প্রশাসক মৃত্যুবরণ করিলে বা প্রশাসক হিসাবে কার্যসম্পাদন করিতে অক্ষম হইলে;

(গ) পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, উক্ত প্রশাসক তাহার কোনো ক্ষমতা, দায়িত্ব বা কার্যাবলি প্রয়োগ, পালন বা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা এই আইনের অধীন উক্ত প্রশাসকের উপর আরোপিত শর্তাবলি ও নিয়মাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে;

(ঙ) অন্য কোনো কারণে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য অযোগ্য হইলে; অথবা

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত প্রশাসকের মেয়াদ সমাপ্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে।

২৪। **অস্থায়ী প্রশাসনের প্রতিবেদন দাখিল।**—অস্থায়ী প্রশাসনের কার্যক্রমের সমাপ্তির পর প্রশাসক, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অস্থায়ী প্রশাসনের কার্যক্রমের উপর একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রেজল্যুশন টুলস

২৫। **বিদ্যমান বা নূতন শেয়ার ধারক কর্তৃক মূলধন বৃদ্ধি।**—(১) নূতন শেয়ার ইস্যু করিবার মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:

(ক) ধারা ১৭ এ উল্লিখিত মূল্যায়ন অনুযায়ী লোকসানের পরিমাণ এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীন মূলধন বিষয়ক আবশ্যকতা পূরণকল্পে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের শেয়ারসমূহে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা; এবং

(খ) তফসিলি ব্যাংকের বিদ্যমান বা নূতন শেয়ার ধারকগণকে, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূলধনের সম্পূর্ণ পরিমাণ বা উহার অংশবিশেষের সমতুল্য বাধ্যকর অঙ্গীকার (binding commitments) দাখিলপূর্বক কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত শেয়ার সাবস্ক্রাইব ও ক্রয়ের জন্য লিখিত অনুরোধ করা:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণ এবং ধারা ৫৯-তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এইরূপ মূলধন বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত অনুরোধের পূর্বে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, ছায়া পরিচালক (shadow directors) হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখিয়াছেন এইরূপ শেয়ার ধারককে পরীক্ষা ও চিহ্নিত করিতে পারিবে এবং এই ধারার অধীন এইরূপ শেয়ার ধারককে মূলধন বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিবে না:

(গ) যদি কোনো শেয়ার ধারক এই ধারার অধীন অতিরিক্ত শেয়ার সাবস্ক্রাইব বা ক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত শেয়ার ধারককে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীন ব্যাংক কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারনের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে জারীকৃত নির্দেশাবলির প্রয়োগ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য, প্রয়োজনে, অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে।

(২) অন্য কোনো আইন বা তফসিলি ব্যাংকের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি বা অন্য কোনো গঠনতন্ত্রীয় দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের বিদ্যমান শেয়ার ধারকের, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধান ব্যতীত, ইস্যুকৃত অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার বা অন্য কোনো অধিকার থাকিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারের উপর লোকসান আরোপ করিতে পারিবে।

২৬। **শেয়ার, সম্পদ ও দায় তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের, অতঃপর এই অধ্যায়ে "হস্তান্তরকারী ব্যাংক" বলিয়া উল্লিখিত, শেয়ার বা সম্পদ ও দায়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট, অতঃপর এই অধ্যায়ে "হস্তান্তরগ্রহীতা" বলিয়া উল্লিখিত, হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের একীভূতকরণসহ ব্যবসায়িক শর্তের (commercial terms) ভিত্তিতে হস্তান্তরের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির বিষয়ে হস্তান্তরগ্রহীতার সহিত মধ্যস্থতা (negotiate) করিতে পারিবে।

(৩) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তরিত দায়সমূহ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উহার সুরক্ষিত আমানতকারীগণের পাওনা অগ্রাধিকার পাইবে।

(৪) সংকটাপূর্ণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে গঠিত সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো স্থানীয় বা বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরগ্রহীতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **"সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি (Distressed Asset Management Company)"** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং সংকটাপন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে এইরূপ একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারের উপর লোকসান আরোপ করিতে পারিবে।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক বা পাওনাদারসহ কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো প্রকার সম্মতি ব্যতীত ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণের পক্ষে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার বা সম্পদ ও দায় হস্তান্তর করিতে পারিবে।

(৭) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারক উক্ত ব্যাংকের শেয়ার বিক্রয়, বন্ধকীকরণ বা ট্রাস্টে স্থানান্তরসহ অন্য যেকোনো উপায়ে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং তফসিলি ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারক এই বিধানের পরিপন্থি কোনো লেনদেন করিলে উহা অবৈধ ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তর মূল্য একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য বিবেচনাক্রমে প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ধারণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ফলে রেজল্যুশনের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতে পারে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহা পরিহার করিতে পারিবে।

(৯) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনার মাধ্যমে উপ-ধারা (১) এর আওতায় রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ ও দায় নির্বাচন করিবার জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পদ ও দায় এর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের মালিকানাধীন যেকোনো স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ, যেমন- ঋণ, নগদ উদ্বৃত্ত, রিজার্ভ তহবিল, বিনিয়োগ, আমানত, ইত্যাদি;

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের মালিকানাধীন যেকোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত বা ইহার সহিত সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতাসহ সকল প্রকার অধিকার, ক্ষমতা, বিশেষাধিকার, কর্তৃত্ব এবং স্বার্থের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ;

(গ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সকল আইনি অধিকার বা বাধ্যবাধকতা; এবং

(ঘ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক সকল বহি, হিসাব এবং নথিপত্র।

(১১) হস্তান্তরগ্রহীতা সত্তা—

(ক) কেবল সেই দায়সমূহের জন্য হস্তান্তরকারী ব্যাংকের শেয়ার ধারক অথবা অন্যান্য পাওনাদারের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে, যাহা স্পষ্টভাবে হস্তান্তর করা হইয়াছে, অথবা অন্য কোনো শর্তানুসারে হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক সম্মত দায়, তবে করসহ অন্য দায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং

(খ) রেজল্যুশনের ক্ষেত্রে সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের শর্ত পরিপালন করিতে হস্তান্তরগ্রহীতার ব্যর্থতার কারণে সরকার অথবা ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল অথবা আমানত সুরক্ষা তহবিলকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে।

(১২) হস্তান্তরগ্রহীতা রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক হইতে অর্জিত আমানতের উপর সুদ হার হ্রাস বা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহা আমানতকারীগণের নিকট সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

(১৩) হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো প্রতিদান (consideration) হইতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সুবিধাভোগী হইবে, যথা:—

(ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, যেক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে বিক্রয় ও হস্তান্তর সম্পন্ন হয়; অথবা

(খ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক, যেক্ষেত্রে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের কতিপয় অথবা সকল সম্পদ এবং দায় হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে বিক্রয় ও হস্তান্তরিত হয়।

২৭। **শেয়ার, সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের প্রভাব।**—বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, যেক্ষেত্রে ধারা ২৬ এর অধীন হস্তান্তরকারী ব্যাংকের সম্পদ ও দায় কোনো হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে—

(ক) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়ের উপর হস্তান্তর গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ ও দখল থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, হস্তান্তরগ্রহীতার সম্মতিতে, উক্ত হস্তান্তরের সময় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে, হস্তান্তরকারী ব্যাংককে যেকোনো শেয়ার, সম্পদ বা দায় প্রত্যর্পন (reverse transfer) করিতে পারিবে, যদি উক্ত সম্পদ বা দায় রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না হয়:

আরও শর্ত থাকে যে, আমানতকারীসহ শেয়ার ধারক এবং পাওনাদার, যাহাদের স্বার্থ ও অধিকার হস্তান্তরকারী ব্যাংকে বিদ্যমান রহিয়াছে, হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায়ের ক্ষেত্রে তাহাদের কোনো অধিকার অথবা দাবি থাকিবে না;

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যাংককে উহার ব্যবসার অবশিষ্ট অংশ যাহা হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হয় নাই, তাহা পরিচালনা করিতে সক্ষম করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন হস্তান্তরকারী ব্যাংককে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্সে প্রয়োজনীয় সংশোধন, বা ক্ষেত্রমত, উহা বাতিল করা যাইবে;

(গ) হস্তান্তরিত সম্পদ এবং দায় সম্পর্কিত অথবা আনুষঙ্গিক সকল চুক্তি, ইস্যুকৃত গ্যারান্টি, দলিল, বন্ড, চুক্তিপত্র, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, আইনি প্রতিনিধিত্বের মঞ্জুরি এবং অন্য যেকোনো প্রকার ইন্সট্রুমেন্ট, ক্ষেত্রবিশেষে, হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক সম্পাদিত অথবা মঞ্জুরিকৃত চুক্তি, ইস্যুকৃত গ্যারান্টি, দলিল, বন্ড, চুক্তিপত্র, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, আইনি প্রতিনিধিত্বের মঞ্জুরি অথবা অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(ঘ) হস্তান্তরকারী ব্যাংক কর্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো কার্যধারা বা মামলা যাহা হস্তান্তরিত সম্পদ ও দায় সম্পর্কিত, উহা হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কার্যধারা বা মামলা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে উহা অব্যাহত রাখা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে;

(ঙ) হস্তান্তরকারী ব্যাংকের ব্যবসার হস্তান্তরিত অংশের সহিত যুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাহারা হস্তান্তরকারী ব্যাংকে কর্মরত রহিয়াছেন এবং হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক যাহাদের চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই, তাহারা হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক বকেয়া পাওনা পাইবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ পাওনা অন্য কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো পাওনা দাবি করিবার ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

২৮। **ব্রিজ ব্যাংক (Bridge Bank) প্রতিষ্ঠা।**—(১) রেজল্যুশনের অধীন এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি এবং কার্যকর কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার এবং পর্যায়ক্রমে উহাদের তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, উপ-ধারা (৪) এর আওতায় এক বা একাধিক ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্রিজ ব্যাংক কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের মালিকানাধীন বা ইস্যুকৃত সকল অথবা অংশবিশেষ সম্পদ, দায়, আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা বা অন্যান্য সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্ট ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রিজ ব্যাংকে হস্তান্তরিত দায়সমূহের মোট পরিমাণ কোনোভাবেই হস্তান্তরিত সম্পদ এবং ক্ষেত্র বিশেষে, আমানত সুরক্ষা তহবিল, ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল এবং/অথবা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সম্পদের চাইতে অধিক হইবে না।

(৩) ব্রিজ ব্যাংকের মূলধন নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক উৎস হইতে সংগৃহীত হইবে, যথা:—

(ক) ধারা ৩০ এ উল্লিখিত রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তরের মাধ্যমে;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত; এবং

(গ) ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে জরুরি তারল্য সহায়তা প্রদান এবং প্রচলিত বাজারে তারল্য সঞ্চালন প্রক্রিয়া অনুসরণ অথবা ঋণ প্রদান করা হইতে বারিত করিবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে ব্রিজ ব্যাংককে মূলধন সরবরাহ বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইতে বারিত করিবে না।

(৪) ব্রিজ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা এবং কার্যক্রম পরিচালনা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারের উপর লোকসান আরোপ করিতে উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৬) ব্রিজ ব্যাংক ব্যাংক-কোম্পনি আইন, ১৯৯১ এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হইবে।

২৯। **ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ।**—(১) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় হস্তান্তরের শেষ তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদ পূর্তিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিজস্ব মূল্যায়নের ভিত্তিতে রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য বিবেচনাপূর্বক এবং ব্রিজ ব্যাংকের উপর অর্পিত কার্যাবলি সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে, দ্রুততার সহিত উক্ত ব্যাংকের অবসান (termination) করিবে।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ব্রিজ ব্যাংক রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য আর পূরণ করিতেছে না, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক,—

(ক) ব্রিজ ব্যাংককে অন্য কোনো সত্তার সহিত একীভূত করিতে পারিবে;

(খ) ব্রিজ ব্যাংকের সম্পদ, অধিকার এবং বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে; অথবা

(গ) ব্রিজ ব্যাংক অবসায়ন (winding up) করিতে পারিবে।

(৪) ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একাদিক্রমে ১ (এক) বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ, সর্বমোট ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হইবে না এবং মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে সরকারকে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সিদ্ধান্ত, বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং মার্কেটের অবস্থার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত হইবে যাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে, সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্রিজ ব্যাংকের মেয়াদ অবসান হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:—

(ক) উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করা; এবং/অথবা

(খ) ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীন উক্ত ব্রিজ ব্যাংক অবসায়ন করা।

(৮) এই ধারার অধীনে ব্রিজ ব্যাংকের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ উক্ত ব্রিজ ব্যাংকের শেয়ার ধারকগণ প্রাপ্য হইবেন।

(৯) ব্রিজ ব্যাংক অবসায়নের ক্ষেত্রে, অবসায়নে প্রযোজ্য ধারা ৪৯-এ উল্লিখিত দাবিসমূহের অগ্রাধিকারের ক্রমকে (hierarchy of claims) অনুসরণ করা হইবে।

৩০। **মূলধন ও যোগ্য দায় হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন ও যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস (write down) এবং/অথবা রূপান্তর করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির শর্তাবলি পরিপালন করিবার ও তাহার কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে এবং ব্যাংকের উপর মার্কেটের আস্থা বজায় রাখিতে ব্যাংকটিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মূলধন যোগান দেওয়া;

(খ) হস্তান্তরিত দাবি অথবা ঋণ উপকরণসমূহকে (debt instruments) মূলধনে রূপান্তর করিতে অথবা উহার আসল পরিমাণ হ্রাস করাইতে যাহা—

(অ) কোনো ব্রিজ ব্যাংককে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর হইয়াছে; অথবা

(আ) তৃতীয় পক্ষের নিকট শেয়ার, সম্পদ ও দায় বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় হস্তান্তর করা হইয়াছে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডার, অন্যান্য পাওনাদার ও আমানতকারীর সম্মতি ব্যতীত মূলধন এবং যোগ্য দায়সমূহের হ্রাস (write down) এবং/অথবা রূপান্তর করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুসারে টুল প্রয়োগ করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ অথবা প্রশাসক, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা দাখিল করিবেন এবং উক্ত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক ও আর্থিক বাজার পরিস্থিতির বাস্তবসম্মত অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত পরিকল্পনার অধীন উক্ত ব্যাংক কাজ করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের মূলধন এবং যোগ্য দায় নিম্নবর্ণিত ক্রম অনুসারে হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করিবে, যথা:—

(ক) কমন ইকুইটি টিয়ার ১ মূলধন উপাদানসমূহ প্রয়োজন অনুসারে এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস করা হইবে;

(খ) দায়ী ব্যক্তিগণ হইতে প্রাপ্ত আমানত, সুরক্ষিত দায়সহ অন্য কোনো দায় প্রয়োজন অনুসারে এবং তাহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস করা হইবে;

(গ) এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদানসমূহ, প্রয়োজন অনুসারে এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে;

(ঘ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদানসমূহ, প্রয়োজন অনুসারে এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে;

(ঙ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদান নহে এইরূপ সাবঅর্ডিনেটেড ডেটসমূহ, প্রয়োজন অনুসারে এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে; এবং

(চ) অবশিষ্ট যোগ্য দায়, প্রয়োজন অনুসারে এবং উহাদের সক্ষমতার ব্যাপ্তি পর্যন্ত, হ্রাস এবং/অথবা রূপান্তর করা হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যোগ্য দায়সমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয় ব্যতীত সুরক্ষা বহির্ভূত আমানতসহ জামানতবিহীন দায়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) সুরক্ষিত আমানত;

(খ) পারিশ্রমিকের পরিবর্তনশীল অংশ ব্যতীত কর্মীর প্রাপ্য বেতন, পেনশন সুবিধা অথবা অন্যান্য নির্ধারিত পারিশ্রমিকের সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়;

(গ) ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক পাওনাদারের নিকট দায়, যাহা রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহের ফলে উদ্ভূত হয় এবং যাহা ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য অত্যাবশ্যক, যাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে আইটি পরিষেবা, ইউটিলিটি ও প্রাঙ্গণ ভাড়া, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং

(ঘ) কর ও সামাজিক নিরাপত্তা (social security) কর্তৃপক্ষের নিকট দায়।

(৬) বিশেষ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক কতিপয় নির্দিষ্ট যোগ্য দায়কে হ্রাস অথবা রূপান্তর করিবার ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ব্যত্যয় (exclusion) করিতে পারিবে, যেক্ষেত্রে—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সরল বিশ্বাস ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহা হ্রাস অথবা রূপান্তর করা সম্ভব না হয়; এবং

(খ) রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই ব্যত্যয় অপরিহার্য হয়।

৩১। **ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশন টুলের প্রয়োগ।**—বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, ইসলামি ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে রেজল্যুশন টুল প্রয়োগ সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। **সরকার কর্তৃক সহায়তা প্রদান।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশনের অর্থায়নে বা, ক্ষেত্রমত, ব্রিজ ব্যাংকের অর্থায়নে সহায়তার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান আবশ্যক কি না, উহা বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, নির্ধারণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব পরিহারের লক্ষ্যে এইরূপ সহায়তা অপরিহার্য;

(খ) আমানত সুরক্ষা তহবিল এবং/অথবা ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল বা বেসরকারি উৎস হইতে বিকল্প তহবিল নিঃশেষ হইয়া যায় অথবা এইরূপ উৎসসমূহ হইতে তহবিল যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত বা সহজলভ্য না হয়;

(গ) তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক এবং টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারগণের উপর আরোপিত হয়;

(ঘ) আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার সময় ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য রেজল্যুশন টুলসমূহের সর্বাধিক সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্যতা মূল্যায়ন করিবার পর এইরূপ সহায়তা শেষ উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হয়; এবং

(ঙ) রেজল্যুশন বা পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংক কার্যকর (viable) হইবে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন সরকারি সহায়তা নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো ব্রিজ ব্যাংক বা রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য আর্থিক সহায়তা সম্প্রসারণ করিতে;

(খ) ধারা ৩৭ এর অধীন শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে।

(৪) সরকার, এই ধারার অধীন সহায়তা প্রদানের ফলে রেজল্যুশন অধীন তফসিলি ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী স্বার্থের ধারকে (holder of controlling interest) পরিণত হইলে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংক বাণিজ্যিক ও পেশাদার ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় তত্ত্বাবধানের অধীন হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, ব্রিজ ব্যাংক, সরকারি মালিকানা হইতে প্রস্থানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত পরিকল্পনায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশের ভিত্তিতে, সময় এবং মার্কেট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রস্থানের বিকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশক্রমে, এই আইনের অধীন সহায়তা প্রদান এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের উপর পরবর্তীতে চাঁদা আরোপের মাধ্যমে এইরূপ তহবিলের পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি সহায়তার আওতায় ঋণ, ইক্যুইটি, সম্পদ ক্রয় বা রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অধীন তফসিলি ব্যাংক বা ব্রিজ ব্যাংকের অনুকূলে গ্যারান্টি ইস্যু করা অথবা ধারা ৩৩ এর অধীন উক্ত তফসিলি ব্যাংককে সাময়িক সরকারি মালিকানায় নিয়ে আসা অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

৩৩। **সাময়িক সরকারি মালিকানা।**—(১) ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (২), (৪) এবং (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন কোনো তফসিলি ব্যাংককে সাময়িকভাবে সরকারি মালিকানায় আনিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বা একাধিক শেয়ার হস্তান্তর আদেশ জারি করিতে পারিবে, যেখানে হস্তান্তর গ্রহীতা সরকারি মালিকানাধীন কোনো কোম্পানি হইবে।

৩৪। **ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা (financial contribution)।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের মাধ্যমে কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার অর্থায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যাইবে, যথা:—

(ক) এইরূপ আর্থিক সহায়তা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার উপর গুরুতর বিরূপ প্রভাব এড়াইতে প্রয়োজনীয় হইলে;

(খ) বেসরকারি উৎস হইতে প্রাপ্ত বিকল্প তহবিল নিঃশেষ হইলে অথবা এইরূপ উৎসসমূহ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত বা সহজলভ্য না হইলে; এবং

(গ) তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক এবং টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারগণের উপর আরোপিত হইলে।

(৩) এই ধারার অধীন ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইবে, যথা:—

(ক) কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার সমর্থনে;

(খ) ধারা ৩৭ এর অধীন শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ)-তে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে।

(৪) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, ব্রিজ ব্যাংককে ঋণ, ইক্যুইটি, সম্পদ ক্রয়, অনুদান অথবা গ্যারান্টি ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাইবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক, এই আইনের অধীন, ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং প্রদত্ত তহবিলের পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। **আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে রেজল্যুশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা (financial contribution)।**—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমানত সুরক্ষা তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে, যাহার পরিমাণ সুরক্ষিত আমানতের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত পরিমাণ সেই সুরক্ষিত আমানতের সমান হইবে, যাহা ব্যাংকটি অবসায়ন প্রক্রিয়ার অধীন অবসায়িত হইলে আমানত সুরক্ষা তহবিল পরিশোধ করিত।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আর্থিক সহায়তা আমানত সুরক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিলি ব্যাংকের লোকসান শেয়ার ধারক, দায়ী ব্যক্তি, এডিশনাল টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারক, টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারক এবং টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেট হোল্ডারগণের উপর আরোপ করা হইবে, এবং যদি নিম্নবর্ণিত কোনো শর্ত পূরণ হয়, যথা:—

(ক) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাহার করা হইলে অথবা কোনো নির্দিষ্ট তারিখে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে;

(খ) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় ধারা ২৬ এবং ২৮ এ উল্লিখিত টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হইলে।

(৩) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, ব্রিজ ব্যাংককে আর্থিক সহায়তা নগদ এবং নগদ সমতুল্য এবং/অথবা সরকারি সিকিউরিটিজের আকারে প্রদান করা যাইবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীনে, আমানত সুরক্ষা তহবিল কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উক্ত তহবিলের পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

৩৬। **রেজল্যুশন প্রক্রিয়া আরম্ভ ও ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে অবহিতকরণ।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন প্রক্রিয়া আরম্ভের সময় সরকারকে অবহিত করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বিদেশি রেগুলেটর বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে অবহিত করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংকের উপর রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

৩৭। **শেয়ার ধারক এবং পাওনাদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।**—(১) অবসায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংককে বিলুপ্ত করা হইলে কোনো শেয়ার ধারক বা পাওনাদার যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেন উহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইলে তাহাকে ক্ষতির পরিমাণের পার্থক্যের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পার্থক্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে যাহা রেজল্যুশন সম্পন্ন হইবার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো স্বতন্ত্র পেশাদার মূল্যায়নকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মূল্যায়ন এই ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্তরূপ রেজল্যুশন কার্যক্রম গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত তফসিলি ব্যাংক অবসায়িত হইবে এবং উহার অবসায়নের সময় প্রদত্ত মূল্যের ভিত্তিতে সম্পাদিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত জরুরি তারল্য সহায়তার বা, ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সরকারি আর্থিক সহায়তার ফলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকে সৃষ্ট বা সংরক্ষিত কোনো মূল্য (value) পার্থক্যের হিসাব গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ সরকার কর্তৃক ধারা ৩২ এ উল্লিখিত সহায়তার মাধ্যমে অথবা ধারা ৩৪ এ উল্লিখিত ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে ।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

৩৮। **আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা (Cross-border cooperation)।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়, সহযোগিতা এবং তথ্য বিনিময়ের জন্য সমঝোতা স্মারক ও বন্দোবস্ত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ কোনো কর্তৃপক্ষের সহিত কোনো প্রকার গোপনীয় তথ্য বিনিময় করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালনের নিশ্চয়তা থাকিবে না, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত কর্তৃপক্ষের সহিত উল্লিখিত তথ্য বিনিময় করিবে না।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "কর্তৃপক্ষ" অর্থে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য অধিক্ষেত্রে (jurisdictions) ব্যাংকসমূহের তদারককারী বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সমঝোতা স্মারক ও বন্দোবস্তে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) পরামর্শ, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি, নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধান বিষয়ক উদ্বেগ, রেজল্যুশনের সম্ভাব্যতার মূল্যায়ন, রেজল্যুশন পরিকল্পনা, আশু হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা এবং রেজল্যুশন পদক্ষেপসহ পক্ষগণের মধ্যে সম্মত বিষয়ে সময়োপযোগী তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি;

(খ) রেজল্যুশন ব্যবস্থা (resolution measures) সমন্বয়ের পদ্ধতি;

(গ) বিদেশি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি ও সহজীকরণের পদ্ধতি;

(ঘ) তথ্য যে উদ্দেশ্যে বিনিময় করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে তথ্যের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা;

(ঙ) তথ্য গোপনীয় পদ্ধতিতে রক্ষা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত পরবর্তীতে না করিবার বিধান; এবং

(চ) এই আইনের অধীন রেজল্যুশন ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পক্ষগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো বিষয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনো বিদেশি রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে, এইরূপ বিদেশি কর্তৃপক্ষের রেজল্যুশন ব্যবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাংলাদেশে প্রযোজ্য করিবার বিষয়ে আদেশ জারি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হয় যে,—

(ক) বিদেশি রেজল্যুশন ব্যবস্থা, ইহার উদ্দেশ্যমূলক ও প্রত্যাশিত ফলাফল সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রেজল্যুশন ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে;

(খ) অনুরোধের ভিত্তিতে, বিদেশি রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন সংশ্লিষ্ট আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি প্রদান করে না;

(গ) কোনো বিদেশি রেজল্যুশন ব্যবস্থার স্বীকৃতি এই আইনের অধীন রেজল্যুশনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হইবে না;

(ঘ) বিদেশি রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারগণের সহিত ন্যায্য আচরণ করা হইবে না;

(ঙ) এইরূপ স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়িবে; অথবা

(চ) এইরূপ স্বীকৃতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতির (public policy) পরিপন্থি হইবে,

তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক এইরূপ আদেশ জারি করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল

৩৯। **ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল।**—(১) ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা (Inter-Institutional Organization) থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, যিনি উহার চেয়ারপার্সনও হইবেন;

(খ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(গ) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ;

(ঘ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঙ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(চ) ডেপুটি গভর্নর (রেজল্যুশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ ব্যাংক; এবং

(ছ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর।

(৩) কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে বাংলাদেশে আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত ব্যাংকিং খাতের পদ্ধতিগত (systemic) প্রকৃতির সংকটসহ অন্যান্য সংকটের প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং উহা হ্রাস করিবার জন্য সমন্বয় ও সহায়তা করা।

(৪) কাউন্সিল প্রয়োজনে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৫) কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি, সভা সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪০। **ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি।**—(১) সংকট ও স্বাভাবিক উভয় সময়ে কাউন্সিলকে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কমিটির গঠন, কার্যাবলি ও অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১। **কাউন্সিল সচিবালয়।**—ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিভাগ ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল এবং ব্যাংকিং সেক্টর ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন

৪২। **তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন।**—(১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এবং ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোনো তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) যদি উক্ত তফসিলি ব্যাংক ধারা ১৪-তে উল্লিখিত রেজল্যুশনের শর্তাবলি পূরণ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, রেজল্যুশন টুলস প্রয়োগ করা সত্ত্বেও উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে ধারা ৯ এ উল্লিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অর্জিত হইবে না;

(খ) যদি উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ ও দায় ব্রিজ ব্যাংকসহ হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট আংশিকভাবে হস্তান্তরিত হয়; অথবা

(গ) যদি বাংলাদেশ ব্যাংক, রেজল্যুশন প্রক্রিয়ায় এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের কার্যকর রেজল্যুশনের সম্ভাবনা নাই।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো তফসিলি ব্যাংক অবসায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উহার লাইসেন্স বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল করা হইলে উক্ত লাইসেন্স বাতিলের তারিখ হইতে উক্ত তফসিলি ব্যাংক উহার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবে।

৪৩। **অবসায়ন আদেশের জন্য আদালতে আবেদন।**—(১) ধারা ৪২ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোনো তফসিলি ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিল করা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম আরম্ভ করিবার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত অবসায়নের কারণ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগে আবেদনের সময় হইতে তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনার পর, আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, উহা শুনানির তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্ধারিত শুনানির তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক উহার ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ফরম অনুসারে উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদার অথবা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আবেদনে পক্ষভুক্ত, অতঃপর এই আইনে হস্তক্ষেপকারী পক্ষ বলিয়া উল্লিখিত, হইবার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ থাকিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর বিধান অনুসারে কোনো পাওনাদার, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আবেদনে পক্ষভুক্ত হইলে উক্ত হস্তক্ষেপকারী পক্ষের বিবরণ হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

(৭) হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনাক্রমে, অবসায়ন আবেদনে উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম স্থগিত **(freeze)** বা সম্পদ ক্রোক **(attachment)** করাসহ তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের আদেশ, অতঃপর এই আইনে অবসায়ন আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন;

(খ) হস্তক্ষেপকারী পক্ষগণের আবেদন;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক আইনানুগভাবে কাজ করিয়াছে কি না এবং যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে কি না;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বা ভুল না থাকিলে অবসায়নের শর্ত পূরণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষায়িত মূল্যায়ন (technical assessment)।

(৮) হাইকোর্ট বিভাগ আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিবে।

(৯) অবসায়ন আদেশ জারির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বহি অথবা রেকর্ডে লিপিবদ্ধ কোনো আমানতকারী, পাওনাদার অথবা চুক্তির পক্ষের অধিকার, স্বত্ব বলবতকরণ এবং তফসিলি ব্যাংকের বহি অথবা রেকর্ডে প্রবেশাধিকার অবিলম্বে স্থগিত হইবে।

৪৪। **অবসায়ক নিয়োগ।**—(১) অবসায়ন আদেশের অংশ হিসাবে হাইকোর্ট বিভাগ তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে অবসায়ক হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(২) অবসায়কের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মানদণ্ড ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর অনুরূপ হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন অবসায়ক নিয়োগের অব্যবহিত পর, বাংলাদেশ ব্যাংক অবসায়ন আদেশ এবং উপ-ধারা (১) এর অধীন অবসায়ক নিয়োগের আদেশ উক্ত তফসিলি ব্যাংককে প্রেরণ করিবে এবং উহা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

(৪) নিয়োগ প্রাপ্তির পর, অবসায়ক সুরক্ষিত আমানত পরিশোধে সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর বিধান অনুযায়ী সুরক্ষিত আমানতের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের পাশাপাশি আমানতকারীগণের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত কাজ করিবে।

(৫) অবসায়কের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, পারিশ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৫। **অবসায়কের অপসারণ।**—(১) হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অবসায়ককে অপসারণ করিবে, যথা:—

(ক) অবসায়ক মৃত্যুবরণ করিলে অথবা অবসায়ক হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হইলে;

(খ) অবসায়ক পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে;

(গ) অবসায়ক তাহার কোনো দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলি পালন, প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক সন্তুষ্ট হইলে; অথবা

(ঘ) অবসায়ক অন্য কোনো কারণে উক্ত পদে বহাল থাকিবার জন্য যোগ্য নহেন মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক সন্তুষ্ট হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো অবসায়ক অপসারিত হইলে হাইকোর্ট বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে অবসায়ক হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, উপ-ধারা (২) এর অধীন অবসায়ক নিয়োগের অব্যবহিত পরে অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংককে নূতন অবসায়ক নিয়োগের নোটিশ প্রদান করিবে, এবং উহা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবে।

৪৬। **অবসায়ক কর্তৃক অবসায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।**—(১) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের জন্য একটি বিস্তারিত অবসায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অবসায়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৭। **অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।**— ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) অবসায়ন আদেশ অনুসারে কোনো তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম আরম্ভ হইলে উক্ত তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোনো বিচারিক কার্যক্রম আরম্ভ করা যাইবে না এবং চলমান সকল বিচারিক কার্যক্রম আদালতের আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে স্থগিত থাকিবে;

(খ) অবসায়ন আদেশ অনুসারে সুরক্ষিত পাওনাদার ব্যতীত অন্য কোনো পাওনাদার অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে তাহার ব্যক্তিগত অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ প্রয়োগ অথবা উক্ত ব্যাংকের সম্পদের উপর অন্য কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে না;

(গ) অবসায়ন আদেশ কার্যকর হইবার তারিখের পর সম্পদ আদায় ব্যতীত অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের উপর জারীকৃত সকল ক্রোক আদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) অবসায়ন আদেশ কার্যকর হইবার তারিখের পর কোনো তফসিলি ব্যাংকের দায়ের উপর কোনো সুদ বা অন্য কোনো চার্জ আরোপিত হইবে না।

৪৮। **কতিপয় পদক্ষেপ বাতিলকরণে অবসায়ক কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন।**—(১) অবসায়ক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে অবসায়ন আদেশ জারির তারিখের পূর্বের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাতিল ও অকার্যকর হিসাবে ঘোষণার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সংক্ষুব্ধ পক্ষগণের শুনানিক্রমে, হাইকোর্ট বিভাগ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক এবং উক্ত কার্যক্রমে জড়িত পক্ষগণ উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনকালে অবগত ছিলেন বা তাহাদের অবগত থাকা উচিত ছিল যে, উহা তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারের স্বার্থের ক্ষতি করিতে পারে, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত কার্যক্রম বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অবগতির বিষয়টি অনুমিত হইবে, যথা:—

(ক) কোনো প্রতিদান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত কোনো উপহার বা অন্য কোনো হস্তান্তর;

(খ) তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক উহার কোনো শেয়ারধারক, পরিচালক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুকূলে পরিশোধিত অর্থ, হস্তান্তরিত সম্পদ অথবা অন্য কোনো স্বার্থ, যাহা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামত বিবেচনাক্রমে, হাইকোর্ট বিভাগের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে, প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হয় যে,—

(অ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে প্রদত্ত উপস্থাপনার ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল যে, তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক তাহার অনুকূলে অর্থ পরিশোধ অথবা সম্পদ বা স্বার্থ হস্তান্তরের বিষয়টি যথাযথ; এবং

(আ) তফসিলি ব্যাংকের অর্থ পরিশোধ অথবা সম্পদ বা স্বার্থ হস্তান্তরের বিষয়টি উক্ত তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারী ও পাওনাদারের স্বার্থের পরিপন্থি এই বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি অবগত ছিলেন না;

(গ) নির্ধারিত তারিখের পূর্বে দায় পরিশোধ বা সম্পদ হস্তান্তর অথবা ঋণ পরিশোধযোগ্য হইবার তারিখের পূর্বে ঋণের জামানত হস্তান্তর;

(ঘ) তফসিলি ব্যাংকের সহিত সম্পাদিত এইরূপ কোনো চুক্তি যাহাতে চুক্তির অন্য পক্ষের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতার তুলনায় উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর আরোপিত বাধ্যবাধকতা কঠোর হয়;

(ঙ) আর্থিক চুক্তি ব্যতীত উক্ত তফসিলি ব্যাংক এবং অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত এইরূপ কোনো বন্দোবস্ত, যাহা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের আদেশ জারির পূর্বেই উক্ত ব্যাংক ও চুক্তিবদ্ধ অন্য পক্ষের পারস্পরিক দায়-দেনা নিষ্পত্তির অনুমতি দেয়; অথবা

(চ) তফসিলি ব্যাংক এবং উহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হস্তান্তর।

৪৯। **অবসায়নে সম্পদ বন্টনের দাবির পর্যায়ক্রম।**—(১) অবসায়ক অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ, নিম্নবর্ণিত দাবির পর্যায়ক্রম অনুসারে বন্টন করিবেন, যথা:—

(ক) অবসায়ক কর্তৃক ব্যয়িত অবসায়ন প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক সকল যুক্তিসঙ্গত ব্যয়;

(খ) সুরক্ষিত আমানতকারী এবং বীমাকৃত আমানতকারীগণের অধিকার হস্তান্তরের ফলে সৃষ্ট আমানত সুরক্ষা তহবিলের দাবি;

(গ) আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ নির্ধারিত সুরক্ষিত সীমার অতিরিক্ত সুরক্ষণযোগ্য আমানত;

(ঘ) আদালত কর্তৃক অবসায়ন আদেশ জারির তারিখের পূর্বের অনধিক ১ (এক) বৎসর সময়ের মধ্যে সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রদেয় কর ও বিল;

(ঙ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল, পেনশন তহবিল, গ্র্যাচুইটি তহবিল অথবা অন্য কোনো কল্যাণ তহবিল হইতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রদেয় অর্থ;

(চ) আদালত কর্তৃক অবসায়ন আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরবর্তী ৩ (তিন) স্তর ব্যতীত সকল স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অর্জিত বেতন ও মজুরি এবং তফসিলি ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট প্রদেয় অথবা তাহাদের পক্ষে প্রদেয় অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ পাওনা;

(ছ) এই আইনের অধীন রেজল্যুশন অর্থায়নের জন্য সরকারকে প্রদেয় কোনো অর্থ;

(জ) রেজল্যুশনের কারণে সৃষ্ট তফসিলি ব্যাংকের দায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিলের নিকট প্রদেয় ও বকেয়া;

(ঝ) আমানত সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এর অধীন অসুরক্ষিত পাওনাদার এবং অরক্ষিত আমানতসহ অন্যান্য সকল সাধারণ পাওনাদারগণের দাবি;

(ঞ) টিয়ার ২ মূলধন উপাদানের অংশ ব্যতীত সাবঅর্ডিনেটেড ডেটহোল্ডারগণের দাবি;

(ট) টিয়ার ২ মূলধন উপাদান ধারকগণের দাবি;

(ঠ) অতিরিক্ত টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারকগণের দাবি;

(ড) যেকোনো সুরক্ষিত দাবিসহ দায়ী ব্যক্তিগণের দাবি; এবং

(ঢ) কমন ইক্যুইটি টিয়ার ১ মূলধন উপাদান ধারকগণের দাবি।

(২) ইসলামি ব্যাংকসমূহের অবসায়নের ক্ষেত্রে, সম্পদ বন্টনের দাবির অগ্রাধিকারের বিষয়াবলি বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সময় সময়, নির্দেশনা জারির মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৫০। **বাংলাদেশের বাহিরে প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন।**—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট কোনো তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা যাইবে, যথা:—

(ক) যদি উক্ত তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব লিখিত অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও নিয়ম পরিপালন করিয়া বাংলাদেশে তাহার ব্যবসা বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হয়;

(খ) যদি ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কারণ উক্ত তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়; অথবা

(গ) যদি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় যে দেশে অবস্থিত অথবা যে স্থানে উক্ত ব্যাংক তাহার মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে, উক্ত স্থানে উহার অবসায়ন কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম (Core Business Lines)"** অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকের জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্ব, মুনাফা বা ফ্র্যাঞ্চাইজি মূল্যের প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত এইরূপ কোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট সেবা।

(২) তফসিলি ব্যাংক অবসায়ন সম্পর্কিত এই অধ্যায়ের বিধানাবলি, বাংলাদেশের বাহিরে প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের বাহিরে প্রধান কার্যালয় বিশিষ্ট এইরূপ অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল সম্পদ, দায়, কার্য ও নিস্ক্রিয়তা, যাহা বাংলাদেশে উক্ত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা হইতে উদ্ভূত বা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কিত, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের উপর বর্তাইবে।

(৪) অবসায়ক উক্ত তফসিলি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(৫) বাংলাদেশের বাহিরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ তফসিলি ব্যাংকের বিরুদ্ধে অবসায়ন কার্যক্রম আরম্ভ করিবার জন্য আদালতের আদেশ জারির সময় হইতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব লিখিত অনুমোদনক্রমে, অনুমতিপ্রাপ্ত কার্যক্রম ব্যতীত, বাংলাদেশে পরিচালিত অন্যান্য সকল কার্যক্রম বন্ধ করিবে।

(৬) বাংলাদেশের বাহিরে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের সকল বাধ্যবাধকতা ও দায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ব্যাংককে প্রদান করা লাইসেন্স অনুযায়ী পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের কোনো সম্পদ বাংলাদেশ হইতে অপসারণ রোধ করিবার লক্ষ্যে অবসায়ক প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫১। **অবসায়ন কার্যাবলির সমাপ্তি।**—(১) অবসায়ন সম্পন্নের পর, অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত একজন বহিঃনিরীক্ষকের মতামতসহ, তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং অনুমোদনের জন্য হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিবেন।

(২) বহিঃনিরীক্ষকের পারিশ্রমিক উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(৩) বহিঃ নিরীক্ষকের মতামতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) অবসায়কের হিসাব-বিবরণী সত্য ও যথাযথ কি না এবং উহা সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না;

(খ) অবসায়ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব-বিবরণী তফসিলি ব্যাংকের সম্পদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঠিক কি না;

(গ) যেক্ষেত্রে বহিঃ নিরীক্ষক অবসায়কের নিকট হইতে কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্য তলব করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে অবসায়ক কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাখ্যা বা তথ্য সন্তোষজনক কি না; এবং

(ঘ) অবসায়ক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করিয়াছেন কি না।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ, নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং অবসায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অনুমোদন করিতে পারিবে এবং অবসায়ককে তফসিলি ব্যাংকের হিসাব-বহি ও নথিপত্র এবং অবসায়ন সম্পর্কিত অন্যান্য দলিলপত্র, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কোনো স্থানে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবসায়ন কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে অবসায়কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘাটতি বা সুস্পষ্ট কোনো ভুল না থাকিলে আদালত অবসায়কের বিশেষায়িত মূল্যায়নকে (technical assessment) বাতিল করিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমোদন প্রাপ্তির পর, অবসায়ক উক্ত অনুমোদনের একটি বিজ্ঞপ্তি সাধারণ জনগণের জ্ঞাতার্থে বাংলাদেশে ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর, অবসায়ক যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধককে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক রক্ষিত রেজিস্টার হইতে উক্ত কোম্পানির নাম অপসারণ করিবার জন্য অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন অবহিত হইবার পর যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিবন্ধক উক্ত কোম্পানির নাম রেজিস্টার হইতে অপসারণ করিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ক একটি বিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ ব্যাংক ও যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত অন্যূন একটি বাংলা ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন কোনো কোম্পানির নাম অপসারণের কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে, তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী এবং অবসায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের অনুমোদন সাপেক্ষে, অবসায়ক তফসিলি ব্যাংকের অবসায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সকল দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিলি ব্যাংকের অবসায়নের ফলে এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন দায়ী ব্যক্তিগণের দায় এইরূপভাবে বহাল থাকিবে যেন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয় নাই।

৫২। **তফসিলি ব্যাংকের স্বেচ্ছায় অবসায়ন।**— বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোনো তফসিলি ব্যাংক স্বেচ্ছায় অবসায়ন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলের অপব্যবহার

৫৩। **প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল ব্যবহার।**—**(১)** এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো আদালত কর্তৃক কোনো ব্যক্তির কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা এবং সিদ্ধান্তের ফলে তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহারের জন্য দায়ী হিসাবে চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এই ধারার অধীন দায়ী ব্যক্তি হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তি অর্থে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:—

(ক) নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারধারক;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **"নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার ধারক"** অর্থ উদ্যোক্তা, পরিচালক, উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারক বা তাহার পরিবারের সদস্য বা তাহার সহিত সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো কোম্পানি বা কোনো প্রতিষ্ঠান একক বা যৌথভাবে যাহারা ব্যাংকের শেয়ার ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করেন;

(খ) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ এবং ব্যাংকের অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যাহারা স্ব স্ব দায়িত্বের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(গ) ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 403 ও 405 অনুযায়ী অসৎভাবে সম্পদ আত্মসাৎকারী ব্যক্তি;

(ঙ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (শ) এ বর্ণিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি; অথবা

(চ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি।

৫৪। **প্রতারণামূলকভাবে ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের অপব্যবহার।**—(১) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতারণামূলকভাবে, অসৎভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা স্বেচ্ছায় ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহার করা হইলে উহাকে ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিলের অপব্যবহার হিসাবে গণ্য করা হইবে, যথা:—

(ক) দায়ী ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে;

(খ) দায়ী ব্যক্তিগণের সহায়তায় ব্যাংকের অন্যান্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা অথবা অন্য কোনো উপায়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে, অর্থ, সম্পদ এবং কোনো প্রকার অধিকার ও প্রাপ্য নিজেদের বা অন্যের অনুকূলে আহরণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে—

(অ) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণ এবং/অথবা অন্যান্য সুবিধাদি, যথা:—

(১) দায়ী ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারকে ঋণ বা অর্থ প্রদান;

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে অন্য ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বা কোনো আসল বা সুদ আদায় ব্যতীত একই ব্যক্তির অনুকূলে ঋণ পুন:নবায়ন;

(৩) দায়ী ব্যক্তির নিকট সরাসরি বা তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঋণ ফেরত প্রদানের অভিপ্রায়ে তৃতীয় পক্ষকে ঋণ প্রদান;

(৪) দৃশ্যত ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান;

(৫) দায়ী ব্যক্তির ব্যবস্থাপনা এবং/অথবা নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী এবং/অথবা স্থায়ীভাবে, নিয়োগ চুক্তিসহ অথবা চুক্তি ব্যতীত, নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাতা, অংশীদার, ব্যবস্থাপক অথবা নিরীক্ষক হিসাবে থাকা কোম্পানিকে ঋণ প্রদান;

(৬) দায়ী ব্যক্তির অস্থায়ী এবং/অথবা স্থায়ীভাবে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি, যে বা যাহারা প্রক্সি (Proxy) এবং/অথবা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং/অথবা এজেন্ট হিসাবে এবং/অথবা প্রক্সি বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ব্যতিরেকে প্রতিনিধিত্বের ন্যায় কোনো আইনি ব্যবস্থা বা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া কর্ম সম্পাদনকারী, এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী প্রকৃত এবং/অথবা আইনি সত্তাকে ঋণ প্রদান; অথবা

(৭) ব্যাংকিং আইন ও রীতিনীতির সহিত সাংঘর্ষিক শর্তাবলি এবং/অথবা কোনো প্রকার জামানত ব্যতীত বা পর্যাপ্ত জামানত ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান;

(৮) স্বাভাবিক বা আইনি ব্যক্তি যিনি পরবর্তীতে দফা (১) হইতে (৭) স্বাভাবিক ব্যক্তি অথবা আইনি সত্তাসমূহের নিকট অনুরূপ ঋণ এবং/অথবা ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল হস্তান্তর করে;

(৯) স্বাভাবিক বা আইনি ব্যক্তি, যিনি প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষভাবে, এককভাবে এবং/অথবা যৌথভাবে, ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ অথবা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ রাখে; অথবা

(১০) দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং/অথবা ব্যাংকের অধীনস্থ এবং/অথবা প্রত্যক্ষ এবং/অথবা পরোক্ষ সহযোগী, যিনি সাধারণত তাহাদের কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত একই ঠিকানা ব্যবহার করে এবং/অথবা যিনি চুক্তিতে ঋণ মওকুফ এবং/অথবা ঋণ হস্তান্তরের অধিকারের মতো নির্দিষ্ট ধারা সংযোজনপূর্বক ঋণ অথবা ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহার করে।

(আ) দেশি অথবা বিদেশি ব্যাংকের সহিত ব্যাংকের সম্পদ বন্ধক রাখা অথবা জামানত হিসাবে দেখানো;

(ই) ব্যাংকে আমানত এবং অন্যান্য হিসাব খোলা এবং উহা জামানত হিসাবে দেখানো;

(ঈ) উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকগণের ঋণের সুদ মওকুফ করা;

(উ) দায়ী ব্যক্তির বৈদেশিক মুদ্রা ঋণকে স্থানীয় মুদ্রায় অথবা বিপরীতক্রমে ক্রমাগত রূপান্তর করিবার মাধ্যমে বিনিময় হারের সুবিধা গ্রহণ করা,

(ঊ) দায়ী ব্যক্তির ক্রেডিট কার্ডের ঋণ পরিশোধ করা;

(ঋ) কল্পিত (fictitious) মুনাফা প্রদর্শন এবং তদনুসারে লভ্যাংশ প্রদান করা;

(এ) উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকের নিকট সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা;

(ঐ) উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকের দ্বারা ব্যাংকের গ্যারান্টির মাধ্যমে অথবা ব্যাংককে যৌথ দেনাদার হিসাবে ব্যবহার করিয়া বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, **"দেনাদার"** অর্থ ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৫ এর দফা (ছ)-তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ও) দায়ী ব্যক্তির নিকট কৃত্রিম উপায়ে কম মূল্য প্রদর্শন করিয়া ব্যাংকের রিয়েল এস্টেট এবং সহায়ক সংস্থা বিক্রি করা; অথবা

(ঔ) উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারকের প্রতিষ্ঠানের রিয়েল এস্টেট অথবা শেয়ার অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিধানাবলি দায়ী ব্যক্তির এবং/অথবা তাহার মাধ্যমে তৃতীয় ব্যক্তির অর্জিত সকল প্রকার অর্থ, সম্পত্তি, অধিকার এবং প্রাপ্য সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলের হিসাব।—প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিলের পরিমাণ উক্তরূপে ব্যবহৃত মূল অর্থ এবং ইহার সহিত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সুদ, কমিশন, ফি অথবা ক্ষতিপূরণের সমষ্টির সমান হইবে, যাহার গণনা উহা ব্যবহারের তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দায়ী ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকিবার কারণে অথবা দায়ী ব্যক্তির কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের সহিত কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকিবার কারণে ঘটিয়াছে এইরূপ কোনো ক্ষতি এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৫৬। **দায়ী ব্যক্তিগণের সম্পদ বিবরণী।**—(১) ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোনো ব্যক্তির সম্পদ বিবরণী চাহিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সম্পদ বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, প্রাপ্য সম্পদ, সিকিউরিটিজ, অধিকার এবং ক্রোকযোগ্য সকল প্রকার আয়;

(খ) রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার তারিখের ৫ (পাঁচ) বৎসরের বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করা অনুরূপ আইটেমসমূহের তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উল্লিখিত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক সময়ের তথ্যও দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচনার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে হইবে, তবে কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সময়সীমা অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৫৭। ব্যাংক রেজল্যুশন ও অবসায়নে প্রাপ্য আদায়ের ক্ষমতা।—(১) বাংলাদেশ ব্যাংক, উহার ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল বা রেজল্যুশনের অধীন বা অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসরণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কোনো তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিবার লাইসেন্স প্রত্যাহার করা হইলে, অথবা কোনো তফসিলি ব্যাংককে রেজল্যুশন অথবা অবসায়নাধীন করা হইলে দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল হইতে অর্জিত সকল আয়, সম্পত্তি, অধিকার এবং সম্পদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ;

(খ) তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অর্জিত কোনো সম্পদ অথবা অর্থ, উহা দায়ী ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হউক না কেন, উহার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তফসিলি ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তি অথবা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অর্জিত সকল প্রকার অর্থ, সম্পত্তি, অধিকার এবং প্রাপ্যের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারায় উল্লিখিত অর্থ, পণ্য, অধিকার অথবা প্রাপ্য সম্পদ ক্রোক অথবা অনুরূপ কোনো সম্পদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে, যাহার মূল্য বাংলাদেশ ব্যাংক এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বিবেচনা করিয়া নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৩ এ উল্লিখিত দায়ী ব্যক্তিগণের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

৫৮। দায়ী ব্যক্তিগণের দায় ও তাহাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থা।—(১) কোনো তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তি তাহাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যাংকটির ব্যর্থতায় ভূমিকা রাখিলে উক্ত ব্যক্তি তফসিলি ব্যাংকের ক্ষতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন।

(২) রেজল্যুশনের অধীন বা অবসায়নাধীন তফসিলি ব্যাংকের দায়ী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধ বা ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যদি প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত ব্যাংকের সম্পদ বা তহবিল পরিশোধ বা ফেরত প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে দায়ী ব্যক্তিগণের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা এবং সিদ্ধান্তের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রমকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক অথবা প্রশাসক অথবা অবসায়ক অথবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম আরম্ভ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান অথবা অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংকের শেয়ার তৃতীয় পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত তফসিলি ব্যাংক বা প্রশাসক কর্তৃক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা তফসিলি ব্যাংকের ব্যর্থতার জন্য দায়ী বিবেচিত অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বাংলাদেশ ব্যাংক, যাহা আইনগত উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবেচিত, কোনো প্রকার বাধা ব্যতীত অব্যাহত রাখিবে এবং এইরূপ মামলা এবং আইনগত কার্যক্রমের কারণে প্রদেয় এবং প্রাপ্য সকল অর্থ দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ, দন্ড, জরিমানা ইত্যাদি

৫৯। তফসিলি ব্যাংকের পরিচালক এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ।— (১) অস্থায়ী প্রশাসন ও রেজল্যুশনের আওতাধীন অথবা অবসায়নাধীন কোনো তফসিলি ব্যাংকের পরিচালক অথবা কর্মকর্তা, যিনি—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রশাসক অথবা অবসায়কের অনুরোধে, তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য যাহার মধ্যে কীভাবে, কাহাকে এবং কোন্ বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তর করা হইয়াছে, সেই তথ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হন,;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রশাসক অথবা অবসায়কের নির্দেশ অনুসারে নিম্নবর্ণিত বিষয় বা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, যথা:—

(অ) উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণে থাকা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ; অথবা

(আ) উক্ত পরিচালক অথবা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণে থাকা উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সকল বহি, রেকর্ড, রেজিস্টার এবং দলিলপত্র;

(গ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বের ১২ (বারো) মাসের মধ্যে অথবা তৎপরবর্তী যেকোনো সময়ে—

(অ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশ গোপন করিয়াছেন অথবা উহার প্রাপ্য অথবা উহা হইতে উত্তোলনকৃত কোনো ঋণ গোপন করিয়াছেন;

(আ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশ প্রতারণামূলকভাবে স্থানান্তর করিয়াছেন;

(ই) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্র গোপন, ধ্বংস, বিকৃত অথবা জাল করিয়াছেন, অথবা উহাতে সহযোগিতা করিয়াছেন;

(ঈ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্রে কোনো মিথ্যা তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন অথবা করিতে সহযোগিতা করিয়াছেন;

(উ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্রে প্রতারণামূলকভাবে কোনো অংশের বিলোপ, পরিবর্তন, অথবা অন্য কোনো ত্রুটি করিয়াছেন, অথবা প্রতারণামূলক বিলোপ, পরিবর্তন বা ত্রুটি করিতে সহযোগী ছিলেন;

(ঊ) কোনো মিথ্যা উপস্থাপনা অথবা অন্য কোনো জালিয়াতির মাধ্যমে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের জন্য বা পক্ষ হইতে, পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে কোনো সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন যাহার মূল্য উক্ত তফসিলি ব্যাংক পরবর্তীতে পরিশোধ করে নাই;

(ঋ) উক্ত তফসিলি ব্যাংক উহার ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে এইরূপ মিথ্যা অজুহাতে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের জন্য বা পক্ষ হইতে, পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে কোনো সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন যাহার মূল্য উক্ত তফসিলি ব্যাংক পরবর্তীতে পরিশোধ করে নাই; অথবা

(এ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের এইরূপ কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াছেন অথবা হস্তান্তর করিয়াছেন যাহা পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধ করিবার শর্তে অর্জিত হইয়াছিল এবং যাহার জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয় নাই, যদি না উক্ত বন্ধক অথবা হস্তান্তর তফসিলি ব্যাংকের ব্যবসার সাধারণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে হইয়া থাকে;

(ঘ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পর্কিত কোনো বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য বিলোপ করিয়াছেন;

(ঙ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো ঋণ ভুয়া প্রমাণিত হইয়াছে জানিয়াও অথবা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও এক মাসের মধ্যে অবসায়ককে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন;

(চ) উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা বিষয়াদি সম্পর্কিত কোনো বহি, রেজিস্টার, রেকর্ড বা দলিলপত্র উপস্থাপন করিতে বাধা দেন;

(ছ) অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন বা অবসায়ন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে, অথবা তৎপরবর্তী যেকোনো সময়ে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের সম্পত্তির কোনো অংশের কল্পিত ক্ষতি অথবা ব্যয়ের হিসাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; অথবা

(জ) অস্থায়ী প্রশাসন, রেজল্যুশন অথবা অবসায়ন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বের ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে অথবা তৎপরবর্তী যেকোনো সময়ে, উক্ত তফসিলি ব্যাংকের পাওনাদারগণের অথবা তাহাদের কোনো একজনের তফসিলি ব্যাংকের কার্যাবলি অথবা অবসায়নের সহিত সম্পর্কিত কোনো চুক্তিতে সম্মতির উদ্দেশ্যে কোনো মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনা করিয়াছেন অথবা অন্য কোনো প্রতারণামূলক কার্যক্রম করিয়াছেন অথবা জড়িত ছিলেন,

তাহা হইলে উক্ত কার্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো পরিচালক অথবা কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বন্ধক হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করিলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৬০। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—কোনো কোম্পানি কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি যাহারা অপরাধ সংঘটনের সময় পরিচালক, নির্বাহী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা বা সচিব ছিলেন, তাহারা উক্ত অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ সংঘটন রোধের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৬১। **জরিমানা।**—(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩), (৭) ও (৯) এবং ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) এবং এই আইনের অধীন প্রণীত অথবা জারীকৃত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশনা লঙ্ঘন করিলে বা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতার কারণে তাহার উপর অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে এবং উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার প্রথম দিনের পর প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ), (ঊ), (ঋ) এবং (এ) এর আওতায় সম্পদ স্থানান্তর অথবা অর্জন, এবং উপ-ধারা (২) এর আওতায় সম্পদ গ্রহণ করিলে, উক্ত ব্যক্তির উপর স্থানান্তরিত, অর্জিত অথবা গৃহীত সম্পদের বহি মূল্য (book value) বা অর্জন মূল্য বা স্থানান্তর মূল্য বা হালনাগাদ বাজার মূল্য, যাহা অধিক হইবে, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার উপর ঋণের হালনাগাদ সুদসহ ঋণের স্থিতির দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৫৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত অথবা অপব্যবহৃত সম্পদ গ্রহণের প্রথম তারিখে উহার বহি মূল্য (book value) বা হালনাগাদ বাজার মূল্য, যাহা অধিক হইবে, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ এবং তহবিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঘোষিত ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণ দাঁড়ায়, উহার দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবেন।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারায় বর্ণিত জরিমানা আরোপের পূর্বে, অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় প্রদানপূর্বক কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে জবাব প্রদান না করিলে বা প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারায় উল্লিখিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, উক্ত ব্যক্তির যেকোনো অথবা সকল ব্যাংক হিসাব হইতে জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং আরোপিত জরিমানা সম্পূর্ণ আদায় না হইলে উক্ত জরিমানা আদায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির যেকোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে।

৬২। **জরিমানা অন্য কোনো দায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।**—ধারা ৬১ এর অধীন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে উক্ত ব্যক্তির উপর আরোপযোগ্য বা আরোপিত কোনো দায়-কে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না।

৬৩। অপরাধ ও দন্ড।—(১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (ই), (ঈ), (উ) এবং (ঘ), (চ), (ছ) ও (জ) এর আওতায় কোনো অপরাধ করিলে, উক্ত অপরাধের কারণে তিনি অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা অথবা অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড, অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে প্রশাসক বা অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি, অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক উপযুক্ত আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবে।

৬৪। **অপরাধের বিচার।**—ধারা ৫৯ **ও ৬০** এর অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৬৫। **অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নে নিযুক্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা, প্রশাসক এবং অবসায়কের সুরক্ষা।**—(১) অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা বা প্রশাসক এবং অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি, এই আইন দ্বারা তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা বা উদ্দেশ্য এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরল বিশ্বাসে কোনো কাজ করিলে বা কাজ হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ, অথবা দাবি উত্থাপন অথবা তাহাকে দায়বদ্ধ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ দায়বদ্ধতা হইতে সুরক্ষা প্রদান করা হইবে, যদি না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে, ক্ষমতার প্রয়োগ বা প্রয়োগের চেষ্টা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয় নাই।

(২) ব্যাংক রেজল্যুশন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালনকালে ও পরে গৃহীত সিদ্ধান্ত, সম্পাদিত ব্যবস্থা, কৃত লেনদেনের কারণে রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারী, প্রশাসক, অবসায়ক বা রেজল্যুশনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিপূরণ, ব্যাংকের নিকট প্রাপ্য অর্থের পরিশোধ করিবার জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা বা কোনো নির্বাহী কার্যধারা গ্রহণ করা হইলে উহা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে নেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ মামলায় বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতিপক্ষ করা হইবে ও মামলার ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাজেট হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, যেকোনো উপায়ে, অস্থায়ী প্রশাসন, ব্যাংক রেজল্যুশন এবং অবসায়নে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিবে।

৬৬। **বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে আদালতের রায়।**— (১) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কেউ বাংলাদেশ ব্যাংক, উহার কোনো কর্মকর্তা, প্রতিনিধিত্বকারী বা পরামর্শকের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে অথবা সালিশি প্যানেলে আপিল করে, তবে আপিলের সময় বা পরবর্তী কোনো আপিল বা আপিলের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম অথবা সালিশি কার্যক্রম চলাকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রম কোনো প্রকার বাধা ব্যতীত অব্যাহত থাকিবে।

(২) যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীন উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বা সরল বিশ্বাসে কাজ করে, তাহা হইলে আদালত অথবা সালিশি প্যানেল বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম নিষিদ্ধ, স্থগিত অথবা বাতিল না করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিকার প্রদান করিবে যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে যাহা সরকার বা সরকারের প্রাপ্য হইতে পরিশোধ করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের সীমা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৭। **বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্য বিনিময়।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সরকারের নিকট হইতে তহবিলের প্রয়োজন হইবে এইরূপ তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ বিভাগ তথ্য বিনিময় করিবে।

(২) তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে কর্মরত কোনো ব্যক্তি কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিবেন এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত উক্ত তথ্য প্রকাশ করিবেন না, যথা:—

(ক) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক আবশ্যক হইলে; অথবা

(খ) এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে।

(৩) সরকারি আর্থিক সহায়তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিবেদন প্রতি বৎসর বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত Chartered Accountant ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করিতে হইবে।

৬৮। **বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজল্যুশন সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপকে আপিল প্রভাবিত করিবে না।**—এই আইনের অধীন জারীকৃত কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নির্দেশনা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা কোনো অনুরোধ বা বাধ্যবাধকতা আরোপের ফলে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ হইতে পারেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত কোনো আদেশ প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না যাহা বাংলাদেশ ব্যাংককে উক্ত আদেশ কার্যকর করা হইতে বাধা প্রদান করিতে পারে, যথা:—

(ক) স্থায়ী বা অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা;

(খ) কোনো নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ;

(গ) কোনো স্থগিতাদেশ বা অন্য কোনো আদেশ।

৬৯। **রেজল্যুশন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা।**—(১) এই আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে Bangladesh Bank Order, 1972, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত কোনো রেজল্যুশন কার্যক্রম এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব দিন পর্যন্ত চলমান থাকিলে উহা এই আইনের অধীন গৃহীত রেজল্যুশন ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উহা অব্যাহত থাকিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্ব দিন পর্যন্ত রেজল্যুশনের কর্তৃত্ব প্রয়োগ এবং আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো নিয়ন্ত্রণকারী, তত্ত্বাবধানকারী বা সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত বিদ্যমান কোনো সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৭০। **তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি।**—বাজারের আস্থা রক্ষার জন্য, রেজল্যুশনের অধীন তফসিলি ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা (disclosure requirement) হইতে সাময়িক অব্যাহতি অথবা বাজার প্রতিবেদন, অধিগ্রহণ, এবং তালিকাভুক্তির নিয়মাবলি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ স্থগিত করিবার জন্য আবেদন করিবার অনুমতি পাইতে পারে, যেখানে এই ধরনের তথ্য প্রকাশ রেজল্যুশন ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারে।

৭১। **ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহের উপর এই আইনের প্রয়োগ।**—বাংলাদেশ ব্যাংক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, তফসিলি ব্যাংকের রেজল্যুশন সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলি ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ (Mutatis Mutandis), প্রযোজ্য হইবে, যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়; অথবা

(খ) উক্ত ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা অথবা কার্যক্রম সম্পর্কিত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়।

৭২। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭৩। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারণে বোর্ড না থাকিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, সরকারের অনুমোদনক্রমে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৭৭ নং আইন

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**– (১) এই আইন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**– মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-

(ক) দফা (৪৮) এ উল্লিখিত “৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ” সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “৩০ (ত্রিশ) লক্ষ” সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (৫৭) এ উল্লিখিত "৩ (তিন) কোটি" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০১২ সনের ৪৭ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন।**— উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিলের—

(ক) টেবিল-১ (আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত—

(অ) শিরনামা সংখ্যা ০৮.০২ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "৩০" সংখ্যার পরিবর্তে "৪৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ০৮.০৪, ০৮.০৫, ০৮.০৬, ০৮.০৭, ০৮.০৮, ০৮.০৯ ও ০৮.১০ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "২০" সংখ্যার পরিবর্তে "৩০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ২০.০৯ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "২০" সংখ্যার পরিবর্তে "৩০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ২৪.০১ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "৬০" সংখ্যার পরিবর্তে "১০০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(উ) শিরনামা সংখ্যা ৩২.০৮, ৩২.০৯ ও ৩২.১০ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "২০" সংখ্যার পরিবর্তে "৩০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঊ) শিরনামা সংখ্যা ৩৪.০১ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "৪৫" সংখ্যার পরিবর্তে "৬০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঋ) শিরনামা সংখ্যা ৩৪.০২ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "২০" সংখ্যার পরিবর্তে "৩০" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) টেবিল-২ (সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত—

(অ) শিরনামা সংখ্যা ২০.০৯ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত "১০" সংখ্যার পরিবর্তে "১৫" সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ২২.০২ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“২২.০২	২২০২.১০.০০	কার্বনেটেড বেভারেজ [বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয় যাতে ক্যাফেইনের মাত্রা সর্বোচ্চ ১৪৫ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটার]	৩০
	২২০২.৯৯.০০	[বাংলাদেশ মান (বিডিএস ১১২৩:২০১৩) অনুসারে সংজ্ঞায়িত কার্বনেটেড বেভারেজের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর মাত্রার উপাদান সম্বলিত পানীয়	৪০
	সংশ্লিষ্ট এইচ,এস, কোড	আর্টিফিসিয়াল/ফ্লেভার ড্রিংকস ও ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস (কার্বোনেটেড)	৩০
		আর্টিফিসিয়াল/ফ্লেভার ড্রিংকস ও ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকস (নন-কার্বোনেটেড)	১৫”;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ২৪.০২ এর বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S Code) ২৪০২.২০.০০ এর বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত “৬৬” সংখ্যার পরিবর্তে “৬৭” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ৩২.০৮ হইতে ৩২.১০ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত “৫” সংখ্যার পরিবর্তে “১০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) টেবিল-৩ (সরবরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যসমূহ) এর কলাম (১) এ উল্লিখিত শিরনামা সংখ্যা S০০১ ও S০১২ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"S০০১	S০০১.০০	**হোটেল ও রেস্তোঁরাঃ**	
	S০০১.১০	**হোটেলঃ** আবাসন, খাদ্য বা পানীয় সরবরাহকালে যদি হোটেলে মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয় বা যে কোনো ধরণের "ফ্লোর শো" এর আয়োজন করা হয় কেবল ঐ সকল বিলের উপর (বৎসরে একদিনের জন্য করা হইলেও)	৩০
	S০০১.২০	**রেস্তোঁরাঃ** খাদ্য বা পানীয় সরবরাহকালে যদি রেস্তোঁরায় মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয় বা যে কোনো ধরণের "ফ্লোর শো" এর আয়োজন করা হয় কেবল ঐ সকল বিলের উপর (বৎসরে একদিনের জন্য করা হইলেও)	৩০
S০১২	S০১২.১০	**টেলিফোনঃ**	২৩
		শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	
	S০১২.১৪	**ইন্টারনেট সংস্থা:** (আইএসপি)	১০"।

৪। **২০১২ সনের ৪৭নং আইনের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।**— উক্ত আইনের তৃতীয় তফসিল এর—

(ক) টেবিল-১ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর-

(অ) শিরনামা সংখ্যা ১১.০৫ ও ১১.০৮ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা ১৯.০৫ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা ২০.০১, ২০.০২ ও ২০.০৮ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা ২৭.১০, ২৭.১১ ও ২৭.১৩ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(উ) শিরনামা সংখ্যা ৩৯.২০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঊ) শিরনামা সংখ্যা ৬৮.০২ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঋ) শিরনামা সংখ্যা ৭২.০২, ৭২.০৯, ৭২.১০, ৭২.১২ ও ৭২.১৭ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(এ) শিরনামা সংখ্যা ৮৫.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঐ) শিরনামা সংখ্যা ৯০.০৩ ও ৯০.০৪ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ও) শিরনামা সংখ্যা ৯৪.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(খ) টেবিল-১ ('খন্ড-খ'-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর–

(অ) শিরনামা সংখ্যা S০০১ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) শিরনামা সংখ্যা S০১৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(গ) টেবিল-২ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর–

(অ) শিরনামা সংখ্যা ৪৮.১৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৯০.০৪ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) টেবিল-২ ('খন্ড-খ'-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর–

(অ) শিরনামা সংখ্যা S০০১ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা S০২২ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা S০৩৭ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা S০৭৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঙ) টেবিল-৩ ('খন্ড-ক'-মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর কলাম (১) এর–

(অ) শিরনামা সংখ্যা ৬৮.১০ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) শিরনামা সংখ্যা ৭৩.০৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(চ) টেবিল-৩ ('খন্ড-খ'-মূসক আরোপযোগ্য সেবা) এর কলাম (১) এর–

(অ) শিরনামা সংখ্যা S০০৩ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শিরনামা সংখ্যা S০০৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ই) শিরনামা সংখ্যা S০১৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঈ) শিরনামা সংখ্যা S০২৩ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(উ) শিরনামা সংখ্যা S০৩১ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ঊ) শিরনামা সংখ্যা S০৩৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ শিরনামা সংখ্যা ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:–

"S০৩৭	S০৩৭.০০	যোগানদার (Procurement Provider)	১০%"; এবং

(ঋ) শিরনামা সংখ্যা S০৪২, S০৪৭, S০৪৮, S০৫৩, S০৬৩, S০৬৫ ও S০৭৬ এবং উহাদের বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত "স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ৫ শতাংশ। তবে, স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ২.৪ শতাংশ এবং ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোল, ফার্নেস অয়েল ও এলপি গ্যাস এর ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ২ শতাংশ।" শব্দগুলি, সংখ্যগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ৭.৫ শতাংশ। তবে, স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ঔষধের ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ৩ শতাংশ এবং ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন, পেট্রোল ও ফার্নেস অয়েল এর ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ২ শতাংশ।" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**— (১) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কাজকর্ম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

২০২৬ সনের ২৪ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সরকারি হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সরকারি অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও রিপোর্টদানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সরকারি হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সরকারি অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৪ মে ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"মহা হিসাব-নিরীক্ষক"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৭(১) অনুচ্ছেদের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(খ) **"সরকারি হিসাবসমূহ"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব;

(গ) **"সরকারি হিসাব নিরীক্ষা"** অর্থ মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, এই আইনের বিধানাবলি বা অন্য কোনো আইনের অধীন সম্পাদিত যেকোনো হিসাব নিরীক্ষা;

(ঘ) **"হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন"** অর্থ মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল হইতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন যাহা মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত।

(২) এই আইনে যেই সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং অভিব্যক্তির অনুরূপ হইবে।

৩। **Act No. 24 of 1974 এর অতিরিক্ততা**।—এই আইনের বিধানাবলি Comptroller and Auditor-General (Additional Functions) Act, 1974 এর বিধানাবলির ব্যত্যয় না ঘটাইয়া উহার অতিরিক্ত হইবে।

৪। **মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা**।—(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষার ধরন, সময়, মাত্রা, প্রকৃতি এবং আওতা নির্ধারণসহ হিসাব নিরীক্ষা বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, এই আইন বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেকোনো ধরনের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও স্বার্থের সংঘাত এড়াইবার লক্ষ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। **ব্যয় ও পরিশোধ সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ব্যয় ও পরিশোধ সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) সরকারি অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয়িত সকল অর্থ;

(খ) সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, বাণিজ্য ও লাভ-ক্ষতির হিসাব, নগদ প্রবাহের হিসাব এবং ব্যালেন্স শিটসহ তাহাদের নিকট রক্ষিত সকল হিসাব; এবং

(গ) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব হইতে পরিশোধিত সকল অর্থ।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান" অর্থে বাণিজ্যিক মূলনীতি অনুসরণ করিয়া পরিচালিত বাজেটভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান যাহা জনসেবা প্রদানের পাশাপাশি আর্থিক ফলাফল অর্জনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকে, (যেমন: রেলওয়ে, ডাক, ইত্যাদি)।

৬। **রাজস্ব ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক সরকারি হিসাবসমূহে প্রাপ্য সকল রাজস্ব ও প্রাপ্তি নিম্নরূপভাবে হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কর এবং কর-ব্যতীত রাজস্ব, ইত্যাদিসহ সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তিসমূহ প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথ এবং সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হইয়াছে কিনা; এবং

(খ) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবের প্রাপ্তিসমূহ প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথ এবং সঠিকভাবে জমা ও হিসাবভুক্ত হইয়াছে কিনা।

৭। **ভাণ্ডার ও মজুত সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা**।—মহা হিসাব-নিরীক্ষক সকল নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ভাণ্ডার (store) এবং মজুত (stock) হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। **সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা**।—মহা হিসাব-নিরীক্ষক সরকারের সম্পদ ও দায় সংক্রান্ত সরকারি হিসাবসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থিতি এবং নগদ স্থিতি হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৯। **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষা**।—মহা হিসাব-নিরীক্ষক বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এর আওতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের চুক্তি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও এর মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পসমূহের সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অংশের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব" অর্থ বাংলাদেশে সরকরি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এর ধারা ২ এর দফা (২৭) এ সংজ্ঞায়িত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বুঝাবে।

১০। **বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রদত্ত সরকারি অর্থের বিষয়ে হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম।**—

(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক—

(ক) সরকারের সংযুক্ত তহবিল হইতে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে কোনো ঋণ বা সাহায্য-মঞ্জুরি প্রদান করা হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ব্যয় ও প্রাপ্তি হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) সরকারের সংযুক্ত তহবিল হইতে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কোনো অনুদান বা ঋণ প্রদান করা হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেই সকল শর্তসাপেক্ষে অনুদান বা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল শর্ত সন্তোষজনকভাবে প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা উহা যাচাই করিতে পারিবেন;

(গ) কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি প্রদত্ত দলিলাদির উপর ভিত্তি করিয়া সরকার কর্তৃক উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিকে কোনোরূপ অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হইলে তাহার সঠিকতা ও যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক, প্রয়োজনে, উক্ত সংস্থা বা ব্যক্তির হিসাব সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যাচাই করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদেশি রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক সংস্থায় সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদত্ত অনুরূপ কোনো চাঁদা, সাহায্য, অনুদান বা ঋণসমূহের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোনো হিসাব নিরীক্ষা প্রযোজ্য হইবে না।

১১। **মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা হিসাব নিরীক্ষা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক, সকল সরকারি দপ্তর, কর্তৃপক্ষ, বোর্ড, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠান যাহা রাষ্ট্রপতির আদেশ, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোনো দলিল দ্বারা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা অলাভজনক পন্থায় জনসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত, সরকারি কোম্পানি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অনুরূপ কোনো সংস্থার মিতব্যয়িতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) "সরকারি কোম্পানি" অর্থে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন যেকোনো কোম্পানি যাহা যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং যাহার মধ্যে সরকার অথবা স্থানীয় সরকারসহ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অথবা সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের কমপক্ষে ৫১ (একান্ন) শতাংশ শেয়ার বা স্বার্থ রহিয়াছে; উপরন্তু, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫ এর দফা (ণ) অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনাকারী কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি এবং যেকোনো বিশেষায়িত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান;

(গ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ General Clauses Act, 1897 এর section 3 এর clause (28) এ সংজ্ঞায়িত "Local authority"

১২। **গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা**।—মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক রেকর্ডসমূহের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন বা হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের জবাব নিষ্পত্তি করিবেন।

১৩। **বার্ষিক কর্মকৃতি** (Performance)**, ইত্যাদি**।—(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক তাঁহার হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমের অর্জন, মানসম্মত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যা এবং উহা সমাধানের দিক নির্দেশনা, হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সুপারিশ সম্বলিত বার্ষিক কর্মকৃতি (Performance) প্রতিবেদন প্রকাশ করিবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ের কার্যক্রম, কর্মকৃতি (Performance), পেশাগত নৈতিক মূল্যবোধ, হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক এতৎসংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করিয়া মহা হিসাব-নিরীক্ষক এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক একটি স্বতন্ত্র তদারকি কমিটি গঠন করিবেন।

১৪। **অভিযোগ ও প্রতিকার, ইত্যাদি**।—(১) নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা সংক্রান্ত বা নিরীক্ষকগণের পেশাগত নৈতিকতার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইলে, অভিযোগের যথার্থ ভিত্তি রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইয়া, মহা হিসাব-নিরীক্ষক, অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবেন এবং আনীত অভিযোগের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যথাযথ তদন্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে মহা হিসাব-নিরীক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, এই আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন গৃহীত হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মচারী তথ্য প্রদানসহ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৪) নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রদান করিলে নিরীক্ষক উহা চূড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৫) হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে পেশের পর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান" অর্থ মহা হিসাব-নিরীক্ষকের হিসাব নিরীক্ষার আওতাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান।

১৫। **বিশেষজ্ঞ নিয়োগ**।—হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক, সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং সুনাম রহিয়াছে এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং সরকার উক্ত বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রে এতৎসংশ্লিষ্ট প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৬। **আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা**।—(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক এর কার্যালয়ের জন্য অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতের বাজেট বরাদ্দ হইতে ব্যয় নির্বাহ করিবার ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় এবং আয়, যদি থাকে, যথাযথ হিসাবায়ন করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা উহার প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নন-ক্যাডার কর্মচারীর কোনো পদ শূন্য হইলে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের জন্য প্রণীত প্রচলিত বিধি মোতাবেক শূন্যপদ পূরণ এবং পদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, পদ-বিন্যাস, দপ্তরসমূহ একীভূতকরণ, পৃথকীকরণ বা বিলুপ্তকরণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭। **চুক্তি সম্পাদন, ইত্যাদি**।—(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোনো আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক বা বিদেশি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির সহিত পরামর্শ ও সহযোগিতা আদান-প্রদানের জন্য চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কার্যালয়, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ এবং সদস্য হিসাবে নির্ধারিত উক্ত সংস্থার প্রয়োজনীয় চাঁদা (subscription) প্রদান করিতে পারিবে।

১৮। **মহা হিসাব-নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।—(১) মহা হিসাব-নিরীক্ষকের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ তাহার কার্যালয়ের বাৎসরিক কর্মকৃতির (Performance) বিস্তারিত বিবরণসহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি উহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) মহা হিসাব-নিরীক্ষক এই আইনের অধীন পরিচালিত অনুসন্ধান, হিসাব নিরীক্ষা ও যাচাই কার্যক্রমের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণপূর্বক উহার উপর সুনির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রতিবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক উহা মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের উপর সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরবর্তী হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, মহা হিসাব-নিরীক্ষকের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বৈধভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের একটি নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ২০ নং আইন

২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন নির্দিষ্টকরণ (২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসর) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০২৫-২০২৬ অর্থবৎসরের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে ১৩৬০২৬১,৯৩,৯৭,০০০ (তেরো লক্ষ ষাট হাজার দুইশত একষট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা প্রদান।**—২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে যেই সকল ব্যয় হইতে পারে সেই সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আইনের তফসিলের কলাম (২) এ বর্ণিত কার্যাদির বিপরীতে কলাম (৫) এ উল্লিখিত **১৩৬০২৬১,৯৩,৯৭,০০০ (তেরো লক্ষ ষাট হাজার দুইশত একষট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার)** টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদেয় ও ব্যয়যোগ্য হইবে।

৩। **নির্দিষ্টকরণ।**—এই আইন দ্বারা সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদান করিবার ও ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত অর্থ ২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ বৎসরে এই আইনের তফসিলের কলাম (২) এ বর্ণিত কার্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৫) এ উল্লিখিত পরিমাণের অনধিক অর্থ নির্দিষ্ট করা হইল।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	অন্যান্য ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫
	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩৪,০০,০০	০	৩৪,০০,০০
০১	জাতীয় সংসদ	২৩১,৮০,০০	২০,০০	২৩২,০০,০০
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০	৩৫৫৬,০০,০০	৩৫৫৬,০০,০০
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০	১১৬,০০,০০	১১৬,০০,০০
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৫০,০০,০০	০	২৫০,০০,০০
০৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	২৭২৬,৯৫,০০	২২৯,০৫,০০	২৯৫৬,০০,০০
০৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০	৫০১৯,০০,০০	৫০১৯,০০,০০
০৬	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৮,৪৭,০০	৪০,৫৩,০০	১৪৯,০০,০০
০৭	অর্থ বিভাগ	৫৯০৯২৪,৯৬,৭২	১৮১১৮১,৪১,১৪	৭৭২১০৬,৩৭,৮৬
	বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৮৪,০০,০০	০	২৮৪,০০,০০
০৮	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০	৩১২৬,০০,০০	৩১২৬,০০,০০
০৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	৩৫২১,০০,০০	৩৫২১,০০,০০
১০	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬১০০০,০০,০০	৫৮৪,০০,৪২	৬১৫৮৪,০০,৪২
১১	পরিকল্পনা বিভাগ	০	১০৯০৫,৬৭,০০	১০৯০৫,৬৭,০০
১২	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০	১৮৩,০০,০০	১৮৩,০০,০০
১৩	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০	৪৬৭,০০,০০	৪৬৭,০০,০০
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০	৬০৭,৬০,০০	৬০৭,৬০,০০
১৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	১৭০৪,০০,০০	১৭০৪,০০,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	অন্যান্য ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫
১৬	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৪০৮৫১,১৭,৫৪	৪০৮৫১,১৭,৫৪
১৭	সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	০	৪৭,০০,০০	৪৭,০০,০০
১৮	আইন ও বিচার বিভাগ	০	২০৭৫,০০,০০	২০৭৫,০০,০০
১৯	জননিরাপত্তা বিভাগ	০	২৭০০১,৪৬,৭৮	২৭০০১,৪৬,৭৮
২০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৪৬,৭৫,০০	৪৬,৭৫,০০
২১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৩৫৪০৩,০০,০০	৩৫৪০৩,০০,০০
২২	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০	৪৭৫৬৪,০০,০০	৪৭৫৬৪,০০,০০
২৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	১২৮৬৯,০০,০০	১২৮৬৯,০০,০০
২৪	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০	৩১০২২,০০,০০	৩১০২২,০০,০০
২৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০	২১৪৪,০০,০০	২১৪৪,০০,০০
২৬	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০	১৩৯৯১,২১,০০	১৩৯৯১,২১,০০
২৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৫০৭৭,৮৯,২৯	৫০৭৭,৮৯,২৯
২৮	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৪৩৮,০০,০০	৪৩৮,০০,০০
২৯	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০	৫১১০,৪৩,০০	৫১১০,৪৩,০০
৩০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	১১১০,০০,০০	১১১০,০০,০০
৩১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৮২৪,০০,০০	৮২৪,০০,০০
৩২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২১৮৩,০০,০০	২১৮৩,০০,০০
৩৩	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০	২৪২৩,০০,০০	২৪২৩,০০,০০
৩৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০	৪২৪৩৩,০০,০০	৪২৪৩৩,০০,০০
৩৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০	১১০০,০০,০০	১১০০,০০,০০
৩৬	শিল্প মন্ত্রণালয়	০	১৮৯১,০০,০০	১৮৯১,০০,০০
৩৭	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৮৫৫,০০,০০	৮৫৫,০০,০০
৩৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০	৪৮০,০০,০০	৪৮০,০০,০০
৩৯	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	০	২১৭৮,০০,০০	২১৭৮,০০,০০
৪০	কৃষি মন্ত্রণালয়	০	২৭২২৪,০০,০০	২৭২২৪,০০,০০
৪১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০	৩৩৯২,৩৭,৬৪	৩৩৯২,৩৭,৬৪
৪২	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০	২১৪৪,০০,০০	২১৪৪,০০,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	অন্যান্য ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫
৪৩	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	২৩০৩,৬৩,৮০	২৩০৩,৬৩,৮০
৪৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	১১২০৪,০০,০০	১১২০৪,০০,০০
৪৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	২৯৫৪১,৯২,১৫	২৯৫৪১,৯২,১৫
৪৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১০৩৬২,১৮,৫৬	১০৩৬২,১৮,৫৬
৪৭	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১০,০০,০০	৩৮৪৮৬,০০,০০	৩৮৪৯৬,০০,০০
৪৮	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০	১১৯৪৪,০০,০০	১১৯৪৪,০০,০০
৪৯	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	০	১০২৭৯,০০,০০	১০২৭৯,০০,০০
৫০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০	২৪৫৫,০০,০০	২৪৫৫,০০,০০
৫১	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	০	২১৪৮,০০,০০	২১৪৮,০০,০০
৫২	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	১৩৬১,৮৫,৬৪	১৩৬১,৮৫,৬৪
৫৩	বিদ্যুৎ বিভাগ	০	২০৩৪২,০০,০০	২০৩৪২,০০,০০
৫৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৭৩৩০,০০,০০	৭৩৩০,০০,০০
৫৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৭৮,২৯,০০	১২,৭১,০০	১৯১,০০,০০
৫৬	সেতু বিভাগ	০	৬০২২,০০,০০	৬০২২,০০,০০
৫৭	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০	১২৬৭৮,০০,০০	১২৬৭৮,০০,০০
৫৮	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০	৪০৩৮,৩৮,২৯	৪০৩৮,৩৮,২৯
৫৯	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	০	১০৮৮৬,০০,০০	১০৮৮৬,০০,০০
	মোট মঞ্জুরি ও বরাদ্দ	**৬৫৫৭৪৮,৪৭,৭২**	**৭০৪৫১৩,৪৬,২৫**	**১৩৬০২৬১,৯৩,৯৭**

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ১৯ নং আইন

২০২৫ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ২০২৫ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) (২০২৪-২৫ অর্থবৎসর) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৬ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে ১৩০৫১২,০৮,৮২,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত বারো কোটি আট লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকা প্রদান।**—২০২৫ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে যেই সকল ব্যয় উক্ত বৎসরের অর্থ পরিশোধের আওতাধীন হইতে পারে সেই সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যাদির বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত **১৩০৫১২,০৮,৮২,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পাঁচশত বারো কোটি আট লক্ষ বিরাশি হাজার)** টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদেয় ও ব্যয়যোগ্য হইবে।

৩। **নির্দিষ্টকরণ।**—এই আইন দ্বারা সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদান করিবার ও ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০২৫ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্ত অর্থবৎসরে এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যাদি ও উদ্দেশ্যসমূহের জন্য উহার বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত পরিমাণের অনধিক অর্থ নির্দিষ্ট করা হইল।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৩১নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	অন্যান্য ব্যয়	মোট
১	২	৩	৪	৫
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	৪,৬৬,৫২	০	৪,৬৬,৫২
০৬	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	- ৭,৯৯,৩৪	১৩,৫০,০০	৫,৫০,৬৬
০৭	অর্থ বিভাগ	১১১৪৮১,৩৭,০০	-৭২২৪,৭৯,০৯	১০৪২৫৬,৫৭,৯১
০৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	৭৩৫,৬৬,৮৯	৭৩৫,৬৬,৮৯
১১	পরিকল্পনা বিভাগ	০	২০১৯৯,৭৪,২৫	২০১৯৯,৭৪,২৫
১৩	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০	৪০,৫৭,৪৯	৪০,৫৭,৪৯
২০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৬,৯৯,৭০	৬,৯৯,৭০
৩০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	৯০,৩৩,৯৮	৯০,৩৩,৯৮
৪৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	১৪৯০,৫০,০০	১৪৯০,৫০,০০
৪৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	৩৬৮১,৫১,৪২	৩৬৮১,৫১,৪২
	মোট সম্পূরক বরাদ্দ	**১১১৪৭৮,০৪,১৮**	**১৯০৩৪,০৪,৬৪**	**১৩০৫১২,০৮,৮২**

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ২১, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ আষাঢ়, ১৪৩৩/২১ জুন, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ২১ জুন, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৬ সনের ৯৫ নং আইন

২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই আইন নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০২৫-২০২৬ অর্থবৎসরের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে ৫৬১১৭,৫৯,৪১,০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার একশত সতেরো কোটি উনষাট লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান।**—২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে যেই সকল ব্যয় উক্ত বৎসরের অর্থ পরিশোধের আওতাধীন হইতে পারে সেই সকল

ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যাদির বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত ৫৬১১৭,৫৯,৪১,০০০ (ছাপ্পান্ন হাজার একশত সতেরো কোটি উনষাট লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদেয় ও ব্যয়যোগ্য হইবে।

৩। **নির্দিষ্টকরণ।**—এই আইন দ্বারা সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদান করিবার ও ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত অর্থ ২০২৬ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত পরিমাণের অনধিক অর্থ নির্দিষ্ট করা হইল।

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
০১	জাতীয় সংসদ	১৬,৫৯,৬০	০	১৬,৫৯,৬০
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০	১৫,৬৭,৭৬	১৫,৬৭,৭৬
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	১৯,৭৭,৫৪	০	১৯,৭৭,৫৪
০৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১০৬০,৯৫,৮০	৩২৮,৭০,০০	১৩৮৯,৬৫,৮০
০৬	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	২৩,৫৪,৮৭	৬,৪৭,০০	৩০,০১,৮৭
০৭	অর্থ বিভাগ	৫০০০,০০,০০	২৩৬৫৫,৫৪,০৫	২৮৬৫৫,৫৪,০৫
০৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	১৬৯০,৮১,৭৯	১৬৯০,৮১,৭৯
১১	পরিকল্পনা বিভাগ	০	১২৪০৭,৮৩,৮৮	১২৪০৭,৮৩,৮৮
১২	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০	২১,৯৭,৪২	২১,৯৭,৪২
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০	৩০১,৯৩,৪০	৩০১,৯৩,৪০
১৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	৫৯,৯৭,৯২	৫৯,৯৭,৯২
১৮	আইন ও বিচার বিভাগ	০	৮৪,৭৪,৩৬	৮৪,৭৪,৩৬
১৯	জননিরাপত্তা বিভাগ	০	১৭১,৬৮,১৩	১৭১,৬৮,১৩
২০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৮৭,৮৫	৮৭,৮৫
২৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	৪৯২৩,৪৮,৫৪	৪৯২৩,৪৮,৫৪

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
২৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০	৭২২,৪৬,১৫	৭২২,৪৬,১৫
২৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২৯৩,৩৫,৫৯	২৯৩,৩৫,৫৯
৩০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	১১২,৫৮,১০	১১২,৫৮,১০
৩২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২২০,৪১,২২	২২০,৪১,২২
৩৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০	১৮০৯,৫৬,১০	১৮০৯,৫৬,১০
৩৭	প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৭৫,৬১,৯৫	৭৫,৬১,৯৫
৩৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০	৪৫,৪৫	৪৫,৪৫
৪৩	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	৯৭,৭১,০৩	৯৭,৭১,০৩
৪৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	২১৭৭,০৪,৮১	২১৭৭,০৪,৮১
৪৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	৬৮৩,৯১,০৩	৬৮৩,৯১,০৩
৫৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	১২২,১৯,৩২	১২২,১৯,৩২
৫৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	-৯১০,২৫	২০,৭৯,০০	১১,৬৮,৭৫
	মোট মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি	**৬১১১,৭৭,৫৬**	**৫০০০৫,৮১,৮৫**	**৫৬১১৭,৫৯,৪১**

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
০১	জাতীয় সংসদ	১৬,৫৯,৬০	০	১৬,৫৯,৬০
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০	১৫,৬৭,৭৬	১৫,৬৭,৭৬
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	১৯,৭৭,৫৪	০	১৯,৭৭,৫৪
০৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১০৬০,৯৫,৮০	৩২৮,৭০,০০	১৩৮৯,৬৫,৮০
০৬	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	২৩,৫৪,৮৭	৬,৪৭,০০	৩০,০১,৮৭
০৭	অর্থ বিভাগ	৫০০০,০০,০০	২৩৬৫৫,৫৪,০৫	২৮৬৫৫,৫৪,০৫
০৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	১৬৯০,৮১,৭৯	১৬৯০,৮১,৭৯
১১	পরিকল্পনা বিভাগ	০	১২৪০৭,৮৩,৮৮	১২৪০৭,৮৩,৮৮
১২	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০	২১,৯৭,৪২	২১,৯৭,৪২
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০	৩০১,৯৩,৪০	৩০১,৯৩,৪০
১৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	৫৯,৯৭,৯২	৫৯,৯৭,৯২
১৮	আইন ও বিচার বিভাগ	০	৮৪,৭৪,৩৬	৮৪,৭৪,৩৬
১৯	জননিরাপত্তা বিভাগ	০	১৭১,৬৮,১৩	১৭১,৬৮,১৩
২০	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৮৭,৮৫	৮৭,৮৫

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
২৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	৪৯২৩,৪৮,৫৪	৪৯২৩,৪৮,৫৪
২৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০	৭২২,৪৬,১৫	৭২২,৪৬,১৫
২৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২৯৩,৩৫,৫৯	২৯৩,৩৫,৫৯
৩০	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	১১২,৫৮,১০	১১২,৫৮,১০
৩২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২২০,৪১,২২	২২০,৪১,২২
৩৪	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০	১৮০৯,৫৬,১০	১৮০৯,৫৬,১০
৩৭	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৭৫,৬১,৯৫	৭৫,৬১,৯৫
৩৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০	৪৫,৪৫	৪৫,৪৫
৪৩	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	৯৭,৭১,০৩	৯৭,৭১,০৩
৪৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	২১৭৭,০৪,৮১	২১৭৭,০৪,৮১
৪৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	৬৮৩,৯১,০৩	৬৮৩,৯১,০৩
৫৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	১২২,১৯,৩২	১২২,১৯,৩২
৫৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	-৯১০,২৫	২০,৭৯,০০	১১,৬৮,৭৫
	মোট মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি	**৬১১১,৭৭,৫৬**	**৫০০০৫,৮১,৮৫**	**৫৬১১৭,৫৯,৪১**

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৩০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩/৩০ জুন, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩ মোতাবেক ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৯৭ নং আইন

২০২৭ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীত আইন

যেহেতু ২০২৭ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **২০২৬-২০২৭ অর্থসৎসরের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে ১৫১৫৪৩৯,০৮,৩৮,০০০ (পনেরো লক্ষ পনেরো হাজার চারশত উনচল্লিশ কোটি আট লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান।**—২০২৭ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে যেই সকল ব্যয় হইতে পারে সেই সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যাদির বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত **১৫১৫৪৩৯,০৮,৩৮,০০০ (পনেরো লক্ষ পনেরো হাজার চারশত উনচল্লিশ কোটি আট লক্ষ আটত্রিশ হাজার)** টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদেয় ও ব্যয়যোগ্য হইবে।

৩। **নির্দিষ্টকরণ।**—এই আইন দ্বারা সংযুক্ত তহবিল হইতে প্রদান করিবার ও ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত অর্থ ২০২৭ সনের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থবৎসরে এই আইনের তফসিলের কলাম ২ এ বর্ণিত কার্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম ৫ এ উল্লিখিত পরিমাণের অনধিক অর্থ নির্দিষ্ট করা হইল।

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩৪,৪৮,০০	০	৩৪,৪৮,০০
০১	জাতীয় সংসদ	২৮৯,৯০,০০	৭০,০০	২৯০,৬০,০০
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০	৩৮৪৫,৬৭,০০	৩৮৪৫,৬৭,০০
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০	১০৫,৪৯,০০	১০৫,৪৯,০০
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৯১,৩৮,০০	০	২৯১,৩৮,০০
০৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩৬৪৩,৩৪,০০	৭৫৭,৪৫,০০	৪৪০০,৭৯,০০
০৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০	৫০৬৬,৬৯,০০	৫০৬৬,৬৯,০০
০৬	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৬,৯৯,০০	৩১,৫০,০০	১৩৮,৪৯,০০
০৭	অর্থ বিভাগ	৬১১৭০৪,০০,০০	২১৮৮৪৭,৯৫,৭৪	৮৩০৫৫১,৯৫,৭৪
০৮	বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৬৮,০০,০০	১০৮,৯০,০০	৩৭৬,৯০,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
০৯	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০	৪৬৫৫,৭৫,০০	৪৬৫৫,৭৫,০০
১০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	৩৫৬৬,২৩,০০	৩৫৬৬,২৩,০০
১১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬৮৫০০,০০,০০	৭৪৮,৯১,৬২	৬৯২৪৮,৯১,৬২
১২	পরিকল্পনা বিভাগ	০	৩৬২৫১,৩৫,০০	৩৬২৫১,৩৫,০০
১৩	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০	২৩১,০০,০০	২৩১,০০,০০
১৪	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০	৬৭২,১৫,০০	৬৭২,১৫,০০
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০	৩২৮,২৫,০০	৩২৮,২৫,০০
১৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	১৮৪৪,৪৩,০০	১৮৪৪,৪৩,০০
১৭	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৪২৪৯৭,৪৫,৩৯	৪২৪৯৭,৪৫,৩৯
১৮	সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	০	৪৩,৯০,০০	৪৩,৯০,০০
১৯	আইন ও বিচার বিভাগ	০	২১৮৭,৫৮,০০	২১৮৭,৫৮,০০
২০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	৩১০৯৮,৮৮,১৫	৩১০৯৮,৮৮,১৫
২১	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৪৯,৪২,০০	৪৯,৪২,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
২২	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৪৬৭৩৭,৯২,০০	৪৬৭৩৭,৯২,০০
২৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০	৫৭৩০১,৬৮,০০	৫৭৩০১,৬৮,০০
২৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	১৮১১৫,০৩,০০	১৮১১৫,০৩,০০
২৫	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০	৪৯৩৮৬,৮৯,০০	৪৯৩৮৬,৮৯,০০
২৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০	২০৪৯,০২,০০	২০৪৯,০২,০০
২৭	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০	৩০৪৪২,৬৬,০০	৩০৪৪২,৬৬,০০
২৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৫১৯৬,১৩,৫৭	৫১৯৬,১৩,৫৭
২৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৪৬৬,৮৪,০০	৪৬৬,৮৪,০০
৩০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০	৫০৭৮,৫৫,০০	৫০৭৮,৫৫,০০
৩১	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	১১৮৯,৫৯,০০	১১৮৯,৫৯,০০
৩২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৮২৫,৭৫,০০	৮২৫,৭৫,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
৩৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২৯৫৫,৪২,০০	২৯৫৫,৪২,০০
৩৪	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০	২৫৮৬,০৬,০০	২৫৮৬,০৬,০০
৩৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০	৪০২৪৫,৮৩,০০	৪০২৪৫,৮৩,০০
৩৬	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০	১১০৫,৬৪,০০	১১০৫,৬৪,০০
৩৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	০	১৬৯১,৯০,০০	১৬৯১,৯০,০০
৩৮	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৮৭৯,৯২,০০	৮৭৯,৯২,০০
৩৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০	৫১১,৯৮,০০	৫১১,৯৮,০০
৪০	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	০	২৩৪৯,০২,০০	২৩৪৯,০২,০০
৪১	কৃষি মন্ত্রণালয়	০	২৮৮৮১,৩৯,০০	২৮৮৮১,৩৯,০০
৪২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০	২৭২৭,৫১,৭১	২৭২৭,৫১,৭১
৪৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০	২২৪০,১২,০০	২২৪০,১২,০০
৪৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	২৪৩৯,৪৬,৮৩	২৪৩৯,৪৬,৮৩

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
৪৫	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	১০৫৩২,৮০,০০	১০৫৩২,৮০,০০
৪৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	৩২৪১৪,৫৮,৪৮	৩২৪১৪,৫৮,৪৮
৪৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১০৩৪৯,৫৮,০৭	১০৩৪৯,৫৮,০৭
৪৮	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০	৩৬৯১৭,৫৫,০০	৩৬৯১৭,৫৫,০০
৪৯	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০	৯৯০,৪৪,০০	৯৯৪০,৪৪,০০
৫০	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	০	৯০৮০,৩৮,০০	৯০৮০,৩৮,০০
৫১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০	১৮৮৪,১১,০০	১৮৮৪,১১,০০
৫২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	০	২১৪১,২২,০০	২১৪১,২২,০০
৫৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	১৪৫৭,০০,৮২	১৪৫৭,০০,৮২
৫৪	বিদ্যুৎ বিভাগ	০	১৪৯৯৬,০২,০০	১৪৯৯৬,০২,০০
৫৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৭৫১৫,৪৬,০০	৭৫১৫,৪৬,০০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	হিসাবের প্রধান খাতসমূহ	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
৫৬	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৮৬,৯৮,০০	৯,৬০,০০	১৯৬,৫৮,০০
৫৭	সেতু বিভাগ	০	২৯০৮,৪৩,০০	২৯০৮,৪৩,০০
৫৮	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০	১৮৪৫৭,০০,০০	১৮৪৫৭,০০,০০
৫৯	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	০	১৩৪৬৫,৮৩,০০	১৩৪৬৫,৮৩,০০
	মোট মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি	**৬৮৫০২৫,০৭,০০**	**৮৩০৪১৪,০১,৩৮**	**১৫১৫৪৩৯,০৮,৩৮**

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া

সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তফসিল

(ধারা ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মঞ্জুরি নং	কার্য ও উদ্দেশ্যসমূহ	অনধিক টাকা		
	(হিসাবের প্রধান খাতসমূহ)	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়	সংসদ কর্তৃক ভোটে গৃহীত	মোট
১	২	৩	৪	৫
	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩৪,৪৮,০০	০	৩৪,৪৮,০০
০১	জাতীয় সংসদ	২৮৯,৯০,০০	৭০,০০	২৯০,৬০,০০
০২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০	৩৮৪৫,৬৭,০০	৩৮৪৫,৬৭,০০
০৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০	১০৫,৪৯,০০	১০৫,৪৯,০০
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৯১,৩৮,০০	০	২৯১,৩৮,০০
০৪	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩৬৪৩,৩৪,০০	৭৫৭,৪৫,০০	৪৪০০,৭৯,০০
০৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০	৫০৬৬,৬৯,০০	৫০৬৬,৬৯,০০
০৬	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০৬,৯৯,০০	৩১,৫০,০০	১৩৮,৪৯,০০
০৭	অর্থ বিভাগ	৬১১৭০৪,০০,০০	২১৮৮৪৭,৯৫,৭৪	৮৩০৫৫১,৯৫,৭৪
০৮	বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৬৮,০০,০০	১০৮,৯০,০০	৩৭৬,৯০,০০
০৯	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০	৪৬৫৫,৭৫,০০	৪৬৫৫,৭৫,০০
১০	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০	৩৫৬৬,২৩,০০	৩৫৬৬,২৩,০০
১১	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৬৮৫০০,০০,০০	৭৪৮,৯১,৬২	৬৯২৪৮,৯১,৬২
১২	পরিকল্পনা বিভাগ	০	৩৬২৫১,৩৫,০০	৩৬২৫১,৩৫,০০
১৩	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০	২৩১,০০,০০	২৩১,০০,০০
১৪	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০	৬৭২,১৫,০০	৬৭২,১৫,০০
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০	৩২৮,২৫,০০	৩২৮,২৫,০০

১৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	১৮৪৪,৪৩,০০	১৮৪৪,৪৩,০০
১৭	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৪২৪৯৭,৪৫,৩৯	৪২৪৯৭,৪৫,৩৯
১৮	সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	০	৪৩,৯০,০০	৪৩,৯০,০০
১৯	আইন ও বিচার বিভাগ	০	২১৮৭,৫৮,০০	২১৮৭,৫৮,০০
২০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০	৩১০৯৮,৮৮,১৫	৩১০৯৮,৮৮,১৫
২১	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০	৪৯,৪২,০০	৪৯,৪২,০০
২২	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০	৪৬৭৩৭,৯২,০০	৪৬৭৩৭,৯২,০০
২৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	০	৫৭৩০১,৬৮,০০	৫৭৩০১,৬৮,০০
২৪	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০	১৮১১৫,০৩,০০	১৮১১৫,০৩,০০
২৫	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	০	৪৯৩৮৬,৮৯,০০	৪৯৩৮৬,৮৯,০০
২৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	০	২০৪৯,০২,০০	২০৪৯,০২,০০
২৭	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০	৩০৪৪২,৬৬,০০	৩০৪৪২,৬৬,০০
২৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৫১৯৬,১৩,৫৭	৫১৯৬,১৩,৫৭
২৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৪৬৬,৮৪,০০	৪৬৬,৮৪,০০
৩০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত मंत्रालय	০	৫০৭৮,৫৫,০০	৫০৭৮,৫৫,০০
৩১	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	০	১১৮৯,৫৯,০০	১১৮৯,৫৯,০০
৩২	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৮২৫,৭৫,০০	৮২৫,৭৫,০০
৩৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	২৯৫৫,৪২,০০	২৯৫৫,৪২,০০
৩৪	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০	২৫৮৬,০৬,০০	২৫৮৬,০৬,০০
৩৫	স্থানীয় সরকার বিভাগ	০	৪০২৪৫,৮৩,০০	৪০২৪৫,৮৩,০০
৩৬	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	০	১১০৫,৬৪,০০	১১০৫,৬৪,০০
৩৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	০	১৬৯১,৯০,০০	১৬৯১,৯০,০০
৩৮	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০	৮৭৯,৯২,০০	৮৭৯,৯২,০০
৩৯	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	০	৫১১,৯৮,০০	৫১১,৯৮,০০

৪০	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	০	২৩৪৯,০২,০০	২৩৪৯,০২,০০
৪১	কৃষি মন্ত্রণালয়	০	২৮৮৮১,৩৯,০০	২৮৮৮১,৩৯,০০
৪২	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০	২৭২৭,৫১,৭১	২৭২৭,৫১,৭১
৪৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০	২২৪০,১২,০০	২২৪০,১২,০০
৪৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	০	২৪৩৯,৪৬,৮৩	২৪৩৯,৪৬,৮৩
৪৫	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০	১০৫৩২,৮০,০০	১০৫৩২,৮০,০০
৪৬	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০	৩২৪১৪,৫৮,৪৮	৩২৪১৪,৫৮,৪৮
৪৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	০	১০৩৪৯,৫৮,০৭	১০৩৪৯,৫৮,০৭
৪৮	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০	৩৬৯১৭,৫৫,০০	৩৬৯১৭,৫৫,০০
৪৯	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০	৯৯৪০,৪৪,০০	৯৯৪০,৪৪,০০
৫০	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	০	৯০৮০,৩৮,০০	৯০৮০,৩৮,০০
৫১	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০	১৮৮৪,১১,০০	১৮৮৪,১১,০০
৫২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	০	২১৪১,২২,০০	২১৪১,২২,০০
৫৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	১৪৫৭,০০,৮২	১৪৫৭,০০,৮২
৫৪	বিদ্যুৎ বিভাগ	০	১৪৯৯৬,০২,০০	১৪৯৯৬,০২,০০
৫৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০	৭৫১৫,৪৬,০০	৭৫১৫,৪৬,০০
৫৬	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৮৬,৯৮,০০	৯,৬০,০০	১৯৬,৫৮,০০
৫৭	সেতু বিভাগ	০	২৯০৮,৪৩,০০	২৯০৮,৪৩,০০
৫৮	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০	১৮৪৫৭,০০,০০	১৮৪৫৭,০০,০০
৫৯	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	০	১৩৪৬৫,৮৩,০০	১৩৪৬৫,৮৩,০০
	মোট মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবি	**৬৮৫০২৫,০৭,০০**	**৮৩০৪১৪,০১,৩৮**	**১৫১৫৪৩৯,০৮,৩৮**